অমৃত জীবন কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

(শেষ খণ্ড)



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

অমৃত জীবন কথা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্মপ্রচারে যোগ্যতা

যে সব প্রদেশ আছে এ পুণ্য ভারতে।
তাহার ভিতরে প্রায় সব স্থান হ'তে ॥
বিশিষ্ট সাধকগণ কৃপালাভ-আশে।
উপস্থিত হইতেন প্রভুর সকাশে ॥
শ্রীপ্রভুর গুরুভাবে প্রেরণা লভিয়া।
নিজ নিজ ধর্মপথে নব ভাব নিয়া ॥
নিজের জীবন তাঁরা করিতেন ধন্য।
তাই হেন কহিতেন শ্রীপ্রভু বরণ্য ॥
"বনের ভিতরে যদি ফুল ফুটে রয়।
ভ্রমর আপনি সেথা উপস্থিত হয় ॥
ডাকিতে হয়না তাকে মধুপান তরে।
ঈশ্বরের-প্রেম এলে তোমার ভিতরে ॥
ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভে উৎসাহী যাহারা।
নিশ্চয় তোমার কাছে আসিবে তাহারা ॥
অগ্রে তাঁর কৃপা আর দরশন পাও।
সাথে সাথে 'চাপরাস'* লাভ ক'রে নাও
পরে কর জনহিত ধরমপ্রচার।
সার্থক হইবে তবে প্রয়াস তোমার ॥
'চাপরাস' ছাড়া যদি প্রচারেতে যায়।
কেহ নাহি কান দেয় তাহার কথায় ॥
বৈরাগ্য, সংযম আর ত্যাগের অভ্যাস।
এ সবেতে পূর্ণ করি' হৃদয়আকাশ ॥
আপনাকে যন্ত্ররূপে চিন্তি' অনুক্ষণ।
নিজেকে বিভুর পায়ে সঁপে যেইজন ॥
মানবের হিত আর ধরমপ্রচার।
সেজনই করিতে পারে ধরার মাঝার ॥

তাইতো শ্রীপ্রভু মোর সকলি ত্যজিয়া।
'যন্ত্র-যন্ত্রী ভাব' সদা মনোমাঝে নিয়া ॥
উপদেশ-অমৃতাদি করিতেন দান।
ভকত সকল তাই সঁপি' মন প্রাণ ॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস ল'য়ে মনের মাঝার।
গ্রহণ করিয়া নিত উপদেশ তাঁর ॥
স্বল্পজ্ঞানে হয়নাকো ধরমপ্রচার।
তাইতো হিতোপদেশে কহে শাস্ত্রকার ॥
"গৃহের কোণেতে আমি বসিয়া বসিয়া।
'আমি বেশ বড় জ্ঞানী'—এমত ভাবিয়া ॥
এতদিন ছিনু বেশ গর্বিত হিয়ায়।
একদিন গিয়া তবে পণ্ডিত-সভায় ॥
নিজগৃহে ফিরিলাম এ-ধারণা লহি'।
'আমি এক মূর্খ বই অন্য কিছু নহি ॥'

ভৈরবীর আগমনকালে ঠাকুরের অবস্থা

দিনে দিনে ঠাকুরের ঈশ্বরের প্রতি।
ব্যাকুলতা অনুরাগ বৃদ্ধি পেল অতি ॥
তনু মনে যেই ভাব এল এর ফলে।
সে-সব হেরিয়া হেন চিন্তিল সকলে ॥
উন্মত্ত, পীড়িত এবে প্রভু প্রাণপতি।
তাই তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন অতি ॥
সুবিখ্যাত বৈদ্য আনি' মথুরামোহন।
চিকিৎসাদি করালেন যথাপ্রয়োজন ॥
তাহাতেও কোনো ফল হইলনা যবে।
গভীর ভাবনামাঝে ডুবিলেন সবে ॥
হেনকালে আসি' সেথা সাধিকা ভৈরবী।
শ্রীপ্রভুর ভাব-আদি নিরখিয়া সবি ॥

* ঈশ্বরের আদেশ

শ্রীমথুরে কহিলেন এমত কথাই।
"ঠাকুরের কোনরূপ ব্যাধি হয় নাই ॥
ঈশ্বরে ভকতি এত আসিয়াছে তাঁর।
স্বল্পজনে ঘটে ইহা ধরার মাঝার ॥
দিব্যভাব আসিয়াছে ঠাকুরের মাঝে।
ঔষধ প্রয়োগে এতে ফল হবেনা যে ॥
ব্রজেশ্বরী রাধা আর শ্রীচৈতন্য প্রভু।
এমত ভাবের মাঝে পড়িতেন কভু ॥
এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রে যাহা লেখা আছে।
প্রকাশ করিব তাহা সবাকার কাছে ॥"
এত কহি' সে-রমণী অনুরাগ নিয়া।
বহু কিছু শাস্ত্র-কথা গেলেন কহিয়া ॥
শ্রীপ্রভুর শঙ্কা এতে দূর হ'য়ে গেল।
মথুরের প্রাণেতেও কিছু স্বস্তি এল ॥
ভৈরবী রমণী পুনঃ কহিল এমত।
"খ্যাতনামা শাস্ত্রকার র'য়েছেন যত ॥
তাঁহাদের কাছে ইহা করিব প্রমাণ।
দিব্যভাবে রয়েছেন প্রভু ভগবান ॥
তাঁহার ভিতরে এবে কোন ব্যাধি নাই"।
মথুর স্তম্ভিত অতি শুনি' ও-কথাই ॥
আরো দুই ঘটনাতে মথুর সুমতি।
সাতিশয় আকর্ষিত ভৈরবীর প্রতি ॥
ভৈরবী ব্রাহ্মণী যবে এলেন এখানে।
এমত পড়িয়াছিল তাঁহার নয়ানে ॥
ভয়ানক গাত্রদাহ ঠাকুরের মাঝে।
কোনোরূপ চিকিৎসাই ফল দেয় না যে ॥
সূর্য ক্রমেতে যত উঠিত উপরে।
জ্বালাও বাড়িত তত দেহের ভিতরে ॥
দ্বিপ্রহরে জ্বালা এত উঠিত বাড়িয়া।
শীতল গঙ্গায় প্রভু দেহ ডুবাইয়া ॥
গামছা ভিজিয়ে রাখি' মাথার উপরে।
জলমধ্যে থাকিতেন তিন ঘণ্টা ধ'রে ॥
আবার ইহাতে তাঁর ঠাণ্ডা লেগে যায়।
এমত আশঙ্কা ল'য়ে মনের পাতায় ॥
জল থেকে উঠি' প্রভু বস্ত্র ত্যাগ ক'রে।
গড়াগড়ি খাইতেন মেজের উপরে ॥
ভৈরবী এসব হেরি' কন সে-সময়।
"ঠাকুরের গাত্রদাহ কোন ব্যাধি নয় ॥
মহাভাব উপস্থিত তাঁহার মাঝার।
এভাব লভিতে পারে সাধ্য আছে কার ॥
শ্রীচৈতন্য, রাধারাণী প্রেমোন্মত্ত যাঁরা।
মহাভাব ল'ভেছেন শুধুমাত্র তাঁরা ॥"
ঠাকুরের গাত্রদাহ সারাইতে গিয়া।
ভৈরবী রমণী অতি যতন করিয়া ॥
সুগন্ধি চন্দন লিপি' ঠাকুরের গায়।
সুবাসিত পুষ্পমাল্য পরালেন তাঁয় ॥
ঐমত করিলেন শুধু তিনদিন।
তাহাতেই গাত্রদাহ সম্পূর্ণ বিলীন ॥
যদিও অবাক এতে ভক্ত সুধীগণ।
সহজে ছাড়িল নাকো অবিশ্বাসী মন ॥
মথুরের মতে "ইহা কাকতালী খেল।
কবিরাজ দিয়েছিল যেই বিষ্ণু-তেল ॥
সেই তেল নির্ভেজাল—খাঁটি একেবারে।
এ-ব্যাধি সারিল সেই তেল-ব্যবহারে ॥
দীর্ঘদিন এই তেল দিতেছে মাখিয়া।
তারি ফলে ব্যাধি যবে আসিল কমিয়া ॥
ভৈরবী তখন দিল ঔষধ তাঁহার।
সে-ঔষধে হয় নাই কোনো উপকার ॥
গাত্রদাহ কমিয়াছে তেল মাখিয়াই।"
পুনরায় শ্রীমথুর কহিল ইহাই ॥
"ব্রাহ্মণী করিয়া যাক্ যাহা মনে লয়।
তেলমাখা কভু যেন বন্ধ নাহি হয় ॥"
দেখিতে দেখিতে পুনঃ স্বল্পদিন পর।
সেইরূপ ব্যাধি এল প্রভুর ভিতর ॥

ভৈরবী চন্দন আর পুষ্পমালা দিয়ে।
ঠাকুরের ব্যাধি পুনঃ দিলেন সারিয়ে ॥
আবার প্রভুর কভু হ'ল এমতন।
সকল সময়ে তাঁর ক্ষুধা সুভীষণ ॥
যতই খান না কেন প্রভু মহামনা।
কিছুতেই মিটেনাকো ক্ষুধার যাতনা ॥
ভোজনের সাথে সাথে পুনরায় তাঁর।
ভোজনের ইচ্ছা আসে মনের মাঝার ॥
ব্রাহ্মণী প্রভুরে তবে কহিলেন ইয়া।
"বাবা তুমি ভাবিওনা ইহার লাগিয়া ॥
ঈশ্বর-প্রেমের পথে পথিক যাহারা।
এইমত অবস্থাতে কভু পড়ে তারা ॥
ঐকথা লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে।
অচিরে এ-ক্ষুধা আমি দিব দূর ক'রে ॥"
সাধিকা ভৈরবী নারী ওমতি কহিয়া।
সব খাদ্য আনালেন মথুরেরে দিয়া ॥
আসিল মুড়কি চিড়ে সন্দেশ ফলার।
রসগোল্লা, লুচি, দই যতেক খাবার ॥
প্রভুর গৃহেতে উহা সাজায়ে রাখিয়া।
ব্রাহ্মণী প্রভুরে হেন দিলেন কহিয়া ॥
"বাবা, তুমি এ গৃহেতে থাকিয়া সদাই।
যাহা তব ইচ্ছে হয়—খাইও তাহাই ॥'
শ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথামত।
আপনার গৃহমাঝে থাকি' অবিরত ॥
কখনো দেখেন খাদ্য, কভু কিছু খান।
কভুও বা সে-সকল নড়ান সরান ॥
এইমত তিনদিন ক্রমে যবে পার।
ক্ষুধার যাতনা ক্রমে অবসান তাঁর ॥
এমত ক্ষুধার জালে আরো কভু কভু।
পড়িয়াছিলেন মোর ভাবময় প্রভু ॥
ভারতে আছিল যত স্বাস্থ্যকর স্থান।
তার মাঝে একখানি জিলা বর্ধমান ॥
সেথাকার জলবায়ু উত্তম থাকাতে।
অনেকে যাইত সেথা হাওয়া বদলাতে ॥
যেখানে রয়েছে গাঁও কামারপুকুর।
বর্ধমান থেকে তাহা তের ক্রোশ দূর ॥
কামারপুকুরও তাই স্বাস্থ্যকর অতি।
প্রায় প্রতি বর্ষে তাই প্রভু প্রাণপতি ॥
নিজ-গাঁয়ে যাইতেন চাতুর্মাস্য* কালে।
একদা পতিত তিনি ম্যালেরিয়া-জালে ॥
এ ব্যেয়াধি সবিশেষ কষ্ট দিল তাঁয়।
তাই আর যান নাই আপনার গাঁয় ॥
গাঁ ত্যজি' এলেন যবে চিরকাল তরে।
দেহান্ত ঘটিল, তার দশ বর্ষ পরে ॥
সেবারে গেলেন যবে আপনার গাঁয়।
জননী সারদাদেবী ছিলেন তথায় ॥
গৃহিণী[১] ছিলেন তদা রামেশ্বর-দার**।
আর ছিল লক্ষ্মীদিদি প্রিয় কন্যা তাঁর ॥
কতিপয় দিন ধ'রে প্রভু পরমেশ।
পেটের ব্যারামে সেথা ভুগিছেন বেশ ॥
সেদিন নিশিতে প্রভু দুধ বার্লি খেয়ে।
শয়নে গেলেন যবে আপনার গেহে ॥
শয়নে গেলেন সব গৃহনারীগণ।
ক্ষণপরে উঠি' তবে প্রভু প্রাণধন ॥
গৃহের দুয়ার খুলি' বাহিরেতে এসে।
টলিতে টলিতে বেশ ভাবের আবেশে ॥
সবারে ডাকিয়া জোরে কহিলেন ইহা।
"সকলেই শুলো, মোরে খেতে নাহি দিয়া ॥"
একথা শুনিয়া সবে উঠিল ত্বরায়।
লক্ষ্মীদির মাতা আসি' কহিলেন তাঁয় ॥
"দুধ বার্লি খাইলে তো স্বল্পক্ষণ আগে।
এরি মধ্যে এত ক্ষুধা কি করিয়া লাগে ॥"

* শ্রীহরির শয়নকাল। আষঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত।

** পত্নী (১) গৃহকর্ত্রী

জবাবেতে কহিলেন প্রভু নিরঞ্জন।
"আমি তো জানি না, মোরে খাওয়ালে কখন ॥
দখিনেশ্বরেতে যেথা ৺মায়ের ভবন।
আমি তো সেখান থেকে এলাম এখন ॥"
উহা যবে কহিলেন প্রভু ভগবান।
অবাক হইল সবে শুনি' সে-বয়ান ॥
অতঃপর সবে তারা বুঝিল এহন।
ভাবাবেশে রয়েছেন হৃদয়রঞ্জন ॥
গৃহেতে ছিলনা কিছু মোটা মুড়ি ছাড়া।
শ্রীপ্রভুরে মুড়ি খেতে কহিলেন তাঁরা ॥
মুড়ি খেতে ঠাকুরের মোটে ইচ্ছা নাই।
রামলাল* দোকানেতে চলিলেন তাই ॥
দোকানীরে ডাকি' তবে ঘুম ভাঙাইয়া।
এক সের মিষ্টান্নাদি আনিল কিনিয়া ॥
মিষ্টান্ন আনিয়া দিল প্রভু প্রাণধনে।
কিছুটা মুড়িও দিল মিষ্টান্নের সনে ॥
প্রভু তাহা খাইলেন নিঃশেষ করিয়া।
গৃহের সকলে ভীত এসব হেরিয়া ॥
একে তো পেটের ব্যাধি—এত খাওয়া তাতে
না জানি ঘটিবে কিবা কল্যকার প্রাতে !!
অবাক হইয়া পরে দেখিল সবাই।
এ খাওয়ার লাগি কোন ব্যাধি হয় নাই ॥
জয়রামবাটী গিয়া একবার প্রভু।
এমতি ক্ষুধার জ্বালা পেয়েছেন কভু ॥
সেদিন নিশিতে প্রভু ভোজনের পরে।
চলিয়া গেলেন যবে শয়নের ঘরে ॥
ক্ষণিক পরেতে উঠি' সবারে ডাকিয়া।
"বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' কহিলেন ইয়া ॥
গৃহেতে ছিলনা কিছু পান্তাভাত ছাড়া।
তাই দিতে কহিলেন প্রভু ধ্রুবতারা ॥
খাদ্যের সন্ধানে গিয়া রন্ধনশালায়।
একটি মৌরালা মাছ পাইল সেথায় ॥

তাহার গায়েতে ছিল কাই-কাই রস।
না জানি সে-রস ছিল কতনা সরস ॥
এক থালা পান্তাভাত সেই মাছ দিয়া।
খাইলেন শ্রীঠাকুর খুশী মন নিয়া ॥
দক্ষিণেশ্বরেতে কভু ঘটিয়াছে ইয়া।
একদা গভীর রাতে জাগিয়া উঠিয়া ॥
রামলালে ডাকি' হেন কহিলেন রায়।
"ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে—খেতে দে আমায় ॥"
গৃহেতে খাবার নাই—এইমত দেখে।
রামদাদা শ্রীমাতাকে উঠালেন ডেকে ॥
উনুন জ্বালিয়ে মাতা অতীব ত্বরায়।
হালুয়া বানায়ে দেন এক সের প্রায় ॥
পাঠালেন তাহা এক নারীভক্ত দিয়া।
রামলাল দিল সেথা আসন পাতিয়া ॥
আসনের কাছে নারী হালুয়া রাখিয়া।
প্রভুর সমুখপানে রহিল বসিয়া ॥
ভাবময় শ্রীঠাকুর কৌতুহলে যেন।
রমণীরে অকস্মাৎ শুধালেন হেন ॥
"বল দেখি এ হালুয়া খাইতেছে কে ?"
রমণী কহিল হেন দ্বিধা না রেখে ॥
"আমার মনেতে কিন্তু এ ধারণা রাজে।
অন্য কেহ রয়েছেন আপনার মাঝে ॥
তিনিই এসব খাদ্য করেন গ্রহণ।"
শ্রীঠাকুর হাসিলেন শুনি' ওবচন ॥
অতঃপর কহিলেন "কহিয়াছ ঠিক-ই।"
এবারে আগের কথা পুনঃ হেথা লিখি ॥
শ্রীপ্রভুর গাত্রদাহ তীব্র ক্ষুধাভার।
ভৈরবীর চিকিৎসাতে রহিলনা আর ॥
সেসব নয়নে হেরি' মথুর সুমতি।
কিছুটা আকৃষ্ট এবে ভৈরবীর প্রতি ॥
পণ্ডিত ডাকিতে তাঁর ইচ্ছা এল তাই।
আবার মথুরে যবে কহিলেন সাই ॥

* রামেশ্বরের পুত্র

"একবার তুমি সব পণ্ডিত ডাকিয়া।
ব্রাহ্মণীর কথা নাও পরীক্ষা করিয়া॥"
শ্রীপ্রভুর অনুরোধে মথুর মহান।
বিখ্যাত পণ্ডিতগণে করেন আহ্বান॥
বিখ্যাত পণ্ডিত যাঁরা ছিলেন তখন।
তাঁর মাঝে শ্রেষ্ঠ এক বৈষ্ণবচরণ॥
তিনিও এলেন হেথা সাদরাহবানে।
আরো নানা পণ্ডিতেরা এলেন এখানে॥
আলোচনা সুরু এবে শ্রীঠাকুরে নিয়ে।
ভৈরবী সবার আগে কহিল দাঁড়িয়ে॥
"লোকমুখে যাহা যাহা আসিয়াছে কানে।
আর যাহা হেরিয়াছি আপন নয়ানে॥
সে-সকল দেখে শুনে ইহা মনে হয়।
ঠাকুরের ভাব-ভক্তি সাধারণ নয়॥
ভক্তিপথে আবির্ভূত যে-আচার্যগণ।
তাঁহাদের মাঝে যাঁরা সুপ্রসিদ্ধজন॥
তাঁহাদের বিষয়েতে শাস্ত্রে যাহা লেখা।
সে-সব পড়িলে পরে ইহা যায় দেখা॥
ঠাকুরের সাথে তাব মিল অতিশয়।
ইহা থেকে এইমত মনেতে উদয়॥
শ্রীঠাকুর একজন তাঁদের ভিতরে"।
বৈষ্ণবচরণে নারী কহিলেন পরে॥
"অন্য কোন চিন্তা যদি আপনার হয়।
আমাকে বুঝায়ে দিন সেই সমুদয়॥"
জননী রক্ষিতে তাঁর আপন সন্তানে।
যেমত দাঁড়ান আসি' নির্ভয় পরাণে॥
ভৈরবী আজিকে সেই তেজপূর্ণ বুকে।
বীরদর্পে দাঁড়ালেন সভার সমুখে॥
দৈবের শকতি ল'য়ে আপনার মনে।
শ্রীঠাকুরে বসাইতে যুগ-শীর্ষাসনে॥
এ নারী হাজির আজি এই সভাক্ষেত্রে।
বিদ্যুতের ছটা যেন ঝরিতেছে নেত্রে॥

কিন্তু হায়! যার তরে এত আয়োজন!
তিনি যেন আপনাতে আপনি মগন!!
সভায় বসিয়া তিনি আলুথালু বেশে।
শুনিছেন সব কিছু মৃদু হেসে হেসে॥
কখনো বা বেটুয়াটি হস্তমাঝে নিয়া।
তা' থেকে কাবাবচিনি কিছু মুখে দিয়া॥
ধীরভাবে শুনিছেন যেই যাহা কয়।
হাব-ভাব দেখে তাঁর ইহা মনে হয়॥
এসব বিতর্ক নহে তাঁহাকে লইয়া।
অপর কারোরে নিয়া চলিতেছে ইহা॥
আবার কখনো মোর প্রভু প্রাণধন।
বৈষ্ণবচরণে ছুঁয়ে এইমত কন॥
"ওগো মোর এইমত প্রাই ঘ'টে থাকে।"
এত কহি' ভাব-কথা কহিলেন তাঁকে॥
বৈষ্ণবচরণ উহা শ্রবণ করিয়া।
ব্রাহ্মণীর কথা সব নিলেন মানিয়া॥
পুনঃ তিনি কহিলেন সে-সভার মাঝে।
"উনবিংশভাব যাহা ভক্তিশাস্ত্রে রাজে॥
সেসব মিলিত হ'য়ে যেইভাব হয়।
ভক্তিশাস্ত্রে তাহাকেই মহাভাব কয়॥
অতীব দুর্লভ ধন এই মহাভাব।
এ যাবৎ দু'জনার হইয়াছে লাভ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রেমময়ী রাই।
মহাভাব ল'ভেছেন এই দু'জনাই॥
মহাভাবে আছে যেই লক্ষণ সকল।
ঠাকুরের সবি তাহা আছে অবিকল॥
উনবিংশ ভাব যাহা মহাভাবে রয়।
দু'পাঁচটা কারোর মাঝে হইলে উদয়॥
মহাভাব কি জিনিস—সে বুঝিতে পারে।
সেইজন ভাগ্যবান ধরার মাঝারে॥
উনবিংশ ভাবে যত তেজরাশি রয়।
জীবের কখনো তাহা সহ্য নাহি হয়॥"

পুনরায় কহিলেন বৈষ্ণবচরণ।
"শ্রীঠাকুর অবতার শুন সর্বজন।।"
মথুর এমতি শুনি' বিস্মিত অপার।
কোনো কথা মুখ দিয়ে সরিলনা তাঁর।।
মথুরেরে কন তবে শ্রীপ্রভু অধরা।
"ওগো, ওরা বলে কি গো, কি বলিছে ওরা!!"
আবার তখনি হেন কহিলেন স্বামী।
'রোগ নয়'—ইহা শুনে আশ্বাসিত আমি।।"

কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রভুর মতামত

বৈষ্ণবচরণ যবে সভাকক্ষস্থলে।
শ্রীঠাকুরে কহিলেন 'অবতার' ব'লে।।
তাঁহার পাণ্ডিত্য দিয়া শ্রীঠাকুরে চিনি'।
পণ্ডিতসভাতে উহা কহিলেন তিনি।।
তাইতো সেদিন থেকে মনের উল্লাসে।
প্রাই তিনি যাইতেন প্রভুর সকাশে।।
কর্তাভজা নামে যেই সম্প্রদায়খানি।
বৈষ্ণবচরণ তাতে আছিলেন জানি।।
কর্তাভজা কাকে বলে জানিবারে ইহা।
তন্ত্রের সৃজন* কথা যাইব গাহিয়া।।
"সংসারে র'য়েছে যত কামনা বাসনা।
সে-সব ত্যজিয়া করো ঈশ্বরভজনা।।
ইহাকেই বলা হয় নিবৃত্তির পথ।
যদিও এপথ অতি উৎকৃষ্ট মহৎ।।
এ পথে সাধন করা শক্ত অতিশয়।
সাধনে হইল তাই ভোগের উদয়।।
যাগযজ্ঞ এল তাই বৈদিক যুগেতে।
যোগ ভোগ একি সাথে রহিয়াছে এতে।।
করিতে করিতে ঐ যজ্ঞঅনুষ্ঠান।
বাসনাবর্জিত হ'লে দেহ মন প্রাণ।।
উপনিষদের মতে প্রবেশ করিয়া।
সে-সাধক রবে শুধু শুদ্ধাভক্তি নিয়া।।

বৈদিক যুগেতে ছিল এমত সাধন।
তারপরে বৌদ্ধযুগ আসিল যখন।।
সে-যুগে ভোগের কথা পুরা উঠে গেল।
তার ফলে সমাজেতে এ-অবস্থা এল।।
"বাহিরে যদিও ভোগ বন্ধ একেবারে।
ভোগাদি চলিল ঘন রাতের আঁধারে।।
শ্মশানাদি স্থান যাহা অতি নিরজন।
গোপনে চলিল সেথা ভোগের সাধন।।
তন্ত্রের সৃজন-কথা গাহি এরপর।
একদা চিন্তেন হেন যোগী মহেশ্বর।।
"বৈদিক যুগের সব ব্রত-অনুষ্ঠান।
নির্জীব হইয়া যেন হ'য়ে গেল ম্লান।।
উহাকে করিব আমি সজীব—জীবন্ত।"
এমতি চিন্তিয়া শিব সৃজিলেন তন্ত্র।।
বৈদিক যুগের যেই ভোগ-অনুষ্ঠান।
উপনিষদেতে আছে যেই শুদ্ধজ্ঞান।।
এ-দুইয়ে দিলেন তিনি মিলন আনিয়া।
তন্ত্রের মাঝারে তাই দেখা যায় ইয়া।।
সুস্পষ্ট অদ্বৈতজ্ঞান অছে তন্ত্রসারে*।
তবে উহা স্বল্পজন লভিবারে পারে।।
অন্য এক নবীনত্ব আছে তন্ত্র-মাঝে।
পুরাণাদি বেদে যাহা কভু নাহি রাজে।।
জগতকারণ সেই মহামায়া মা'র।
মাতৃত্বভাবের কথা ইহাতে প্রচার।।
ত্রিভুবন-মাঝে আছে নারীজাতি যারা।
অতীব পবিত্রা—শুদ্ধা সকলেই তারা।।
এইভাব আনিবারে জীবের মাঝার।
তন্ত্রযোগ ধরামাঝে হইল প্রচার।।
বিবাহকালেতে তাই আছে এ বিধান।
কন্যার রয়েছে যেই মাতৃঅঙ্গখান।।
'প্রজাপতের্দ্বিতীয়মুখং'** — সেই অঙ্গখানি।
মনে প্রাণে ঐ কথা নিতে হয় মানি'।।

* সৃষ্টি

* তন্ত্রে   ** ব্রহ্মার দ্বিতীয় মুখ

তাই সেই মাতৃঅঙ্গ অতীব পবিত্র।
ওমতি চিন্তিয়া নিয়া শুদ্ধ করে চিত্ত ॥
ইহার অরথ এবে করি বরণন।
সৃষ্টির করতারূপে যেঁই ব্রহ্মা রন ॥
তাঁহার দ্বিতীয় মুখ মাতৃঅঙ্গখানি।
বিবাহেতে এ নিয়মও নিতে হয় মানি' ॥
সুন্দর তেজস্বী গর্ভ ধারণের তরে।
'গর্ভং ধেহি সিনীবালি' এই মন্ত্র প'ড়ে ॥
মাতৃঅঙ্গে দেবগণে আহ্বান করিয়া।
যোনিকে ভাবিতে হয় পবিত্র বলিয়া ॥
পবিত্র তীরথসম এই নারীদেহ।
ইহাতে মনুষ্যবুদ্ধি রাখিবেনা কেহ ॥
নারীমাঝে প্রকাশিতা জগদম্বা মাতা।
অনুক্ষণ ইহা যেন মনে থাকে গাঁথা ॥
তন্ত্রের ইহাই ছিল সারমর্ম কথা।
শ্রীচৈতন্য আনিলেন নবীন বারতা ॥
অদ্বৈতভাবের ক্রিয়া তন্ত্রে ছিল যাহা।
মহাপ্রভু অধিকাংশ বাদ দিয়া তাহা ॥
নবভাব সৃষ্টি করি' তন্ত্রের অর্চনে।
কহিলেন এইমত সুধীভক্তগণে ॥
"মিষ্টান্ন ফলাদি দিয়া ভক্তি-সহকারে।
আত্মবৎ পূজা করো পূজ্য দেবতারে ॥
সে-পূজায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া।
ওসব দ্রব্যের 'পরে কৃপাদৃষ্টি দিয়া ॥
সুপবিত্র করিবেন ঐ উপচার।
পূজাশেষে নিয়া ঐ প্রসাদী ফলার ॥
গ্রহণ করিবে সবে ভকতির সনে।
তবে আর পশুভাব রহিবেনা মনে ॥
এরি সাথে প্রয়োজন বাহ্য শৌচাচার।
ঈশ্বরের নামজপ নিশিদিন আর ॥
জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ—এই জ্ঞান ধ'রে।
ঈশ্বরের নাম করো অতি ভক্তিভরে ॥
নামের গুণেতে জীব সিদ্ধকাম হয়।"
ওমতি কহিয়া দিয়া গৌর প্রেমময় ॥
ঐ রীতি পালিবারে দিলেন নির্দেশ।
তবে ঐ রীতি নাকি শুষ্ক সবিশেষ ॥
ওমতি চিন্তিল ক্রমে নানান বৈষ্ণব!
তারি সাথে এল ক্রমে এই চিন্তা—রব ॥
কিছু কিছু রূপরস যদি নাহি থাকে।
তবে আর কি করিয়া মন তাতে রাখে ॥
নানান রসেতে তাই হইয়া আসক্ত।
বৈষ্ণবেরা নানাদলে হইল বিভক্ত ॥
আউল, বাউল আর দরবেশ, সাঁই।
তারি সাথে কর্তাভজা—এই পঞ্চটাই
সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'ল বৈষ্ণবের মাঝে।
তবে আরো আছে কিনা—তাহা জানিনা যে
সাধন প্রণালী যাহা এ-সবেতে রয়।
গোপনেতে থাকে তাহা—প্রকাশ্যেতে নয় ॥
এ সকল মত ল'য়ে রহে যারা যারা।
বিভুরে 'আলেক' বলি' ক'য়ে থাকে তারা ॥
'অলক্ষ' কথাটি থেকে 'আলেক' উদয়।
গুরু আর কর্তারূপে এ-আলেক রয় ॥
শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ হয় যাঁহার হৃদয়।
'আলেক' তাঁহার মনে প্রকাশিত হয় ॥
'আলেক' প্রকাশ পায় যাঁহার মাঝারে।
'সহজ' বলিয়া তারা কহে সে-জনারে ॥
সেইজন গুরুভাবে সতত রঞ্জিত।
তাই তিনি গুরুরূপে পূজ্য উপাসিত ॥
গুরুজী 'সহজ' আর 'অটুট' সদাই।
কামতৃষ্ণা মনে তার পায়নাকো ঠাঁই ॥
নারীসনে বসবাসে কিবা ক্ষতি তার।
পতনের ভয় তার থাকেনাকো আর ॥
'রমণীর সঙ্গে থাকি' না করে রমণ'।
'অটুট সহজ' হ'লে—ওভাব তখন ॥

তবে ইহা ঘ'টে যায় কখন কখন।
রমণীর সঙ্গে করি' সাধন ভজন ॥
অনেকেই পথ থেকে দূরে যায় স'রে।
নারীঅঙ্গ সুপবিত্র—চিন্তা নাহি করে ॥
কর্তাভজা মতে চলে কীভাবে সাধন।
প্রভুরে কহেন তাহা বৈষ্ণবচরণ ॥
"মনোমাঝে কেহ যদি ইষ্ট-ভাব নিয়া।
ভালবাসে কাহাকেও মনপ্রাণ দিয়া ॥
ঈশ্বরেতে তবে তার শীঘ্র মন যায়।
এমতে সাধন চলে তাঁর আখড়ায় ॥
যে-সকল নারী আছে আখড়াতে তাঁর।
পরকীয়া নায়িকার* ভাব সবাকার ॥
এ-সকল নায়িকারা উপপতিবরে।
ভগবান বলি' সদা শ্রদ্ধা ভক্তি করে ॥
ভোগ-ইচ্ছা নাহি রাখে উপপতি-সনে।
সকলে যাইতে নারে এসব সাধনে ॥"
পণ্ডিতের ঐ মতে সায় দানি' প্রভু।
ভকতগণেরে ইহা কহিতেন কভু ॥
"কাহাকেও চিন্তে যদি ঈশ্বর বলিয়া।
ভগবান লাভ হয় তাহাকে সেবিয়া ॥"
সতর্ক করিয়া তবে কহিলেন প্রভু।
"নারী ল'য়ে এ-সাধন করিবেনা কভু ॥
তাহাতে ঘটিতে পারে ঘৃণ্য ব্যভিচার।"
পুনঃ হেন ক'য়ে যান প্রেমঅবতার ॥
"যে কোন আত্মীয় কিংবা পতি বা পুত্ররে
ঈশ্বর বলিয়া যদি অতি ভক্তিভরে ॥
সেবা যত্ন ক'রে যায় মনপ্রাণ দিয়া।
সেজন কৃতার্থ হয় ঈশ্বরে লভিয়া ॥"
কর্তাভজা-মতে যায় সাধনাতে যারা।
দেবদেবী অস্বীকার করেনাকো তারা ॥
তবে তারা দেবদেবী না করে পূজন।
তাহারা তাদের মতে করয়ে সাধন ॥

ভাগবত ভক্তিশাস্ত্রে পণ্ডিত যাঁহারা।
কর্তাভর্জা-মতে গিয়া কেহ কেহ তাঁরা ॥
করিয়া থাকেন ঐ গোপন সাধন।
ইহাদেরি দলভুক্ত বৈষ্ণবচরণ ॥
কলিকাতা-ধামখানি আছে যেইখানে।
তাহারি কিছুটা দূরে কাছারিবাগানে ॥
আখড়া করিয়াছিল কর্তাভজাগণ।
তাহাদের উপদেষ্টা বৈষ্ণবচরণ ॥
অনেক পুরুষ নারী হেথায় থাকিয়া।
সাধন করিত তাঁর উপদেশ নিয়া ॥
একদা প্রভুবে ল'য়ে বৈষ্ণবচরণ।
আপনার আখড়াতে করেন গমন ॥
যেসব রমণী সেথা সাধনেতে ব্রতী।
প্রভুরে হেরিল তারা নির্বিকার অতি ॥
ভগবৎ প্রেমে তাঁর ভাবাদি হেরিয়া।
যদিও সকলে তারা বিমোহিত-হিয়া ॥
ঠাকুরের আছে কিনা কামাদির গন্ধ।
সে-বিষয়ে নারীদের র'য়ে গেল সন্দ ॥
তাই তারা শ্রীঠাকুরে পরীক্ষা করিয়া।
'অটুট সহজ' ব'লে লইল মানিয়া ॥
শ্রীপ্রভুরে আখড়ায় আনি' এমতন।
পরীক্ষা করিল তাঁরে বৈষ্ণবচরণ ॥
এইকথা আগে নাহি জানিতেন রায়।
তবে আর যান নাই ঐ আখড়ায় ॥
এমতি সাধন-পথ নিরখিয়া প্রভু।
ভক্তজনে এইমত কহিতেন কভু ॥
"ইহাও একটি পথ ঈশ্বরসাধনে।
তবে ইহা শুদ্ধ নহে সদা রেখো মনে ॥
ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকে বাড়িতে ঢোকার।
যেমন, সদর-দ্বার খিড়কি দুয়ার ॥
মেথরের লাগিয়াও এক পথ রাজে।
নানাপথে ঢোকা যায় সে-বাড়ির মাঝে।

* উপপত্নীর

নোংরা পথে ঢোকা তবে কভু ঠিক নয়।
তাহাতে থাকিয়া যায় নোংরা-লাগা ভয় ॥
তাই কভু মিশিবেনা উহাদের সনে।
কোনরূপ দ্বেষ তবে রাখিবেনা মনে ॥

গৌরীকান্ত পণ্ডিতের কথা

গৌরীকান্ত আছিলেন তন্ত্রের সাধক।
সেকালের সুবিখ্যাত শাস্ত্রের ধারক ॥
ইঁদেশ নামেতে গাঁয়ে বাঁকুড়া জিলায়।
নিবাস আছিল তাঁর ইহা জানা যায় ॥
এমত সিদ্ধাই ছিল তাঁহার মাঝারে।
তিনি যবে যাইতেন যে-কোন বিচারে ॥
"হারে রে রে নিরালম্বে। লম্বোদর জননী।
কং যামি শরণম্"—তুলি' এই ধ্বনি ॥
উপস্থিত হইতেন বিচার সভাতে।
দুইটি সুফল তিনি পাইতেন তাতে ॥
কণ্ঠ থেকে যবে উহা হইত ধ্বনিত।
সম্যক শকতি তাঁহে জাগিয়া উঠিত ॥
ধ্বনির উহাই হ'ল প্রাথমিক ফল।
দ্বিতীয় গুণটি এর আরো সমুজ্জ্বল ॥
শত্রুপক্ষ যেইক্ষণে শুনিত ও-ধ্বনি।
চমকিয়া মুগ্ধ হ'ত তখনি তখনি ॥
তাহাদের মনোবল থাকিত না আর।
পণ্ডিতের কাছে তাই মেনে নিত হার ॥
আরেক সিদ্ধাই তাঁর অদ্ভুত প্রকার।
হোমের প্রণালী ছিল এইমত তাঁর ॥
এক মণ কাষ্ঠ ল'য়ে বাম হস্তোপরি।
শূন্যেতে ধরিয়া তাহা, মন্ত্রপাঠ করি' ॥
সে-কাষ্ঠে দিতেন তিনি আগুন জ্বালিয়া।
আহুতি দিতেন পরে ডান হাত দিয়া ॥
শ্রীপ্রভু স্বয়ং উহা কহিলেন যবে।
বিশোয়াস করিল না ভকতেরা সবে ॥
ভকতগণের মনে সন্দ আছে যেন।
সেকথা বুঝিয়া প্রভু কহিলেন হেন ॥
"আমি উহা হেরিয়াছি আপন নয়ানে।"
একথা পশিল যবে ভক্তদের কানে ॥
আর না থাকিয়া কেহ সন্দেহের কূপে।
বিশ্বাস করিল উহা পুরাপুরিরূপে ॥
এইকথা অবগত সকল পাঠক।
গৌরীকান্ত আছিলেন তন্ত্রের সাধক ॥
তন্ত্রের ভিতরে আছে এইকথা গাঁথা।
"জগতের সব নারী জগদম্বা মাতা ॥
সকাম ভাবেতে যদি দেখে নারী-দেহ।
৺জননীরে করা হয় অপমান হেয় ॥
মানবের হয় এতে পাপ অকল্যাণ।
তাইতো নারীকে করে মাতৃসমজ্ঞান ॥"
গৌরীকান্ত মনোমাঝে ঐ শিক্ষা নিয়া।
শ্রীদুর্গার পূজাকালে করিতেন ইয়া ॥
৺মায়ের পূজার সব আয়োজন করি'।
স্বদারাকে পূজিতেন তিনদিন ধরি' ॥
বসন-ভূষণে তাঁকে সুসজ্জিত ক'রে।
আলপনা আঁকা-পীঠে বসাইয়া পরে ॥
স্বদারাই যেন তাঁর দেবী দশভুজা।
ইহা ভেবে করিতেন স্বদারার পূজা ॥
গৌরীকান্ত দেবালয়ে আসিলেন যবে।
'হা রে রে রে'-এই শব্দ তুলি' উচ্চরবে
সমগ্র দেউলে যবে জাগালেন সাড়া।
বিচলিত হন নাই প্রভু ধ্রুবতারা ॥
কি যেন প্রেরণাবলে প্রভু নরহরি।
গৌরীর চেয়েও আরো উচ্চরব করি' ॥
করিলেন সেইমত 'হারেরেরে' ধ্বনি।
গৌরীকান্ত শুনি' উহা তখনি তখনি ॥
আরো উচ্চরবে যবে দানিলেন সাড়া।
শ্রীঠাকুর তুলিলেন তারও ঢের বাড়া ॥

পর পর ঐ ধ্বনি উঠিল যখন।
লাঠি-সোটা হাতে ল'য়ে দারোয়ানগণ ॥
ছুটিয়া আসিল তথা ইহা ভাবিয়া যে।
ডাকাত পড়িল বুঝি মন্দিরের মাঝে ॥
ছুটিয়া আসিয়া তারা দেখিল যখন।
নবাগত পণ্ডিতজী আর প্রাণধন ॥
পরস্পর তুলিছেন ঐ উচ্চতান।
হাসিতে হাসিতে তারা করিল প্রস্থান ॥
কার কণ্ঠ কতখানি উচ্চগ্রামে যায়।
এইমত সে-ধ্বনির প্রতিযোগিতায় ॥
প্রভুর সকাশে গৌরী পরাজিত হ'য়ে।
কালীবাড়ি ঢুকিলেন ম্লানমুখ ল'য়ে ॥
এইমত পরাজয়ে ঘটিল এ ফল।
রহিল না তাঁর আর সেই সিদ্ধিবল ॥
তাঁহার সিদ্ধাই মাতা হরণ করিয়া।
প্রভুর মাঝারে তাহা দিলেন রাখিয়া ॥
গৌরীকে শ্রীপ্রভু তবে সমাদরে অতি।
দরশন করালেন মায়ের মূরতি ॥
তারপরে বাহিরেতে এলেন যখন।
শ্রীঠাকুরে নমিলেন বৈষ্ণবচরণ ॥
তবে তিনি শ্রীঠাকুরে নমিলেন যবে।
তাঁহার স্কন্ধেতে প্রভু চাপিলেন তবে ॥
বৈষ্ণবচরণ তাতে কৃতার্থ হইয়া।
দেবভাষা মাধ্যমেতে স্তব বিরচিয়া ॥
প্রভুর সমুখে তাহা পড়িলেন যবে।
দাঁড়িয়েছিলেন প্রভু আত্মস্থ নীরবে ॥
তৎপরে পণ্ডিতদ্বয়ে কহিলেন রায়।
"তোমরা তো কত কিছু কহিছ আমায় ॥
আমি তো জানিনা বাপু এ-সবের কিছু।"
গৌরীকান্ত কহিলেন ও-কথার পিছু ॥
"শাস্ত্রের মাঝেও গেছে এই কথা এঁকে।
আপনি নিজেও নাহি জানেন নিজেকে ॥
অপর সকলে তবে কেমন করিয়া।
আপনার মর্ম্মসার লইবে জানিয়া ?
আপনি কখনো যদি কৃপাদান ক'রে।
আপনার মর্ম্মসার বুঝান কারোরে ॥
তবেই সে আপনারে জানিবারে পারে।
নচেৎ কাহার সাধ্য বুঝে আপনারে ॥"
দিনে দিনে গৌরীকান্ত ঠাকুরের প্রতি।
মনেপ্রাণে হইলেন আকর্ষিত অতি ॥
ক্রমেতে ফুটিল তাঁতে বৈরাগ্যের আলো।
পাণ্ডিত্য সিদ্ধাই আর লাগিল না ভালো ॥
এমতি ভাবনা আর জাগিল অন্তরে।
"ঈশ্বরের দরশন লভিবার তরে ॥
উচিত হবেনা আর কালক্ষেপ করা।
ঈশ্বরসাধনে এবে ব্রতী হব ত্বরা ॥"
এদিকে উত্তীর্ণ ক্রমে কতিপয় মাস।
পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে করিছেন বাস ॥
আর নাহি ফিরিছেন আপন আলয়ে।
বাড়ির সকলে এতে চিন্তান্বিত হ'য়ে ॥
বারতার পরে তারা পাঠালো বারতা।
তারা সবে শুনিয়াছে এইমত কথা ॥
'দখিণেশ্বরেতে গিয়া পণ্ডিত মশাই।
উন্মত্ত সাধুর সনে মিলিছে সদাই ॥
মন যেন কিরকম হইয়াছে তাঁর।
হয়ত গৃহেতে নাহি ফিরিবেন আর ॥'
পণ্ডিত লিপিকা পড়ি' সকলি বুঝিয়া।
নির্জনে গভীরভাবে চিন্তিলেন ইয়া ॥
হয়ত গৃহের লোক এখানে আসিয়া।
সংসারেতে নিবে তাঁরে সজোরে টানিয়া ॥
এমতি আশঙ্কা ল'য়ে হৃদয়-আকাশে।
পণ্ডিত এলেন ত্বরা প্রভুর সকাশে ॥
অতঃপর শ্রীঠাকুরে নমি' ভক্তিভরে।
অনুমতি মাগিলেন বিদায়ের তরে ॥

শ্রীপ্রভু তখন তাঁরে শুধালেন হেন।
"বিদায় লইতে তুমি আসিয়াছ কেন ??
কোথায় যাইবে তুমি বিদায় লইয়া ?"
পণ্ডিত জবাবে তবে কহিলেন ইয়া ॥
"আপনি আমায় দিন এ-আশিষে ভরি'।
সাধনেতে আমি যেন সিদ্ধিলাভ করি ॥
সংসারেতে ফিরি যেন ঈশ্বরে লভিয়া।
তার আগে গৃহে যেন না আসি ফিরিয়া ॥"
এত কহি' চলিলেন পণ্ডিত মশাই।
তাঁকে আর কোনোদিন কেহ দেখে নাই ॥

প্রভুর সাথে অন্যান্য সাধুর দেখা

আগে ইহা গাহিয়াছি পুঁথির ভিতরে।
বহু সাধু আসিতেন এই দেবঘরে ॥
পুণ্যস্নান করিবারে গঙ্গাসাগরেতে।
জগন্নাথ দরশনে পুরীধামে যেতে ॥
কদিন হেথায় সবে বিশ্রাম করিয়া।
তাদের গন্তব্যপানে যাইত চলিয়া ॥
'দিশাজঙ্গল' 'অন্নপানি' যেথা তারা পায়।
কিছুদিন তরে তারা সেথা থেকে যায় ॥
'দিশাজঙ্গল' কথাটির এই মানে করে।
যেখানে সুবিধা রয় শৌচ-আদি তরে ॥
'অন্নপানি' মানে 'ভিক্ষা' ইহা তারা কয়।
এ দুই সুবিধা যেথা, সেথা তারা রয় ॥
ইহার কাহিনী এক এইমত আছে।
সাধুরা কহিল ইহা শ্রীপ্রভুর কাছে ॥
"ত্যাগী-সাধু হেরিবারে কোন এক লোক।
সন্ধান করিতেছিল নিয়ে খুব ঝোঁক ॥
কোন এক সাধু ইহা ক'য়ে দিল তাকে।
'এইমত সাধু যদি পড়ে কভু আঁখে ॥
লোকালয় ছেড়ে যিনি বহুদূরে গিয়া।
সারিয়া আসেন তাঁর শৌচ-আদি ক্রিয়া।
নিশ্চয় হবেন তিনি ত্যাগী সাধুবর।'
এইমত উপদেশ শ্রবণের পর ॥
সে-লোক ঘুরিল ঐ সাধুর সন্ধানে।
অবশেষে এক সাধু পড়িল নয়ানে ॥
সে-সাধু তেয়াগী কিনা বুঝিবার তরে।
তার কাছে সতত সে যাতায়াত করে ॥
হেনকালে এ ঘটনা গেল যে ঘটিয়া।
সে-দেশের রাজকন্যা শাস্ত্র প'ড়ে নিয়া ॥
লভিয়াছে এইমত মূল্যবান জ্ঞান।
'যোগীর ঔরসে হয় সুপুত্র সন্তান ॥'
তাই সে যথার্থ যোগী পাইবার আশে।
ঘুরিতে লাগিল নানা সাধুর আবাসে ॥
পছন্দ করিয়া শেষে ঐ সাধুটিরে।
পিতাকে কহিল হেন নিজগৃহে ফিরে ॥
"শাস্ত্রমতে সুসন্তান লভিবার তরে।
বিবাহ করিব আমি ঐ সাধুবরে ॥"
একথা শুনিয়া পিতা তৎপর হইয়া।
বিবাহের এ-প্রস্তাব সাধুজীরে দিয়া ॥
অর্ধেক রাজত্ব তাকে চাহিলেন দিতে।
সাধুজী সে-কথা যবে পাইল শুনিতে ॥
সে-রাতেই সেথা থেকে পলাইলো ত্রাসে।
আগেকার লোক ছিল সাধুরই সকাশে ॥
সাধুসনে সেও গেল সে-স্থান ত্যাজিয়া।
অতঃপর সাধুজীর শরণ লইয়া ॥
তাহার কৃপাতে করি' ভকতি অর্জন।
লভিল সে অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-জীবন ॥"
এত কহি' পুনঃ হেন কহিলেন রায়।
"পরমহংসগণও আসিত হেথায় ॥
তাদের সঙ্গেতে হ'ত বেদান্তের কথা।
সে-কথার মাঝে আছে কত গভীরতা ॥
ধর, এক কথা আছে "অস্তি, ভাতি, প্রিয়"।
ইহা যে অপূর্ব কথা সদা স্মরণীয় ॥

'অস্তি'র অরথ * 'আছে' 'ভাতি'তে প্রকাশ।
'প্রিয়ে'র ভিতরে রহে 'আনন্দে'র বাস ॥
কোনো বস্তু 'আছে' ইহা যদি বোধ হয়।
বস্তুর সম্বন্ধে হয় জ্ঞানের উদয় ॥
জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তু 'প্রকাশিত' হয়।
গেয়ানের সাথে সাথে 'পুলক' উদয় ॥
'সৎ-চিৎ-আনন্দ' আর 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়,'।
এ-দুইয়েরে সম বলি' সতত ধরিও ॥
'সৎ' মানে 'নিত্য' কিনা যাহা সদা 'আছে'।
'চিৎ' মানে 'জ্ঞান'—যাহা সতত 'প্রকাশে' ॥
'প্রিয়' বস্তু থেকে সদা 'আনন্দ' যে জাগে।
এইকথা গাহিয়াছি ক্ষণকাল আগে ॥
এইমত কথা এক র'য়েছে গীতায়।
জ্ঞান হ'লে এইমত সদা বুঝা যায় ॥
কোনোবস্তু, কোনোস্থান কিংবা কোনোজন।
তোমার মনকে যদি করে আকর্ষণ .
সেই বস্তু, সেই স্থান, সে-জনের মাঝে।
পরমআত্মার রূপে ঈশ্বর বিরাজে ॥
'যত্র যত্র মনো যাতি, তত্র তত্র পরং পদম্।'
জ্ঞান হ'লে বুঝা যায় উহার মরম ॥
রূপ রস—এসবেও অংশ তাঁর আছে।
তাইতো লোকের মন ছুটে তার পাছে ॥
বেদের ভিতরে আছে উহার বর্ণন।"
ইহা কহি' শ্রীঠাকুর পুনরায় কন ॥
"সাধুদের মাঝে যবে ঐ সব নিয়া
ধূম তর্ক কভু কভু যাইত বাধিয়া ॥
মীমাংসা করিতে তারা বিফল যখন।
ইঁহাকে সকল সাধু ডাকিত তখন।"
ইঁহাকে বলিতে প্রভু নিজেরে বুঝান।
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু ভগবান ॥
"ইঁহার ভিতর থেকে জননী আমার।
করিয়া দিতেন বেশ সুমীমাংসা তার ॥

তখন আমার ছিল আমাশয় জোর।
কখনো হাতের জল শুকাতো না মোর ॥
গৃহেতে রাখিয়াছিল এক সরা পেতে।
সময় দিতনা যেন সেইখানে যেতে ॥
এইমত ব্যাধি ছিল পেটেতে আমার।
তাহা ল'য়ে শুনিতাম জ্ঞানের বিচার ॥"
পুনরায় ভক্তজনে কহিলেন প্রভু।
"এইমত সাধু এক এসেছিল কভু ॥
মনোরম জ্যোতি তার মুখের উপরে।
সতত হাসিত সাধু ফিক্ ফিক্ ক'রে ॥
সকাল সন্ধ্যায় সাধু বাহিরে আসিয়া।
গাছপালা, আকাশাদি নয়নে হেরিয়া ॥
দু'হাত তুলিয়া কভু পুলকে নাচিত।
কভুবা ভূমিতে পড়ি' গড়াগড়ি দিত ॥
"বাঃ বাঃ কেয়া মায়া ক্যায়সা বনায়া।
আরে আরে কেয়া মায়া এ-প্রপঞ্চ মায়া ॥"
মুখেতে উহাই শুধু কহিত তখন।
উহাই আছিল তার স্তব উপাসন ॥
মনেতে আনন্দলাভ হয়েছিল তার।
জ্ঞানোন্মাদ-সাধু* এক এসেছিল আর ॥
দেখিতে পিশাচসম, সহাস, উলঙ্গ।
বড় বড় নখ চুল ধূলিমাখা অঙ্গ ॥
মরার কাঁথার মত আছে এক কাঁথা।
তাহাতেই ঢাকা তার দেহ আর মাথা ॥
মায়ের মন্দিরে গিয়ে দরশন ক'রে।
স্তব-মন্ত্র পড়িল সে এত তীব্র স্বরে ॥
সে-মন্ত্রে দেউল যেন কাঁপিল তখন।
প্রসন্না হইয়া মাতা হাস্যময়ী হন ॥
কাঙ্গালীরা যেথা পায় মায়ের প্রসাদ।
সেখানে বসিতে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ ॥
কাঙ্গালীরা হেরি' তাঁর বিকট চেহারা।
বসিতে না দিয়ে তাঁরে দিল সবে তাড়া ॥

* অর্থ—মানে

* যে সাধু জ্ঞানের পাগল

পরেতে দেখিল সবে বিস্মিত হিয়ায়।
কাঙ্গালীরা এঁটো পাতা ফেলেছে যেথায় ॥
উন্মাদ সেখানে গিয়া কুকুরের সনে।
এঁটো পাতা খাইতেছে পুলকিত মনে ॥
কুকুরের ঘাড় ধরি' আপনার হাতে।
একই পাতা চাটিতেছে কুকুরের সাথে ॥
কুকুরেরও দেখা গেল আশ্চর্য ব্যাভার।
অচেনা লোকেতে তার ধরিয়াছে ঘাড় ॥
ইহাতে সে-কুকুরের ভ্রূক্ষেপ নাই।
পলায়ন করিতেও চেষ্টা নাই তাই ॥
কিংবা কিছু বলিলনা সেই সাধুববে।
শ্রীঠাকুর ঐসব নিরীক্ষণ ক'রে ॥
হৃদয়েরে এইমত কহিলেন ডাকি'।
"আমারও কি এ অবস্থা কভু হবে নাকি ?
উনি তো উন্মাদ নন উনি জ্ঞানোন্মাদ।"
হৃদয় শুনিল যবে ঐমত বাদ* ॥
তাঁহার পশ্চাতে হৃদে ছুটিয়া অচিরে।
শুধাইল এইমত সেই সাধুজীরে ॥
"মহারাজ ! ভগবানে লভিব কি ক'রে।
তাহার উপায় কিছু ক'য়ে দিন মোরে ॥"
প্রথমে সে-সাধু কিন্তু কহিল না কিছু।
হৃদয় চলিল তবু তাঁর পিছু পিছু ॥
ক্ষণপরে নর্দমার জল দেখাইয়া।
হৃদয়েরে সেই সাধু কহিলেন ইয়া ॥
"নর্দমার জল আর ভাগীরথী জলে,
কোনোরূপ ভেদ নাই—এই বোধ হ'লে।
ভগবান লাভ হবে—সুনিশ্চিত ইহা।"
নীরব রহিল সাধু ওমতি কহিয়া ॥
হৃদয় কহিল তাঁরে পুনঃ সেই বেলা**।
"আমায় করিয়া নিন আপনার চেলা ॥"
একথা শুনিয়া সাধু চোখ রাঙাইয়া।
হৃদেরে মারিতে গেল ইট তুলে নিয়া।
এমতি হেরিয়া হৃদে পলাইয়া এল।
সাধুও আপন মনে দূরে চ'লে গেল ॥
পরমহংসের ভাব তাতে বিদ্যমান।
বালক, উন্মাদ আর পিশাচ সমান।
তাই হেন কহিতেন শ্রীঠাকুর সাই।
"ছোট ছোট ছেলেদের কোনো আঁট নাই।
যে-কোনো জিনিস তারা যে-কোন সময়।
ইচ্ছামত ত্যাগ করে ইচ্ছামত লয় ॥
পরমহংসেরা তাই ওসব ছেলেকে।
অনুক্ষণ নিজেদের কাছে কাছে রেখে ॥
ছেলেদের সমতুল হইবার তরে।
মনেপ্রাণে অনুক্ষণ শিক্ষালাভ করে ॥

নারায়ণ শাস্ত্রী

নারায়ণ শাস্ত্রী নামে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
নানা শাস্ত্রে আছিলেন অতি বিচক্ষণ ॥
পঁচিশ বছর থাকি' শ্রীগুরু-ভবনে।
সুপাণ্ডিত্য লভিলেন শাস্ত্র-দরশনে ॥
ষড়বিধ দরশন আছে যাহা যাহা।
একে একে পঞ্চবিধ শিখিলেন তাহা ॥
কেবল রহিল বাকী ন্যায়-দরশন।
নবদ্বীপে আসি' তাই শাস্ত্রী নারায়ণ ॥
সপ্তক* বরষ সেথা থাকি' একটানা।
শিখিয়া নিলেন ঐ ন্যায় শাস্ত্রখানা ॥
অতঃপর এইমত লইলেন ভেবে।
আপনার দেশে তিনি ফিরিবেন এবে ॥
সহসা এমতি চিন্তা এল তাঁর মনে।
দখিনেশ্বরেতে গিয়া প্রভুর ভবনে ॥
বারেক লভিয়া তাঁর পুণ্য দরশন।
আপনার গৃহপানে করিবে গমন ॥
শাস্ত্রীর নিবাস ছিল রাজপুতনায়।
ইহার অধিক কিছু জানা নাহি যায় ॥

* কথা ** সময়

* সাত

এইমত ক'য়েছেন প্রভু প্রাণপতি।
জয়পুরে আছিলেন যেই নরপতি ॥
শাস্ত্রীজীর খ্যাতি-যশ শ্রবণ করিয়া।
বিমুগ্ধ হইয়াছিল সে-রাজার হিয়া ॥
সভার পণ্ডিতরূপে বরিতে * তাঁহায়।
প্রবল বাসনা এল রাজার হিয়ায় ॥
সুউচ্চ বেতন তাঁরে করিবেন দান।
এত কহি' পণ্ডিতেরে জানালো আহ্বান ॥
জ্ঞানলাভে অভিলাষী পণ্ডিত মশাই।
রাজার আহ্বানে তাই সাড়া দেন নাই ॥
পণ্ডিতের মাঝে ছিল এইমত ভাব।
বিবেক-বৈরাগ্য যদি নাহি হয় লাভ ॥
শাস্ত্রপাঠে বড় কিছু ফল নাহি হয়।
তাই তাঁর হ'য়েছিল বৈরাগ্য উদয় ॥
শ্রীপ্রভুর কাছে শাস্ত্রী এলেন যখন।
এ-চিন্তা তাঁহার মাঝে উদিল তখন ॥
"সপ্তক ভূমির কথা বেদেতে বিরাজে।
মন যবে ওঠে ক্রমে সে-সবের মাঝে ॥
বিচিত্র বিচিত্র কত হয় দরশন।
নির্বিকল্প সমাধিতে কভু বা মগন ॥
পড়িয়াছি উহা শুধু শাস্ত্রের মাঝার।
প্রত্যক্ষ হইল এবে সে-সব আমার ॥
বিস্মিত হইয়া আমি হেরি অনুক্ষণ।
ঠাকুরের ঘটে উহা যখন তখন ॥"
আবার এহেন চিন্তা উপজিল তাঁয়।
"ব্রহ্মলাভ করিবারে আছে যে-উপায় ॥
সে-উপায় ঠাকুরের সবি জানা আছে।
অতেব থাকিব আমি ঠাকুরের কাছে ॥"
এমতি চিন্তিয়া তবে সেই নারায়ণ।
শ্রীপ্রভুর কাছে কাছে অহরহ রন ॥
একদা এ সুপণ্ডিত সুযোগ বুঝিয়া।
শ্রীঠাকুরে জানালেন মিনতি করিয়া ॥

সন্ন্যাসের দীক্ষামন্ত্র এবে তাঁর চাই।
প্রথমে ঠাকুর উহা দিতে চান নাই ॥
অতীব আগ্রহ দেখি' প্রভু ভগবান।
সন্ন্যাসের দীক্ষা তাঁরে করিলেন দান ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ করি' নারায়ণ শাস্ত্রী।
এইমত ভাবিছেন সদা দিবারাত্রি ॥
"বশিষ্ঠ আশ্রমে এবে গমন করিয়া।
তপস্যায় রব আমি নিমগ্ন হইয়া ॥
যতদিনে ব্রহ্মলাভ না করিতে পারি।
সাধন ভজন আমি যাইব না ছাড়ি' ॥"
এ বাসনা জানাইয়া প্রভু প্রাণধনে।
আশীর্বাদ মাগিলেন সজল নয়নে ॥
আশীর্বাদ ল'য়ে তবে সুধী নারায়ণ।
দেবালয় ত্যাগ করি' করেন গমন ॥
এরপরে পণ্ডিতের কী ঘটিয়াছিল।
নিশ্চিত বারতা তার কেহ নাহি দিল ॥
এইমত কথা তবে শোনা গেল ক্রমে।
সাধন ভজনে থাকি' বশিষ্ঠ আশ্রমে ॥
ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে ক্রমে পণ্ডিত মশাই।
মরণের কোলে শেষে লইলেন ঠাঁই ॥

পণ্ডিত পদ্মলোচন

বেদান্ত পণ্ডিত এই শ্রীপদ্মলোচন।
বঙ্গভূমে বাস তাঁর কহে সর্বজন ॥
বিদ্যাক্ষেত্র কাশীধামে এ-পদ্মলোচন।
গুরুগৃহে শিখিলেন বেদান্ত দর্শন ॥
অপূর্ব প্রতিভা আর পাণ্ডিত্য তাঁহার।
ক্রমে ক্রমে চারিদিকে হইল প্রচার ॥
বর্ধমান নরপতি এসব শুনিয়া।
পণ্ডিত সভাতে তাঁরে নিলেন বরিয়া ॥
প্রধান পণ্ডিত তিনি পণ্ডিত সভার।
তাইতো তাঁহারি 'পরে বিচারের ভার।

* বরণ করিতে

একদা বিচারে এল প্রশ্ন এমতন।
'বিষ্ণু ও শিবের মাঝে কেবা বড় হন ॥'
বিচারেতে কহিলেন পণ্ডিত প্রবীণ।
"আমার চৌদ্দপুরুষ কেহ কোনোদিন ॥
বিষ্ণু বা দেবাদিদেবে কভু দেখে নাই।
তাই তাঁরা কেবা বড়—জানিনাকো তাই ॥"
কহিয়াছিলেন তিনি এমত আবার।
"যার ইষ্ট তার কাছে শ্রেষ্ঠ অনিবার ॥
শিবেরে ক'রেছে বড় শৈবশাস্ত্রমতে।
বিষ্ণুই সবার বড় বৈষ্ণব জগতে ॥
বড় ছোট কেহ নন সকলে সমান।"
এমত হইল সেই প্রশ্নসমাধান ॥
শ্রোতাগণ ঐ কথা শুনিলেন যবে।
পণ্ডিতেরে ধন্যবাদ জানালেন সবে ॥
প্রভু যবে শুনিলেন পণ্ডিতের নাম।
তাঁহাকে হেরিতে এল বাসনা উদাম ॥
'এ জীবন থাকিবেনা বেশীদিন আর।
ত্বয়ায় করিয়া লও যাহা করিবার ॥'
এই চিন্তা ঠাকুরের বাল্যকাল থেকে।
তাই তিনি ব্যস্ত হন কোন কর্ম দেখে ॥
পণ্ডিতেরে হেরিবারে ব্যস্ত হ'য়ে তাই।
হৃদয়েরে সাথে ল'য়ে চলিলেন সাই ॥
প্রভুরে পণ্ডিতবর হেরিলেন যবে।
কিছুটা ফাঁপরে যেন পড়িলেন তবে ॥
এইমত ছিল তবে তাহার কারণ।
ঠাকুরের মাঝে যেই অধ্যাত্ম-লক্ষণ ॥
মিলেনাকো তাহা সব শাস্ত্রের সহিতে।
শ্রীপ্রভুর ভাব তাই নারিল বুঝিতে ॥
কিছুটা আঁধারে আর কিছুটা আলোকে।
কিছুটা অশান্তি আর কিছুটা পুলকে ॥
পণ্ডিতের মনখানি হইল মগন।
শ্রীপ্রভুর প্রতি তাই আকর্ষিত হন ॥

এইমত আকর্ষণ জন্মিবার ফলে।
উভয়ের মাঝে বেশ আনাগোনা চলে ॥
আরেক কারণে তাঁর শ্রীপ্রভুর প্রতি।
আকর্ষণ শ্রদ্ধাপ্রেম বৃদ্ধি পেল অতি ॥
অজেয় ছিলেন এই শ্রীপদ্মলোচন।
তার মাঝে ছিল এক গোপন কারণ ॥
তিনি যবে বসিতেন বিচারের তরে।
দুটি বস্তু রাখিতেন তাহার নিয়ড়ে ॥
একখানি গামছা ও জলভরা গাড়ু।
উহাতে লুকানো তাঁর সিদ্ধাই সুচারু* ॥
যখনি আসিত কোনো কঠিন বিচার।
আর যবে সমাধান হইত না তার ॥
গাড়ু ও গামছা ল'য়ে বাহিরেতে গিয়া।
গাড়ুর জলেতে তিনি মুখ ধুয়ে নিয়া ॥
মুখখানি মুছিতেন ঐ গামছায়।
অপঃপর ফিরে আসি' বিচার সভায় ॥
পুনঃ যবে করিতেন সে-বিচারখান।
সহজে হইত তার সুষ্ঠু সমাধান ॥
গোপন শকতি হেন ছিল তাঁর যাহা।
সাধন করিয়া তিনি ল'ভেছেন তাহা ॥
জানিতনা কেহ এই শকতির কথা।
প্রভুরে দিলেন মাতা সে-গুপ্ত বারতা ॥
একদা পণ্ডিত যবে গেলেন বিচারে।
তাঁহার অজ্ঞাতসারে বেশ চুপিসারে ॥
গামছা ও গাড়ু প্রভু রাখিলেন গুঁজে** ।
প্রয়োজনে সে-পণ্ডিত পেলনা তা খুঁজে ॥
পরে যবে সে-পণ্ডিত শুনিলেন ইয়া।
শ্রীঠাকুরই সবকিছু জানিয়া শুনিয়া ॥
তিনিই করিয়াছেন ঐমত কার্য।
বিস্ময়েতে হতবাক্ সে-পণ্ডিত আর্য ॥
নিস্পন্দ অসাড় তাঁর সমুদয় অঙ্গ।
নয়নে বহিল তাঁর প্রেমাশ্রু তরঙ্গ ॥

* অতি সুন্দর ** লুকিয়ে

শ্রীঠাকুরই যেন তাঁর পূজনীয় ইষ্ট।
এমতি জ্ঞানেতে তিনি হইলেন হৃষ্ট ॥
অতঃপর পাঠ করি' নানা স্তবমন্ত্র।
করিলেন ঠাকুরের পূজা উপাসন তো ॥
প্রভুরে কহিল পরে তেজ ল'য়ে বক্ষে।
"সকল পণ্ডিত ডাকি' তাদেরি সমক্ষে।
অবতার বলি' তোমা করিব বন্দন।
দেখিব—সেকথা মোর কে করে খণ্ডন ॥"
নির্লোভ পদ্মলোচন অতি নিষ্ঠাবান।
কভু নাহি লইতেন শূদ্রদের দান ॥
ঠাকুরের প্রতি তবে অতি ভক্তি তাঁর।
সেখানে না রাখিতেন ঐ নিষ্ঠাচার ॥
ইহার কাহিনী এক রহিয়াছে হেন।
একদা মথুরবাবু কি কারণে যেন ॥
ডাকিয়াছিলেন এক পণ্ডিতের সভা।
পণ্ডিত পদ্মলোচন তাতে হয়ত বা।
আসিতেও না পারেন এ আশঙ্কাভারে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু ক'য়েছেন তাঁরে ॥
"হয়ত বা এ-সভায় তুমি নাহি যাবে।
কৈবর্ত্তের অন্ন তুমি কি করিয়া খাবে ॥"
পণ্ডিত জবাবে এর কহিলেন ইয়া।
"হাড়ির বাড়িতে আমি তব সনে গিয়া ॥
গ্রহণ করিতে পারি যে-কোন আহার।
কৈবর্ত্তের অন্ন জল কিবা বেশী আর ॥"
একথা শ্রবণ করি' প্রভু প্রাণপতি।
পরিতুষ্ট হইলেন পণ্ডিতের প্রতি ॥
তবে সেই মথুরের আহূত সভায়।
পণ্ডিতের যোগদান হইল না হায় !!
শরীরের অসুস্থতা ক্রমে বৃদ্ধি পেল।
বিদায় লইয়া তাই কাশীধামে গেল ॥
কাশীতে কাটিল যবে স্বল্প কিছুদিন।
মৃত্যুগর্ভে দেহ তাঁর হইল বিলীন ॥

অপর কয়েকজন পণ্ডিত

ভকতগণেরে হেন ক'য়েছেন প্রভু।
আরেক পণ্ডিত তিনি হেরেছেন কভু ॥
দয়ানন্দ সরস্বতী পণ্ডিতের নাম।
জানা নাহি যায় তবে —কোথা তাঁর ধাম ॥
আর্যমত প্রবর্তক আছিলেন তিনি।
সিঁতিতে এলেন তিনি কোনো একদিনি ॥
শ্রবণ করিয়া সেই পণ্ডিতের নাম।
হেরিতে গেলেন তাঁরে প্রভু গুণধাম ॥
তাঁহার প্রসঙ্গে প্রভু ভক্তদেরে কন।
বৈখেরী * অবস্থা তাঁর আছিল তখন ॥
শাস্ত্রের কথাই শুধু মুখেতে তাঁহার।
অহংকার ছিল কিন্তু মনের মাঝার ॥
আরেক পণ্ডিত ছিল জয়নারায়ণ
অহংকারহীন ছিল সদা তাঁর মন ॥
আপনার মৃত্যু জেনে ক'য়েছিল ইয়া।
"শরীর ত্যজিব আমি কাশীধামে গিয়া ॥"
তাঁর কথা শুনেছেন শিব ভগবান।
কাশীতেই হ'ল তার দেহঅবসান ॥

গুরুভাবে তীর্থ ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

তীরথে—নানান দেশে ভ্রমে কি কারণ।
সে-বিষয়ে ক'য়েছন প্রভু প্রেমধন ॥
রাজা থেকে সুরু ক'রে মেথর অবধি।
দেখিতে হইবে সবি ঘুরে নিরবধি ॥
তাহাদের ভোগ-আদি রহিয়াছে যাহা।
উপভোগ করা চাই সব কিছু তাহা ॥
পরে যদি সেই ভোগ তুচ্ছ বোধ হয়।
পরমহংসের ভাব তবেই উদয় ॥
নহিলে ও-ভাব কিন্তু কভু নাহি হবে।
সব ঘর ঘুরে ঘুটি চিকে ওঠে তবে ॥

* কেবল শাস্ত্রীয় কথা বলা

পুনঃ হেন কহিতেন প্রভু গুণময় ।
"অন্য এক প্রয়োজন ভ্রমণেতে রয় ।।
আচার্য হইতে গেলে সমাজ মাঝার ।
অনেক অনেক শিক্ষা প্রয়োজন তার ।।
সমাজে র'য়েছে যেই বিবিধ সংস্কার ।
আচার্যের নিতে হবে সব জ্ঞান তার ।।
নানা স্থানে ঘুরে তাই নানা কিছু জানি' ।
তাহাকে হইতে হবে সবিশেষ জ্ঞানী ।।
যেটুকু গেয়ান রাখে সাধারণগণ ।
তার চেয়ে বেশী জ্ঞান না রাখে যেজন ।।
সেজন কেমন ক'রে তার জ্ঞান দিয়া ।
সাধারণ মানুষেরে লইবে জিনিয়া* ।।
নিজেরে বধিতে যদি কেহ কভু চায় ।
একটি নরুণ হ'লে তাহা পারা যায় ।।
অপর লোকেরে যদি বধিবারে চায় ।
ঢাল আর তলোয়ার তাতে লেগে যায় ।।
আরো এক প্রয়োজন ভ্রমণেতে রয় ।
লোকহিত তরে যদি ইচ্ছা কভু হয় ।।
বুঝিতে হইবে হেন ঘুরিয়া ফিরিয়া ।
লোকের অভাব কোথা আছে লুকাইয়া ।।
কেন নাহি হইতেছে আধ্যাত্মিক লাভ ।
কোথায় রয়েছে কার কিসের অভাব ।।
সে-সব কারণগুলি নিরূপণ** করি' ।
এমন একটি ভাব নিতে হবে গড়ি' ।।
যাতে সে-কারণগুলি যাইবে ঘুচিয়া ।
এরূপে নূতন ভাব গড়িয়া লইয়া ।।
তারপরে করে যদি সে-ভাব প্রচার ।
তবেই হইতে পারে লোক-উপকার ।।"
আবার শ্রীপ্রভু তাঁর ভক্তগণে কন ।
"তীরথ-ভ্রমণে আছে আরো প্রয়োজন ।।
এখানে সহজে হয় উদ্দীপন তাঁর ।
এইমত রহিয়াছে কারণ তাহার ।।
অগণিত সাধু ভক্ত যুগ যুগ ধরি' ।
ঈশ্বরে লভিতে হেথা আগমন করি' ।।
হেথায় বসিয়া তাঁরে আরাধে* সবাই ।
ধেয়ান প্রার্থনা হেথা সদা চলে তাই ।।
যেহেতু হেথায় বসি' নানা তীর্থ যাত্রী ।
তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে সদা দিবারাত্রি ।।
ঈশ্বরীয় ভাব প্রেম তাঁদের ভক্তিতে ।
জমাট বাঁধিয়া আছে তীরথভূমিতে ।।
তীরথে বিভুর তাই বিশেষ প্রকাশ ।
হেথায় সহজে মিলে ভক্তি বিশোয়াস ।।
জলের অভাব যেথা সেথা মাটি খোঁড়ে ।
তারপরে জল পায় মাটির ভিতরে ।।
যেখানে পাত্‌কো, ডোবা কিংবা হ্রদ রয় ।
জল তরে মাটি সেথা খুঁড়িতে না হয় ।।
সেইখানে ইচ্ছামত জল মিলে যায় ।
তীরথেও ওমতনই ভাবভক্তি পায় ।।
পুনঃ হেন কহিতেন প্রেম অবতার ।
তীরথ-গমনে আছে আরো উপকার ।।
যে-সকল ভাব জাগে তীরথ দেখিয়া ।
সে-সকল চিন্তে যদি নির্জনে বসিয়া ।।
বিষয়, আশয়, আর গন্ধ, রূপ, রস ।
সহজে করিতে নারে তার মন বশ ।।
জাবর কাটিতে হয় তাঁর ভাব ল'য়ে ।
তবেই থাকিবে ভাব চিরস্থায়ী হ'য়ে ।।
ধেনুরা খাবার খেয়ে, হজমের তরে
জাবর কাটিতে থাকে বহুক্ষণ ধ'রে ।।
মুখের ভিতরে খাদ্য উগরি আনিয়া ।
উত্তমরূপেতে তাহা নেয় চিবাইয়া ।।
তেমতি তীরথে লভি' ঈশ্বরীয় ভাব ।
জাবর কাটিলে হয় উদ্দীপন লাভ ।।
সে-ভাব গাঁথিয়া যায় দেহে, মনে, প্রাণে ।
তারই ফলে ঐ ভাব স্থায়ী ফল আনে ।।

* জয় করিয়া ** নির্ণয় করিয়া

* আরাধনা করে

একটি ঘটনা যাহা এ-বিষয়ে আছে।
গাহিতেছি তাহা এবে সবাকার কাছে ॥
সশিষ্য গেলেন প্রভু পুণ্য কালীঘাটে।
দরশন করি' মাকে সেই পুণ্যবাটে ॥
করিতেছিলেন যবে পুনরাগমন।
পথিমাঝে সে-সময়ে এক শিষ্যজন ॥
শ্বশুর আলয়ে গেল অনুরোধে প'ড়ে।
সেথা থেকে ফিরে এল পরদিন ভোরে ॥
উহা যবে শুনিলেন অজ্ঞাননাশন।
তিরস্কার করি' তারে এমতন কন ॥
"জগদম্বা মাকে তুই দরশন করি'।
জাবর কাটিবি কোথা সারা নিশি ধরি' ॥
সেই নীতি বিন্দুমাত্র না পালন ক'রে।
বিষয়ীর মতো গেলি শ্বশুরের ঘরে ॥
দেবস্থান তীর্থস্থান নয়নে হেরিয়া।
সে-সব চিন্তিতে হয় একাগ্রতা নিয়া ॥"
এরি সাথে কহিলেন প্রভু প্রাণপতি।
"আগে আনো মনোমাঝে ভাব ও ভকতি ॥
তারপরে যাও তুমি তীর্থ দরশনে।
সুফল ধরিবে তবে হৃদয় কাননে ॥"
আবার শ্রীপ্রভু মোর এইমত কন।
"তীরথেতে হয় শুধু বেশী উদ্দীপন ॥
ভকতিতে আসে এই উদ্দীপন-শক্তি।
যাহার মনেতে নাই তিলমাত্র ভক্তি ॥
তীরথেতে গিয়া তার কিবা ফলোদয়।
সেইখানে আছে যাহা হেথাও তা রয় ॥
তেঁতুল আমের বৃক্ষ কিংবা বাঁশ ঝাড়।
এখানে যেমন আছে তেমনি সেথার ॥
তীরথের মাঠে তবে যেই বিষ্ঠা রয়।
সে-বিষ্ঠা হেরিয়া কিন্তু ইহা মনে হয় ॥
হজম-শকতি সেথা কিছু বেশী যেন।
ইহার অরথ তবে রহিয়াছে হেন ॥
যে-সব ভকত যায় তীর্থ দরশনে।
তাহাদের ভিতরেতে অনেকেরই মনে ॥
সতত বহিতে থাকে ভকতির ধারা।
তীরথের ভাব তাই নিতে পারে তারা ॥
শ্রীঈশাও কহিতেন শিষ্যগণে তাঁর।
"প্রবল ভকতি থাকে যাদের মাঝার ॥
ভগবান তাহাদেরে আরো দিতে চান।
কিন্তু যারা হয় সদা ক্ষীণ-ভক্তিমান ॥
তাহাদের বিশোয়াস ভকতি সম্ভার।
ঈশ্বর কাড়িয়া লন ইচ্ছামত তাঁর ॥"
কাশীপুরে শ্রীঠাকুর ছিলেন যখন।
স্বামীজী বিবেকানন্দ একদা তখন ॥
দুজন সখাকে ল'য়ে যান গয়াতীর্থে।
মনটি ছিল না তাঁর সেথা থেকে ফিরতে ॥
সেথা গিয়া ধরিলেন গৈরিক বসন।
একথা শুনিয়া তাঁর প্রিয় সখাগণ ॥
গয়াধামে যাইবেন করিলেন স্থির।
ওকথা শ্রবণ করি' শ্রীপ্রভু সুধীর ॥
ভকতগণেরে হেন দিলেন কহিয়া।
"কদিন বা রবে আর কোন্‌খানে গিয়া ॥"
নিজেরে দেখায়ে পুনঃ কহিলেন হেসে।
"চার খুঁট ঘুরে আয়—দেখে নিবি শেষে ॥
তেমন কিছুই আর নাহিকো কোথাও।
হেথায় রয়েছে সব যা-কিছুই চাও ॥
এ কথা ফলিয়া গেল অক্ষরে অক্ষরে।
স্বামীজী বিবেকানন্দ স্বল্পদিন পরে ॥
কাশীপুরে করিলেন পুনরাগমন।
আরেক কাহিনী এবে করিব কীর্তন ॥
ঠাকুর গেলেন যবে শরীর ত্যজিয়া।
কিছুদিন আগে তার ঘটেছিল ইয়া ॥
রমণী ভকত এক কাশীপুরে আসি'।
প্রভুরে কহিল হেন মিনতি প্রকাশি' ॥

"বৃন্দাবনধামে এবে গমন করিয়া।
সেথায় রহিব আমি ধ্যান জপ নিয়া॥"
এমতি শুনিয়া প্রভু কহিলেন হেন।
"সেইখানে শুধু শুধু যাবি-ই বা কেন॥
হেথায় যাহার আছে সেথা আছে তার।
সেথাও তাহার নাই হেথা নাই যার।"
সে-কথা নারীর বুঝি লাগিলনা মনে।
তাই সে চলিয়া গেল মধুবৃন্দাবনে॥
তবে সে গমন তার পুরাপুরি ব্যর্থ।
সুফল পায়নি সেথা তিলএকমাত্র॥
সে-নারী ফিরিল যবে পুণ্য কাশীপুরে।
আর না হেরিতে পেল প্রাণের ঠাকুরে॥
স্বল্পদিন আগে তার প্রভু নরহরি।
ধরাধাম ত্যজিলেন দেহরক্ষা করি'॥
ভাবময় প্রভু হেন গেলেন কহিয়া।
"তীরথে যাবার আগে ভেবেছিনু ইয়া॥
পুণ্যতীর্থ কাশীধামে রহিয়াছে যারা।
শংকরের নামে বুঝি সমাধিস্থ তারা॥
বৃন্দাবন তীরথের ভকত সকল।
গোবিন্দকে নিয়ে বুঝি প্রেমেতে বিহ্বল॥
গিয়ে দেখি সবি যেন বিপরীত তথা।"
পুনঃ প্রভু কহিলেন এইমত কথা॥
"সরলতা উদারতা নাহি এলে মনে।
কেমনে লভিবে সেই পরমাত্মাধনে॥
ঈশ্বরে লভিতে হ'লে সরলতা চাই।
সরলের কাছে তাঁর প্রকাশ সদাই॥
অনেক তপস্যা করি' সরলতা পায়।"
পুনঃ হেন কহিতেন শ্রীঠাকুর রায়॥
"ভক্ত হবি, তাই ব'লে বোকা হবি কেন।
বিচার করিবি সদা মনে মনে হেন॥
'সংসারেতে কিবা নিত্য কী-ই বা অনিত্য।'
অনিত্য ত্যজিয়া পরে নিত্যে রাখ চিত্ত॥"

'ভক্ত হবি, তাই ব'লে বোকা হবি কেন।'
ইহার কাহিনী এক রহিয়াছে হেন॥
যোগানন্দ নামে ছিল যে-ভকতজন।
একটি কড়ার তার হ'ল প্রয়োজন॥
কড়াই কিনিতে গিয়া বড়বাজারেতে।
দোকানীরে কহিল সে সরল মনেতে॥
"দেখো বাপু, দেখে শুনে ভাল কড়া দিও।
ফুটোফাটা দেখে দিও - ঠিক দাম নিও॥"
দোকানীরে ধর্মভয় দেখাইল কত।
দোকানী বিনয়ে তারে কহিল এমত॥
"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আজ্ঞে, ভাল কড়া দিব।
বলিতে হবে না কিছু ঠিক দাম নিব॥"
দোকানী বাছিয়া তারে দিল যে-কড়াই।
যোগানন্দ বিশোয়াসে নিয়ে এল তাই॥
বাড়িতে আসিয়া দেখে সে-কড়াই ফাটা।
প্রভু তাকে কহিলেন শুনি' সে-কথাটা॥
"দোকানীরে পুরাপুরি বিশোয়াস ক'রে।
ফাটা কড়া নিয়ে তুই চ'লে এলি ঘরে॥
দেখে শুনে সে-কড়াই আনিলিনা কেন?
ভক্ত হ'য়ে বোকা সম ঠ'কে যাবি হেন??
দোকানী বসেনি সেথা ধর্ম করিবারে।
কেন বা করিবি এত বিশোয়াস তারে॥
ঠিক দ্রব্য দিল কিনা দেখে দাম দিবি।
সঠিক ওজন কিনা তাও দেখে নিবি॥
আবার দোকানে থাকে দ্রব্য কিছু কিছু।
যেসব কিনিলে পরে ফাউ দেয় পিছু॥
ঐমত ফাউ-টাউ দেয় যদি ধ'রে।
তাহাও আনিবি সদা দ্বিধা নাহি ক'রে॥

তীর্থে শ্রীঠাকুরের তিক্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা

শ্রীপ্রভু গেলেন যবে তীরথ-ভ্রমণে।
একটি ঘটনা দেখে ব্যথা পান মনে॥

মথুর প্রভুর সনে কাশীধামে গিয়া।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে মাধুকরী* দিয়া ॥
পরিবারসহ পরে তাঁদের সবারে।
ভোজনাদি করালেন যত্নসহকারে ॥
একটি করিয়া টাকা বস্ত্র একখান।
প্রতিজনে করিলেন দক্ষিণা প্রদান ॥
বৃন্দাবনে গিয়া পুনঃ মথুরামোহন।
প্রভুর আদেশে কভু 'কল্পতরু' হন ॥
পাদুকা কম্বল বস্ত্র, ধাতুর বাসন।
যে যা-ই চাহিয়াছিল—ঠিক সেমতন ॥
সবাকারে শ্রীমথুর দান ক'রে দিয়া।
'মাধুকরী দানব্রত' নিলেন করিয়া ॥
যখন চলিল ঐ দান-খয়রাতী।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুল গোলমালে মাতি' ॥
হাতাহাতি-মারামারি করিল সবাই।
ইহা হেরি' ব্যথাতুর শ্রীঠাকুর সাঁই ॥
কাশীধামে বসিয়াও নয়নরঞ্জন।
এইমত নিরখিয়া ব্যথাতুর হন ॥
সুপবিত্র কাশীতীর্থে রহিয়াছে যারা।
কামিনীকাঞ্চন-ভোগ করিবারে তারা ॥
সচেষ্ট হইয়া যেন অনুক্ষণ রয়।
এখানেও কোন কিছু ব্যতিক্রম নয় ॥
অশ্রুভরে তাই প্রভু কহিলেন ৺মাকে।
"এখানে কেন মা তুই আনিলি আমাকে।
দক্ষিনেশ্বরেতে আমি আছিলাম বেশ।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু পরমেশ ॥
"যদিও বা বড় ব্যথা পেয়েছিনু ওতে।
হেরিয়াছিলাম হেন ভাবের আলোতে ॥
সুবর্ণনির্মিত যেন কাশীতীর্থ ঠাঁই।
মৃত্তিকা প্রস্তর সেথা কোন কিছু নাই ॥
কত সাধু সন্ন্যাসী ও কত ভক্তজন।
হৃদয় মাঝারে ধরি' ভকতি-কাঞ্চন ॥
তার সাথে ভাব-রত্ন হৃদি-অঙ্গে প'রে।
আসিতেছে সবে সেথা যুগ যুগ ধ'রে ॥
স্তরে স্তরে জ'মে সেই পূত ভাবরাশি।
সুবর্ণমণ্ডিত হ'ল এই পুণ্যকাশী ॥"
এ-কাশী সুবর্ণময়— একথা বুঝিয়া।
শ্রীঠাকুর মনে মনে চিন্তিলেন ইয়া ॥
কাশীধামে করি যদি শৌচ-আদি কৃত্য।*
এ-তীর্থ হইবে তাতে অতি অপবিত্র ॥
এইমত চিন্তা যবে এল তাঁর চিতে।
শ্রীমথুরে কহিলেন শিবিকা আনিতে ॥
অতঃপর প্রতিদিন পাল্কীতে চড়িয়া।
অসির ** তীরের কাছে গমন করিয়া ॥
শৌচ-আদি সেরে সেথা ফিরিতেন ঘরে।
ওভাব রহিল নাকো কিছুদিন পরে ॥
কাশীতে ছিলেন যবে প্রভু প্রেমধন।
ল'ভেছেন আরো এক ভাব-দরশন ॥
পঞ্চতীর্থ হেরিবারে আপনার চক্ষে।
নৌকায় গেলেন তিনি ভাগীরথী-বক্ষে ॥
গঙ্গায় নানান ঘাট রয়েছে সেথায়।
তাহারি একটি ঘাট মণিকর্ণিকায় ॥
এ ঘাটের সন্নিকটে যে-শ্মশান রাজে।
প্রধান শ্মশান তাহা শ্রীকাশীর মাঝে ॥
তরণী ভিড়িল যবে মণিকর্ণিকায়।
অতীব পুলকে হেন হেরিলেন রায় ॥
চিতা থেকে ধূম্ররাশি উপরেতে যেয়ে।
শ্মশান-আকাশখানি ফেলিয়াছে ছেয়ে ॥
অমনি ডুবিয়া প্রভু ভাবের তরঙ্গে।
নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে আর রোমাঞ্চিত অঙ্গে ॥
ছুটিয়া এলেন ত্বরা নৌকার বাহিরে।
সাথে সাথে নিমজ্জিত সমাধি গভীরে ॥

* সম্মানসূচক দান

* কাজ ** অসি এবং বরুণা—এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে কাশী অবস্থিত, তাই ইহার নাম বারাণসী।

সমাধির মাঝে তিনি হেরিলেন যাহা।
শ্রীমথুরে এইমত ক'য়েছেন তাহা ।।
"শ্বেতকায় দীর্ঘ এক পুরুষপ্রবর।
পিঙ্গলবরণ জটা শিরোদেশ 'পর ।।
শ্মশানে গম্ভীরভাবে পদক্ষেপ করি'।
প্রতিটি চিতার পার্শ্বে ধীরে অগ্রসরি' ।।
প্রতিটি দেহীরে* তুলি দয়ার্দ্র পরাণে।
'তারকব্রহ্ম মন্ত্রটি' দিতেছেন কানে ।।
মহাকালীরূপে ৺মাতা সে-চিতায় পশি'।
দেহীর অপর পার্শ্বে স্থিরনেত্রে বসি' ।।
স্থূল সূক্ষ্ম সংস্কারাদি সে-দেহীর যাহা।
একে একে খুলে দিয়া সমুদয় তাহা ।।
নির্বাণের দ্বার খুলি, প্রতিটি দেহীরে।
পাঠাইয়া দিতেছেন অখণ্ডের নীড়ে ।।"
যুগ যুগ ধরি' থাকি' যোগ-তপস্যায়।
অদ্বৈত-আনন্দ যাহা জীবগণ পায় ।।
কত কৃপাভরে আসি' শিব ভগবান।
সদ্য সদ্য জীবে তাহা করিয়া প্রদান ।।
জীবগণে দিতেছেন কৃতার্থ করিয়া।
তাহাই শ্রীপ্রভু হেন নিলেন হেরিয়া ।।
খ্যাতনামা শাস্ত্রবিদ্ সে-কালের যাঁরা।
উহা শুনি' শ্রীঠাকুরে ক'য়েছেন তাঁরা ।।
"কাশীখণ্ডে মোটামুটি আছে এ লিখন।
কাশীতে যে-জন করে মরণ-বরণ ।।
নির্বাণ দানেন তাকে শিব ভগবান।
কিন্তু ইহা কি করিয়া করেন প্রদান ।।
শাস্ত্রমাঝে তাহা নাই সবিস্তারে লেখা।
ভাবচোখে আপনার তাহা হ'ল দেখা ।।
অতএব ইহা মোরা বুঝি ভাল ক'রে।
লিখিত র'য়েছে যাহা শাস্ত্রের ভিতরে ।।
আপনার দর্শনাদি সে-সীমা পেরিয়ে।
অনেক অনেক দূরে গিয়াছে এগিয়ে ।।"

কাশীধামে যে সময়ে আছিলেন প্রভু।
ত্রৈলঙ্গস্বামীকে তিনি হেরিলেন কভু ।।
স্বামীজী প্রসঙ্গে প্রভু ক'য়েছেন হেন।
"সাক্ষাৎ দেবাদিদেব নরদেহে যেন ।।
আবির্ভূত হয়েছেন এ-ভবের ঘরে।
এ কথাও সাথে সাথে জাগিছে অন্তরে ।।
যেহেতু কাশীতে তাঁর পুণ্য অবস্থান।
তারি ফলে সমুজ্জ্বল ঐ তীর্থখান ।।
অতি উচ্চ-জ্ঞান আছে তাঁহার মাঝার।
দেহের পানেতে মোটে হুঁশ নাই তাঁর ।।
প্রখর সূর্যের তাপে বালি থাকে তপ্ত*।
তাতে কেহ পা ফেলিতে হয় না সমর্থ ।।
স্বামীজী তখনো কিন্তু পুলকিত মনে।
সে-বালির উপরেতে থাকেন শয়নে ।।"
আবার শ্রীপ্রভু মোর কহিলেন ইয়া।
"একদা পায়েস-অন্ন রন্ধন করিয়া ।।
তাঁহাকে খাওয়ায়েছিনু নিজ হাত দিয়ে।
স্বামীজী ছিলেন তদা মৌনব্রত নিয়ে ।।
মুখে তিনি কিছু নাহি কহিতেন তাই।
ইসারায় তাঁকে আমি শুধানু ইহাই ।।
'এক কিংবা একাধিক বিভু-ভগবান।'
ইসারায় কহিলেন স্বামীজী মহান ।।
'সমাধিতে বোধ হয় —একই ভগবান।
আমি, তুমি, জীব, জগ** —এই ভেদজ্ঞান।
মনোমাঝে যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে।
ততক্ষণ একাধিক মনে হয় তাঁকে ।।'
পুনঃ প্রভু কহিলেন ওসব কহিয়া।
"হৃদেরে তখন আমি কয়েছিনু ইয়া ।।
পরমহংসের ভাব থাকে যাহা যাহা।
স্বামীজীর মাঝে সবি বিরাজিছে তাহা ।।"
তারপরে শ্রীঠাকুর মথুরেরে নিয়া।
কাশী থেকে বৃন্দাবনে গেলেন চলিয়া ।।

* দেহধারীরে

* গরম ** জগৎ

মূরতি হেরিয়া সেথা বাঁকা-বিহারীর।
দেবেরে প্রণাম করি' শ্রীপ্রভু সুধীর ॥
এতই গেলেন তিনি আত্মহারা হ'য়ে।
'মূরতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' এ ধারণা ল'য়ে ॥
আলিঙ্গন করিবারে গেলেন ছুটিয়া।
আবার যখন প্রভু নিধুবনে গিয়া ॥
দরশন করিলেন সেই পুণ্যবন।
আরেক ভাবেতে তিনি হ'লেন মগন ॥
বর্ষীয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতা নামে।
তখন ছিলেন সেই নিধুবন-ধামে ॥
ষাট বর্ষ সে-সময়ে বয়স তাঁহার।
সাধনাতে সিদ্ধিলাভ হয়েছিল তাঁর ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে বিউভল তিনি।
ওমতি হেরিয়া তাঁকে সদা নিশিদিনি ॥
সবাকার মুখে ছিল এই কথা গাঁথা।
"রাধার ললিতা সখী এই গঙ্গমাতা ॥
প্রেমশিক্ষা বিলাইতে জীবের মাঝার।
কলিযুগে পুনরায় আগমন তাঁর ॥"
মহীয়সী গঙ্গামাতা প্রভুরে হেরিয়া।
এইমত তৎক্ষণাৎ নিলেন বুঝিয়া ॥
মহাভাব ছিল যাহা রাধিকার মাঝে।
ঠাকুরের মাঝে তাহা অবিকল রাজে ॥
শ্রীমতী রাধিকা আসি' ঠাকুরের রূপে।
প্রেমশিক্ষা দিতেছেন ধরণীর বুকে ॥
গঙ্গামাতা মনোমাঝে ওমতি চিন্তিয়া।
শ্রীঠাকুরে ডাকিতেন 'দুলালী' বলিয়া ॥
পুনরায় গঙ্গামাতা চিন্তিল এমন।
"সার্থক হইল মোর সাধন-ভজন ॥
ভালবাসা সেবা দিয়া এতকাল ধ'রে।
ডাকিতেছিলাম যাঁরে মনপ্রাণ ভ'রে ॥
লভিয়া সে-দুলালীর পুণ্য দরশন।
সকল বাসনা মোর হইল পূরণ ॥"

প্রভুও তাঁহার প্রতি এত আকর্ষিত।
এমতি চিন্তায় তাঁর হৃদয় পূরিত ॥*
রহিবেন তিনি এবে গঙ্গামার সনে।
আর নাহি ফিরিবেন আপন ভবনে ॥
সহসা উদিল মনে জননীর কথা।
অমনি এমত চিন্তি' পাইলেন ব্যথা ॥
"প্রবীণা জননী মোর সেথা প'ড়ে রবে।
সঠিক যতন তাঁর হয়ত না হবে ॥
তাঁকে ছেড়ে হেথা থাকা কভু ঠিক নয়।"
ফিরিয়া এলেন তাই প্রভু জ্ঞানময় ॥
জননীর প্রতি তাঁর কত ভালবাসা।
সে-কথা গাহিতে এবে নাহি মোর ভাষা ॥
মাতার দেহান্তকালে শ্রীঠাকুর রায়।
কাঁদিয়াছিলেন এত অঝোর ধারায় ॥
এতই আসিয়াছিল কাতরতা তাঁর।
ইহা নাহি দেখা যায় সংসার মাঝার ॥
তাই হেন কহিতেন প্রভু পরিত্রাতা।
"সংসারে পরম গুরু পিতা আর মাতা ॥
যতদিন ভবে তাঁরা রবেন বাঁচিয়া।
তাঁহাদের সেবা কর মনপ্রাণ দিয়া ॥
মরণের পরে করো তাঁহাদের শ্রাদ্ধ।
সে-কাজ করিতে যদি নাহি থাকে সাধ্য ॥
বনের ভিতরে তবে প্রবেশ করিয়া।
অঝোরে ক্রন্দন কর তাঁদেরে স্মরিয়া ॥
তবে হবে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ।
আবার সতত রাখ এইমত বোধ ॥
পিতা ও মাতার কথা মানিতেই হয়।
কেবল একটি স্থলে ব্যতিক্রম রয় ॥
ঈশ্বর সাধনে যদি বাধা দেন তাঁরা।
সে-বাধায় দিতে নাই বিন্দুমাত্র সাড়া ॥
এ বিষয়ে রহিয়াছে নানান দৃষ্টান্ত।
হেথায় গাহিছি তার শুধু দুটি গান তো ॥

 * পূর্ণ

হরির তপস্যা লাগি ধ্রুব মতিমান।
মাতার বারণে কভু দেন নাই কান॥
প্রহ্লাদ নামেতে যিনি অনুরাগী ভক্ত।
শ্রীহরির নামে তিনি এত অনুরক্ত॥
পিতার বারণে কভু কান নাহি পাতি'।
হরির কীর্তনে সদা থাকিতেন মাতি'॥
বৃন্দাবনধাম থেকে প্রভু প্রাণধন।
কাশীধামে করিলেন পুনরাগমন॥
গয়াতে পুরীতে তিনি যান নাই কেন।
তাঁহার কারণ তিনি কহিতেন হেন॥
"এ ধারণা অনুক্ষণ আমার মাঝার।
শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ-আদি যত অবতার॥
তাঁহারাই আবির্ভূত রামকৃষ্ণ নামে।
এ দেহের উৎপত্তি পুণ্য গয়াধামে॥
এ শরীর থাকিবেনা গয়া যাই যদি।
এ চিন্তাও মম মাঝে জাগে নিরবধি॥
যে সকল পুণ্যস্থানে অবতারগণ।
করিয়াছিলেন ভবে লীলাসংবরণ॥
আমি যদি যাই কভু সে-সকল স্থানে।
পরাণ রবেনা তবে এই দেহখানে॥
পুরীধামে চৈতন্যের লীলাসম্বরণ।
তাই সেথা যান নাই প্রভু প্রাণধন॥
ইহা শুনি' কেহ কেহ কহিবে ইহাই।
প্রাণভয় করিতেন শ্রীঠাকুর সাই॥
ইহার জবাব তবে আছে এমতন।
প্রাণভয়ে ভীত নন অবতারগণ॥
তবে তারা জগতের মঙ্গল সাধিতে।
বাঁচিয়া থাকিতে চান এই পৃথিবীতে॥
তবে প্রভু শুধুমাত্র নিজেরি লাগিয়া।
ওমতি ভাবনা নাহি নিতেন করিয়া॥
যাঁহারা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত।
তাঁহাদেরো করিতেন এমত সতর্ক॥
"হোথায় যাবি না তুই যাবি না হোথায়।"
তাহার কারণ তবে ইহা জানা যায়॥
কে কোন্ দেবের অংশে এল এ ধরায়।
ভাব-চক্ষে দেখে তাহা শ্রীঠাকুর রায়॥
সেই সেই দেবতার লীলা যেখানেতে।
ভকতেরে বারিতেন* সেইখানে যেতে॥
এ বিষয়ে শ্রীঠাকুর কহিতেন যাহা।
শাস্ত্রেতেও অবিকল লেখা আছে তাহা॥
যে-বস্তুর যাহা থেকে আবির্ভাব ঘটে।
সে বস্তু আসিলে পরে তাহার নিকটে॥
অমনি সে-বস্তু তাতে লয় হ'য়ে যায়।
একথা হেরিতে পাই জীবের বেলায়॥
ব্রহ্ম থেকে সমুদয় জীবের প্রকাশ।
জ্ঞান-পথে জীব গিয়া ব্রহ্মের সকাশ॥
ব্রহ্মের ভিতরে শেষে হ'য়ে যায় লীন।
সে-জীব ফেরেনা আর কভু কোনদিন॥
যদিও বা অবতার পুনঃ ফিরে আসে।
জীব আর অবতারে ব্যবধান আছে॥
জীব আর অবতার—এ দোঁহার মাঝে।
সবিশেষ শকতির ব্যবধান রাজে॥
এমতি লিখিত আছে শাস্ত্রের মাঝার।
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সব অবতার॥
যেহেতু রবেন তাঁরা লোকহিত-কাজে।
বিশেষ শকতি থাকে তাঁহাদের মাঝে॥
অধিকারী** ব'লে কভু তাহাদেরে কয়।
তাহার কারণ সদা এইমত হয়॥
বিশেষ করমে তাঁরা অধিকার পান।
লোকহিত তরে তাঁরা ভবে জনমান॥
বেদান্ত এমত পুনঃ করিয়াছে ব্যক্ত।
অবতার পুরুষেরা দুভাগে বিভক্ত॥
জগতের হিত লাগি আবির্ভাব যাঁর।
তাঁহাকেই বলা হয় ঈশ্বরাবতার॥

* বারণ করিতেন ** আধিকারিক

একটি প্রদেশ কিংবা দেশহিত জন্য।
যাঁহারা করম করি' হয়েন বরণ্য ॥
তাঁহারা 'ঈশ্বরকোটি' আর 'নিত্যমুক্ত'।
ইহাই শাস্ত্রের মাঝে রহিয়াছে উক্ত ॥
অবতার চাননাকো আপনার স্বার্থ।
জীবেরা আপন স্বার্থ দেখে দিবারাত্র ॥
তারা চাহে আপনার যশ মান অর্থ।
অবতার কভু ওতে নাহি হন মত্ত ॥
পরের সুখের লাগি সদা তাঁরা ব্যস্ত।
নানান দৃষ্টান্ত এর আছে এ সমস্ত ॥
প্রজাদের তুষ্টি লাগি রাম রঘুপতি।
ত্যজিলেন তাঁর সীতা—প্রাণের মূরতি ॥
সত্যধর্ম স্থাপিবারে কৃষ্ণ ভগবান।
করিলেন যত সব কর্ম অনুষ্ঠান ॥
জরা-মৃত্যু থেকে জীবে করিতে উদ্ধার।
বুদ্ধদেব ত্যজিলেন রাজার আগার ॥
দুঃখ-শোকাকুল জীবে করিবারে ত্রাণ।
ধরামাঝে আসিলেন ঈশা ভগবান ॥
প্রেমরাজ্য স্থাপিবারে পরম পিতার।
ধরার মাঝারে হ'ল আগমন তাঁর ॥
মহম্মদ আসি' এই ধরার মাঝার।
বিনাশিতে চাহিলেন অধর্ম-আঁধার ॥
সামান্য শকতি থাকে জীবের মাঝারে।
বিশেষ করম তারা করিতে না পারে ॥
নিজের বাসনা, স্বার্থ সুখভোগ আর।
এ সবের লাগি তারা চিন্তে অনিবার ॥
অপরের হিত-কথা চিন্তিতেও নারে।
তাইতো 'ইতরজন' বলা হয় তারে ॥
অধ্যাত্ম-শকতি তারা স্বল্প কিছু পেলে।
তার ফলে তাহাদের লোকমান্য এলে ॥
গরবে তখনি তারা পুলকিত হয়।
অধিকারী পুরুষেরা ঐমত নয় ॥

এ সকল পুরুষেরা জীবদের চেয়ে।
হাজার হাজার গুণ বেশী শক্তি পেয়ে ॥
গরবিত নাহি হন বিন্দুপরিমাণ।
দোঁহার ভিতরে আছে আরো ব্যবধান ॥
সংসারবন্ধন জীব কাটাইয়া নিয়া।
ঈশ্বরের দরশন বারেক লভিয়া ॥
পরম আনন্দ যদি একবার পায়।
সংসারে ফিরিতে তারা আর নাহি চায় ॥
মুক্ত-পুরুষরূপে এই জীবগণ।
করমবিহীন থাকে বাকীটা জীবন ॥
নিজের আনন্দ তারা নিজে ভোগ করে।
বিলাতে চাহেনা তাহা অপর কারোরে ॥
অধিকারী পুরুষেরা ঐমত নয়।
তাঁহাদের মনোমাঝে যে-আনন্দ রয় ॥
বিলাইতে চান তাহা সবাকার মাঝে।
আপ্তসার* হ'তে তাঁরা কভু চান না যে ॥
ঈশ্বরের দরশন লাভ ক'রে নিয়া।
সকল করম তাঁরা না যান ত্যজিয়া ॥
বিশেষ করম থাকে তাঁহাদের তরে।
বুঝিতে পারেন তাহা দরশের পরে ॥
তখনি সে-সব কর্ম সুরু ক'রে দিয়া।
পালন করেন তাহা অতি নিষ্ঠা নিয়া ॥
যতদিনে সে-করম না হয় সমাপ্ত।
বাঁচিয়া থাকিতে তাঁর মনে থাকে সাধ তো ॥
মুক্ত-পুরুষে থাকে এ-ভাব সদাই।
এ দেহ যাক্ বা থাক্—কোনো ক্ষতি নাই ॥
ঐ ভাব থাকেনাকো আধিকারিকেতে।
তাঁহারা থাকিতে চান মনুষ্যলোকেতে ॥
তাহার কারণ তবে এইমত হয়।
তাঁহাদের মনে সদা এই চিন্তা রয় ॥
যে করম তরে তাঁর ভবে আগমন।
তাহা যদি নাহি হয় যথাসমাপন ॥

* স্বার্থপর

লোকের মঙ্গল তবে হবে না সাধিত।
তাইতো থাকিতে চান কর্মঠ, জীবিত ।।
সেসব কর্মের হ'লে সুষ্ঠু সমাধান।
বাঁচিয়া থাকিতে তাঁরা আর নাহি চান ।।
ওমত কারণ লাগি জ্ঞানময় প্রভু।
গয়া আর পুরীধামে যান নাই কভু ।।
• একদা শ্রীপ্রভু মোর মথুরের সনে।
নবদ্বীপধামে যান তীরথ-ভ্রমণে ।।
ভ্রমণাদি সমাপনে প্রভু প্রাণকান্ত।
ভক্তগণে কহিলেন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ।।
ভকতেরা কেহ কেহ কহিল এহন।
"আমাদের মনে সদা জাগে এমতন ।।
অবতার নন কভু চৈতন্য প্রভুজী।
এমত কথাও আর মনে মনে বুঝি ।।
'ছোট লোক' হয় ঐ বৈষ্ণবের অর্থ।
ধরমীয় গোঁড়ামিতে ওরা সবে মত্ত ।।"
জবাবেতে কহিলেন প্রভু প্রেমধন।
"আমার মনেও কিন্তু জাগিত এমন ।।
'শ্রীচৈতন্য নাহি হন কোনো অবতার।
ভাগবত পুরাণেতে নাম নাই তাঁর ।।
যেসব বৈষ্ণব আছে ন্যাড়া নেড়ী সেজে।
তারা এক অবতার খাড়া করিতে যে ।।
টেনে বুনে বানিয়েছে এক অবতার।
নবদ্বীপে সে-ধারণা রহিল না আর ।।
সেইখানে গিয়া আমি চিন্তিনু এহন।
'শ্রীচৈতন্য প্রভু যদি অবতার হন ।।
তাঁহার প্রকাশ হেথা থাকিবে নিশ্চয়।
তবেই ঘুচিবে মোর মনের সংশয় ।।'
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাই মথুরের সনে।
একে একে গিয়েছিনু সকল ভবনে ।।
সকল স্থানেতে শুধু হেরিলাম ইয়া।
'কাঠের মুরদ*' যেন দু'হাত তুলিয়া ।।

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ।
ঘুচিলনা তাই মোর আগেকার সন্দ ।।
ব্যথিত হইয়া তাই চিন্তিলাম হেন।
এইস্থানে শুধুশুধু আসিলাম কেন ।।
তারপরে যবে মোরা আসিব ফিরিয়া।
তরণীতে আর যবে উঠিলাম গিয়া ।।
অকস্মাৎ দিব্যচোখে পরম পুলকে।
হেরিলাম দুইজন কিশোর বালকে ।।
তপত-কাঞ্চন সম তাঁদের বরণ।
অপরূপ তাঁহাদের অঙ্গের গড়ন ।।
শিরোপরি রহিয়াছে জ্যোতির মণ্ডল।
আঁখি দু'টি তাঁহাদের প্রেমালু উজ্জ্বল ।।
আমার পানেতে তাঁরা চাহিয়া থাকিয়া।
অধরেতে মিষ্টি হাসি ধারণ করিয়া ।।
আসিতেছিলেন যবে নীলাকাশ হ'তে।
হৃদয় ভাসিল মোর পুলকের স্রোতে ।।
'এলোরে এলোরে কহি' সেই শুভক্ষণে।
চীৎকারে উঠিনু মাতি' হরষিত মনে ।।
থামিতে না থামিতেই সেই তারস্বর।
দোঁহে তাঁরা আসিলেন আমার নিয়ড় ।।
মম দেহে অতঃপর লুকালেন তাঁরা।
পড়িয়া গেলাম আমি -বাহ্যজ্ঞানহারা ।।
এ ধারনা এল তাই আমার মাঝার।
শ্রীচৈতন্য একজন যুগঅবতার ।।"
তারপরে কালনাতে গেলেন শ্রীপ্রভু।
শ্রীচৈতন্য এইস্থানে গিয়েছেন কভু ।।
তাঁহার চরণস্পর্শে এই পুণ্যস্থান।
সবাকার কাছেতেই তীরথ সমান ।।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত যিনি ভগবান দাস।
কালনা গাঁয়েতে তিনি করিতেন বাস ।।
তাঁহারি সঙ্গেতে প্রভু মিলিবার আশে।
চলিয়া গেলেন ঐ পণ্ডিতের বাসে ।।

* মূর্তি

পণ্ডিতের বয়ঃক্রম অশীতি* বৎসর।
জরাগ্রস্ত হয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর॥
গ্রন্থমাঝে রহিয়াছে এমত কাহিনী।
একভাবে একস্থানে ব'সে থাকি' তিনি॥
নিমগন থাকিতেন জপ ধেয়ানেতে।
চরণ অসাড় তাই বৃদ্ধ বয়সেতে॥
যদিও অপটু এবে দেহখানি তাঁর।
হরিনামে অনুক্ষণ উৎসাহ অপার॥
গ্রন্থমাঝে মিলিয়াছে এ বারতাখানি।
চৈতন্যের আছে যেই প্রেমধর্মবাণী॥
সে-বিষয়ে এ-পণ্ডিত কহিতেন যাহা।
সকলে মানিয়া নিত সমুদয় তাহা॥
কি কোথায় ঘটিতেছে বৈষ্ণব-সমাজে।
সাধুগণ নিয়োজিত কেবা কোন্ কাজে॥
আচরণ কার ভাল কাহারই বা মন্দ।
সে-বিষয়ে তিনি নাহি থাকিতেন অন্ধ॥
সকলি তা জানিতেন সাথে সাথে তিনি।
এ বিষয়ে রহিয়াছে যে-সব কাহিনী॥
তাহার একটি এবে গাহি এ পুঁথিতে।
শ্রীঠাকুর বিজড়িত এই কাহিনীতে॥
বৃহৎ নগরী এই কলিকাতা-ধামে।
কোন এক স্থান আছে কলুটোলা নামে॥
বৈষ্ণবের হ'ত সেথা হরিসভা গান।
একদা গেলেন সেথা প্রভু ভগবান॥
প্রভু যবে উপস্থিত সেই পুণ্য বাটে।**
ভকতেরা নিয়োজিত ভাগবত-পাঠে॥
শ্রোতাদের মাঝে বসি' প্রভু প্রাণপতি।
শুনিতেছিলেন উহা মনোযোগে অতি॥
একটি আসন পাতা সভার ভিতরে।
এ-আসন পাতা ছিল চৈতন্যের তরে॥
আসন সজ্জিত ছিল পুষ্প মালিকায়।
সকলে ভকতিভরে প্রণমেন১ তায়॥

শুনিতে শুনিতে প্রভু ভাগবত-পাঠ।
বাধালেন সেথা এক ভীষণ ঝঞ্ঝাট॥
আত্মহারা হ'য়ে যেন প্রভু মরমিয়া।
আসনের কাছে ত্বরা গেলেন ছুটিয়া॥
অতঃপর দাঁড়াইয়া সে-আসনটিতে।
নিমগন হইলেন ঘোর সমাধিতে॥
উর্ধ্বপানে রহিয়াছে অঙ্গুলি নির্দেশ।
হেরি' সবে ঠাকুরের সমাধির বেশ॥
বুঝিয়া নিলেন হেন সেই শুভক্ষণে।
বুঝিবা শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যের সনে॥
ভাবমুখে একাকার হ'য়েছেন এবে।
হরিধ্বনি দিয়ে তারা ঐমত ভেবে॥
সবে মিলি' করিলেন নামসংকীর্তন।
অতঃপর ধীরে ধীরে প্রভু নিরঞ্জন॥
সমাধি হইতে ফিরি' প্রেমভাব নিয়া।
সংকীর্তন করিলেন নাচিয়া নাচিয়া॥
শ্রোতারাও অতঃপর শ্রীঠাকুরে ঘিরে।
নাচিতে গাহিতেছিল সে-আনন্দ নীড়ে॥
এইমত সংকীর্তন চলিল যখন।
এ ভাবনা কারো মনে আসেনি তখন॥
যে আসন পাতা আছে চৈতন্যের তরে।
প্রভু গিয়া দাঁড়ালেন তাহার উপরে॥
তার ফলে সে-আসন অশুদ্ধ হইয়া।
বৈষ্ণব-সমাজে দিল কলঙ্ক লিপিয়া॥
কিন্তু সেই সংকীর্তন সমাপ্ত যখন।
কাহারো কাহারো এল এমতি চিন্তন॥
অপবিত্র হইয়াছে চৈতন্য-আসন।
তবে সেই সভাটির কোনো কোনোজন॥
এইমত চিন্তিলেন অতি কুতুহলে।
ভাবমুখে সে-আসনে দাঁড়ানোর ফলে॥
ঠাকুরের হয়নিকো কোনো অপরাধ।
দু'দলে বাধিল তাই ভীষণ বিবাদ॥

* আশি—৮০ ** স্থানে ১ প্রণাম করেন

আসিতে নারিল তারা কোনো মীমাংসায়।
তাই তারা সর্বজন ক্রোধিত হিয়ায় ॥
জানাইল সব কথা ভগবান দাসে।
ভগবান শুনি' উহা রুদ্ধনিশোয়াসে ॥
শ্রীঠাকুরে কহিলেন 'অভাজন ভণ্ড'।
কতনা দিলেন আরো কটূক্তির দণ্ড ॥*
ভকতগণেরে পরে কহিলেন হেন।
"ভবিষ্যতে উহা আর ঘটেনাকো যেন।
সে-আসন সুরক্ষিত রাখিতেই হবে।"
ভকতেরা উহা শুনি' ফিরিল নীরবে ॥
যাঁহাকে লইয়া এত কাণ্ডকারখানা।
তাঁহার সকলি কিন্তু রহিল অজানা ॥
স্বল্পদিন বাদে এর প্রভু ভগবান।
পণ্ডিতেরে হেরিবারে কালনাতে যান ॥
হৃদেরে, মথুরে ল'য়ে গেলেন সেথায়।
তরণী ভিড়িল ঘাটে প্রভাত বেলায় ॥
পণ্ডিতের বাসগৃহ খুঁজিবারে গিয়া।
মথুর না জানি কোথা গেলেন চলিয়া ॥
শ্রীঠাকুর হৃদয়েরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে।
পণ্ডিতের গৃহপানে গেলেন এগিয়ে ॥
যাইবার পথে প্রভু এক বস্ত্র দিয়া।
আপাদ মস্তক তাঁর নিলেন ঢাকিয়া ॥
আশ্রম হইতে প্রভু কিছু দূরে যবে।
পণ্ডিত ভকতগণে কহিলেন তবে ॥
"আমার মনেতে এবে জাগিতেছে হেন।
মহান পুরুষ কেবা আসিছেন যেন ॥"
এমতি কহিয়া তিনি আলাপন ছেড়ে।
চৌদিকেতে তাকালেন উঁকি মেরে মেরে ॥
তবে কেহ আসিলনা নয়ন-গোচরে।
আশ্রমে এলেন প্রভু ক্ষণকাল পরে ॥
শ্রীপ্রভু আসিয়া সেথা শুনিলেন হেন।
একটি বিচার সেথা চলিতেছে যেন ॥

দোষীর বিচার করি' সেই ভগবান।
এইমত নিরদেশ করিলেন দান ॥
"ইহার জপের মালা কাড়িয়া লইয়া।
সম্প্রদায় থেকে একে দাও তাড়াইয়া ॥"
সমাপ্ত হইল যবে ঐ রায়দান।
বসনে আবৃত থাকি' প্রভু জ্ঞানবান ॥
গৃহে গিয়া পণ্ডিতেরে জানালেন নতি।
অতঃপর বসিলেন দীনভাবে অতি ॥
প্রভুরে দেখায়ে তদা ভাগনে হৃদয়।
পণ্ডিতেরে কহিলেন এ বাক্য-বিনয় ॥
"আপনাকে হেরিবারে এসেছেন মামা।
ঈশ্বরেতে মন তাঁর দিবস ত্রিযামা* ॥"
এত শুনি' ভগবান বিনয়েতে অতি।
শ্রীঠাকুরে জানালেন সশ্রদ্ধ প্রণতি ॥
ভগবান জপিছেন জপের মালায়।
ইহা হেরি' হৃদেরাম শুধালেন তাঁয় ॥
"আপনি তো সিদ্ধযোগী—শুনিয়াছি হেন।
তবে এ জপের মালা রেখেছেন কেন ??"
জবাবেতে কহিলেন ভগবান সাই।
"যদিও আমার এতে প্রয়োজন নাই ॥
লোকশিক্ষা দিব আমি -তারি লাগিয়াই।
তিলক জপের মালা ত্যাগ করি নাই ॥"
ঠাকুর শ্রবণ করি' পণ্ডিতের কথা।
তৎক্ষণাৎ একেবারে দাঁড়াইয়া তথা ॥
পণ্ডিতের অহংকার করিবারে খর্ব।
পণ্ডিতেরে কহিলেন "এত তব গর্ব" ??
'লোকশিক্ষা দিবে তুমি' কি করিয়া কও।
কারোরে তাড়িয়ে দিতে তুমি কেহ নও ॥
করিবেন সবি তিনি জগত যাঁহার।
নহিলে তা করিবার সাধ্য আছে কার ॥"
পণ্ডিতেরে শ্রীঠাকুর কহি' এ সমস্ত।
অঙ্গ থেকে ধীরে যবে সরালেন বস্ত্র ॥

* কড়াকথার শাস্তি

* রাত্রি

শ্রীমুখেতে দিব্য তেজ ফুটে উঠিয়া যে।
সমাধি ঘটিল তাঁর নিমেষের মাঝে ॥
দেখিয়া শুনিয়া সব বাবাজী গোঁসাই।
মনে মনে করিলেন এমতি চিন্তাই ॥
"যখনি যাহাকে আমি কহিয়াছি যাহা।
নতশিরে সর্বজন মানিয়াছে তাহা ॥
প্রতিবাদ করিবারে কোনো কাজে মোর।
আগে তো পায়নি কেহ এতখানি জোর ॥
এমতি চিন্তার পরে এচিন্তা উদয়।
ঠাকুরের এই কথা সত্য অতিশয় ॥
"জগতে ঈশ্বর বই নাহি আর কর্তা।
আমি তাঁর দাস শুধু তিনি মোর ভর্তা* ॥
যেটুকু দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন যাকে।
সেটুকু পালিতে তার অধিকার থাকে ॥"
গভীরভাবেতে উহা চিন্তা ক'রে নি'য়ে।
ঠাকুরের পানে তিনি ক্ষণিক তাকিয়ে ॥
পুনরায় করিলেন এমতি চিন্তন।
"সামান্য পুরুষ ইনি কভুও তো নন ॥
মহাভাব-কথা যাহা শাস্ত্রমাঝে আছে।
সেইমত মহাভাব এঁ'র রহিয়াছে ॥"
ভকতি শ্রদ্ধায় অতি গম্ভীর হইয়া।
ভগবান পুনরায় চিন্তিলেন ইয়া ॥
"ইনি-ই শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি একদিন।
চৈতন্য-আসনে হ'য়ে সুখসমাসীন ॥
বাঁধায়েছিলেন গোল হরিসভা মাঝে।
কত না বিরক্ত হ'য়ে আমি তাঁর কাজে ॥
কতই না কটুকথা ক'য়েছিনু তাঁরে।
দোষ কি থাকিতে পারে এমত আধারে ॥
এত চিন্তি' ভগবান অনুতপ্ত হ'য়ে।
প্রেমময় ঠাকুরের পদধূলি ল'য়ে ॥
সাতিশয় বিনয়েতে মাগিলেন ক্ষমা।
ঘুচিল সকল দোষ যত ছিল জমা ॥

গুরুভাব সম্বন্ধে শেষ কথা

বিভু ছাড়া জগতের অনিত্য সকল।
মনোমাঝে ঐ চিন্তা কর অবিরল ॥
তবে ঐ ধারণাটি কি করিয়া আসে।
কহিলেন তাহা প্রভু ভক্তদের কাছে ॥
"হাঁড়িতে ফুটায় ভাত আহারের জন্য:
সুসিদ্ধ হইল কিনা সমুদয় অন্ন ॥
দু'চারিটি ভাত টিপে তাহা বুঝে লয়।
হাঁড়ির সকল ভাত টিপিতে না হয় ॥
ওকথা খাটিয়া যায় সবার বেলায়।
কিবা নিত্য কি অনিত্য আছে এ ধরায় ॥
দু'চারিটি পরখিয়া তাহা বুঝে লয়।
সকলি পরীক্ষা করি' দেখিতে না হয় ॥
লোকটি জনম নিয়া বাঁচে কিছুদিন।
তারপরে মৃত্যুগর্ভে হ'য়ে যায় লীন ॥
গরুটিও জনমিয়া এই ভুবনেতে।
কিছুদিন পরে গেল মৃত্যুর কোলেতে ॥
বৃক্ষটিও জনমিল ধরার ভিতরে।
পরে কিন্তু সেও গেল মরণের ঘরে ॥
অতএব এইমত বুঝিবারে পারি।
নামরূপ এই ভবে রহিয়াছে যার-ই ॥
কিছুই তা রহিবে না চিরকাল তরে।
বিলীন হইবে সবি কালগ্রাসে প'ড়ে ॥
ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা তিনি শুধু নিত্য।
তিনি ছাড়া জগতের সকলি অনিত্য ॥
অনিত্য বলিয়া তাই যা আছে ধরায়।
সেসব বাসিলে ভালো কিবা ফল তায় ॥
এমতি চিন্তিলে হবে ত্যাগের উদয়।
বাসনা কামনা এতে হ'য়ে যাবে ক্ষয় ॥
তারপরে ঈশ্বরের সাধনা করিয়া।
কৃতার্থ হইয়া যায় তাঁহাকে লভিয়া ॥

* ভর্তা—প্রভু, স্বামী।

যে-বিষয়ে যাঁর থাকে সমুদয় জ্ঞান।
সে-বিষয়ে তিনি পান 'সর্বজ্ঞ' আখ্যান।
পদার্থের আদি মধ্য শেষ সীমা আর।
এই তিন বিষয়েতে জ্ঞান হয় যার॥
আর ঐ পদার্থের সৃষ্টি যাহা হ'তে।
তাহা যদি দেখে লয় জ্ঞানের আলোতে॥
সে-বস্তুর পূর্ণজ্ঞান তবে তার হয়।
ঐমত জ্ঞান হ'লে 'সর্বজ্ঞতা' কয়॥
ঈশ্বরই কেবলমাত্র জগতের ভর্তা।
সৃষ্টির করতা তিনি পালনেরও কর্তা॥
তাঁহাতেই পরিশেষে ব্রহ্মাণ্ডের লয়।
তাঁ থেকেই হয় পুনঃ ব্রহ্মাণ্ড উদয়॥
তিনিই এ-জগতের আদি আর নিত্য।
এরূপ জ্ঞানেতে যাঁর ভরা থাকে চিত্ত॥
জগতের বিষয়েতে তবে সেইজন।
'সর্বজ্ঞ' বলিয়া ভবে বিবেচিত হন॥
কিরূপে হইতে পারে ঐমত জ্ঞান।
শাস্ত্রের ভিতরে আছে তাহার সন্ধান॥
সমুদয় চিন্তাশক্তি একত্রিত ক'রে।
যদি কেহ চিন্তা করে কোন বস্তু 'পরে॥
তখনি বস্তুর জ্ঞান লভিতে সে পারে।
তবে উহা সর্বজন করিতে তো নারে॥
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁরা ধরা মাঝে রণ।
সম্পূর্ণ বশেতে থাকে তাঁহাদের মন॥
অতীব সহজে তাঁরা ও-করম পারে।
তবে এক কথা আছে ইহার মাঝারে॥
ঈশ্বর-বিষয় ছাড়া কোন কিছু 'পরে।
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ চিন্তা নাহি করে॥
তাইতো যখন মোর প্রভু দরদিয়া।
চিকিৎসাতে আছিলেন কাশীপুরে গিয়া॥
নরেন্দ্রপ্রমুখ হেন কহিলেন তাঁরে।
"শুধুমাত্র আমাদের হিত করিবারে॥
যেইস্থানে রহিয়াছে এ তীব্র রোগ।
আপনার চিন্তা সেথা করুন প্রয়োগ॥"
জবাবেতে কহিলেন প্রভু নিরঞ্জন।
"মায়ের চরণে আমি দিয়েছি যে মন॥
সেই মন সেথা থেকে ফিরায়ে আনিয়া।
হাড়-মাংস-খাঁচাটিতে রাখি কি করিয়া॥"
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সদা এইমত হয়।
ঈশ্বর চিন্তাতে শুধু মন তাঁর রয়॥
অপর বিষয় যাহা সংসারেতে থাকে।
তাঁহারা দেখেন তাহা সদা ভিন্ন আঁখে॥
প্রভু যবে হেরিতেন মানুষ পাহাড়।
গরু, মোষ, ঘাস, জল, গাছপালা আর॥
ঐগুলি মনে হ'ত বালিসের খোল।
কোনোটার চারিকোণা কোনোটা বা গোল॥
তাই প্রভু কহিলেন এইমত বোল*।
"যদিও বা নানাবিধ বালিশের খোল॥
সকল খোলেই কিন্তু তুলা ভ'রে রাখে।
তেমনি দেখিতে পাই এই ধরাটাকে॥
যা কিছুই রহিয়াছে এ-ধরার মাঝে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সে-সবেতে রাজে॥
ঈশ্বর ব্যতীত তাতে কোনো কিছু নাই।
সঠিকভাবেতে উহা দরশনে পাই॥
বিবিধ চাদরে মাতা নিজেরে ঢাকিয়া।
অগণিত নানা সাজে সজ্জিত হইয়া॥
সকল পদার্থ থেকে মারিছেন উঁকি।
ইহা অতি সত্য কথা – নহে বুজরুকি॥
এককালে এ অবস্থা হয়েছিল মোর।
হেরিতাম ঐমত নিশিদিনভোর॥
যত নারী আসিতেন চোখের সমুখে।
সবাকারে হেরিতাম জগদম্বারূপে॥
একদা বসিয়া আমি মায়ের মন্দিরে।
খেয়ান করিতেছিনু পূজ্যা জননীরে॥

* কথা

মায়ের মূরতি তদা এলনাকো মনে।
তখন বিস্মিত আমি হেন দরশনে ॥
ঘাটে আসে এক বেশ্যা সিনানের তরে।
জগদম্বা মাতা মোর তার রূপ ধ'রে ॥
যেথা আছে দেবীঘট পূজার লাগিয়া।
উ'কিঝুঁকি মারিছেন তার পাশ দিয়া ॥
তখন মায়েরে আমি কহিলাম হেসে।
'আজ বুঝি পূজা নিবি এ-নারীর বেশে ।'
বুঝিয়ে দিলেন মাতা এমত আমারে।
মাতা ছাড়া কেহ নাই ধরার মাঝারে ॥"
পুনরায় কন প্রভু ভক্তদের কাছে।
"মেছুয়াবাজার দিয়া যে-সড়ক আছে ॥
একদা যাইতেছিনু সেই পথ দিয়া।
সহসা নয়নে আমি হেরিলাম ইয়া ॥
সেজেগুজে খোঁপা বেঁধে টিপ প'রে নিয়ে।
আঙ্গিনায় রহিয়াছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ॥
হুকোয় তামাকু কেহ করিছে সেবন।
মানুষের মন হরে এ-মোহিনীগণ ॥
অবাক হইয়া আমি কহিলাম মায়।
'তুমি বুঝি এইভাবে র'য়েছ হেথায়' ॥
এমতি চিন্তিয়া আমি একনিষ্ঠ মনে।
প্রণমিয়া লইলাম সে-গণিকাগণে ॥"
কিছু আগে কহিয়াছি এমতি বয়ান।
সংসারে আসেন যাঁরা পুরুষ মহান ॥
যেসব বিষয় এই সংসারেতে থাকে।
তাঁহারা দেখেন তাহা সদা ভিন্ন আঁখে ॥
তাঁহাদের দিঠি নহে সাধারণ সম।
উপদেশ দিতে তাই প্রভু প্রিয়তম ॥
কহিতেন যে সকল সংসারের কথা।
তাহাতে থাকিত নানা তত্ত্বের বারতা ॥
একটি দৃষ্টান্ত এর হেথা গেঁথে যাই।
কি অপূর্ব তত্ত্বজ্ঞান এর মাঝে পাই ॥

ভকতের মাঝে বসি' কভু প্রাণধন।
বুঝাতেছিলেন হেন সাংখ্য দরশন ॥
পুরুষ-প্রকৃতি থেকে বিশ্বের সৃজন*।
পুরুষ অকর্তারূপে অনুক্ষণ রণ ॥
কর্মভার তার 'পরে কিছু নাহি রয়।
প্রকৃতি করিয়া যায় কর্ম সমুদয় ॥
সাক্ষীরূপে সে-পুরুষ সব কর্ম হেরে**।
আবার প্রকৃতি কিন্তু পুরুষেরে ছেড়ে ॥
কোনোকর্ম পারেনাকো করিতে সাধন।
সবকর্মে উভয়েরি অতি প্রয়োজন ॥"
ভক্তগণে এবে প্রভু কহিলেন যাহা।
ভকতেরা কিছুমাত্র না বুঝিয়া তাহা ॥
করিতেছিলেন সবে মুখ চাওয়া চাওয়ি।
ঠাকুর বুঝিয়া সব ইহা দেন কহি' ॥
"বিবাহ বাড়িতে সবে দেখিয়াছ ইয়া।
করতা হুকুম দিয়া চেয়ারে বসিয়া ॥
কেবল তামাকু খায় গুড়গুড় ক'রে।
গৃহিণী তখন কিন্তু হলুদ কাপড়ে ॥
এখানে ওখানে ঘুরে' সারা বাড়িময়।
সমুদয় করমের তদারকি লয় ॥
আবার কখনো এসে সময়ের ফাঁকে।
হাত মুখ নেড়ে বলে সেই করতাকে ॥
'ওটা হ'ল ঐভাবে এইভাবে এটা।
করিতে হইবে এটা হবেনাকো সেটা ॥'
করতা তামাকু টেনে ধুয়া ছেড়ে ছেড়ে।
হুঁ হুঁ ক'রে সায় দেয় ঘাড় নেড়ে নেড়ে ॥"
হাসিতে উতাল সবে ওকথা শুনিয়া।
কথার মর্মও সবে নিলেন বুঝিয়া ॥
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু নারায়ণ।
"বেদান্তের মাঝে আছে এমতি লিখন ॥
পুরুষ-প্রকৃতি মাঝে কোন ভেদ নাই।
ইহারা পৃথক নহে—অভেদ সদাই ॥

* সৃষ্টি ** দেখে

ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি এ-দুইয়ের মাঝে।
পৃথক বলিয়া কিছু কভু নাহি রাজে ॥
পুরুষ-প্রকৃতিরূপে একই বস্তু রয়।
অবস্থাবিশেষে শুধু দুপ্রকার হয় ॥"
পুনরায় এইমত কহিলেন প্রভু।
"সর্প কভু স্থির থাকে চলে কভু কভু ॥
সর্পকে পুরুষ বলে স্থির অবস্থাতে।
প্রকৃতি তখন কিন্তু পুরুষের সাথে ॥
মিলিয়া মিশিয়া থাকে একাকার হ'য়ে।
সে-সর্প আবার যবে চলে গতি ল'য়ে ॥
সর্পকে প্রকৃতি ব'লে সে-সময়ে কয়।
তখন তাহাকে দেখে ইহা মনে হয় ॥
পুরুষ হইতে যেন পৃথক হইয়া।
তৎপর হয়েছে সর্প কর্মের লাগিয়া ॥"
আবার এমতি কন প্রভু প্রাণপতি।
"মায়া হ'ল ঈশ্বরের বিশেষ শকতি ॥
বিভু তবে এ মায়ায় বদ্ধ নাহি হন।
তিনি এই মায়া থেকে মুক্ত অনুক্ষণ ॥
সর্পের মুখের মাঝে তীব্র বিষ রয়।
সর্পের তাহাতে কোনো ক্ষতি নাহি হয় ॥
কিন্তু সে-বিষাক্ত সাপ কামড়ায় যাকে।
বিষের জ্বালায় তার প্রাণ নাহি থাকে ॥"
সহজ সরল হেন দৃষ্টান্ত স্থাপিয়া।
ভক্তদেরে দেন প্রভু সব বুঝাইয়া ॥
'ধরাতে বিষয় বস্তু যাহা কিছু রাজে।
ঈশ্বরের লীলা আছে সকলের মাঝে ॥
ব্রহ্মাণ্ড চলিছে সদা আইনে তাঁহার।
আইন তবে ভেঙ্গে দেন ইচ্ছামত তাঁর ॥'
একদা ওসব ল'য়ে কিছু কিছু ভক্ত।
প্রভুর নিকটে বসি' আলাপনে মত্ত ॥
ইলেক্ট্রিসিটির কথা সেথা হ'ল যবে।
শ্রীঠাকুর তাহাদেরে কহিলেন তবে ॥

"হ্যারে তোরা কি বলিস্ বুঝিনাতো ঠিক।
কেবল শুনিছি আমি 'ইলেক্‌টিক্‌টিক্'।
উহার অরথ মোরে দে তো বুঝাইয়া।"
ভকতেরা হাস্য করি' সে-কথা শুনিয়া ॥
শ্রীঠাকুরে কহিলেন এবাক্য নিচয়।
"সকলের মাঝে যেই উঁচু বস্তু রয় ॥
তাহার উপরে হয় বজ্রের পতন।
তড়িত-আইনে আছে ওমতি লিখন ॥"
প্রভু কিন্তু ঐ কথা মেনে নাহি নিয়া।
ভক্তদেরে এইমত দিলেন কহিয়া ॥
"আমি কিন্তু এইমত হেরিয়াছি আঁখে।
তেতালার পাশে ছোট চালাঘর থাকে ॥
না প'ড়ে শালার বাজ ঐ তেতালায়।
ছোট সেই চালাঘরে তাহা ঢুকে যায় ॥
তোদের যুকতি কিন্তু খাটে না হেথায়।
একেবারে ঠিক কিছু বলা নাহি যায় ॥
সব আইন হইয়াছে মায়ের ইচ্ছায়।
মায়ের ইচ্ছাতে তাহা কভু ভেঙ্গে যায় ॥"
এ-বাণীও শুনিলেন সে-ভকতকুল।
"একগাছে ফোটে কভু দু'রংয়ের ফুল ॥
জীবন্ত প্রস্তর পুনঃ ধরামাঝে রয়।"
প্রভুর ঘটিল কত সাধন সময় ॥
যখন ছিলেন তিনি দাস্যভাব নিয়া।
মেরুদণ্ড-অস্থি তাঁর কিছুটা বাড়িয়া ॥
সাধনের শেষে হ'ল আগেরি মতন।
আবার প্রকৃতিভাবে ছিলেন যখন ॥
নারীদের বক্ষসম তাঁর বক্ষখান।
পুষ্পিত হইয়াছিল স্বল্প পরিমাণ ॥
ঋতুস্রাবও সে-সময়ে হইল তাঁহার।
কতনা ঘটনা আছে সে-সময়কার ॥
কত কিছু আরো আরো ঘটে ভুবনেতে।
তাহা নাহি বুঝা যায় জড়বিজ্ঞানেতে ॥

আবার রয়েছে এক 'দিব্য দরশন'।
ওমতি বিজ্ঞানে উহা বুঝে না কখন ।।
অথচ এ-দরশন মিথ্যা কভু নয়।
তাহার কারণ তবে এইমত হয় ।।
শাস্ত্রের মাঝারে আগে লিখে যায় যাহা।
শত শত বর্ষ পরে কেহ দেখে তাহা ।।
দিব্যভাবে যাহা যাহা হেরিতেন প্রভু।
সে-সকল আগে নাহি জানিতেন কভু ।।
প্রভুর হইত যেই দিব্যদরশন।
সে-সব শ্রবন করি' শাস্ত্রবিদ্‌গণ ।।
এইমত বুঝিতেন বিস্ময়িত দিলে।
ও-সকল দরশন শাস্ত্রসনে মিলে ।।
অতেব এ-দরশন সত্য অতিশয়।
এ সকল দরশনে এ-কল্যাণ হয় ।।
এ জগতে রহিয়াছে বিবিধ বিষয়।
ইতিহাসে সে-সকল লেখা নাহি রয় ।।
আবার যা লেখা থাকে গ্রন্থের ভিতরে।
হয়ত তা লয় হয় কালগ্রাসে প'ড়ে ।।
অবতারগণ কিন্তু দিব্য দরশনে।
জানিতে পারেন তাহা কোন কোনক্ষণে।
চৈতন্য গেলেন যবে মধু বৃন্দাবনে।
এমত পড়িয়া গেল তাঁহার নয়নে ।।
অতীব বিখ্যাত স্থান ব্রজধামে যাহা।
বিস্মৃতির গর্ভে এবে লুপ্তপ্রায় তাহা ।।
বৃন্দাবনে তাই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
অতি উচ্চ ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ।।
আবিষ্কার করিলেন সে-সকল স্থান।
এভাবে মিলিল সেই স্থানের সন্ধান ।।
ঠিক ঠিক দরশন ভাবাবেশে পায়।
তাহার কাহিনী কিছু হেন জানা যায় ।।
একদা গেলেন প্রভু বন-বিষ্ণুপুরে।
কেন বা গেলেন সেথা গাহি তাহা সুরে।

শিহড় গাঁয়েতে হ'ল হৃদয়ের বাড়ি।
ভ্রমিতে গেলেন সেথা প্রভু অবতারী ।।
হৃদুর অনুজ ছিল রাজারাম নামে।
আরেক বেকতি** কেহ ছিল সেই গ্রামে ।।
বিষয় করম ল'য়ে এ দোহার মাঝে।
একদা বচসা সুরু—আর থামে নাযে ।।
প্রথমেতে বকাবকি হাতাহাতি পরে।
তারপরে রাজারাম এক হুঁকো ধ'রে ।।
সে-লোকের শিরে দিল আঘাত প্রচন্ড।
সুরু হ'ল ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্বন্দ্ব ।।
'সত্যবাদী প্রভু'—ইহা সে-বেকতি জেনে।
শ্রীঠাকুরে সাক্ষীরূপে লইল সে মেনে ।।
সাক্ষি দিতে শ্রীঠাকুর বিষ্ণুপুরে গিয়া।
অভিযুক্ত রাজারামে কহিলেন ইয়া ।।
"মিটিয়ে নে মোকদ্দমা টাকাকড়ি দিয়ে।
আমি কিন্তু আদালতে রবো সত্য নিয়ে ।।
কিছুতেই কহিবনা অসত্য ভাষণ।
এইকথা রাজারাম শুনিল যখন ।।
আপোসে সে মোকদ্দমা মিটাইতে গেল।
প্রভুর এমত যবে ফুরসৎ এল ।।
বিষ্ণুপুর দেখিলেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
শহরের বিবরণ জানা যায় ইয়া ।।
লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ—নানা দীঘি রাজে।
অসংখ্য মন্দির যেন শহরের মাঝে ।।
কিছু কিছু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে।
গ্রন্থের ভিতরে আরো ইহা রহিয়াছে।
এককালে ও-দেশের সব নরপতি।
বিদ্যার পূজারী ছিল ধর্মপ্রাণও অতি ।।
সঙ্গীতে প্রসিদ্ধ ইহা আছিল তখন।
বৈষ্ণবধর্মীয় ছিল রাজবংশীগণ ।।
একথাও রহিয়াছে গ্রন্থের মাঝেতে।
'মদনমোহন' নামে বাগবাজারেতে।

 ** ব্যক্তি

যে মূরতি রহিয়াছে গোকুলের ধামে।
সে-মূরতি আগে ছিল বিষ্ণুপুর গ্রামে ।।
বিষ্ণুপুরে ছিল তদা এক নরপতি।
অর্থের হইল তার প্রয়োজন অতি ।।
গোকুল নামেতে ঐ মিত্র মহাশয়।
সুবিখ্যাত ধনবান ছিল সে-সময় ।।
গোকুল রাজাকে দিল বেশ টাকা ধার।
ফিরাইয়া নিলনাকো সেই টাকা আর ।।
বিনিময়ে নিয়ে এল মদনমোহন।
এইরূপে সে-মূরতি করিল স্থাপন ।।
আরেক জাগ্রতা দেবী ৺মৃন্ময়ী নামে।
একদা আছিল ঐ বিষ্ণুপুর গ্রামে ।।
একদিন কোন এক পাগলিনী এসে।
মূরতি ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল নিরুদ্দেশে ।।
নির্মিত হইল পুনঃ সে-মূরতিখান।
সে-মূরতি হেরিবেন প্রভু ভগবান ।।
পথিমাঝে ভাবাবেশে প্রভু ভগবান।
মৃন্ময়ী মূরতির দরশন পান ।।
তারপরে মন্দিরেতে মূরতি হেরিয়া।
সত্যদ্রষ্টা শ্রীঠাকুর কহিলেন ইহা ।।
"যে-মূরতি হেরিলাম ভাবদরশনে।
তার কোন মিল নাই এ-মূরতি সনে ।।"
সন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন অথ*।
আগের মূরতিখানি ছিলনা এমত ।।
কারিগর দেখাইতে গুণপনা তার।
এ-দেবীরে গড়িয়াছে আরেক প্রকার ।।
এ ঘটনা থেকে তাই বুঝি এমতন।
ভাবাবেশে ঠিক ঠিক হয় দরশন ।।
আরেক ক্ষমতা ছিল প্রভুর ভিতর।
বুঝিতেন তিনি হেন অতীব সত্বর ।।
কার মাঝে কিবা চিন্তা, কেন আসিয়াছে।
ভক্তিভাব কার মাঝে কতটুকু আছে ।।

কিছু কিছু কথা এর করিব কীর্ত্তন।
একটি কাহিনী এর আছে এমতন ।।
রাখালের সাথে কভু শ্রীঠাকুর রায়।
দাঁড়িয়েছিলেন নিজ গৃহ-বারান্দায় ।।
একখানি গাড়ি তদা পেলেন হেরিতে।
এ-গাড়ি আসিতেছিল ফটক হইতে ।।
গাড়ির ভিতরে আছে বাবু কয়জন।
ইহা যে ধনীর গাড়ি বুঝি' প্রাণধন ।।
কি কারণে যেন তিনি জড়সড় হ'য়ে।
নিজ-ঘরে লুকালেন ব্যস্তভরে, ভয়ে ।।
রাখালও প্রভুর পিছু গেলেন চলিয়া।
ঠাকুর তখন তাঁরে কহিলেন ইহা ।।
"সাক্ষাতের তরে ওরা মোরে যদি চাহে।
উহাদেরে ব'লে দিস্—'দেখা হবে নাহে'।"
ভকত রাখাল তাই প্রভুর আদেশে।
তাড়াতাড়ি দাঁড়ালেন বারান্দায় এসে ।।
বাবুরা তখন হেন শুধাইল তাঁকে।
"কোন এক সাধু বুঝি এইখানে থাকে?"
রাখাল জবাবে যবে দিলেন সম্মতি।
বাবুরা তখন তাঁকে কহিল এমতি ।।
"মোদের আত্মীয় এক পীড়িত চরম।
ব্যাধির না হইতেছে কোন উপশম ।।
হয়ত ঔষধ আছে এ-সাধুর কাছে।
তার লাগি আসিয়াছি তাঁহার সকাশে ।।"
রাখাল দিলেন হেন জবাব তাহার।
"আপনারা পেয়েছেন ভুল সমাচার ।।
ঔষধপত্তর ইনি কভু নাহি দেন।
আরো এক সাধুবর হেথায় আছেন।
দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী সে-সাধুর নাম।
পঞ্চবটী কুটীরেতে আছে তাঁর ধাম ।।
সে-সাধু ঔষধ দেন ইহা শোনা যায়।
আপনারা যান তাই তাঁহার ডেরায় ।।"

* তারপর

বাবুরা সেখান থেকে চ'লে গেল যবে।
শ্রীপ্রভু রাখালে হেন কহিলেন তবে॥
"দেখিনু—ওদের মাঝে তমোভাব অতি।
চাহিতে পারিনি আর উহাদের প্রতি॥
পালিয়ে রয়েছি তাই গৃহের মাঝার।
বাক্যালাপে ইচ্ছা মোর হ'লনাকো আর॥"
আরেক কাহিনী এবে যাইব গাহিয়া।
নরেন্দ্র এলেন কভু কিছু বন্ধু নিয়া॥
ঠাকুরের কাছ থেকে ধর্মলাভ-আশে।
বন্ধুরা আসিয়াছিল প্রভুর সকাশে॥
যতন করিয়া কিন্তু প্রভু পরমেশ।
তাদের দিলেন নাকো কোনো উপদেশ॥
বন্ধুগণ ক্ষণতরে বসিয়া থাকিয়া।
একত্তরে গেল সবে বিদায় লইয়া॥
নরেন্দ্র ইহাতে বেশ ব্যথিত বিরক্ত।
ঠাকুরের সঙ্গে তাই বাধাইয়া তর্ক॥
শ্রীঠাকুরে কহিলেন এমতি বচন।
"ভগবান কখনো তো পক্ষপাতী নন॥
তিনি নাহি কৃপা দেন বেকতি-বিশেষে।
তাঁর কৃপা ঢালা থাকে সবার উদ্দেশে॥
আমাকে শেখান কত স্নেহ যত্ন দিয়া।
তবে কেন উহাদেরে যতন করিয়া।
কোন কিছু শিক্ষা নাহি করিলেন দান।
পক্ষপাতে দুষ্ট তাই এ-ব্যাভারখান॥
ইচ্ছা চেষ্টা থাকে যদি কাহারো মাঝারে।
বিদ্বান পণ্ডিত হ'তে সেজনও তো পারে॥
ধর্মলাভ করিতে তো সকলেই পারে।"
ইহার জবাবে প্রভু কহিলেন তাঁরে॥
"জননী আমায় এবে দেখালেন হেন।
ষাঁড়ের মতন এক পশুভাব যেন।
বিরাজিছে উহাদের সবাকার মাঝে।
উপদেশ দিতে তাই পারিলাম না যে॥
এ জীবনে উহাদের ধর্ম নাহি হবে।
ঐমত বুঝিয়াই ছিলাম নীরবে॥
'ইচ্ছা আর চেষ্টা দিয়া সব কিছু পারে॥'
এইমত কথা তোর কভু ঠিক নারে।"
নরেন্দ্র জবাবে তাঁরে কহিলেন ইয়া।
"নিশ্চয় সকলি হয় ইচ্ছা-চেষ্টা দিয়া॥
আপনার ঐকথা মানিনাকো আমি॥"
ইহার জবাবে তবে কহিলেন স্বামী॥
"তুই না মানিলে—তাতে আসে যায় কিবা
উহা মোরে দেখালেন ব্রহ্মময়ী শিবা॥"
স্বামীজী বিবেকানন্দ বহুদিন পরে।
কহিয়াছিলেন হেন এক বন্ধুবরে॥
"ঠাকুরের ঐকথা সত্য অতিশয়।
ইচ্ছা আর চেষ্টা দিয়া সব নাহি হয়॥"
আরেক কাহিনী এবে করিব কীর্ত্তন।
এইমত রহিয়াছে তার বিবরণ॥
পণ্ডিত ছিলেন এক শশধর নামে।
একদা গেলেন প্রভু পণ্ডিতের ধামে॥
সেথায় তৃষ্ণাতে তাঁর শুকাইল গলা।
জলের লাগিয়া তাই যেই হ'ল বলা॥
কণ্ঠি ও তিলকধারী কোনো একজন।
প্রভুরে পানীয় জল দানিল তখন॥
প্রভু কিন্তু সেই জল পান নাহি ক'রে।
কহিলেন কোনো এক ভকতপ্রবরে॥
'এ জল খাব না আমি ফেলে দাও ইহা।'
আবার আনিল জল অন্য কেহ গিয়া॥
তাহার কিঞ্চিৎ প্রভু পান ক'রে নিয়া।
ধীরে ধীরে চলিলেন বিদায় লইয়া॥
ভকতেরা এ ধারণা ক'রেছিল পিছু।
হয়ত জলের মাঝে প'ড়েছিল কিছু॥
নরেন্দ্র প্রভুরই কাছে ছিলেন বসিয়া।
বিশেষরূপেতে তিনি দেখেছেন ইয়া॥

আগেকার জল ছিল খুবই পরিষ্কার।
কোন কিছু পড়ে নাই তাহার মাঝার॥
তবে প্রভু ঐ জল খান নাই কেন।
সে-বিষয়ে শ্রীনরেন চিন্তিলেন হেন॥
"তীখন বিষয়বুদ্ধি যাদের ভিতরে।
কিংবা যারা অবিরল বাটপাড়ি ক'রে।
অপরের ধন নেয় হরণ করিয়া।
তাদেরে ঠাকুর বুঝি চিনিতে পারিয়া।
তাহাদের হাতে কিছু কভু নাহি খান॥"
এমতি বুঝিয়া নিয়া নরেন্দ্র মহান।
পরীক্ষা করিয়া নিতে ঐ ধারণাটি।
থাকিয়া গেলেন ঐ পণ্ডিতের বাটী॥
প্রভু যবে সেথা থেকে গেলেন চলিয়া।
ভকত নরেন্দ্রনাথ করিলেন ইয়া॥
কণ্ঠি ও তিলকধারী 'ভকত' যেজন।
তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ছিল একজন॥
পরিচয় ছিল তার নরেন্দ্রের সনে।
নরেন্দ্র শুধালো তাকে ডাকি' নিরজনে॥
"আপনার অগ্রজের স্বভাব কেমন ?"
জবাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহিল এহন॥
"অগ্রজের কথা আমি কি কহিব আর।
তাকে ল'য়ে আলোচনা সাজেনা আমার।"
সকলি বুঝিয়া নিয়া নরেন্দ্র বঁধুয়া।
আরো এক চেনা জনে শুধালেন উহা॥
সেজন নরেন্দ্রে দিল এ-কথার চিত্র।
"কণ্ঠিধারী সেই লোক অসৎচরিত্র॥"
নরেন্দ্র বিস্মিত তাই এমতি চিন্তিয়া।
ঠাকুর কেমনে উহা নিলেন জানিয়া॥
তবে উহা যে-উপায়ে জানিতেন সাই।
তাহাই পুঁথির মাঝে এবে গেয়ে যাই॥
কাহাকেও যেইক্ষণে হেরিতেন তিনি।
বিচার করিয়া তাকে লইতেন চিনি'॥

বিচারেতে দুই বস্তু সদা প্রয়োজন।
এক হ'ল মাপকাঠি অপরটি মন॥
এ-দুই সতত কিন্তু শুদ্ধ হওয়া চাই।
তবেই বিচার মোরা ঠিক ঠিক পাই॥
শুদ্ধমন কাকে বলে—কহিয়াছি আগে।
শুদ্ধমনে অনুক্ষণ গুরুভাব জাগে॥
গুরুভাব গুরুশক্তি—শকতি মাতার।
সে-শকতি দিয়া যদি করয়ে বিচার॥
সে-বিচারে কখনো তো ভুল নাহি হয়।
তবে এই শুদ্ধ মনে কি লক্ষণ রয় ??
শুদ্ধ মনে কোনোরূপ আসক্তি না থাকে।
সেই মন অনুক্ষণ এ ক্ষমতা রাখে॥
কোনো কিছু ত্যাগ করা অথবা গ্রহণ।
ইচ্ছায় করিতে পারে যখন তখন॥
তবে যদি কোন কিছু ত্যজে একবার।
গ্রহণ করেনা তাহা জীবনেতে আর॥
আবার যখন কিছু করিবে গ্রহণ।
জীবনেতে তাহা আর ত্যজেনা কখন॥
গ্রহণ করিতে কিছু কিংবা ত্যজিবারে।
যখনি বাসনা আসে মনের মাঝারে॥
মনের একটি ভাগ তখনি শুধায়।
"কেন বা করিবে উহা বলো তা আমায়॥'
মীমাংসা মিলিলে এর যুকতি বিচারে।
তখনি মনটি হেন ক'য়ে দেয় তারে॥
"পাকাপাকি ক'রে তবে উহা এবে ধরো।
উহা থেকে কভু কিন্তু আর নাহি নড়ো॥
শয়নে স্বপনে কিংবা আহারে বিহারে।
বিপরীত অনুষ্ঠানে কভু যাবে নারে॥"
তবে এই তিয়াজন অথবা গ্রহণ।
ঠিক ঠিক হ'ল কিনা বুঝিবে কখন ?
গ্রহণ বা তিয়াগের ফল থাকে যাহা।
কিছুদিন পরে যদি লাভ হয় তাহা॥

তখনি বুঝিয়া নিবে এমত কথাই।
গ্রহণ অথবা ত্যাগে ভুল হয় নাই ॥
আবার তখন হেন ঘটিতে যে থাকে।
ইন্দ্রিয়েরা সদা যেন ধ'রে-বেঁধে তাঁকে ॥
ঠিক ঠিক সব কিছু করাইয়া নেয়।
বিপরীত কোনো কিছু করিতে না দেয় ॥
এ-বিষয়ে ঠাকুরের ঘ'টেছিল যাহা।
পুনরায় পুঁথিমাঝে গাহিতেছি তাহা ॥
কিশোর বয়সে হেন চিন্তিলেন স্বামী।
"চাল কলা বাঁধা বিদ্যা' শিখিবনা আমি ॥
এই বিদ্যা শিখে আর কিবা ফলোদয়।
তত্ত্বজ্ঞান উহাতে তো লাভ নাহি হয় ॥"
তাই ঐ বিদ্যালাভে রহিলেন ক্ষান্ত।
অগ্রজের কথাতেও দেন নাই কান তো ॥
তাই ঐ বিদ্যালাভ হইলনা তাঁর।
আরেক ঘটনা হেন র'য়েছে আবার ॥
প্রভু যবে বসিতেন ধেয়ানের তরে।
গ্রন্হিগুলি বন্ধ হ'ত খট্ খট্ ক'রে ॥
যতক্ষণে সেই গ্রন্হি খুলিতনা তাঁর।
থাকিতে হইত তাঁকে ধ্যানের মাঝার ॥
ধ্যানেতে হইত তাঁর হেন দরশন।
শূলহস্তে তাঁর কাছে আসি' কোনজন ॥
সাবধান করি' তাঁরে কহিত এহন।
"ঈশ্বর-চিন্তায় তুমি না থাকি' মগন ॥
অন্য চিন্তা কর যদি ধ্যানেতে বসিয়া।
এ-শূলে তোমার বক্ষে দিব বসাইয়া ॥"
আবার এমত মোরা হেরিবারে পাই।
সন্ন্যাসের দীক্ষা ল'য়ে প্রেমময় সাই ॥
করিতে গেলেন যবে মাতার তর্পণ।
দু'হাত হইল তাঁর আড়ষ্ট এমন ॥
হস্তমধ্যে রহিলনা স্বল্পটুকু জল।
সন্ন্যাসে উঠিয়া গেল করম সকল ॥

মায়ের তর্পণ করা—তাহাও তো কর্ম।
তাই প্রভু নারিলেন পালিতে সে-ধর্ম ॥
এ সকল কথা থেকে ইহা বুঝা যায়।
সাধন করিয়া যবে শুদ্ধ মন পায় ॥
দেহের ইন্দ্রিয়গণ নিজেরা তখন।
সকল করম করে সঠিক মতন ॥
শাস্ত্রের মাঝারে সদা এইমত কয়।
ঠিক ঠিক জ্ঞান যবে কারো মাঝে হয় ॥
তখন ইন্দ্রিয়-আদি আর তার মন।
একত্র হইয়া করে কর্ম সম্পাদন ॥
তখন সে-করমেতে ভুল নাহি হয়।
শুদ্ধমনে হয় সদা শুদ্ধ জ্ঞানোদয় ॥
সঠিক বিচার হয় শুদ্ধ জ্ঞান দিয়া।
বিচারক রবে তাই শুদ্ধ মন নিয়া ॥
বিষয়েতে সদাসক্ত থাকে যেইজন।
সে-জনের থাকে নাকো সুপবিত্র মন ॥
ভকত সাধন-পথে অগ্রসর কত।
সে-কথা বুঝিয়া নিতে ঠিক ঠিকমতো ॥
শুদ্ধমন তার নিজ মাপকাঠি দিয়া।
সকল কিছুই লয় বিচার করিয়া ॥
'অদ্বৈতভাবটি' হল এক মাপকাঠি।
সাধক আগেতে থাকি' নিজভাবে আঁটি' ॥
অদ্বৈতভাবের দিকে ধীরে ধীরে এসে।
নির্বিকল্প সমাধিতে পঁহুছায় শেষে ॥
এইমত সমাধিতে যে-কেহই যায়।
একিরূপে ঈশ্বরের দরশন পায় ॥
তাইতো কহেন মোর প্রভু গুণময়।
"সমুদয় শেয়ালের একই 'রা'* হয় ॥"
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে উদ্দেশ করিয়া।
প্রেমময় শ্রীঠাকুর কহিলেন ইহা ॥
"হাতীর মুখেতে থাকে দু'প্রকার দাঁত।
বাহিরের দাঁতে করে শত্রুর নিপাত ॥

* ডাক

ভিতরের দাঁত দিয়া হাতী নিজে খায়।
শ্রীচৈতন্যে দুইভাব হেন দেখা যায়॥
অদ্বৈতভাবটি তিনি নিজে রেখে দিয়ে।
দ্বৈতভাব বাহিরেতে দিতেন বিলিয়ে॥
সতত ছিলেন তিনি এ-ধারণা নিয়া।
অদ্বৈতভাবটি নহে সবার লাগিয়া॥
ধর্মপথে যেই যত অগ্রসরি' যায়।
অদ্বৈতভাবের রস ততই সে পায়॥
তাইতো শ্রীপ্রভু মোর ঐ ভাব দিয়া।
সাধকের উচ্চভাব নিতেন মাপিয়া॥
আরো এক মাপকাঠি রাখিতেন রায়।
'বৈরাগ্য' তাহার নাম শাস্ত্রের ভাষায়॥
কতটা বৈরাগ্য আছে কাহার ভিতরে।
লখিতেন তাহা প্রভু বেশ ভাল ক'রে॥
এমত লক্ষ্যের ছিল কী-ই বা কারণ।
ভক্তজনে প্রভু তাহা এইমত কন॥
"যে যত করিবে ত্যাগ ঈশ্বরের তরে।
ততটা ভকতি তার ঈশ্বরের' পরে॥
বৈরাগ্য কতটা বড় ঠাকুরের কাছে।
একটি কথাতে তাঁর তাহা গাঁথা আছে॥
"অতীব চরিত্রবান একটি সংসারী।
আরেক বৈরাগী আছে ভেক-বেশধারী॥
ইহার বৈরাগ্য শুধু পেটের লাগিয়া।
আসল বৈরাগ্য এর ওঠেনি জাগিয়া॥
তথাপি এজন যদি সৎপথে থাকিয়া।
জীবন কাটায়ে দেয় ভিক্ষান্ন মাগিয়া॥
বৈরাগীই বড় ঐ দুজনার মাঝে।
তাহার কারণ তবে এইমত রাজে॥
যেটুকু অন্যায় পাপ ভেকধারণেতে।
তার চেয়ে বেশী পুণ্য সংসারত্যাগেতে॥
যত কিছু সুখভোগ সংসারের মাঝে।
বৈরাগী সেসব ভোগ আর করে না যে॥
যদিও চরিত্রবান সংসারের জন।
সুখের ভিতরে দিন করে সে যাপন॥
বৈরাগীটি ভিক্ষা মাগি' স্বল্প যাহা পায়।
তাহাতেই তুষ্ট হ'য়ে দিবস কাটায়॥
যাগ যোগ যদিও সে কিছু নাহি করে।
তিয়াগের ভাব তার জেগেছে অন্তরে।
তাইতো দোঁহার মাঝে সে ই বড় হয়।
তিয়াগের চেয়ে বড় কোন কিছু নয়॥"
তবে ইহা ভক্তজনে কহিতেন রায়।
"যে-সাধু ঔষধ কিংবা ঝাড়ফুক দেয়,
যে-সাধু তিলক, ভস্ম, খড়ম পরিয়া
নিজেরে বিশেষ ক'রে নেয় সাজাইয়া,
সাইন বোর্ড দিয়া তারা ইহা যেন বলে।
'কত বড় সাধু আমি দ্যাখো তা সকলে॥'
ও-সকল সাধুগণ ভণ্ড অতিশয়।
উহাদেরে বিশোয়াস করিতে না হয়॥"
ঠাকুরের দরশন দুইভাগে ছেদ্য।
স্বসংবেদ্য আর পরসংবেদ্য॥
তিনি সদা থাকিতেন কিছু চিন্তা ল'য়ে।
অভ্যাস সহায়ে তাহা ঘনীভূত হ'য়ে॥
অবশেষে করিত তা মুরতি গঠন।
প্রভুরই হইত শুধু ঐ দরশন॥
স্বসংবেদ্য দরশন ঘটিত অমন।
অপর দরশ-কথা আছে এমতন॥
উচ্চতর ভাবভূমে উঠিয়া শ্রীপ্রভু।
এমন এমন কিছু হেরিতেন কভু॥
বর্তমান কালেও যা আছে বিদ্যমান!
তবে কেহ জানেনাকো তাহার সন্ধান॥
আবার এমন কিছু হেরিতেন প্রভু।
ভবিষ্যতে সেইসব ঘটিবেক কভু॥
পরসংবেদ্য তাই দু'প্রকার আছে।
এ-বিষয়ে সন্দ এলে কারো মনাকাশে॥

সন্দেহ ঘুচাতে যদি সেইজন চায়।
লইতে হইবে তাকে এমত উপায়॥
শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশোয়াস, নিষ্ঠা-আদি আর।
যেইমত বিরাজিত প্রভুর মাঝার॥
সেইমত সব কিছু লভিতে হইবে।
প্রথমের যথার্থতা তবেই জানিবে॥
দ্বিতীয়ের যথার্থতা জানিতে যে চায়।
অতীব সহজে তাহা জানিতে সে পায়॥
বিশ্বাস ভকতি কিছু লাগেনাকো এতে।
একদা পড়িবে হেন তার নজরেতে॥
যাহাই দেখেন প্রভু ভাবের ভিতরে।
সবি তা মিলিয়া যায় কিছুদিন পরে॥

যত মত, তত পথ

প্রভুর ভকতগণ হেরিতেন ইয়া।
যে-সকল সাধু থাকে নিষ্ঠা ভক্তি নিয়া॥
সম্মান পাইত তারা ঠাকুরের কাছে।
প্রভুর নজরে তবে ইহা পড়িয়াছে॥
যথার্থ সাধু বা সন্ত রহিয়াছে যারা।
ভিন্ ভিন্ সম্প্রদায়ে যবে যায় তারা॥
মিশেতে পারেনা সেথা সম-অনুরাগে।
তাহাদের ভিতরেও নানা দ্বিধা জাগে॥
ভকতির পথ ধ'রে যে-সাধক যায়।
কোনো কথা ওঠেনাকো তাদের বেলায়॥
তাহারা উদারচেতা কভুও তো নয়।
অদ্বৈতভাবের মাঝে সে-সাধক রয়॥
তাহাদেরও উদারতা খুব বেশী নাই।
অপর ধর্মকে তারা তুচ্ছ করে তাই॥
যে-সাধুরা এল এই দেবী-আঙ্গিনায়।
তাহাদেরও ঐমত হেরিলেন রায়॥
কাশীধামে হেরিলেন অধমতারণ।
তান্ত্রিক সাধক যারা সেই স্থানে রণ॥

নামেমাত্র তারা সবে পূজা করে মার।
কারণ বারির দিকে দৃষ্টি সবাকার॥
সেই বারি পান ক'রে ঢলাঢলি করে।
জননীরে কেবা আর কতটুকু স্মরে॥
দণ্ডীস্বামী সেইখানে আছে যে সমস্ত।
প্রতিষ্ঠা যশের লাগি সদা তারা ব্যস্ত।
শ্রীবৃন্দাবনেও কিছু ব্যতিক্রম নেই।
সেখানের বৈষ্ণবেরা প্রায় সকলেই॥
সাধনার ভান করি' নারীসঙ্গে মাতে।
শ্রীঠাকুর ব্যথাতুর হইলেন তাতে॥
ধরমের পথ কেন এত অনুদার।
এই প্রশ্ন জাগরিত তাঁহার মাঝার॥
ঐ প্রশ্ন জাগিয়াছে কৈশোরকালেতে।
যদিও এলেন তিনি বৈষ্ণববংশেতে॥
কৃষ্ণ কালী কাহাকেও ছোট নাহি ক'রে।
সমভাব রাখিতেন তাঁহাদের' পরে॥
শ্রীরামের উপাসক জনক তাঁহার।
এইমত ঘটনাও র'য়েছে আবার॥
রামচন্দ্র দেখাইতে আপনার লীলা।
জনকেরে দিয়াছেন রঘুবীর শিলা॥
সেই শিলা প্রতিষ্ঠিত পিতার ধামেতে।
নিত্য তাঁর পূজা হয় সে পুণ্য গৃহেতে॥
সকল সময়ে তবু প্রভু প্রাণপতি॥
সর্বমতে রাখিতেন সমান ভকতি॥
এইমত বুঝিলেন প্রভু ভগবান।
চৈতন্যের হ'ল যবে দেহ-অবসান।
শাক্ত আর বৈষ্ণবেতে যেই দ্বেষভাব।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল তাহার প্রভাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ-আদি স্বল্প কয়জন।
যদিও বা কালী কৃষ্ণে একই ব'লে কন॥
সাধারণে সেই কথা মেনে নাহি নিয়া।
বিদ্বেষ তরঙ্গে দিল গা ভাসাইয়া॥

তাইতো ছিলেন যাঁরা প্রভুর সংসারে।
জ্ঞানময় শ্রীঠাকুর তাঁদের সবারে॥
বিষ্ণু ও শক্তিমন্ত্র কহিলেন নিতে।
তাঁরাও নিলেন উহা খুশীভরা চিতে॥
গ্রহণ করায়ে হেন ঐ দুই দীক্ষা।
নাশিলেন তাঁহাদের বিদ্বেষ কুশিক্ষা॥
হেরিলেন পুনঃ ইহা প্রভু প্রেমধন।
আছিলেন যত ঋষি ধর্মগুরুগণ॥
ধর্মমাঝে আনিবারে মত-সমন্বয়।
এমত পথের তাঁরা নিলেন আশ্রয়॥
"প্রত্যেক ধর্মের গ্রন্থ পাঠ ক'রে নিয়া।
তাহা থেকে কিছু কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া॥
সার ব'লে ভাবিতেন ঠিক যেইটুকু।
রাখিয়া দিতেন শুধু সেই সারটুকু॥
প্রতিধর্ম থেকে হেন কিছুকিছু নিয়া।
একসাথে তাহা সব দিতেন জুড়িয়া॥
এইমত করিতেন মত সমন্বয়।"
ইহা হেরি' চিন্তিলেন প্রভু গুণময়॥
কাটিয়া ছাঁটিয়া নিতে কিবা দরকার।
'যত যত তত পথ' এ বাণীই সার॥

প্রভুর ধর্মমত প্রচার

যদিও বা ঐ বাণী মনে এল তাঁর।
এভাব জাগেনি তাঁর মনের মাঝার॥
জগতেরে ধর্মদান করিবেন তিনি
তাঁহাতে এমতি চিন্তা সদা নিশিদিনি।
"মাতাই করেন সদা নিজকর্ম তাঁর।
আমি কি করিতে পারি সেই কার্য আর!!
কেবা আমি এ ধরায় লোকশিক্ষা দিতে।"
ও-ধারণা বদ্ধমূল সদা তাঁর চিতে॥
একদা প্রভুরে মাতা দেখালেন হেন।
চতুর্দিকে ধর্মাভাব রহিয়াছে যেন॥
ধরমের সে-অভাব পূরণের তরে।
রণ-সাজে সেজে মাতা ভিতরে ভিতরে॥
অজ্ঞানের রক্তবীজ বিনাশ করিতে।
নবলীলা করিবেন এই ধরণীতে॥
অহৈতুকী করুণার সে-লীলা হেরিয়া।
ধরণী নিজেকে নিবে সার্থক করিয়া॥
অন্তহীনা গুণময়ী জগততারিণী।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিনী যিনি।
জীবগণ গাহিবারে জয়গান তাঁর।
সে- গানের ভাষা খুঁজে পাইবেনা আর॥'
পুনঃ হেন দেখালেন জননী অখিলা।
"প্রভুরে লইয়া তাঁর চলিবে এ লীলা॥
প্রেমের প্রভুরে ল'য়ে এ লীলা তাঁহার।
যুগে যুগে চলিয়াছে আরো বহুবার॥
এ লীলা চলিবে পুনঃ পরের যুগেতে।
শ্রী প্রভু যুকত সদা লীলার সঙ্গেতে॥
সাধারণ জীব-সম শ্রীপ্রভুর তাই।
মায়ের লীলার মাঝে মুক্তি কভু নাই॥
জগদম্বা জননীর যেই জমিদারি।
তিনি তো তাহার এক নিত্য কর্মচারী॥
যখনি যেখানে হবে কোনো গোলমাল।
ছুটিতে হইবে তাঁকে দিতে তা সামাল॥"
তাই হেন বুঝিলেন প্রভু ভগবান।
করিতে হইবে তাঁকে লোকশিক্ষা-দান॥
যদিও বা লভিলেন ঐ দরশন।
গরববিহীন সদা ঠাকুরের মন॥
ঐমত দরশের কিছুদিন পাছে।
ভকতেরা ক্রমে ক্রমে এল তাঁর কাছে॥
যেমতি কুসুমগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া।
মধুকর ছুটে আসে মধুর লাগিয়া।
সেইমত ঠাকুরের আধ্যাত্ম-সৌরভে।
আসিতে থাকিল সেথা ভকতেরা সবে॥

জনতার ভীড় ক্রমে এত বৃদ্ধি পেল।
ভাবাবেশে এইকথা শ্রীমুখেতে এল ॥
"ধীরে ধীরে একি মাতা করছিস্ তুই।
স্নানে খেতে সময় যে পাইনাকো মুই ॥
ভাঙ্গা ঢাক ছাড়া কিছু এ-দেহ তো নয়।
এত ক'রে বাজাইলে এতে কভু সয় !!
ফুটো হ'য়ে যাবে এ যে—তাই আমি ভাবি।
তখন এ-ঢাক তুই কেমনে বাজাবি ॥"
মাকে যবে কহিলেন ঐমত কথা।
গলদেশে ছিল তাঁর অল্প অল্প ব্যথা ॥
আরেক ঘটনা এবে করিছি কীর্তন।
প্রতাপ হাজরা নামে ছিল একজন।
একদা প্রতাপচন্দ্র পেল এ বারতা।
তাহার জননী এবে ব্যাধিশয্যাগতা ॥
ভকত প্রতাপচন্দ্র এ বারতা পেয়ে।
যাইতে চাহিল নাকো আপনার গেহে ॥
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে শ্রীঠাকুর রায়।
পাঠায়ে দিলেন দেশে মায়ের সেবায় ॥
শ্রীপ্রভু বিস্মিত পরে এ-কথা শুনিয়া।
শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দেশে নাহি গিয়া ॥
গিয়েছিল বৈদ্যনাথ দেওঘর পানে।
শ্রীঠাকুর তাই অতি আহত পরাণে ॥
ভাবাবেশে জননীকে কহিলেন হেন।
"অমন আদাড়ে লোক হেথা আনো কেন ॥
পারবোনা অত আমি পারবোনা অত।
আগুনের জ্বাল আমি ঠেলবো বা কত ॥
এত জল দিস্ দুধে !—অল্প কিছু দেরে !
না হয় একপো জল থাক্ এক সেরে ॥
এক সের দুধে কিনা পাঁচ সের জল।
কত আর জ্বাল দেই তুই-ই মাগো বল্ ॥
সে-জ্বাল ঠেলতে গিয়া ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।
চোখ দুটি জ্বালা ক'রে জলে ভেসে যায় ॥
ইচ্ছা যদি হয় তোর জ্বাল দেগে তুই।
অত জ্বাল দিতে আর পারবনা মুই ॥
অমন আদাড়ে লোক আনবিনা কভু।"
মাতাকে ওমতি কেন কহিলেন প্রভু ??
আচার্য-উপাধিলাভ ঠাকুরের কাছে।
তুচ্ছ এক প্রলোভন—অতীব ছোঁয়াচে ॥
তাইতো যাচিয়া প্রভু কহিতেন মাকে।
"ওসব উপাধি তুই দিস্ না আমাকে ॥"
একথা উদিল তবে তাঁহার অন্তরে।
জগদম্বা মাতা এবে লোকহিত তরে ॥
'যত মত তত পথ'—এ বাণী প্রচারে !
যন্ত্রসম ব্যবহার করিবেন তাঁরে ॥
অন্য এক চিন্তা পুনঃ এল তাঁর মনে।
ভাবাবেশে হেরেছেন যে ভকতগণে ॥
তাহারা আসিবে কবে তাঁহার সকাশে।
আরো এক চিন্তা কভু আসে মনাকাশে ॥
'হেথা আসি' কোন্ কোন্ ভাগ্যবানজন।
মায়ের উদার-ধর্ম করিবে গ্রহণ ॥
জননীর কাছ থেকে কে শকতি ল'য়ে।
অভিনব এ লীলার সহায়ক হ'য়ে।
এ-নব ধরমপথে অন্যকে টানিয়া।
নিজের জীবন নিবে সার্থক করিয়া ॥'
এসব জানিতে প্রভু ব্যাকুলঅন্তর।
এইমত ভাবনার স্বল্পদিন পর ॥
একে একে এল সেথা অন্তরঙ্গগণ।
ভকত 'পূর্ণের' যবে হ'ল আগমন ॥
সেদিন প্রভুরে মাতা ইহা দিল ক'য়ে।
"পূর্ণের' আসাতে গেল আসা পূর্ণ হ'য়ে ॥
যাহাদেরে হেরিয়াছ ভাববেশে প'ড়ে।
"পূর্ণই' শেষেরজন তাদের ভিতরে ॥
এ সকল ভকতেরা হ'য়ে অন্তরঙ্গ।
নব বাণী প্রচারেতে নিবে তব সঙ্গ ॥"

পুনরায় বুঝিলেন প্রভু প্রিয়তম।
ধরায় লইয়া যারা শেষের জনম ॥
ভগবানে ডাকিতেছে মনপ্রাণ দানি'।
এ-মতের কাছে তারা আসিবেই জানি ॥

দিব্যভাব কি? দীক্ষা কত প্রকার?

মায়ের ইচ্ছাতে যদি কারো গুরুভাব।
সামান্য মাত্রায়ও করে সহজতা লাভ ॥
কিংবা যদি সেই ভাব ঘনীভূত হয়।
আগেকার ভাব তার আর নাহি রয় ॥
তাহার করম, কথা, চলন, ব্যভার।
পরপ্রতি অহৈতুকী প্রেম দয়া আর ॥
প্রকাশ পাইতে থাকে বিচিত্র আকারে।
মানব-বুদ্ধিতে তাহা বুঝিতে না পাবে ॥
বারংবার কন উহা সব তন্ত্রকার।
উহাকেই দিব্যভাব কন তারা আর ॥
এইমত দিব্যভাবে বিরাজেন যাঁরা।
অপরেরে শিক্ষাদীক্ষা দেন যবে তাঁরা ॥
শাস্ত্রের নিয়মে কিন্তু না করেন তাহা।
তাইতো তন্ত্রের মাঝে ইহা হয় গাহা ॥
করুণা করিয়া তাঁরা কারোরে ছুঁইয়া।
তাহার ধরমশক্তি পুরো জাগাইয়া।
করিতে পারেন তারে সমাধিমগন।
পরশমাত্রেই হয় ও-কার্য সাধন ॥
অথবা আংশিকভাবে জাগায়ে সে-শক্তি।
সাধকেরে দেন তিনি এ ক্ষমতা, ভক্তি ॥
যাহা দিয়া এ-জনমে সে-সাধকজন।
চরম ধরমলাভে কৃতকার্য হন ॥
তন্ত্রমাঝে উপদেশ দানিলেন শিব।
ত্রয়বিধ দীক্ষা পাবে জগতের জীব ॥
শাম্ভবী, শাক্তী, মান্ত্রী* ত্রিদীক্ষার নাম।
ত্রিবিধ উপায়ে হয় ত্রিদীক্ষার কাম ॥

শাম্ভবী দীক্ষায় ঘটে এহেন ঘটন।
শিষ্য ও আচার্যদেব—এই দুইজন ॥
পূর্ব থেকে এইমত রাখেনাকো ভেবে।
গুরু দিবে দীক্ষা, আর শিষ্য তাহা নেবে ॥
পরস্পরে যেইক্ষণে দরশন হয়।
গুরুর ভিতরে হয় করুণা উদয় ॥
তাই ঐ শিষ্যবরে কৃপা দিতে চান।
অতঃপর হয় যবে সেই কৃপাদান ॥
অদ্বৈত বস্তুর জ্ঞান আসে শিষ্যমাঝে।
তৎক্ষণাৎই আসে উহা দেরী হয় নাযে ॥
শাক্তীদীক্ষা দান তবে এইমত হয়।
গুরুর ভিতরে যেই গুরুশক্তি রয় ॥
শিষ্য-মাঝে সে-শকতি প্রবেশ করায়ে।
তাহার ধরমভাব দেয়েন জাগায়ে ॥
এইভাবে হ'য়ে থাকে শাক্তীদীক্ষা দান।
এ দীক্ষায় থাকেনাকো বাহ্য অনুষ্ঠান ॥
আচার্য করেন যবে মান্ত্রী দীক্ষাদান
আগেতে করেন কিছু বাহ্য অনুষ্ঠান ॥
মণ্ডল আঁকিয়া তাতে ঘট বসাইয়া।
দেবতার পুজা-আদি কিছু ক'রে নিয়া ॥
শিষ্যের কর্ণেতে কোন মন্ত্র ক'য়ে দিয়া।
দীক্ষাদান কর্ম দেন সমাপ্ত করিয়া ॥
তন্ত্রমাঝে আরো সদা এইমত বলে।
গুরুভাব স্বল্প স্বল্প ঘনীভূত হ'লে ॥
আচার্য সমর্থ হন শাক্তীদীক্ষা দানে।
শাম্ভবীর কথা এবে গাহি এইখানে ॥
যদি ঐ গুরুভাব কোনো আচার্যেতে।
ঘনীভূত হ'য়ে যায় বিশেষরূপেতে ॥
শাম্ভবী নামেতে আছে যেই দীক্ষাদান।
সে-দীক্ষা দানিতে গুরু গুরুশক্তি পান ॥
শাম্ভবী অথবা শাক্তী করিতে গ্রহণ।
কালাকাল বিচারের নাহি প্রয়োজন ॥

(৬), * ইহাকে আণবী দীক্ষাও বলে।

সাধারণ দিব্যভাব যাঁহাদের মাঝে ।
তাঁরাই সক্ষম যদি ঐমত কাজে ॥
জগদম্বা জননীর শ্রেষ্ঠযন্ত্ররূপে ।
বিরাজ করেন যিনি ধরণীর বুকে ॥
অহৈতুকী করুণার সেই প্রাণধন ।
শিক্ষা আর দীক্ষাদান করেন যখন ॥
কতরূপে সেই কার্য ক'রে যান তিনি ।
সন্ধান পায়না তার কেহ কোনোদিনি ॥
'যত মত তত পথ'—এ বাণীর বিভা *
প্রভুর মনেতে যবে জ্বালালেন শিবা ॥**
জগতের হিত লাগি জগতের গুরু ।
নূতন করম-যজ্ঞ করিলেন সুরু ॥
হয়ত বা ইহা শুনি' কোনো ভক্তজন ।
কুটিল কটাক্ষ করি' ক'বে এইক্ষণ ॥
"প্রভু যদি হন এক ঈশ্বরাবতার ।
এইমত বলা কভু সাজেনা তোমার ॥
জগদ্ধিতায় ভাব এবে তাঁর যাহা ।
পূর্ব থেকে তাঁর মাঝে জাগেনিকো তাহা
ইহার জবাবে তবে ভক্তদাস কয় ।
প্রভুর কথার মাঝে সে-জবাব রয় ॥
নরদেহে যবে আসে ঈশ্বরাবতার ।
ঈশ্বরীয় ভাব, শক্তি সকল প্রকার ।
তাঁর মাঝে সদা নাহি বিরাজিত রয় ।
প্রয়োজন বুঝে তাহা উপস্থিত হয় ॥
ব্যাধিতে পড়িয়া যবে প্রেম অবতার ।
কাশীপুরে হইলেন অস্থিচর্মসার ॥
এতই শকতি এল তাঁহার ভিতরে ।
নিজেরে দেখায়ে দিয়ে সব ভক্তবরে ॥
কহিতেন এইমত প্রভু প্রাণপতি ।
"জননী এখন মোরে দেখান এমতি ॥
এত শক্তি আসিয়াছে এ-দেহের মাঝে ।
কাহাকেও আর মোর ছুঁতে হবে নাযে ॥

সে-কাজ এখন থেকে তোরাই করিবি ।
তোদেরে কহিব আমি তোরা ছুঁয়ে দিবি ।
তাতেই হইবে তার চৈতন্য উদয় ।"
পুনরায় কহিলেন প্রভু গুণময় ॥
"মাতা যদি এ-বেয়াধি দেন সারাইয়া ।
তখন দেখিবি তোরা বিস্মিত হইয়া ॥
দুয়ারে অসংখ্য লোক করিয়াছে ভীড় ।
সে-ভীড় রুখিতে তোরা হইবি অস্থির ॥
এতই খাটিবি তোরা ঐ কাজে গিয়া ।
ঔষধে গায়ের ব্যথা নিবি সারাইয়া ॥"
শ্রীপ্রভুর এ-কথায় ইহা বুঝা গেল ।
প্রভুর ভিতরে এবে যে-শকতি এল ॥
আগে তাঁর হয় নাই সেই অনুভব ।
ইহার দৃষ্টান্ত আরো রয়েছে এসব ॥
দিব্যভাবে থাকি' মোর প্রভু লীলাময় ।
ভকত হেরিতে যবে ব্যস্ত অতিশয় ॥
ভকতগণেরে শুধু আবাহন ক'রে ।
থাকিতে না পারিলেন নিশ্চিন্ত অন্তরে ॥
কোথাও থাকিলে কোনো ধার্মিক বেকতি
ব্যাকুল হইয়া অতি প্রভু প্রাণপতি ॥
তৎক্ষণাৎ যাইতেন তার বাসস্থানে ।
ভকতের 'পরে তাঁর এত টান প্রাণে ॥
প্রথমে গেলেন তিনি বেলঘরিয়াতে !
সাক্ষাৎ হইল সেথা কেশবের* সাথে ॥
তারপরে নরেনাদি অন্তরঙ্গগণে ।
ক্রমে ক্রমে লভিলেন তিরপিত** মনে ॥
গুরুভাব কথা এবে সমাপ্ত হেথায় ।
কীর্তন করান যদি পুনঃ প্রেম রায় ॥
আবার গাহিব তাহা পয়ারের ছন্দে ।
এত কহি' শ্রীচরণে নমিয়া আনন্দে ॥
পরের কাহিনীখানি গাহিবার লাগি ।
শ্রীগুরুর কৃপাবিন্দু লইতেছি মাগি' ॥

* আলো   ** মা কালী

* কেশব চন্দ্র সেন   ** তৃপ্ত

সপ্তম অধ্যায়—নবযাত্রা

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

যে-অপূর্ব দিব্যভাব প্রভুর ভিতরে।
তাহার সামান্যতম বুঝিবার তরে ॥
বাসনা জাগিলে কভু হৃদয়ের পাতে।
দেখিতে হইবে তাঁকে ভকতের সাথে ॥
কতরূপে শ্রীঠাকুর ভকতের সনে।
উঠা-বসা করিতেন হাসি আলাপনে ॥
কভুবা সমাধি-মাঝে ভাবমাঝে কভু।
কভুওবা নৃত্যগীতে উচ্ছলিত প্রভু ॥
এসব উত্তমরূপে শুনিলে বুঝিলে।
লীলার সামান্যতম জ্ঞানসুধা মিলে ॥
প্রভুর ভাবাদি দেখে ইহা মনে হয়।
সামান্য চেষ্টাও তাঁর অর্থহীন নয় ॥
দেবতা, মানবভাব দুই-ই একাধারে।
হেরিতেছি সদা মোরা প্রভুর মাঝারে ॥
অতীব দুর্লভ ইহা ধরার ভিতরে।
ভক্তদাস কহে তাই অতি দুঃখভরে ॥
''যত দিন দাঁত থাকে ততদিনই হায়।
দাঁতের মরম কেহ বুঝিতে না পায় ॥''
একথা কথিত হেথা ঠাকুরে লখিয়া*।
তিনি যবে আছিলেন নরদেহ নিয়া ॥
অনেক ভকতজনই বুঝেনিকো তাঁয়।
বুঝিয়া নিতেও তাঁকে চাহেনিকো হায় ॥
যাহারা বুঝিয়া নিয়া প্রভু প্রাণধনে।
কৃতার্থ হইয়াছিল তাদের জীবনে ॥
তাহাদেরি একজন বিজয় গোঁসাই।
তাঁহার কাহিনী এবে হেথা গেয়ে যাই ॥
ব্যোধি হইল যবে প্রভুর গলেতে।
চিকিৎসার তরে গিয়া শ্যামপুকুরেতে ॥
সেখানে ছিলেন যবে প্রভু অন্তর্যামী।
তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিজয় গোস্বামী ॥
ভক্তগণে কহিলেন এমত কাহিনী।
"ঢাকাতে ঘটিল হেন কোনো একদিনি ॥
গৃহের ভিতরে বসি' দ্বার বন্ধ ক'রে।
চিন্তিতেছিলাম আমি প্রভু প্রেমধরে ॥
সহসা লভিনু তাঁর সাক্ষাৎ-দর্শন।
মনেতে এমতি চিন্তা উদিল তখন ॥
বুঝিবা হেরিনু উহা খেয়ালী আঁখিতে।
তাই ঐ দরশন পরখিয়া নিতে ॥
যে-মূর্তি হেরিতেছিনু আমার সমীপে।
তাঁহার নানান অঙ্গ দেখিলাম টিপে ॥
বুঝিলাম—দরশনে ভুল হয় নাই।"
এমতি কহিয়া দিয়া বিজয় গোঁসাই ॥
পুনরায় কহিলেন এ-দিব্য বচন।
"কত দেশ বিদেশেতে করিনু ভ্রমণ ॥
ঘুরিলাম আরো কত পাহাড় পর্বত।
দেখিলাম কত শত সাধক মহৎ ॥
কোথাও দেখিনি এত ভাবের বিকাশ।
হেথায় ভাবের আছে পূর্ণ পরকাশ ॥
দু'আনা এক-আনা শুধু কোথা কোথা পাই।
চার আনাও কোনখানে কভু দেখি নাই ॥"
ঠাকুর ওকথা শুনি' মৃদু মৃদু হেসে।
'বলে কি'—ইহাই শুধু কহিলেন শেষে ॥
জবাবেতে কহিলেন বিজয় গোস্বামী।
"আপনি কহিলে 'না' শুনিনাকো আমি ॥
আপনি যেহেতু অতি সহজ সরল।
বাঁধিয়ে দিলেন তাই নানাকিছু গোল ॥
কলিকাতা নগরীর অতি নিকটেতে।
আপনি থাকেন সদা দখিনেশ্বরেতে ॥
খুশীমতো তাই সবে আসি' এ ভবনে।
ধন্য হয় আপনার পুণ্য দরশনে ॥
হেথায় আসিতে কারো কোন কষ্ট নাই।
নৌকা বা গাড়ি পেলে যথেষ্ট তাহাই ॥

* লক্ষ্য করিয়া

গৃহের পাশেতে এই দেবীর আগারে।
যখন তখন মোরা হেরি আপনারে ॥
এরি লাগি ঝরেনাকো তিলমাত্র ঘর্ম*।
তাইতো বুঝিনা মোরা আপনার মর্ম ॥
কিন্তু যদি আপনি-ই না থাকি' হেথায়।
থাকিতেন কোন এক পর্বত চূড়ায় ॥
আর যদি ভকতেরা অভুক্ত থাকিয়া।
গমন করিত সেথা পায়েতে হাঁটিয়া ॥
তারপরে তারা যদি বৃক্ষলতা ধ'রে।
আরোহণ করি' সেই চূড়ার উপরে ॥
আপনার দরশনে হইত কৃতার্থ।
আপনার মর্ম তবে বুঝে নিতে পারতো ॥
মনে মনে সদা মোরা চিন্তিত এমতন।
গৃহের পাশেই যদি থাকে এ-রতন ॥
কতনা রয়েছে আরো দূর দূরান্তরে।
তাই মোরা মরিতেছি ছুটাছুটি ক'রে ॥"
প্রেমের ঠাকুর মোর কত দয়াময়।
বুঝিতে পারিনা মোরা সকল সময় ॥
আপনার বলি' তিনি যাহাকে ধরেন।
সে-যদি প্রভুকে ছাড়ে তিনি না ছাড়েন ॥
জনমে জনমে থাকে যে-সব সংস্কার।
কৃপা করি' নাশিয়া তা প্রেমঅবতার ॥
ভকতের মনখানি নব ছাঁচে গড়ি'।
তাঁহার জীবন দেন অমৃতত্বে ভরি' ॥
তাইতো নরেন্দ্র যবে সাংসারিক দুঃখে।
জর্জরিত হ'য়ে অতি, ব্যথা ভরা বুকে ॥
ঈশ্বরের সাধনায় হইলেন মত্ত।
আর যবে দরশনে হইলেন ব্যর্থ ॥
তাঁহার মনেতে এল এই ধারণাই।
তাঁর লাগি কিছু নাহি করিলেন সাঁই ॥
অভিমান ল'য়ে তাই মনের মাঝারে।
নরেন্দ্র উদ্যত যবে গৃহ ত্যজিবারে ॥

অন্তর্যামী প্রভু তাহা মনে মনে জেনে।
নরেন্দ্র ভকতবরে নিজকাছে এনে ॥
ভাবাবেশে অঙ্গ তার ক'রে নিয়া স্পর্শ।
গাহিলেন এই গান হইয়া বিমর্ষ ॥
কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই।
আমার মনে সন্দ হয়।
বুঝি তোমায় হারাই—হা, রাই ॥
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে বিবিধ আশ্বাসে।
রাখিয়া দিলেন তাঁকে আপনার কাছে ॥
কত কৃপা দেন প্রভু অযাচিত-ভাবে।
গিরিশ যদিও ধন্য বকলমা-লাভে ॥
পূরব সংস্কারে ভরা তাঁর মন প্রাণ তো।
তাইতো সতত তিনি বিচল অশান্ত ॥
শ্রীমুখ হইতে তাই এ-আশ্বাস ঢালা।
"তোরে কিন্তু ঢোড়া সাপে ধরেনিরে, শালা ॥
জাত সাপে ধরিয়াছে তোরে ঠিক করতে।
পালিয়ে গেলেও তুই ম'রে রবি গর্তে ॥
ঢোড়ায় ধরিলে ব্যাঙ ডাকাডাকি করে।
ডাকিয়া হাজার ডাক তারপরে মরে ॥
কেউটে গোখরো যদি কভু ব্যাঙ ধরে।
ক্যা-ক্যা, শব্দ শুধু তিনবার করে ॥
তারপরে চিরতরে হ'য়ে যায় ঠাণ্ডা।
মুখ থেকে পালালেও করি' কোন ধান্দা ॥
বিষেতে মরিয়া থাকে কোন এক গর্তে।
তাইতো বৃথাই যাওয়া ধান্দাবাজি করতে ॥
হেথায়ও তেমনি শালা!—মনে রেখে দিস্।
হেথাকার সাপেরও যে বড় বেশী বিষ ॥"
ভকতেরা ঐমত শুনিতেন কত।
এ-চিন্তা মনেতে তবু আসিত সতত ॥
ঠাকুরের মতো কত পুরুষ মহান।
আলোকিত করিছেন নানাবিধ স্থান ॥

* ঘাম

বুঝিবা তাঁহারা সব ঠাকুরের মতো।
ভকতের আবদার সহি' অবিরত ॥
বরাভয়রূপে গিয়া সকলের দ্বারে।
অযাচিত দয়া কৃপা দেন সবাকারে ॥
কৃপাময় ঠাকুরের স্নেহের অঞ্চলে।
আবৃত থাকিয়া সদা ভকত সকলে ॥
আবদার-অভিমানে ভ'রে রাখে মন তো।
মনে পায় এত জোর তা যেন অনন্ত ॥
সকলে সতত তাই করে এই চিন্তা।
"ধর্মলাভ ক'রে নেয়া ?—নহেগো কঠিন তা ॥
দরশন ভাব যাহা ধরমের রাজ্যে।
সকলি তা ঠাকুরের কৃপার সাহায্যে ॥
লভিয়া লইব মোরা অতি সহজেই।
এর লাগি সাধনার প্রয়োজন নেই ॥"
কতই না রহিয়াছে ইহার দৃষ্টান্ত।
হেথায় গাহিছি এবে তার কিছু গান তো ॥
ভকত ছিলেন এক নামে বাবুরাম।
প্রেমানন্দ স্বামী যাঁর সন্ন্যাসের নাম ॥
এমতি বাসনা কভু তাঁহাতে উদয়।
ভাবের সমাধি যেন তাঁর মাঝে হয় ॥
একদা সে-বাবুরাম কাঁদিতে কাঁদিতে।
শ্রীঠাকুরে কহিলেন সে-সমাধি দিতে ॥
শান্তভাবে প্রভু তবে কহিলেন তাঁরে।
"আমার ইচ্ছায় কিছু কভু হয় নারে ॥
জানাইব তোর কথা জননীর কাছে।"
তথাপি সে-বাবুরাম গভীর বিশ্বাসে ॥
'আপনিই ক'রে দিন' এমতি কহিয়া।
ঠাকুরের গৃহ থেকে গেলেন চলিয়া ॥
বাবুরাম থাকিতেন আঁটপুর গাঁয়।
কোনো কার্য তরে তিনি গেলেন সেথায় ॥
এদিকে চিন্তিত অতি প্রেম অবতার।
কি করিয়া এ সমাধি ঘটিবে তাহার ॥

একে ওকে তাই প্রভু কহিছেন ইয়া।
"বাবুরাম ক'য়ে গেল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
ভাবের সমাধি যেন তার মাঝে হয়।
কিন্তু যদি উহা তার না হয় উদয় ॥
এখানের কথা তবে মানিবেনা আর।
ভাবিয়া পাইনা কিছু কী উপায় তার ॥"
তারপরে শ্রীঠাকুর মার কাছে গিয়া।
কহিলেন এইমত মিনতি করিয়া ॥
"বাবুরাম ভাব পেতে হ'য়েছে যে ব্যস্ত।
ক'রে দে মা তুই কিছু তার বন্দোবস্ত ॥"
জবাবে মা কহিলেন এমতি বয়ান।
"ভাব ওর হবেনাকো, ওর হবে জ্ঞান ॥"
মায়ের এ-বাণী শুনি' প্রভু প্রাণপতি।
মনে মনে পুনরায় চিন্তান্বিত অতি ॥
তারপরে এ-চিন্তায় মন হ'ল শান্ত।
ভাব যদি বাবুরাম না পায়ই একান্ত ॥
জ্ঞানেতেও ভরে যদি ওর মন প্রাণটি।
পরম পুলকে তবে মনে পাবে শান্তি ॥
আহা! আহা! কি ভাবনা ভকতের তরে
ভকত একটু যাতে শান্তিলাভ করে ॥
তাহারি লাগিয়া যেন শ্রীঠাকুর রায়।
নিশিদিন চিন্তিতেন ব্যাকুল হিয়ায় ॥
এখানে একটি কথা গেয়ে যেতে চাই।
বাবুরামে লক্ষ্য করি' শ্রীঠাকুর সাই ॥
যদিও বা এই কথা দিয়েছেন ব'লে।
'বাবুরাম মানিবেনা ভাব নাহি হ'লে' ॥
উহা শুনি' কেহ যেন ভাবেনা ইহাই।
আপনাকে মানাইতে ব্যাকুলিত সাই ॥
বাবুরাম যদিইবা না মানে তাঁহায়।
ঠাকুরের কতটুকু তাতে আসে যায় ॥
উহাতে ঘটিতে পারে ভকত-বিচ্ছেদ।
তাইতো জাগিল তাঁর ঐমত খেদ ॥

ভকতের 'পরে তাঁর কত ভালবাসা।
তাহাই প্রমাণ করে তাঁর ঐ ভাষা ॥
কহিতেন এইমত প্রভু প্রিয়তম।
"বালক-ভকত তরে বেশী চিন্তা মম ॥"
এ কথার রহিয়াছে এমতি কারণ।
বালকের মাঝে থাকে শুদ্ধসত্ত্ব মন ॥
পরশ করেনি তারা কামিনী-কাঞ্চন।
ঈশ্বরেতে তারা যদি স'পে দেয় মন ॥
সক্ষম হইবে তবে লভিতে ঈশ্বরে।
তাইতো অধিক চিন্তা তাহাদের তরে ॥
তাহারা বিপথগামী নাহি হয় যাতে।
সতত মগন প্রভু সেই ভাবনাতে ॥
নিজেরে দেখায়ে পুনঃ কহিলেন পরে।
"গাঁজাখোর-সম ভাব ই'হার ভিতরে ॥
নিজে নিজে গাঁজা খেলে কোন তৃপ্তি নাই।
একটান দিয়া নিজে অন্যে দেয়া চাই ॥
সে-জন কলকে ধ'রে মারে যদি টান।
তবেই নেশায় যেন ভ'রে ওঠে প্রাণ ॥
নরেন্দ্রের তরে তবে মোর প্রাণমন।
সময়ে সময়ে হ'ত যত উচাটন ॥
কাহারো লাগিয়া আর তত নাহি হয়।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু চিন্তাময় ॥
নরেন্দ্রে হেরিতে যদি বিলম্ব ঘটিত।
ব্যথায় আমার প্রাণ উথলি' উঠিত ॥
মোচড়ি' উঠিত মোর বুকের ভিতরে।
কাঁদিয়া উঠিত মন হাউ হাউ ক'রে ॥
কি বলিবে লোকে মোরে যদি আমি কাঁদি।
তাইতো তখনি আমি মনটারে বাঁধি' ॥
নিরজনে কাঁদিতাম ঝাউতলে গিয়া।
হাজরা কহিল মোরে কাঁদিতে দেখিয়া ॥
"এইমত কার্য কভু তব নাহি সাজে।
পরমহংসের ভাব তোমাতে বিরাজে ॥
তুমি সদা ঈশ্বরেতে মন প্রাণ দিয়া।
মাঝে মাঝে সমাধিতে মগন থাকিয়া ॥
কোথায় ঈশ্বর সনে রহিবে একাত্ম।*
তা না ক'রে ভক্ত লাগি ভাবো দিবারাত্র ॥
নরেন্দ্র এল না কেন, কোথা ভবনাথ।
রাখালের কিবা হবে—ভেবে দিনরাত ॥
তোমাতে আসিবে কেন এত ব্যাকুলতা"
হাজরার মুখে আমি শুনি' ঐ কথা ॥
মনে মনে তৎক্ষণাৎ চিন্তিলাম হেন।
ওমতন করা মোর ঠিক নয় যেন ॥
ফিরিতেছিলাম যবে ঝাউতলা থেকে।
অবাক হইনু আমি এইমত দেখে ॥
কলিকাতা অবস্থিত সমুখে আমার।
অসংখ্য মানুষগুলো তাহার মাঝার ॥
ডুবে আছে দিনরাত কামিনী-কাঞ্চনে।
কত দুঃখ তাহাদের তাহারি কারণে ॥
এত হেরি' সেবাভাব মনে উপস্থিত।
মনেতে বাজিল তাই এ-চিন্তার গীত ॥
এদের হইবে যাতে হিত-উপকার।
সে-সব করিতে আমি থামিবনা আর ॥
একাজ করিতে যদি পাই শত কষ্ট।
তথাপি একাজ থেকে হইবনা ভ্রষ্ট ॥
এত ভাবি' হাজরাকে কহিলাম হেন।
"তুই শালা মোরে উহা ক'য়ে দিলি কেন ??
উহাদের তরে ভাবি—বেশ করি শালা!"
শ্রীমুখ হইতে পুনঃ এই কথা ঢালা ॥
"একদা নরেন্দ্র মোরে কয়েছিল হেন।
'নরেন্দর নরেন্দর' সদা কর কেন ?
নরেন্দ্রেরে এইমত ডাকিলে সতত।
তুমি কিন্তু হ'য়ে যাবে নরেন্দ্রের মতো ॥
'হরিণ হরিণ' ভাবি' মরণকালেতে।
ভরত** হরিণ হ'ল পর-জনমেতে ॥"

* এক প্রাণ ** জড়ভরত

নরেন্দ্রের কথা শুনি' অতি ব্যস্তভাবে।
ওকথা জানায়েছিনু জগতমাতারে ॥
মাতা মোরে কহিলেন এমতি বচন।
"ওর কথা কেন তুই করিস্ গ্রহণ ॥
নিতান্ত বালক ঐ নরেন্দ্র শ্রীমান।
ওকে তো করিস্ তুই নারায়ণ জ্ঞান॥
তাইতো উহার প্রতি তোর এত টান।"
উহা শুনি' হইলাম আশ্বস্তপরাণ ॥
ফিরে এসে নরেন্দ্রেরে কহিলাম, "শালা !
তুই কিনা উহা কহি' দিলি এত জ্বালা !!
তোর ঐ কথা আমি মোটেও না মানি।
মাতা মোরে দিয়েছেন এইমত বাণী ॥
তোর মাঝে নারায়ণে দেখি বলিয়াই।
তোর লাগি প্রাণ মোর করে আইটাই ॥
তবে শালা জেনে রাখ্ যেদিন হইতে।
তোর মাঝে নারায়ণে পাবনা দেখিতে ॥
তোর মুখ হেরিবনা সেই দিন থেকে।
একথা সতত তুই মনে দিস্ রেখে ॥"
বিচিত্র স্বভাবে পূর্ণ প্রেমিক প্রভুজী।
আমরা সে-স্বভাবের কতটুকু বুঝি ॥
এইমত কহিতেন প্রভু ভগবান।
মানীজনে কেহ যদি নাহি দেয় মান॥
ভগবান তার প্রতি হন অতি রুষ্ট।
এ-কারণ লাগি তিনি হন অসন্তুষ্ট ॥
আপনি-ই ভগবান নিজশক্তি দানি'।
তাহাদেরে করেছেন ঐমত মানী ॥"
তাই ইহা কহিলেন প্রভু গুণময়।
"মানীরে করিলে হেলা তাঁর হেলা হয় ॥"
তাইতো সতত মোর শ্রীঠাকুর বোধি*।
বিশেষ গুণীর নাম শুনিতেন যদি ॥
সে-গুণীর গৃহে গিয়া বিনা নিমন্ত্রণে।*
তুষিয়া নিতেন তারে নতি আলাপনে ॥

ভগবান নামে যিনি পণ্ডিতপ্রবর।
কেশব নামেতে যিনি জ্ঞানী ভক্তবর ॥
মহেশ নামেতে যিনি খ্যাত বীণকার।
বিদ্যার সাগর যিনি দয়ার পাথার ॥
উত্তম সাধিকা যিনি গঙ্গামাই নামে।
এঁরা ছাড়া আরো নানা গুণীদের ধামে ॥
শ্রীঠাকুর গিয়েছেন বিনা নিমন্ত্রণে।
গুণীকে হেরিতে তাঁর এত ইচ্ছা মনে ॥
কি করিয়া শ্রীঠাকুর পারিতেন উহা।
তাহাই গাহিছি, ল'য়ে পয়ারের ধুয়া ॥*
'আমি এত বড়লোক' এই অভিমান।
ছিলনাকো তাঁর মাঝে কভু বিদ্যমান ॥
কাঙ্গালী অথবা ধনী, সম তাঁর কাছে।
এইমত কাহিনীও গ্রন্থমাঝে আছে ॥
কালীধামে হয় যেই কাঙ্গালী-ভোজন।
একদিন সেই ভোজ সমাপ্ত যখন ॥
ও-সকল কাঙ্গালীর এঁটোপাতাগুলি।
শ্রীঠাকুর পুলকেতে নিজ-শিরে তুলি' ॥
ফেলিয়া এলেন তাহা বাহিরেতে গিয়া।
তারপরে এঁটো স্থান নিলেন মুছিয়া ॥
পুনঃ হেন করিলেন প্রভু গুণধর।
কালীধামে ছিল যেই চাকর-বাকর ॥
তাহারা যে-ঘরে যেত শৌচের লাগিয়া।
শ্রীপ্রভু নিজের হাতে তাহা ধুয়ে দিয়া ॥
মুছিতে মুছিতে মাকে কহিলেন হেন।
"কারো চেয়ে বড় আমি' ভাবিনাকো যেন ॥"
এইমত কাহিনীও গ্রন্থমাঝে রাজে।
কোঁচার খোট্‌টি প্রভু কাঁধে তুলিয়া যে।
ভ্রমিতেছিলেন কভু ফুলের বাগানে ॥
তখন একটি বাবু আসি' সেইখানে।
শ্রীঠাকুরে মালী ভেবে কহিলেন ইয়া।
"আমায় ও-ফুলগুলি দাও তো তুলিয়া ॥"

* জ্ঞানী   * সুর

কোনো দ্বিধা নাহি করি' প্রভু প্রেমরায় ।
ফুলগুলি তুলে এনে দিলেন তাহায় ॥
আবার এমত কথা গ্রন্থে লেখা রয় ।
ত্রৈলোক্য নামেতে যেই মথুর-তনয় ॥
হৃদয়ের উপরে সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ভারি ।
এমত হুকুম এক ক'রেছিল জারি ॥
'হৃদে যেন কালীবাড়ি তিয়াগিয়া যায় ।'
আবার তখনি নাকি রাগের মাথায় ॥
ত্রৈলোক্য গমন করি' কাহারো সকাশ ।
এমত মনের ভাব করিল প্রকাশ ॥
"কালীবাটে কেন আর প্রভু প্রাণধন ।
তাঁহার থাকিতে হেথা নাহি প্রয়োজন ॥"
একথা যখনি গেল প্রভুর গোচরে ।
তখনি তখনি দেব মুখে হাসি ধ'রে ॥
তাঁহার গামছাখানি কাঁধে তুলে নিয়া ।
গৃহ থেকে আসিলেন বাহির হইয়া ॥
ফটক অবধি তিনি গেলেন যখন ।
অমঙ্গল আশঙ্কায় ত্রৈলোক্য তখন ॥
প্রভুর সকাশে গিয়া কহিলেন হেন ।
"আপনি এ-কালীধাম ত্যজিছেন কেন ??
আপনাকে বলি নাই চ'লে যেতে কভু ।'
তখনি তখনি মোর প্রেমময় প্রভু ॥
অধরেতে হাসি ধরি' আগের মতন ।
নিজগৃহে করিলেন পুনরাগমন ॥

কলিকাতায় ধর্মআন্দোলন

আঠারশ' পঁচাশীতে পতিতপাবন ।
বিশেষ প্রকটভাব করেন গ্রহণ ॥
এতই বাড়িল তাঁর হৃদয়ের টান ।
প্রতিদিন আসি' নানা সুধী ভক্তিমান ॥
ঠাকুরের দরশনে তৃপ্ত করি' মন ।
উপদেশ অমৃতাদি করিত শ্রবণ ॥

কলিকাতা নগরীর কী তখন রূপ ।
ধর্মেতে সবারি যেন আকর্ষণ খুব ॥
এখানে ব্রাহ্মের সভা, হরিসভা সেথা ।
ধর্মব্যাখ্যা হোথা করে ধরমীয় নেতা ॥
স্থানে স্থানে চলিতেছে নামসংকীর্ত্তন ।
ধরমীয় ভাবাবেশে নগরী মগন ॥
ইহা হেরি' ভক্তজনে কন গুণময় ।
"জাননাতো এইসব কী কারণে হয় ॥"
নিজদেহ দেখাইয়া পুনরায় কন ।
"এটার হইল যবে হেথা আগমন ॥
ধরমের স্রোত এল সেদিন হইতে ।
সকলেই উল্লসিত ধরম লভিতে ॥
এই যে দেখিছ সব 'ইয়ং বেঙ্গল' ।
উহারা আছিল সব অবিনয়ী দল ॥
কোনোদিন কাহাকেও করেনি প্রণাম ।
ভকত কাহাকে বলে শোনেনিকো নাম ॥"
পুনঃ হেন কহিলেন বিনম্র অন্তরে ।
"যখনি যেখানে যাই সাক্ষাতের তরে ॥
সবারে প্রণাম করি শির নোয়াইয়া ।
তাইতো সবাই উহা দেখিয়া দেখিয়া ॥
নমিতে শিখিল এবে অবনত শিরে ।
প্রথম যেদিন গেনু কেশব-কুটিরে ॥
নতশিরে কেশবেরে নিলাম নমিয়া ।
কেশব জবাব দিল ঘাড় নাড়াইয়া ॥
ভূমিতে মস্তক স্থাপি' আসিবার কালে ।
তাহাকে নমিনু যবে সে-অতিথিশালে ॥
কেশব তখন যেন হ'য়ে বেশ ব্যস্ত ।
নিজশিরে ঠেকাইল জোড় করি' হস্ত ॥
এরপরে ক্রমে ক্রমে যতদিন গেল ।
ধীরে ধীরে মাথা তার নত হ'য়ে এল ॥
পরিশেষে শির স্থাপি' ভূমির উপরে ।
প্রণম্যগণেরে নিত প্রণিপাত ক'রে ॥

শশধর পণ্ডিতের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ

বিখ্যাত পণ্ডিত এক শশধর নামে।
লভেছিল বেশ খ্যাতি কলিকাতা-ধামে॥
ওকথা পশিল যবে প্রভুর শ্রবণে।
একদা গেলেন তিনি তাঁহার ভবনে॥
শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা সেইদিনে ছিল।
কেহ কেহ এর নাম নবযাত্রা দিল॥
নব-দিন* ব্যাপী এই রথযাত্রা হয়।
তাহারি কারণে একে নবযাত্রা কয়॥
প্রথমে গেলেন প্রভু ঈশান-ভবনে।
ঈশানের কথা কিছু কহি এইক্ষণে।
পরম ভকত আর দয়ালু ঈশান।
ভগবদ্ বিশোয়াসে ভরামন প্রাণ।
দান-ধ্যান করমেতে সদা তিনি মত্ত।
সংসারে স্বল্পই হয় এইমত ভক্ত॥
অষ্টক তনয় তাঁর বিদ্বান সবাই।
সতীশ তৃতীয় পুত্র জানিবারে পাই॥
পাখোয়াজে হাত তার পাকা মধুছন্দ।
নরেন্দ্রের সহপাঠী এ সতীশ চন্দ্র॥
মাঝে মাঝে শ্রীনরেন ঐ বাড়ি গিয়া
আনন্দ দিতেন বেশ সঙ্গীত গাহিয়া॥
ঈশান ছিলেন কত দয়ালু-পরাণ।
স্বামীজী বিবেকানন্দ তাহা ক'য়ে যান॥
"যেমতি বিদ্যাসাগর বেশ দয়াময়
ঈশান তাঁহার চেয়ে কিছু কম নয়॥
এমত আমার চোখে পড়িয়াছে কত।
ভোজনেতে চলিয়াছে ঈশান ভকত॥
তখন ভিখারী এল গৃহের দুয়ারে।
ঈশান নিজের অন্ন দিয়ে দিল তারে॥
অপরের দুঃখকষ্ট শুনিলে শ্রবণে।
এতই দুঃখিত তিনি হইতেন মনে॥
কাঁদিয়া উঠিত প্রাণ ঘুচাইতে তাহা
দানাদি করিয়া তার করিত সুরাহা॥
দুঃখ দূর করিতে সে যদি না পারিত।
অমনি হৃদয়খানি কাঁদিয়া উঠিত॥
কভুওবা সে-আবেগে জল আসি' চক্ষে
গড়ায়ে পড়িত তাহা কপোলে* ও বক্ষে॥
ঈশান ছিলেন বেশ জপ-পরায়ণ।
এইমত হেরিয়াছে সব ভক্তগণ॥
দখিনেশ্বরেতে আসি' ভকত ঈশান।
বিধিমত জপিতেন সারা দিবামান॥
জাপক ঈশানে তাই প্রভু প্রাণপতি।
স্নেহ আর ভালবাসা দানিতেন অতি॥
একদিন জপ-কার্য সমাধান ক'রে।
ভকত ঈশান গিয়া প্রভুর নিয়ড়ে॥
তাঁকে যবে জানালেন সশ্রদ্ধ প্রণাম।
ভাবাবেশে সেইক্ষণে প্রভু গুণধাম॥
চরণ পরশ দিয়ে ঈশানের শিরে।
বাহ্যভাবে আসি' পুনঃ অতি ধীরে ধীরে॥
ঈশানেরে কহিলেন "ওরে ও বামুন।
ভাসা ভাসা জপে আর কতটুকু গুণ॥
ডুবে যা, ডুবে যা তুই ঈশ্বরের নামে।
ঈশানও ফিরিয়া তাই আপনার ধামে।
গৃহকর্মভার দিয়া নিজ পুত্রগণে।
থাকিতেন ঈশ্বরের সাধন-ভজনে॥
ঈশানের কথা হেথা এটুকু প্রকাশি'।
আগেকার কাহিনীতে পুনঃ ফিরে আসি।
ঈশানের বাটী প্রভু ক্ষণিক থাকিয়া।
শশধর-ভবনেতে গেলেন চলিয়া॥
সেথায় বসিয়া মোর প্রভু পরমেশ।
পণ্ডিতেরে দানিলেন এই উপদেশ॥
কারো যদি ইচ্ছা হয় ধরমপ্রচারে।
'চাপরাস' লাভ ক'রে নিতে হয় তারে॥

* ন' দিন

* গালে

নহিলে তাহার কথা সবি হয় ব্যর্থ।
গরবেও সেইজন ক্রমে হয় মত্ত ॥
ইহাতে ঘটিয়া থাকে সর্বনাশ তার।
পণ্ডিত শুনিয়া ঐ দিব্য সমাচার ॥
প্রচার করম-আদি সবি ত্যাগ ক'রে।
কামাখ্যাপীঠেতে গেল তপস্যার তরে ॥
পণ্ডিতের কাছ থেকে বিদায় লইয়া।
বলরাম-বাসে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
যোগেনও প্রভুর সনে গেলেন সেখানে।
যোগেনের কথা কিছু গাহি এইখানে ॥
যোগেন আচারী অতি আপন আহারে।
অপরের গৃহে তিনি জলও খান নারে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে আজ ঠাকুরের সনে।
ভোজন হয়নি তাঁর কাহারো ভবনে ॥
যোগেনের এই ভাব জানিতেন সাঁই।
কোন গৃহে খেতে তারে কন নাই তাই ॥
বলরাম ঠাকুরের প্রিয় অতিশয়।
যোগেন তাহার গৃহে এল যে সময় ॥
বলরামে কহিলেন প্রভু নারায়ণ।
"যোগেন আজিকে কিছু করেনি গ্রহণ।
উহার খাবার লাগি কিছু দাও আনি'।
তব গৃহে খায় সে যে—ইহা আমি জানি ॥"
এ কাহিনী এইখানে গাহিলাম কেন।
তাহার কারণ এক রহিয়াছে হেন ॥
ভকতপরাণ প্রভু ভকতের তরে।
থাকিতেন অনুক্ষণ ব্যাকুলঅন্তরে ॥
এইমত সদা তিনি লইতেন দেখে।
ভোজন করিল কেবা করে নাই কে কে ॥
কে কিরূপ আচারেতে রয়েছে অভ্যস্থ।
অন্নের অভাব কার, কার নাই বস্ত্র ॥
যেহেতু ওসব তিনি রাখিতেন লক্ষ্যে।
'প্রেমময়' প্রভু তিনি সবাকার চক্ষে ॥

এইমত কহিয়াছি সবার সকাশে।
শ্রীপ্রভু গেলেন যবে বলরাম-বাসে ॥
রথের উৎসব সুরু সেই দিন থেকে।
তাইতো ভকতগণ শ্রীঠাকুরে দেখে ॥
সেথায় তুলিল যেন খুশীর তুফান।
সুরু হ'ল পূজা সেবা কীর্ত্তনাদি গান ॥
পূজা সেবা ধীরে ধীরে ক্রমে সমাপন।
করিতে করিতে এবে নামসংকীর্ত্তন ॥
আরম্ভ হইয়া গেল সে-রথের টান।
টানিলেন কিছুক্ষণ প্রভু ভগবান ॥
অতঃপর ভকতেরা ঠাকুরের সনে।
পুলকেতে মাতিলেন নামসংকীর্ত্তনে ॥
তারপরে সে-বিগ্রহ স্থানান্তর ক'রে।
ছাদ-গৃহে রাখিলেন সপ্তদিন তরে ॥
প্রসাদ নিলেন প্রভু উৎসবের শেষে।
এইবার ফিরিবেন নিজ গৃহদেশে ॥
তাই যবে চলিলেন তরণীর পানে।
নরনারী সকলেই ব্যথাভরা প্রাণে ॥
ঠাকুরের পিছু পিছু কিছু দূর এসে।
নীরবে ফিরিয়া গেল নিজ গৃহদেশে ॥
প্রভুর নয়নে তবে পড়েনি ও-দৃশ্য।
তাহার কারণ হেন গাহে দীন শিষ্য ॥
যখন যে-কাজে রন প্রভু গুণময়।
তখন তাঁহার মন সে-কাজেই রয় ॥
তিনি এবে করিছেন গৃহেতে গমন।
গমনের দিকে তাই শুধু এবে মন ॥
এবে তাঁর মন নাই অন্য কোন দিকে।
এ-বিষয়ে এ কাহিনী হেথা যাই লিখে ॥
বাসনা জাগিলে তাঁর ৺মাতৃদরশনে।
সরাসরি যাইতেন মায়ের ভবনে ॥
দরশন-আদি সেথা সমাপন ক'রে।
বিষ্ণুগৃহে আসিতেন দরশন তরে ॥

প্রণাম করিয়া সেথা বিষ্ণুর চরণে।
তারপর ফিরিতেন আপন ভবনে॥
এইমত প্রশ্নখানি জাগে এখানেতে।
ঠাকুরের গৃহ থেকে ৺মার গৃহে যেতে॥
প্রথমে বিষ্ণুর ঘর পথে প'ড়ে যায়।
তবে কেন প্রথমেতে না গিয়ে তথায়॥
সরাসরি গিয়া তিনি নমিতেন মাকে।
তবে কি অধিক ভালো বাসিতেন তাঁকে?
ভক্তদের মনোভাব বুঝে নিয়া প্রভু।
ভক্তগণে এইমত কহিলেন কভু॥
"যে-সময়ে যে-রকম করিবার লাগি।
মনের ভিতরে মোর ইচ্ছা ওঠে জাগি'॥
তখনি সে-কাজ আমি করি যে সমাপ্ত।
বিলম্ব সহেনা মোর তিলএকমাত্র॥
মায়ের মন্দিরে যেতে মন যদি চাহে।
তখনি সেখানে যাই—দেরী সহে নাহে।
বিষ্ণুর মন্দিরে গেলে যেই দেরী হয়।
ততটুকু বিলম্বও আর নাহি সয়॥
আবার কখনো হেন কহিতেন রায়।
নির্বিকল্প সমাধিতে মন যবে যায়॥
আমি-তুমি, দেখা-শুনা বলা-কহা ভয়।
কোনকিছু সে-সময়ে আর নাহি রয়॥
দুই তিন ধাপ আরো সেথা থেকে নামি'।
অবস্থান করি যদি সেই ধাপে থামি'॥
পঞ্চাশ রকমে দিলে তরিতরকারী।
পৃথক করিয়া কিছু খাইতে না পারি॥
একসাথে মিশাইয়া সব কিছু খাই"।
এমতি কহিয়া পুনঃ কহিলেন সাই॥
এমত অবস্থা কভু আসে মোর মাঝে।
অধিকাংশ ভকতকে ছুঁতে পারি নাযে॥
চীৎকার করিয়া উঠি তারা যদি ছোঁয়।
কিন্তু আমি সে-সময়ে ভালোয় ভালোয়॥
ছুঁতে পারি[১] কোন কোন ভকতপ্রবরে।
বাবুরাম একজন তাদের ভিতরে॥

(১) ভাবাবেশ হইলে ঠাকুরের দেহজ্ঞান না থাকায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি (হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি) বাঁকিয়া যাইত এবং কখনও বা সমস্ত দেহখানি হেলিয়া পড়িয়া যাইবার মতো হইত। তখন নিকটস্থ কোন কোন ভক্ত ঐ সকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া আঘাত পান, এইজন্য তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন আর যে দেব-দেবীর ভাবে ঠাকুরের ঐ অবস্থা হইত, সেই দেব-দেবীর নাম তাঁহার কর্ণে শুনাইতে থাকিতেন, যথা—কালী-কালী, রাম-রাম, ওঁ ওঁ বা ওঁ তৎ সৎ ইত্যাদি। ঐরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধীরে ধীরে আবার ঠাকুরের বাহ্য চৈতন্য আসিত। যে ভাবে ঠাকুর যখন আবিষ্ট ও আত্মহারা হইতেন, সেই নাম ভিন্ন অপর নাম শুনাইলে তাঁহার ভীষণ যন্ত্রণাবোধ হইত।

উহারা খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।
অপর কাহারো হাতে খাইতে তো নারি॥"
আগেকার কথা পুনঃ গাহি এইখানে।
রওনা হইয়া প্রভু নিজ গৃহপানে॥
গৃহ থেকে আসিলেন বারান্দাভবনে।
ক্ষণিক থাকিয়া সেথা বাক্য-আলাপনে॥
পিছুপানে তাকাইয়া হেরিলেন তিনি।
আসিতেছে কোন এক ভকত কামিনী॥
সে-নারীকে নিরখিয়া প্রভু প্রেমহরি।
'জননী আনন্দময়ী' সম্বোধন করি'॥

বারংবার জানালেন প্রণতি তাহায়।
রমণীও প্রণমিল ঠাকুরের পায় ॥
তারপরে শ্রীঠাকুর চাহি' তার পানে।
অতীব মধুর কণ্ঠে সাদর আহ্বানে ॥
'চ না মাগো, চ না'—ইহা কহিলেন যবে।
সে-নারী বিমুগ্ধ হ'য়ে সে-মধুর রবে ॥
অনুভব করিলেন তীব্র আকর্ষণ।
দিশাহীনা হ'য়ে তাই তখন তখন ॥
ক্ষণিকের লাগিয়াও না ভাবিয়া কিছু।
চলিলেন সে-রমণী ঠাকুরের পিছু ॥
বয়স তিরিশ বর্ষ সেই রমণীর
যখনি হইত নারী গৃহের বাহির ॥
পথে কভু চলেনিকো পাল্কী-গাড়ী ছাড়া।
এবার রমণী কিন্তু হ'য়ে দিশাহারা ॥
কোন কিছু চিন্তা দ্বিধা না রাখিয়া মনে।
পদব্রজে চলিলেন শ্রীপ্রভুর সনে।
একবার শুধুমাত্র ভিতরেতে গিয়া।
বলরাম-গৃহিণীকে ক'য়ে এল ইয়া ॥
"দখিণেশ্বরেতে যাই ঠাকুরের সনে।"
আরেক রমণী উহা শুনি' সেইক্ষণে ॥
তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ম পরিত্যাগ ক'রে।
চলিল প্রভুর সনে ব্যাকুলঅন্তরে।
ভক্তসনে প্রভু যবে উঠিলেন নায়।
নারীরাও সাথে সাথে উঠিলেন তায় ॥
তারপরে নৌকাখানি যবে দিল ছাড়ি'।
এইমত কহিলেন কোনো এক নারী ॥
"ইচ্ছা হয় মন ভ'রে সদা তাঁকে ডাকি।
ষোল আনা মন মোর তাঁর 'পরে রাখি ॥
মন কিন্তু কিছুতেই বাগ নাহি মানে।'
প্রভু তাকে কহিলেন স্নেহল পরাণে।
"ঝড়ের অপেক্ষা করি' এঁটো পাতা থাকে।
ঝড় এসে যেভাবেই নিয়ে যায় তাকে ॥
পাতাটিও সেভাবেই উড়ে চ'লে যায়।
তুমিও সকল ভার সঁপে দিয়া তাঁয় ॥
তাঁহার অপেক্ষা করি' রহ নিশিদিন।
যেভাবে তোমার মন ফিরাবেন তিনি ॥
সেভাবে তোমার মন যাইবে ফিরিয়া।
চিন্তিত হয়োনা কভু ইহার লাগিয়া ॥"
মধুর সময় যেন নিমেষেই কাটে।
দেখিতে দেখিতে তাই তরী এল ঘাটে।
রমণী ভকত দোঁহে নহবতে গিয়া।
জননীকে আসিলেন প্রণাম করিয়া ॥
মন্দিরেতে গিয়া তবে প্রভু ভগবান।
ভাবাবেশে ধরিলেন যে-মধুর গান ॥
সমুদয় বাণী তার না লিখিয়া অত্র।
লিখিতেছি সে-গানের শুধু দুই ছত্র ॥
"ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনি ॥"
এ গান থামায়ে প্রভু দাঁড়ালেন যবে।
অধরে মধুর হাসি দেখা দিল তবে ॥
ঠাকুরের দেহখানি স্বকম্প হেলিয়াছে।
ভাবাবেশে হয়ত বা প'ড়ে যান পাছে ॥
"নরেন* ধরিল তাঁকে ঐ ভাবনায়।
তাহার পরশে প্রভু তীব্র যাতনায় ॥
সাথে সাথে করিলেন বিকট চীৎকার।
নরেন চীৎকার শুনি', অতি দ্রুতসার
প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়ালেন স'রে।
রামলাল ছুটে আসি' রাখিলেন ধ'রে ॥
ভাবাবেশে ঐমত কিছুকাল থাকি'।
মধুর বদনে প্রভু মধু হাসি রাখি' ॥
ভক্তসনে করিলেন এমতি আলাপ।
"ভক্তগণ! তোমরা কি দেখিয়াছ সাপ?
সাপের জ্বালায় জ্বলি সারা নিশিদিনি।
এই সাপ হ'ল সেই কুলকুণ্ডলিনী ॥"

* ছোট নরেন

কুণ্ডলিনী শকতিকে প্রভু হেন কন।
"এখন যাও তো বাপু ওহে ঠাকুরন ॥
এখন তামাক খাব মুখ ধোবো আর।
দাঁতন হয়নি ওগো এখনো আমার।"
কহিতে কহিতে হেন প্রভু নারায়ণ।
বাহ্যভাবে করিলেন পুনরাগমন ॥
সাধারণ নরসম প্রভু রন যবে।
ভকতের তরে শুধু চিন্তা থাকে তবে।
নহবতে আছে কিনা তরিতরকারী।
ইহার খবর নিতে প্রেম অবতারী ॥
পাঠালেন কোনজনে জননীর কাছে।
মা সারদা জানালেন—'কিছু নাহি আছে ॥'
আবার ভাবনা এল ঠাকুরের চিতে।
কাকে বা পাঠানো যায় বাজার করিতে ॥
ভকত আসিবে কিছু কলিকাতা থেকে।
তাহারা হেথায় আজি খাইবে অনেকে।
তাইতো ভাবনা হ'ল—কে বাজারে যাবে।
শাকসব্জী নাহি হ'লে কী দিয়ে বা খাবে।
ক্ষণিকের তরে প্রভু ভাবিয়া-চিন্তিয়া।
রমণী ভকতদ্বয়ে কহিলেন ইয়া ॥
"তোমরা কি পারিবে গো বাজার করিতে?"
রমণীরা সায় দিয়া দ্বিধাহীন চিতে।
বেগুন আনিল দুটি, কিছু আলু শাক।
মা সারদা করিলেন সে-সকল পাক।
শ্রীঠাকুর করিলেন অগ্রেতে ভোজন।
তাঁহার প্রসাদ পরে নিল সর্বজন ॥
এবার এ-প্রশ্ন জাগে পূর্বকথা ছেড়ে।
জানি মোরা—শ্রীঠাকুর ছোট নরেনেরে ॥
বাঁধিয়াছিলেন তাঁর স্নেহের আকর্ষে।
তবে কেন অত জ্বালা নরেনের স্পর্শে??
ইহার কারণ তবে মিলিল অচিরে।
ছোট এক আব ছিল নরেনের শিরে ॥
বৈদ্যজন দানিলেন এইমত রায়।
এই আব ভাবীকালে যদি বেড়ে যায় ॥
যাতনা হইতে পারে ঐ আবটাতে।
ঔষধ দিয়েছে তাই আবটি সারাতে ॥
ইহার ফলেতে আবে হইয়াছে ঘা।
ঘা লইয়া ছুঁতে নাই কোন দেবতা ॥
শ্রীপ্রভু থাকেন যবে ভাবাবেশ মাঝে।
সে-সময়ে দেবভাব তাঁহাতে বিরাজে ॥
ছুঁতে তাই নারিতেন ক্ষতযুক্ত দেহ।
কিন্তু যবে ভাব থেকে ফিরিলেন তেঁহ* ॥
ক্ষতযুক্ত নরেনের হাতখানি ধ'রে।
নিজকাছে বসালেন অতি স্নেহভরে ॥

শশধর পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বিখ্যাত পণ্ডিত যিনি শশধর নামে।
তিনি এবে আসিবেন ঠাকুরের ধামে ॥
এ-বিষয়ে রহিয়াছে যেসব বৃত্তান্ত।
বর্ণনা দিলেন তার প্রভু প্রাণকান্ত ॥
"পণ্ডিত আসিবে হেথা শুনিলাম যবে।
মনোমাঝে অতিশয় ভয় এল তবে ॥
আমি তো মুরখ এক লেখাপড়া নাই।
কভুও বা থাকি আমি বসন ছাড়াই ॥
ভয়েতে হইয়া তাই জড়সড় অতি।
জননীর কাছে গিয়া কহিনু এমতি ॥
'জ্ঞান ট্যান নাই মোর আমি মুখ্যু-শুখ্যু।
শাস্তর জানিনা, তাতে নাই মোর দুঃখ্যু ॥
এটুকু জেনেছি তবে—মোর সবি তুই।
তাই তোর স্নেহসুধা পাই যেন মুই ॥'
মাতাকে জানায়ে আমি ওমতি যাচন।
একে ওকে এইমত কহিনু তখন ॥
'যখন আসিবে হেথা পণ্ডিত মশাই।
সে সময়ে তোরা কিন্তু থাকিস্ সবাই ॥

* তিনি

ভরসা আসিবে তবে আমার মাঝারে।
দেখিস্, একথা কিন্তু ভুলে যাস্ নারে॥'
তারপরে এল যবে পণ্ডিত মশায়।
নির্বাক রহিনু আমি হেরিয়া তাহায়॥
শুনিতেছিলাম যবে তাঁর নানা কথা।
জননী দিলেন মোরে এমতি বারতা।
পণ্ডিতের মাঝে আছে শাস্তর-মাস্তর।
বিবেক বৈরাগ্য নাই তাহার ভিতর॥
মাতা মোরে ঐমত জানালেন যবে।
এইমত অনুভব হ'ল মোর তবে॥
কী যেন পদার্থ এক আমার ভিতরে।
মাথার দিকেতে উঠি' সড়সড় ক'রে।
বিনাশ করিয়া মোর সব ভয়-শঙ্কা।
হৃদয়ে বাজায়ে দিল তেজোময় ডঙ্কা।
তখন আমার মুখ উচঁু হ'য়ে গিয়া।
কাহার বলেতে যেন এই মুখ দিয়া॥
বেরোতে লাগিল এক কথার ফোয়ারা।
থামিতে চাহিল নাকো সে-বাণীর ধারা॥
ঠেলে ঠেলে কেবা যেন দিছিল যোগান।
ওদেশে যখন কেহ মেপে থাকে ধান।
কোনো লোক রাশ ঠেলে পিছনে বসিয়া।
আমিও সেমত যেন গেলাম কহিয়া॥
বলিতেছি কী যে সব জানিনাকো যেন।
ক্ষণপরে হুঁশ এলে হেরিলাম হেন॥
পণ্ডিত ভিজিয়া গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।"
পুনরায় শ্রীঠাকুর কহিলেন ইয়া॥
একদা কেশব মোরে জানাইল ইয়া।
কুক নামে কোন এক পাদ্রীকে লইয়া॥
জাহাজে সে বেড়াইবে গঙ্গার বক্ষেতে।
আমাকেও ক'য়ে দিল তার সনে যেতে॥
ভীষণ ভয়েতে আমি ঝাউতলে গিয়া।
বার-বার সারিলাম শৌচ-আদি ক্রিয়া॥
তারপরে ভীরু পায়ে চলি' গুটিগুটি।
ভ্রমণেতে চলিলাম জাহাজেতে উঠি'॥
ভ্রমিতেছিলাম যবে জাহাজেতে চড়ি'।
তখন সহসা আমি ভাবাবেশে পড়ি'॥
কুকেরে দিয়েছি নাকি উপদেশ নানা।
সে-সব আমার কিন্তু ছিলনাকো জানা॥
ভকতেরা পরে মোরে ক'য়েছে এমতি।
সাহেব শুনিয়া তাহা বিমোহিত অতি॥"
প্রভুর করম কিছু বুঝিতে তো নারি।
এইটুকু শুধুমাত্র বুঝে নিতে পারি॥
এতই শকতিধারী প্রভু জ্ঞানদাতা।
তাঁর কাছে সকলেই নোয়াইত মাথা॥
এ শকতি শুধুমাত্র অবতারে রহে।
এইমত বহু কথা গ্রন্থমাঝে কহে॥
গণিকা মেরীরে যবে ছুঁইলেন ঈশা।
সে-মেরী লভিল নব জীবনের দিশা।
একদা চৈতন্যদেব ভাবের ঘোরেতে।
লম্ফ দিয়ে উঠিলেন কাহারো কাঁধেতে॥
সে-লোকের মনে যত সন্দ, অবিশ্বাস।
পবিত্র পরশে তাহা হইল বিনাশ॥
নবযাত্রা গীতিখানি অতীব মধুর।
যন্ত্রসম গাহিল তা হঠাৎঠাকুর॥

অষ্টম অধ্যায়
গোপালের মা

একথা লিখিত আছে গ্রন্থের পাতায়।
গোবিন্দ দত্তের বাস পটলডাঙ্গায়॥
তাহার বাগান আছে কামারহাটিতে।
দেবতা মন্দির আছে সে-বাগানটিতে॥
মায়ের মন্দির যেথা দখিণেশ্বরেতে।
এ বাগান তিন মাইল সেই স্থান থেকে॥
ভাগীরথী তীরে ঐ পুণ্য দেবালয়।
গোবিন্দের দিব এবে কিছু পরিচয়॥

সওদাগরি অফিসেতে কলিকাতা-ধামে।
গোবিন্দ নিযুক্ত ছিল চাকুরীর কামে॥
চাকুরীতে ছিল তার বেশ ভারী আয়।
বিষয় সম্পত্তি বেশ হইয়াছে তায়॥
মরণ হইল তার পক্ষাঘাত রোগে।
গৃহিণী উন্মত্তপ্রায় পতির বিয়োগে॥
ভুলিবার লাগি ঐ শোক দুঃখ রাশি।
বিধবা গৃহিণী ঐ বাগানেতে আসি'।
দেবসেবা চালনার ভার নিল সব।
পুরোহিত বন্দ্যবংশ* শ্রীনীলমাধব॥
পূজারীর ভগ্নী হন গোপালের মাতা।
বাল্যের কাহিনী তাঁর এইমত গাঁথা।
শ্রীমতী অঘোরমণি বাল্যনাম তাঁর।
বাল্যকালে পতি তার গেল পরপার॥
তারপরে থাকিতেন পিতার আলয়ে।
ভ্রাতার সহিতে আসি' এই দেবালয়ে॥
দেবসেবা করিতেন গিন্নীমা'র সনে।
ধীরে ধীরে এ বাসনা এল তাঁর মনে।
সারাটিজীবন তিনি রবেন হেথাই।
গিন্নীমার অনুমতি মাগিলেন তাই।
গিন্নীমাতা এ-কথায় দানিলেন সায়।
গোপালের মাতা তাই থাকেন হেথায়॥
গিন্নীমা, অঘোরমণি এঁরা দুইজন।
ভকতি ও পূজনেতে সতত মগন।
যদিও বা গিন্নীমার সময় সময়।
সংসারের বিষয়েতে মন দিতে হয়॥
গোপালমাতার নাই ওসব বালাই।
তাঁহার মনটি তাই ঈশ্বরে সদাই॥
যেহেতু নাহিকো তাঁর সন্তান সন্ততি।
পিছুটান নাই তাঁর কোনকিছু প্রতি॥
পাঁচশত টাকা পেল গহনা বেচিয়া।
কোম্পানি কাগজ কিনে সেই টাকা দিয়া॥
মাসে মাসে সে-টাকায় পাইতেন সুদ।
গিন্নীমাও দিত কিছু মিটাইতে ক্ষুধ।*
জীবন চলিত তাঁর ও-আয়টুকুতে।
আচার-বিচারে তিনি অতি খুঁতখুঁতে॥
এমত কথাও কভু রহিয়াছে গাঁথা।
নুন ধুয়ে খেত নাকি গোপালের মাতা।
একথাও কেহ কেহ গিয়াছে কহিয়া।
শ্রীঠাকুরে একদিন খাওয়াবে বলিয়া॥
গোপালের মাতা নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া।
শ্রীঠাকুরে দিতে এল নিজহাত দিয়া॥
ভাতের বোকনো ছিল বামহাতে তার।
ভাতের কাঠিটি ছিল ডান হাতে আর॥
যখন করিতেছিল ঐ দেয়া-থোয়া।
কাঠিতে লাগিয়া গেল ঠাকুরের ছোঁয়া॥
সেদিন অঘোরমণি খান নাই আর।
কাঠিটিও ত্যজিলেন গঙ্গার মাঝার॥
এ-কাণ্ড ঘটিয়াছিল ঠিক যে তখনি।
প্রথম প্রথম যবে সে-অঘোরমণি॥
আসিতেন মাঝে মাঝে প্রভুর ভবনে।
তারপরে ঐ ভাব ছিলনাকো মনে।
আচারের কথা যাহা আরো গাঁথা আছে
গাহিতেছি সেই কথা সবাকার কাছে॥
রন্ধনের নানাবিধ প্রয়োজন তরে।
তিনটি উনুন ছিল নহবত ঘরে॥
মা কালীর ভোগ যবে হ'তো সমাপন।
আড়াই প্রহর বেলা বাজিত তখন॥
পেটের ব্যাধিতে প্রভু পীড়িত সদাই।
সকাল সকাল দুটো খাইতেন তাই।
তাই মা সারদামণি দেরী নাহি ক'রে।
ঝোলভাত রাঁধিতেন ঠাকুরের তরে॥
কখনো কখনো পুনঃ এইমত ঘটতো।
কলিকাতা থেকে আসি' কিছু কিছু ভক্ত।

*বাড়ুয্যে বংশের

* ক্ষুধা

দিবানিশি যাপিতেন হেথায় থাকিয়া।
তাই হেথা সারিতেন ভোজনাদি-ক্রিয়া।
শ্রীমাতাই করিতেন ওসব রন্ধন।
গোপালের মাতা হেথা আসিত যখন॥
শ্রীপ্রভুর ঝোলভাত রন্ধন করিয়া।
শ্রীমা-ই দিতেন তাঁরে উনুন পাড়িয়া।
তখন অঘোরমণি সে-উনান নিয়া।
গোবর ও গঙ্গাজল বেশী ক'রে দিয়া॥
তিনবার সে-উনান পুঁছে-টুছে নিয়ে।
ভাতের বোক্‌নো তাতে দিতেন চাপিয়ে॥
চলিতেন তিনি অত আচারাদি রেখে।
আরেক স্বভাব হেন বাল্যকাল থেকে॥
কারো কাছে কোনো কিছু না-নেন চাহিয়া।
কোনোই অন্যায় কভু না নেন সহিয়া॥
বনিবনা ছিল তাই স্বল্পলোক সনে।
তাই সদা থাকিতেন আপনার মনে॥
শ্রীবিষ্ণুর অনুরাগী এ-সাধ্বী কামিনী।
তাইতো গোপালমন্ত্র লইলেন তিনি॥
গিন্নীমাতা যে-গৃহটি দিয়েছিল তাঁয়।
তিরিশ বছর যবে কাটিল সেথায়॥
ঠাকুরের গৃহে তিনি আগমন করি'।
প্রথম দরশে মন লইলেন ভরি'॥
দরশন যবে তাঁর ঘটিল ওমতি।
আকর্ষিত হইলেন ঠাকুরের প্রতি॥
মনেতে জ্বলিল তাঁর এই জ্ঞানালোক।
সত্য সত্য সাধু ইনি, খুবই ভাল লোক॥
যখনি যখনি আমি পাইব সময়।
ইঁহার সকাশে আমি আসিব নিশ্চয়॥
গিন্নীমা প্রথম দিনে আসি' তাঁর সনে।
মুগ্ধ হ'য়ে ঠাকুরের পুণ্যদরশনে।
সেই যে এখান থেকে লইল বিদায়।
হেথায় আসিতে আর পারেনিকো হায়॥

এমতি কারণ তবে তার মাঝে রয়।
তাহার আছিল বেশ বিষয়-আশয়॥
সে-সবের দেখাশুনা করিবার তরে।
সততই ব্যস্ত তিনি আপনার ঘরে॥
গোপালের মাতা তবে সময় সময়।
উপস্থিত হন আসি' প্রভুর আলয়॥
দ্বিতীয়বারেতে যবে এলেন আনন্দে।
সস্তার সন্দেশ কিছু আনিলেন সঙ্গে॥
অন্তর্যামী প্রভু তাই কহিলেন তাঁরে।
"কী এনেছ সঙ্গে ক'রে—দাও তো আমারে।"
ব্রাহ্মণীর মাঝে ছিল এ চিন্তার ক্লেশ।
কী করিয়া বার করি কঠিন সন্দেশ।
নানা লোকে ভাল ভাল খাওয়ায় যাঁহাকে।
কি করিয়া এ-সন্দেশ দেই আমি তাঁকে॥
এমতি চিন্তিয়া পুনঃ চিন্তিলেন হেন।
একি ছাই! আসামাত্র খেতে চাওয়া কেন॥
অতঃপর ভয়ে আর লাজেতে মরিয়া।
প্রভুকে সন্দেশগুলি দিলেন ধরিয়া॥
প্রভু তাহা খাইলেন খুশীভরে অতি।
কহিলেন আর হেন ব্রাহ্মণীর প্রতি॥
"পয়সা খরচ করি' কেন আনো ইহা।
নারিকেল নাড়ু কিছু গৃহে বানাইয়া॥
সে-নাড়ু আনিবে কিছু আসার সময়।
আরেক করম হেন করিলেও হয়॥
শাকের চচ্চড়ি কিংবা আলু বড়ি দিয়া।
কিছুটা সজনে ডাটা নিজেই রাঁধিয়া॥
সে-সব লইয়া তুমি আসিবে এখানে।
তব হাতে খেতে মোর বড় সাধ প্রাণে॥"
একথা শুনিয়া তবে সে-অঘোরমণি।
মনোমাঝে এইভাব লইলেন গণি'॥
ভাল সাধু হেরিবারে আসিয়াছি হেথা।
মুখে শুধু 'খাই খাই' একি আদিখ্যেতা॥

ধরম-করম-কথা মুখে কিছু নাই।
গরীব কাঙ্গাল আমি খাওয়া কোথা পাই ॥
দূর ছাই, হেথা আমি আসিবনা আর।
এত কহি' হইলেন সে-গৃহের বার ॥
তখনি এ-অনুভব উপস্থিত মনে।
কে যেন তাঁহাকে ধ'রে টানিছে পিছনে ॥
এক পা এগিয়ে যেতে পারিছেন নারে।
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে ক্ষুব্ধ মনটারে ॥
নিজগৃহে ফিরিলেন কামারহাটিতে।
এরপরে স্বল্পদিন পার না হইতে ॥
শাকের চচ্চড়ি নিজে রন্ধন করিয়া।
অতীব যতনে তাহা সাথে ক'রে নিয়া ॥
তিন মাইল দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটি হাঁটি।
উপস্থিত হইলেন ঠাকুরের বাটী ॥
আসিবামাত্রই প্রভু সেসব চাহিয়া।
খাইলেন সবি তাহা পুলকে মাতিয়া ॥
এ-রান্না খাইয়া তিনি এতখানি তৃপ্ত।
এ-কথায় তুষিলেন রাঁধুনীর চিত্ত ॥
"আহা ! আহা ! কিবা রান্না ! এতো যেন সুধা !
এ-রান্নায় মিটে যায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ॥"
এমতি পুলক হেরি' সে-অঘোরমণি।
অশ্রুধারা ত্যজিলেন তখনি তখনি ॥
সাথে সাথে সে-রমণী ভাবিলেন ইয়া।
'গরীব কাঙ্গাল আমি'—এমতি বুঝিয়া ॥
সামান্য জিনিস মোর কৃপা করি' খেয়ে।
এতখানি গুণগান করিছেন স্নেহে ॥
এইভাবে ক্রমে পার দুই চারিমাস।
ঘন ঘন যান নারী প্রভুর সকাশ ॥
এ রমণী সাধ্যমত যা করেন রান্না।
প্রভুরে সেসব দিতে কভু ভুলে যান না ॥
কখনো কখনো পুনঃ প্রেমময় সাই।
ব্রাহ্মণীরে কহিতেন এমত কথাই ॥

"সস্‌সড়ি বানায়ে নিয়া সুষনি শাকের।
চচ্চড়ি বানায়ে আর কলমী শাকের ॥
এরপরে এনো কিন্তু আমার লাগিয়া।"
এইমত শুনি' মাতা চিন্তিতেন ইয়া ॥
এ-সাধুর মুখে শুনি শুধু 'খাই খাই'।
'এটা সেটা এনো' ছাড়া কোন কথা নাই ॥
গোপালে স্মরিয়া মাতা তাই কন হেন।
"এ-সাধু আমার ভাগ্যে জোটাইলে কেন ॥
'খাই খাই' ছাড়া এঁর কথা নাহি আছে।
ধুৎ—আর আসিবনা এ-সাধুর কাছে ॥
যদিও ভাবিয়া উহা গৃহে চ'লে যান তো।
গৃহে গেলে এ-চিন্তায় হৃদয় অশান্ত ॥
আবার যাইব কবে কখন যাইব।
কী তাঁরে নূতন ক'রে রেঁধে খাওয়াইব ॥
ব্রাহ্মণী এমত যবে ব্যাকুল অন্তরে।
যাতায়াত করিছেন ঠাকুরের ঘরে ॥
ইতিমধ্যে একদিন হৃদয়রঞ্জন।
ব্রাহ্মণীর ভবনেতে করেন গমন ॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্তি সেথা দরশন করি'।
সংকীর্তন করিলেন ভাবাবেশে পড়ি' ॥
বিমুগ্ধ হইল তাতে সেথার সবাই।
তবে যারা সেথাকার বৈষ্ণব গোঁসাই ॥
প্রভুর কীর্তন তারা শুনি' সেইদিন।
কতটা সন্তুষ্ট হ'ল—বলা সুকঠিন ॥
এইকথা বলিবার এ-কারণ আছে।
তাদের প্রভুত্ব তারা হারাইবে পাছে ॥
এমত আশঙ্কাভরে ঈর্ষা করি' তারা।
ঠাকুরের গুণগানে দেয় নাই সাড়া ॥
এমতি অভ্যাসে ভরা ব্রাহ্মণীর মন।
দুইটি ঘটিকা নিশি বাজিত যখন ॥
শয্যা থেকে তৎক্ষণাৎ উঠি' তাড়াতাড়ি।
শৌচ-আদি ক্রিয়া তিনি লইতেন সারি' ॥

তিনটি ঘটিকা নিশি বাজিত যখনি।
জপ লাগি বসিতেন সে-অঘোরমণি ॥
আট থেকে নটা বেলা বাজিত যখন।
জপের করম তিনি করি' সমাপন ॥
সিনান করম পরে সমাপ্ত করিয়া।
শ্রীমূরতি হেরিতেন দেবালয়ে গিয়া ॥
অতঃপর বিগ্রহের সেবাকাজে গিয়ে।
দ্বিতীয় প্রহরে তাহা শেষ ক'রে নিয়ে ॥
আপনার রন্ধনাদি সমাপন ক'রে।
আহারান্তে শুইতেন ক্ষণিকের তরে ॥
বিশ্রামের শেষে মাতা আসন পাতিয়া।
পুনরায় বসিতেন জপের লাগিয়া ॥
সাঁঝেতে বাজিত যবে আরতির ঘণ্টা।
দেউলেতে গিয়া মাতা স'পে দিয়া মনটা
দেবতারে প্রণমিয়া আরতির পরে।
জপ লাগি বসিতেন ফিরে আসি' ঘরে ॥
জপকার্য শেষ করি' রজনী নিঝুমে।
স্বল্প দুধ পান ক'রে যাইতেন ঘুমে ॥
শরীরের বায়ু তাঁর অতিশয় তপ্ত।
তাই তাঁর নিদ্রা কম—আসাও তা শক্ত ॥
বুকেতে ধড়ফড়ানি প্রায়ই মাঝে মাঝে।
মনেতে সোয়াস্তি তাই মোটে ছিল না যে।
ইহা শুনি' কহিলেন প্রভু গুণময়।
"ও তোমার হরিবাই অন্য কিছু নয় ॥
ওটা যদি চ'লে যায় কি নিয়া রহিবে।
ওমত হইলে তবে কিছু খেয়ে নিবে ॥"

দিব্যদরশন

আঠারশ চুরাশীর শীত ঋতুঅন্তে।
ধরণী পুলকপ্রাণা মধুর বসন্তে ॥
পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ মাতা বসুন্ধরা।
নবীন উৎসাহে তিনি উচ্ছ্বল অন্তরা ॥
সকলে মাতিছে এবে নব-জাগরণে।
সুজনে সুদিকে আর কুদিকে কুজনে ॥
এইকালে একদিন নিশি তিনটায়।
যে-ঘটনা ঘ'টেছিল গাহি তা হেথায় ॥
ব্রাহ্মণী অঘোরমণি জপ সাঙ্গ ক'রে।
ইষ্টদেবে সেই জপ সঁপিবার তরে ॥
করিতেছিলেন যবে ন্যাস-প্রাণায়াম।
দরশন লভিলেন নয়নাভিরাম ॥
যেরূপ হইল ঐ সুখ-দরশন।
তিনিই দিলেন তার এই বিবরণ ॥
"শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিকটে আসিয়া।
নীরবে আমার বামে আছেন বসিয়া ॥
ভাবিতে লাগিনু আমি বিস্মিত হিয়ায়।
কোত্থেকে কেমনে তিনি এলেন হেথায় ॥
দখিনেশ্বরের প্রভু যেমন জীবন্ত।
এ-মূরতি তেমনি যে স্পষ্ট প্রাণবন্ত ॥
আবার হেরিনু আমি বিস্ময়ে সন্তোষে।
মুচকি মুচকি তিনি হাসিছেন ব'সে ॥
দখিন হস্তটি তাঁর স্থির মুষ্টিবদ্ধ।
এবার বিস্ময়ে আমি না থাকিয়া স্তব্ধ ॥
আমার বাঁ-হাতখানি বাড়ায়ে হঠাৎ।
ধরিতে গেলাম যবে তাঁর বাম হাত ॥
সে-মূরতি কোথা গেল ! পারিনি তা ধরতে।
আরেক মূরতি এল তার পরিবর্তে ॥
দশমাস বয়সের সুন্দর কুমার।
যথার্থ গোপালরূপ সর্বঅঙ্গে তাঁর ॥
ধীরে ধীরে এল ছেলে হামাগুড়ি দিয়া।
রূপেতে অতুল ছেলে ধরা-ভুলানিয়া ॥
মম মুখ পানে চেয়ে এক হাত তুলি'।
মিনতি করিয়া মোরে কহিল এ বুলি ॥
'মা আমায় ননী দাও, ননী দাও মোরে'।
আমিতো হেরিয়া উহা বিস্ময়ের ঘোরে ॥

আত্মহারা হ'য়ে যেন ক্ষণিকের তরে।
ক্রন্দন করিয়াছিনু এতখানি জোরে॥
ছুটিয়া আসিত সবে শুনি' সেই ধ্বনি।
তবে সেথা ছিলনাকো কোন লোকজনই॥
কেঁদে কেঁদে গোপালেরে কহিলাম ইয়া।
"আমিতো দুঃখিনী বাবা দীনা কাঙ্গালিয়া॥
ক্ষীর ননী কোথা থেকে করিব যোগাড়।"
সে-কথা তাহার কানে গেলনাকো আর॥
'খেতে দাও, খেতে দাও' কহি' শুধু মুখে।
হাতখানি বাড়াইয়া আমার সমুখে॥
স্থিরনেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া।
কি করি—তখন আমি ভেবে না পাইয়া॥
নারিকেল-নাড়ু কিছু আনি' সিকা হ'তে।
গোপালেরে খাওয়াইনু ভাসি' অশ্রুস্রোতে॥
সাথে সাথে স্নেহভরে কহিনু এহেন।
"ওবাবা গোপাল মোর, ওগো প্রাণধন!!
যে-কুখাদ্য দিনু আজি তোমার মুখেতে।
তা যেন আমায় কভু দিওনাকো খেতে॥
সে-নিশিতে জপতপ শেষ এখানেতে।
গোপাল আসিয়া বসে আমার ক্রোড়েতে॥
কভু মালা কেড়ে নেয় কভু কাঁধে চড়ে।
কভু ঘোরে ঘরময় কত কী যে করে॥
প্রভাতে এ-চিন্তা যবে উদিল মনেতে।
'এখনি যাইব আমি দখিনেশ্বরেতে॥'
গোপালও আমার সাথে যাইবে বলিয়া।
আমার আঁচলখানি টানিয়া ধরিয়া॥
তাকাইল মোর পানে সকরুণ চক্ষে।
একহাতে তাই তাকে ধরি' মোর বক্ষে॥
অপর হাতটি রাখি' তাহার নিতম্বে*।
চলিনু প্রভুর গৃহে অনতিবিলম্বে॥
হাঁটিয়া চলিনু পথ নাহি দিয়া ক্ষান্তি।
মনেতে ছিলনা তিলও পথ-চলা ক্লান্তি॥

তখন এ-দৃশ্য মোরে দিল ঝলকানি।
গোপালের টুকটুকে রাঙ্গা পা'দুখানি॥
আমার বক্ষের 'পরে রহিয়াছে ঝুলি'।
মুখেতে ছিলনা তার কোন শব্দ-বুলি॥"
ঠাকুরের কর্মে রতা কোন নারীভক্ত।
পরের কাহিনী হেন করিয়াছে ব্যক্ত॥
"ঠাকুরের ঘরে আমি দিতেছিনু ঝাঁট।
হয়ত তখন বেলা সাড়ে সাত আট॥
সহসা এমতি শুনি' স্তব্ধ মোর প্রাণ তো।
দূর থেকে কেবা যেন হইয়া উদ্ভ্রান্ত॥
'গোপাল, গোপাল' বলি' ডাকি' উচ্চকণ্ঠে।
আসিছে প্রভুর গৃহে অতি হন্তে-দন্তে॥
কণ্ঠস্বর পরিচিত—হইা বুঝা গেল।
ক্রমেত সে-উচ্চরব অতি কাছে এল॥
সহসা বিস্ময়ভরে তাকাইয়া দেখি।
গোপালের মাতা আজি পাগলিনী একি!!
এলোথেলো উড়ো ভাব তার কেশগুচ্ছে।
চোখের চাহুনি তার ললাটেতে—উচ্চে॥
ভূমিতে লুটায়ে আছে তাহার অঞ্চল।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই অতীব চঞ্চল॥
এমতি বেশেতে নারী ছুটিয়া আসিয়া।
প্রভুর গৃহেতে এল পূর্বদ্বার দিয়া॥
ঠাকুর তখন তাঁর তক্তপোশে বসা।
গোপালের মাকে হেন হেরিয়া সহসা॥
ভাবগ্রস্ত হইলেন প্রেম চূড়ামণি।
ইতিমধ্যে আসি' সেথা সে-অঘোরমণি॥
বসিলেন ঠাকুরের কাছে অতিশয়।
পুত্রসম সেইকালে প্রেম গুণময়॥
রমণীর কোলে গিয়া বসিলেন নিজে।
প্রেমলোরে রমণীর বক্ষ গেল ভিজে॥
ক্ষীর ননী যাহা নারী এনেছিল সঙ্গে।
শ্রীঠাকুরে দিল তাহা থাকি' ভাব-রঙ্গে॥

* পাছায়

প্রেমময় শ্রীঠাকুর ভাব-অবসানে।
বসিলেন আপনার তক্তোপোশখানে ॥
রমণীর ভাব তবে হইলনা ক্ষান্ত।
পুলকেতে আটখানা তার মন প্রাণ তো ॥
'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে' কত কিছু আর।
পাগলিনী সমতুল কহি' অনিবার ॥
সারা ঘর ভ্রমিলেন করি' প্রেমনৃত্য।
তাহা হেরি' কহিলেন প্রভু জ্ঞানাদিত্য ॥
"আনন্দে উহার মন উছলি' উঠিয়া।
গোপাল-লোকেতে এবে গিয়াছে চলিয়া ॥"
ব্রাহ্মণী থাকিয়া হেন ভাবেতে বিভোর।
শ্রীঠাকুরে কহিলেন ত্যজি' আঁখিলোর ॥
"এই যে গোপাল মোর কোলের উপরে।
ঐ যে ঢুকিয়া গেল তোমার ভিতরে ॥
এই যে বেরিয়ে এসে খেলে পুনরায়।
দুঃখিনী মায়ের কাছে আয় বাবা আয় ॥"
কহিতে কহিতে হেন সে-অঘোরমণি।
এইমত পুনরায় হেরিল তখনি ॥
কভু মেশে সে-গোপাল ঠাকুরের অঙ্গে।
কখনো উজ্জ্বল এক বালকের ভঙ্গে* ॥
বসিয়া বসিয়া করে কত বাল্যখেলা।
শাসন বারণ কিছু মানেনা এবেলা ॥"
বুঝিবা আজিকে থেকে সে-অঘোরমণি।
সত্যি সত্যি হইলেন গোপাল-জননী ॥
হাবভাব দেখে তাঁর শ্রীঠাকুর রায়।
'গোপালের মাতা' বলি' ডাকিলেন তাঁয় ॥
শ্রীহাত বুলায়ে পরে ব্রাহ্মণীর বক্ষে।
মিষ্টান্ন-খাবার যাহা ছিল তাঁর কক্ষে ॥
মাকে তাহা খাওয়ালেন যতনেতে ভারি।
খেতে খেতে ভাবঘোরে কহিল সে-নারী ॥
"দুঃখিনী জননী তব ওবাবা গোপাল।
বহু কষ্টে এ-জনমে কাটায়েছে কাল ॥

টাকুয়া ঘুরিয়ে মাতা সুতো কেটে কেটে।
তারপরে সেই সুতা পাক দিয়া এঁটে ॥
উপবীত বানাইয়া বাজারেতে বেচে।
কতশত দিন তাঁর এ-জীবনে গেছে ॥
সে-কথা বুঝিয়া বুঝি ব্যথা ল'য়ে ভারি।
আজিকে তুষিছ মাকে হৃদয় উজাড়ি' ॥"
গোপালের মাকে প্রভু অতীব যতনে।
সারাদিন রাখিলেন আপন ভবনে ॥
সমাপন করালেন স্নানাহার পান।
হৃদয়ে কিছুটা শান্তি করি' হেন দান ॥
গোধূলির স্নিগ্ধ আলো থাকিতে থাকিতে।
পাঠায়ে দিলেন মাকে কামারহাটিতে ॥
ভাবদৃষ্ট সে-গোপালও ফিরিবার কালে।
বসিল মায়ের কোলে আপন খেয়ালে ॥
নিজগৃহে ফিরি' মাতা, নিভৃতে নীরবে।
আসনে জপের লাগি বসিলেন যবে ॥
সে-সময়ে জপ কিন্তু হইলনা আর।
এইমত রহিয়াছে কারণ তাহার ॥
যাঁর লাগি এত জপ, এতটা চিন্তন।
এখন তো সেই ইষ্ট কাছে কাছে রন ॥
সমুখেতে নানা রঙ্গে থাকি' ইষ্টপ্রভু।
নানাকিছু আবদারও করিছেন কভু ॥
জপ থেকে উঠে তাই প্রসন্ন হৃদয়ে।
শয়নে গেলেন মাতা গোপালেরে ল'য়ে ॥
তক্তপোশ 'পরি তাঁর বিছানাটি পাতা।
বালিশ ছিলনা তাঁর রাখিবারে মাথা ॥
এর লাগি দেখা দিল এক গোলমাল।
উস্-খুস্ করিতেছে সে-বাল গোপাল ॥
বালকের অসুবিধা বুঝে নিয়া মাতা।
মাতারই বাহুতে রাখি' বালকের মাথা ॥
কোলের ভিতরে আনি' ভুলাইতে তাঁয়।
বালকে কহিল মাতা স্নেহালু ভাষায় ॥

* ভঙ্গীমায়

"এ-রাত একটু কষ্টে শোও এইভাবে।
নরম বালিশ তুমি কাল থেকে পাবে॥
আনাইয়া দিব তাহা কলিকাতা থেকে।
আরামে শুইবে তুমি তাতে মাথা রেখে॥"
প্রভাতে উঠিয়া মাতা গোপালের তরে।
রাঁধিতে গেলেন যবে রন্ধনের ঘরে॥
রাঁধিবার কাঠ নাই হেরিয়া নয়নে।
বাগানে গেলেন মাতা কাষ্ঠ-আহরণে॥
গোপালও তাঁহার সনে কাষ্ঠ কুড়াইয়া।
রান্নাঘরে বারংবার দিল তা আনিয়া॥
তারপরে সেই রান্না আরম্ভ যখন।
দুরন্ত বালক আসি' কখন কখন
মায়ের নিকটে বসে, কভু দলি' পৃষ্ঠ।
আবদার করি' নানা করিছে অতিষ্ঠ॥
কভু মাতা মিষ্টিবাক্যে বুঝান বালকে।
'কৃত্রিম-কটূক্তি* ক'রে কভু দেন ব'কে॥
এইমত ঘটনার কিছুদিন পরে।
একদা ব্রাহ্মণী বসি' নহবত-ঘরে॥
নিয়মিত জপকার্য সমাধান ক'রে।
উঠে যবে দাঁড়ালেন প্রণতির পরে॥
পঞ্চবটী দিক থেকে শ্রীঠাকুর আসি'।
ব্রাহ্মণীরে কহিলেন মুখে ল'য়ে হাসি॥
"এখনো কেনগো কর অত জপতপ।
দরশন-আদি তব হ'য়েছে তো সব॥"
গোপালের মাতা উহা শ্রবণ করিয়া।
'সব কি হ'য়েছে মোর ?' শুধালেন ইয়া॥
জবাবেতে শ্রীঠাকুর কহিলেন হেন।
"সকলি হ'য়েছে তব—এইটুকু জেনো॥
নিজ লাগি জপতপ হ'ল তব সাঙ্গ।"
পুনঃ প্রভু কহিলেন দেখায়ে নিজাঙ্গ** ॥
"এখনো জপেতে যদি ইচ্ছা ওঠে জাগি'।
তাহ'লে জপিতে পার এ দেহের লাগি॥"

জবাবে মা কহিলেন এমতি বচন।
"তবে আমি যাহা যাহা করিব এখন॥
সকলি তোমার তাহা—সকলি তোমার।
কিছুই নাহিকো মোর ধরার মাঝার॥"
ব্রাহ্মণী ওকথা স্মরি' কহিতেন পিছু।
'সকলি হ'য়েছে মোর বাকী নাই কিছু॥'
এমতি শুনিয়া আমি গোপালের মুখে।
জপমালা ত্যজেছিনু ভাগীরথী বুকে॥
তারপরে গোপালের মঙ্গলের তরে।
মনপ্রাণ দিয়া আমি জপিতাম করে*॥
কিছুদিন অবসানে ভাবিলাম মনে।
কি ক'রে সময় মোর কাটিবে জীবনে॥
এইমত এল যবে ভাবনার জ্বালা।
কিনিলাম পুনঃ এক জপনের মালা॥
মালাজপা এইমত সুরু পুনরায়।
কিছুটা সময় মোর এতে কেটে যায়॥"
গোপালের মাতা এবে প্রভুর সকাশে।
আগেকার চেয়ে বেশ ঘন ঘন আসে॥
ভোজনের তরে ছিল যে-আচার তাঁর।
এবে কিন্তু সে-আচার রহিল না আর॥
মহাভাব-তরঙ্গেতে ভেসে গেছে তাহা।
গোপালভাবেতে শুধু মন আহা! আহা!!
কি করিয়া সে-আচার রাখিবেন তিনি।
গোপাল খাইতে চায় সারা নিশিদিনি॥
আবার এমত কভু চোখে প'ড়ে যায়।
বালক গোপাল যদি কোনো কিছু খায়॥
খেতে খেতে দেয় কিছু জননীর মুখে।
মাতাও তা খেয়ে নেন স্নেহভরা সুখে॥
সন্তান মায়ের মুখে তুলে দিলে খাদ্য।
তা কি কভু ফেলা যায় ? তাই খেতে বাধ্য॥
মুখ থেকে তাহা কভু ফেলিলে জননী।
কাঁদিয়া-কাটিয়া ছেলে অস্থির তখনি॥

** নিজের দেহ * নকল কটু কথা

* হাতে

জননী থাকিয়া হেন ভাবের তরঙ্গে।
স্পষ্ট ইহা বুঝিলেন না থাকিয়া দ্বন্দ্বে॥
"ঠাকুরের খেলা ছাড়া ইহা কিছু নয়।
গোপালের রূপ ধরি' প্রভু গুণময়॥
সদা মোরে দিতেছেন দিব্যদরশন।
তিনিই তো ঘনশ্যাম রাধিকামোহন॥"
এমত অঘোরমণি দুই মাস ধরি'।
বালরূপ কৃষ্ণধনে বুকে পিঠে করি'॥
কৃষ্ণসনে রহিলেন নিশিদিনমান।
লভিলেন তার ফলে এইমত জ্ঞান॥
চিন্ময় নাম ধাম চিন্ময় শ্যাম।
সর্কলি যে চিন্ময় যাহা রূপনাম॥
যে-জন ধরার মাঝে মহাভাগ্যবান।
তিনিই কেবলমাত্র এ দরশ পান॥
ঈশ্বরে বাৎসল্যরতি* দুর্লভ জগতে।
স্বল্পজনই ধন্য হয় এ সাধনব্রতে॥
ঈশ্বরের আছে যেই ঐশ্বর্য সম্ভার।
সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে যার॥
তাহার বাৎসল্যরতি কভু নাহি আসে।
যাহার বাৎসল্যরতি আসে মনাকাশে॥
সেজন এ-পুণ্য রতি অতি নিষ্ঠা দিয়া।
ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত করাইয়া নিয়া॥
তারপর ঈশ্বরের দরশন লভে।
এরূপ সাধন-কার্য সুকঠিন তবে॥
ব্রাহ্মণীরে কয়েছেন অবতার রবি।
"তোমার তো দেখিতেছি হ'য়ে গেছে সবি
দীর্ঘদিন থাকে যদি এই ভাব-ঘোরে।
দেহ তার থাকেনাকো ধরণীর 'পরে॥
এভাবে দুমাস যবে ক্রমে অবসান।
মাতার দরশ ভাব ক্রমেতেই ম্লান॥
স্থির হ'য়ে বসি' তবে কোনো জায়গায়।
কভু যদি ডুবিতেন গোপাল-চিন্তায়॥

* সন্তান-স্নেহ

দরশন লভিতেন আগেরি মতন।
ব্রাহ্মণীর পূর্বকথা হেথা সমাপন॥

গোপালের মার শেষ কথা

আঠারশ' পচাশির উল্টোরথ দিন।
বলরাম নিবাসেতে প্রভু সমাসীন॥
রমাকান্ত বসু স্টীটে বাগবাজারেতে।
সাতান্ন নম্বরখানি যেই আলয়েতে॥
সে-গৃহেই থাকিতেন ভক্ত বলরাম।
প্রভুর চরণ-স্পর্শে এই পুণ্যধাম॥
কতবার হইয়াছে ধন্য মধুরাই*।
সেকথা সঠিকরূপে কারো জানা নাই॥
আবার এ গৃহে কত ভকত প্রপন্ন**।
ঠাকুরের দরশনে হইয়াছে ধন্য॥
তাহারও বুঝিবা আর ইয়ত্তাই নাই।
রহস্য করিয়া তাই কহিতেন সাই॥
"রাণীর বাগানে যেই দেবীর আগার।
তাহাই প্রথম কেল্লা মাতা কালিকার॥
যে-বাটীতে থাকে ঐ ভক্ত বলরাম।
মায়ের দ্বিতীয় কেল্লা সেই পুণ্যধাম॥"
এরি সাথে এ কথাও দিতেন যে জুড়ে।
"বলরাম-পরিবার বাঁধা এক সুরে॥"
পিতামাতা সন্তানাদি আরো সব যত।
সে-গৃহের সকলেই প্রভুর ভকত॥
শ্রীযুকত বলরাম অতি ভক্তিমান।
তার কিছু বিবরণ এবে করি দান॥
গাহিয়াছি আগে ইহা পুঁথির মাঝার।
ভাবমাঝে একদিন প্রেমঅবতার॥
হেরেছেন চৈতন্যের নগরকীর্ত্তন।
তাহার ভিতরে ছিল কিছু ভক্তজন॥
যাঁহাদেরে শ্রীঠাকুর ভাবচোখে দেখে।
হৃদয়ে সে-সুখস্মৃতি রেখেছেন এঁকে॥

* মধুর ** আশ্রয়প্রার্থী

শ্রীযুক্ত বলরাম তারি একজন।
প্রথমে যেদিন ঐ ভকতসুজন ॥
আসিলেন ঠাকুরের পবিত্র আগারে।
দেখামাত্র শ্রীঠাকুর চিনিলেন তাঁরে ॥
বলরাম বসু এক খ্যাত জমিদার।
উড়িষ্যার কোঠারেতে জমিজমা তাঁর ॥
শ্যামচাঁদ বিগ্রহের সেবা আছে তথা।
পুনরায় জানা যায় এইমত কথা ॥
বৃন্দাবনে আছে তাঁর এক কুঞ্জবন।
শ্যামের রয়েছে তথা মন্দিরভবন ॥
সেথাও কৃষ্ণকে পূজে নিত্যপূজা দিয়ে।
জগন্নাথ শ্রীবিগ্রহ আছে নিজগৃহে ॥
তাই হেন কহিতেন শ্রীপ্রভু বরণ্য।
"সুভক্ষ্য পবিত্র অতি বলরাম-অন্ন ॥
পূরব-পুরুষ থেকে ভক্ত ওরা সবে।
অতিথি ফকির ভিখু দ্বারে আসে যবে ॥
সকলে লভিয়া থাকে অতীব যতন।
ওর পিতা তিয়াগিয়া সংসারবন্ধন ॥
বৃন্দাবনে বসি' সদা হরিনাম করে।
ওর অন্ন খাই তাই অতি ভক্তিভরে ॥"
আরেক কারণও আছে ইহার মাঝার।
বলরাম পেয়েছিল সেবা-অধিকার ॥
সেসব গাহিব পরে পুঁথির পাতায়।
আরেক কাহিনী এবে গাহিব হেথায় ॥
সাধনার কালে প্রভু যাচনা করিয়া।
আরাধ্যা মাতাকে কভু ক'য়েছেন ইয়া ॥
"নীরস শুক্নো সাধু ক'রোনা আমায়।
রসে বসে যেন মোর দিন চ'লে যায় ॥"
প্রভুর যাঁচনা শুনি' জগতজননী।
দেখায়েছিলেন তাঁকে এমত তখনি ॥
জীবনে আসিবে তাঁর চারি রসদ্দার।
তারাই যোগাবে তাঁর খাদ্য-উপচার ॥

এই মহাভাগ্যবান রসদ্দার কে কে।
সে-বিষয়ে জানি হেন পুণ্য গ্রন্থ থেকে ॥
প্রথমে মথুরানাথ দ্বিতীয়েতে শম্ভু।
যোগালেন ঠাকুরের অন্ন-আদি অম্বু* ॥
তৃতীয় সুরেশ মিত্র—ইহা জানা যায়।
'সুরেন্দর' বলি' তাঁকে ডাকিতেন রায় ॥
"পুরা এক রসদ্দার সুরেন্দর নহে।
অর্ধজন বলি' তার পরিচয় রহে ॥"
ঐমত কহিতেন শ্রীঠাকুর রায়।
তাহ'লে আড়াইজন হ'ল গণনায় ॥
দেহে যবে ত্যজিলেন প্রেমঅবতার।
ছয় কিংবা সাত বর্ষ আগ থেকে তার ॥
ঠাকুরের যাহা কিছু হ'ত প্রয়োজন।
সুরেন্দ্রই মিটাতেন তখন তখন ॥
যেসব ভকত ছিল প্রভুর সেবায়।
তারা যাতে কিছু লাগি কষ্ট নাহি পায়।
সুরেন্দ্র করিয়া দিত বন্দোবস্ত তার।
এরি লাগি তিনি বুঝি অর্ধ রসদ্দার ॥
একথাও জানে সব ভকতসুজন।
প্রভু যবে ত্যজিলেন নশ্বর জীবন ॥
তাঁহার ভকতদের থাকিবার তরে।
সুরেশই স্থাপিল মঠ বরাহনগরে ॥
এই ছোট মঠখানি ক্রমেতে ক্রমেতে।
পরিণত হ'য়ে গেল বেলুড় মঠেতে ॥
রসদ্দার কথা এবে কহি পুনরায়।
আগেতো আড়াইজন হ'ল গণনায় ॥
এখনো তো দেড়জন র'য়ে গেল বাকী।
এ বিষয়ে গ্রন্থে গেল এই কথা আঁকি ॥
কারা ঐ ভাগ্যবান বাকী দেড়জন।
তাহা ল'য়ে কেহ কেহ এইমত কন ॥
বলরাম বসুজীই একজন তার।
মিসেস সারা. সি. বুল বাকীজন আর ॥

* জল

আমেরিকা নিবাসিনী এই রমণীর।
স্বামীজীর প্রতি ছিল শ্রদ্ধা সুগভীর ॥
বলরাম আর বুল—এঁরা দুইজন।
বিখ্যাত বেলুড় মঠ করিতে স্থাপন ॥
দিয়েছেন সবিশেষ সহায়তা ধন।
তাইতো তাঁরাই বুঝি বাকী দেড়জন ॥
ইঁহাদের কেবা এক কেইবা আধেক।
গ্রন্থমাঝে সে-কথার নাহিকো উল্লেখ ॥
বলরাম ভক্তবর যেদিন হইতে।
আসিছেন ঠাকুরের পুণ্য গৃহটিতে ॥
সেদিন হইতে তিনি ঠাকুরের জন্য।
আহারাদি যোগাইয়া হইলেন ধন্য ॥
ঠাকুরের কী কী লাগে—সে-সকল বুঝি'।
আনিতেন সাগু, বার্লি, মিছরি ও সুজি ॥
তার সাথে ভার্মিসেলি, চাল, টেপিওকা।
আরো কত আনিতেন নাই লেখাজোখা ॥
আঠারশ পচাশির উল্টোরথ দিন।
বলরাম-বাসে প্রভু সুখ-সমাসীন ॥
চারিদিক থেকে আজি ভক্ত সমাগম।
তারমাঝে নারী-ভক্ত নহে কিছু কম ॥
কোনো কোনো রমণীকে প্রভু গুণধাম।
দানিয়াছিলেন বেশ নব নব নাম ॥
কাহারো বা ভাব প্রেম নেহারিয়া আঁখে।
'কৃপাসিদ্ধ গোপী' ব'লে কহিতেন তাঁকে ॥
আবার কারোরে হেন কহিতেন তিনি।
"বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী' যে এ-সতী কামিনী ॥
সুক্তনী রাঁধিতে নারী সিদ্ধহস্ত যেন"
কাকেও লখিয়া পুনঃ কহিতেন হেন ॥
"যেহেতু এ-নারী এক ডাক্তার-গৃহিণী।
দু'চারটে ঔষধাদি জানে এ কামিনী ॥"
এমতি কহিয়া দিয়া শ্রীঠাকুর রায়।
পেটের ঔষধ কী কী—শুধালেন তায় ॥

এমতি ছেলেমি হেরি' সব নারীভক্ত।
অতি উচ্চ হাস্যরোলে হইতেন মত্ত ॥
রমণী ভকত আজি হাজির সবাই।
গোপালের মাতা তবে হেথা আসে নাই ॥
গোপালের মাকে তাই আনিবার তরে।
বলরামে ডাকি' প্রভু অতি ব্যস্তভরে ॥
কহিয়া দিলেন তাঁরে এমতি বচন।
"কামারহাটিতে লোক করহ প্রেরণ ॥"
ভক্তসনে করি' পরে সুখ-আলাপন।
সমাপ্ত করিয়া প্রভু— মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥
ভোজনান্তে ক্ষণতরে শয়নে থাকিয়া।
আলাপনে মাতিলেন হলঘরে গিয়া ॥
অতঃপর ক্রমে যবে ঘনাইল সন্ধ্যা।
ভাবের আবেশে পড়ি' প্রভু প্রেমনন্দা* ॥
করিতেছিলেন যেই অপরূপ ভঙ্গী।
কহিলেন তাহা হেন এক ভক্তসঙ্গী ॥
"বালক গোপালসম শ্রীঠাকুর কানু।
তাঁহার একটি হাত আর দুটি জানু ॥
হামাগুড়ি-দেয়া ভাবে ভূমিতে পাতিয়া।
অপর হাতটি তিনি উপরে তুলিয়া।
ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলি' চাহি' কারো পানে।
না জানি কি মাগিছেন সতৃষ্ণ নয়ানে ॥
সতৃষ্ণ নয়নদুটি ছিল তাঁর হেন।
বাহিরের কোনো কিছু হেরিছেনা যেন ॥
আবার সে-আঁখি দুটি অর্ধনিমীলিত।
এইমত ভাবে প্রভু যবে সমাহিত ॥
গোপালের মাতা সেথা আসি' সেইক্ষণে।
ইষ্টরূপে হেরিলেন প্রভু প্রাণধনে ॥
তখন সেখানে ছিল যে-ভকতগণ।
এ চিন্তা তাদের মনে উদিল তখন ॥
'গোপালের মাতা এবে আসিবে হেথায়।
এইমত চিন্তা করি' শ্রীঠাকুর রায় ॥

* যিনি প্রেমের কীর্তন করেন

গোপালের রূপে হেন ভাবেতে আবিষ্ট।
কারণ, তিনিই এবে সে-নারীর ইষ্ট ॥
শুধুমাত্র সে-নারীর ভকতির জোরে।
ঠাকুর আবিষ্ট এবে এই ভাবঘোরে ॥
এইমত চিন্তা করি' সে-ভকতগণ।
• ব্রাহ্মণীরে জানাইল প্রীতি ও বন্দন ॥
ভাবে এবে কাষ্ঠসম প্রভু প্রেমদাতা।
ইহা হেরি' কহিলেন গোপালের মাতা ॥
"কাষ্ঠসম কেন মোর গোপাল—কানাই।
এমত গোপালে মোর প্রয়োজন নাই ॥
হাসিবে খেলিবে সদা আমার গোপাল।
কেন বা অমন হ'ল—এ কোন্ খেয়াল ॥"
এমত ঘটনা শুনি' কোন কোনজন।
হয়ত বা করিবেন এমতি চিন্তন ॥
"পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স যাঁহার।
এইমত ভাব এলে তাঁহার মাঝার ॥
ইহাতো কেবলমাত্র ছেলেমানুষিই।
বয়স্ক জ্ঞানীরা কভু এতে হয় খুশী ??
তাহারা বিরক্ত হ'য়ে কবে এ কথাই।
"এসব তো ভাব নয়—এযে যাচ্ছে তাই ॥
কোথাকার বুড়োহাবড়া মিন্সে পাগল।
কতই না ঢং করে আবোল-তাবোল ॥
ছোট ছেলে নাচে যদি কিংবা ভাব করে।
তাহাতে সবার মন পুলকেতে ভরে ॥"
তাইতো বিবেকানন্দ কহিতেন রাগে।
"গণ্ডারের খেম্‌টি নাচ কার ভাল লাগে ॥"
কিন্তু যবে কহিতেন ঐমত বাত*।
প্রভুর সহিতে তাঁর ঘটেনি সাক্ষাৎ ॥
সাক্ষাতের পরে কিন্তু সে-বিবেকানন্দ।
ঐমত ভাব গানে লভিয়া আনন্দ ॥
খুশীভরে ক'য়েছেন এমতি বচন।
"যদিও বা শ্রীঠাকুর প্রৌঢ় এখন ॥
বড় মিষ্টি লাগে তাঁর ভাব, নাচ, গান।"
কহিয়াছিলেন পুনঃ গিরিশ মহান ॥
"একটা বৃদ্ধ মিন্সে' যদি নাচে গায়।
তাহা যে এতটা ভাল কভুও দেখায় ॥
স্বপনেও তাহা আমি কভু ভাবি নাই।
আমি তাঁর নাচ গানে থ বনিয়া যাই ॥"
বলরাম-গৃহে আজ প্রভু প্রাণধন।
গোপালের ভাবে যবে আবিষ্ট অমন ॥
এতখানি প্রাণবন্ত তাঁর সেই ভাব।
সে-ভাব করিল অতি বাস্তবতা লাভ ॥
ভাবের ঘরেতে চুরি না করেন প্রভু।
লোকেরে দেখাতে ভাব না করেন কভু ॥
কহিতেন তাই হেন প্রেমঅবতার।
"ডাইলুট' হ'য়ে যাই ভাবের মাঝার ॥"
রথযাত্রা মহোৎসব এবে অবসান।
তিনদিন প্রভু সেথা করি' অবস্থান ॥
এইবার ফিরিবেন আপনার গৃহে।
তরণীতে তাই তিনি উঠিলেন গিয়ে ॥
গোপালের মাতা আর গোলাপ-জননী।
প্রাণের প্রভুর সঙ্গে গেলেন তখনি ॥
বালক ভকত আরো গেল দুইজন।
এরা করে ঠাকুরের সেবা ও যতন ॥
বলরাম-পরিবারে যারা যারা ছিল।
গোপালের মাকে তারা বহু কিছু দিল ॥
গোপালের মার আছে কত অনটন !
গভীরভাবেতে করি' ওমতি চিন্তন ॥
হাতা বেড়ী দিল তাঁরে দিল হাঁড়ি খুন্তি।
আরো কত কী যে দিল—নাই গোণা-গুন্তি
তার সাথে দিল তাঁরে পরিধেয় বস্ত্র।
পুটুলি করিয়া নিয়া এ জিনিসপত্র ॥
তাহারা সকলে মিলি দিল সে-নৌকাতে।
প্রভুর নয়ন যবে পড়িল তাহাতে ॥

অতীব গম্ভীরভাব ধরিলেন সাই।
গোপালের মাকে তবে কিছু কন নাই ॥
গোলাপ-মাতার সনে প্রভু প্রাণধন।
করিলেন নানাবিধ ধর্মআলাপন ॥
কথার ফাঁকেতে হেন কহিলেন তায়।
"শুধুমাত্র ত্যাগীজন ভগবানে পায় ॥
লোকের গৃহেতে গিয়া খাওয়া-দাওয়া ক'রে।
শুধুহাতে যেইজন ফিরে নিজঘরে ॥
ঈশ্বরের গায়ে সে তো বসে ঠেস দিয়া।"
এইমত কত কথা গেলেন কহিয়া ॥
গোপালের মার সনে প্রভু প্রাণসাই।
একটি কথাও কিন্তু কভু কন নাই ॥
কহিতে কহিতে কথা প্রভু প্রাণপতি।
বারবার তাকালেন পুঁটুলির প্রতি ॥
ঠাকুরের হাবভাব হেরিয়া ব্রাহ্মণী।
মনোমাঝে এই চিন্তা লইলেন গণি' ॥
এ পুঁটুলি দিব এবে গঙ্গায় ফেলিয়া।
তাহ'লে সকল লেঠা যাইবে চুকিয়া ॥
করিতেন সদা প্রভু যাহা করণীয়।
কখনো বালক যেন পঞ্চমবর্ষীয় ॥
ওমত বালকভাবে থাকিতেন যবে।
খেলাধুলা হাসিঠাট্টা করিতেন তবে ॥
আবার র'য়েছে তাঁর কঠোর শাসন।
বেচালেতে কারো পা পড়িলে কখন ॥
অতি অল্প প্রয়াসেই প্রভু গুণমণি।
সংশোধন করায়ে তা দিতেন তখনি ॥
হেরিতেন যবে কারো কোনোই বেচাল।
মুখখানি ভারী ক'রে রাখি' ক্ষণকাল ॥
কোনো কথা নাহি কহি' তার সনে আর।
বুঝায়ে দিতেন তারে কী দোষ তাহার ॥
তাতে যদি নাহি হ'ত সংশোধন তার।
তবে তাকে করিতেন মৃদু তিরস্কার ॥

শ্রীমতী অঘোরমণি নহবতে গিয়া।
পূজনীয়া শ্রীমাতাকে কহিলেন হইা ॥
"অ বৌমা বল দেখি কি করি উপায়।
জিনিষের এ পুঁটুলি হ'ল মোর দায় ॥
গোপাল তো রেগে গেছে পুঁটুলি দেখিয়া।
মনে মনে তাই আমি ভাবিয়াছি ইয়া ॥
এসব লইয়া আর যাইবনা ঘরে।
এখানেই দিব সব বিতরণ ক'রে ॥"
দয়াময়ী মা সারদা ওমতি শুনিয়া।
গোপালের মাকে হেন দিলেন কহিয়া ॥
"উনি যাহা ব'লেছেন বলুনগে তাই।
তোমার লইতে উহা কোন বাধা নাই ॥
তোমার তো কেহ নাই এ ভবসংসারে।
তুমি উহা আনিয়াছ তব দরকারে ॥"
যদিও অঘোরমণি শুনিল ও-বাণী।
তথাপি পুঁটুলি থেকে কিছু কিছু আনি' ॥
কারোরে কারোরে তাহা দিল বিলাইয়া।
তারপরে নিজহস্তে রন্ধন করিয়া ॥
ভয়ে ভয়ে সে-সকল ল'য়ে নিজ হাতে।
প্রেমময় শ্রীঠাকুরে গেলেন খাওয়াতে ॥
জননী অঘোরমণি অনুতপ্তা এবে।
শ্রীঠাকুর ঐমত মনে মনে ভেবে ॥
তাঁকে নাহি কহিলেন কোন কিছু আর।
কথা কহি' করিলেন মিষ্টি ব্যবহার ॥
ইহাতে গোপাল-মাতা সোয়াস্তি লভিয়া।
শ্রীঠাকুরে যতনেতে খাওয়াইয়া নিয়া ॥
বিদায় মাগিয়া নিয়া খুশীভরা চিতে।
বৈকালে চলিয়া গেল কামারহাটিতে ॥
যদিও বা ব্রাহ্মণীর আগেকার মতো।
দরশন নাহি হয় এবে অবিরত ॥
কিন্তু যবে গোপালের দরশন তরে।
গোপালের চিন্তা করে ব্যাকুলঅন্তরে ॥

দরশন পান তিনি তখনি তখনি।
আবার কখনো যদি সে-অঘোরমণি ॥
শিখে নিতে চায় কিছু কোন বিষয়েতে ।
অমনি গোপাল আসি' তাঁর সমুখেতে ॥
হাতে-নাতে সব কিছু দেন বুঝাইয়া ।
কখনো কখনো পুনঃ হেরিতেন ইয়া ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ থেকে গোপাল আসিয়া ।
প্রভুরই অঙ্গেতে পুনঃ যায় মিলাইয়া ॥
ইহাতে এ জ্ঞান হ'ল গোপালের মার ।
অভিন্ন গোপাল আর প্রেমঅবতার ॥
আবার সে-বালমূর্তি সমুখে আসিয়া ।
গোপালের মাকে কভু দেখালেন ইয়া ॥
বিশেষ ভকতকুল ঠাকুরের যারা ।
ঠাকুর হইতে কভু ভিন্ন নহে তারা ॥
অভিন্ন ঠাকুর আর সে-ভকতকুল ।
ভগবান আর ভক্ত সদা সমতুল ॥
কাজেই সে-ভকতের ছোঁয়া যদি খায় ।
তাহার লাগিয়া কোন দোষে নাহি পায় ॥
ব্রাহ্মণী লভিল যবে ঐমত জ্ঞান ।
আহারেতে দ্বিধা তাঁর ক্রমে অবসান ॥
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইষ্টদেব তাঁর ।
এমতি গেয়ান যবে উদিল মাতার ॥
বালমূর্তি আর নাহি হ'ত দরশন ।
শ্রীঠাকুরে হেরিতেন যখন তখন ॥
ইহাতে মাতার মন ভ'রে গেল খেদে ।
একদা প্রভুরে তাই কহিলেন কেঁদে ॥
"অ বাবা গোপাল তুমি কী করিলে মোর ।
আমি কি ক'রেছি কোনও অপরাধ ঘোর ??
যদি তা করিয়া থাকি বলো তা আমায় ।
নহিলে আগের মতো কেন বা তোমায় ॥
গোপালরূপেতে আর হেরিতে না পাই ।"
জবাবেতে কহিলেন প্রেমময় সাই ॥

"ওমত দরশ হ'লে সকল সময় ।
একুশ দিনের পরে দেহ নাহি রয় ॥
শুকনো পাতার মতো দেহ ঝ'রে যায় ।"
সোয়াস্তি পাইল মাতা ওমতি কথায় ॥
ব্রাহ্মণী প্রকৃতপক্ষে দুই মাস ধ'রে ।
থাকিলেন যেইমত তীব্র ভাবঘোরে ॥
এতদিন ঐ ভাবে থাকা নাহি যায় ।
ব্রাহ্মণী ও-ভাবে ছিল প্রভুর কৃপায় ॥
রান্না-বাড়া, স্নানাহার ধ্যান জপ নিদ্রা ।
যদিও এসব কার্য করিতেন বৃদ্ধা ॥
তিনি উহা করিতেন অভ্যাসের বশে ।
মন তাঁর সদা মত্ত ভাবঘোর-রসে ॥
যেহেতু আগের মতো গোপাল-মাতার ।
গোপালের দরশন হয়নাকো আর ॥
তীব্র বিরহ-জ্বালা বক্ষেতে উদয় ।
মাঝে মাঝে সে-বেদনা এত তীব্র হয় ॥
বাই বেড়ে বুক তাঁর ধড়ফড় করে ।
তাই মাতা কহিলেন প্রভু প্রেমধরে ॥
"নিশিদিন এ ধারণা আমার ভিতর ।
কে যেন করাত দিয়া বক্ষ চিড়ে মোর ॥"
জবাবেতে কহিলেন প্রভু লীলাময় ।
"ও তোমার হরিবাই অন্যকিছু নয় ॥
উহা গেলে কী নিয়ে বা রহিবে জগতে ।
ও-বাই অতীব ভাল দোষ নাই ওতে ॥
কখনো উহাতে যদি বেশী কষ্ট হয় ।
যাহোক কিছুনা কিছু খেও সে-সময় ॥"
যেদিন শ্রীপ্রভু উহা কহিলেন তাঁকে ।
সেইদিন ভাল ভাল খাওয়ালেন মাকে ॥
মাড়োয়ারী ভক্তগণ কলিকাতা থেকে ।
দেবীধামে মাঝে মাঝে আসিত অনেকে ॥
তাহারা আসিয়া সবে মোটরেতে চড়ি' ।
কুসুমচয়নে যেত গঙ্গাস্নান করি' ॥

শিবের অর্চ্চন পরে শেষ করিয়াই।
পঞ্চবটীবনে এসে মিলিত সবাই ॥
বৃক্ষতলে তারপরে উনুন খুঁড়িয়া।
চুরমা, লেট্টি, ডাল বানাইয়া নিয়া ॥
দেবতারে তাহা সব নিবেদন ক'রে।
তাহার কিছুটা দিত প্রভু প্রেমধরে ॥
পরেতে করিত তারা প্রসাদগ্রহণ।
আবার এমত তারা করিত কখন ॥
বেদানা, বাদাম, পেস্তা মিছরি আঙ্গুর।
ছোয়ারা, পেয়ারা, পান আনিত প্রচুর ॥
এইমত জ্ঞান তারা সবে লভিয়াছে।
খালি হাতে যেতে নাই সাধুদের কাছে ॥
তাই তারা দেবালয়ে আসিত যখন।
প্রভুর লাগিয়া উহা আনিত তখন ॥
কিন্তু মোর অন্তর্যামী শ্রীপ্রভু আরাধ্য।
কদাচিৎ খাইতেন ও-সকল খাদ্য ॥
কহিতেন এইমত প্রভু ভগবান।
"ওরা যদি আনে কভু এক খিলি পান ॥
ষোলটা কামনা জুড়ে দেয় তার সাথে।
এইসব কামনাদি বিদ্যমান তাতে ॥
'মোকদ্দমা জয় হোক, রোগ যাক্ সেরে।
ব্যবসায়ে লাভ হোক, ধন যাক্ বেড়ে ॥'
এইমত নানাবিধ কামনা করিয়া।
সাধুরে উহারা সব দেয় নিবেদিয়া ॥
যেহেতু ওসব দ্রব্য কামনাতে ভরা।
তাই উহা না ছুঁতেন শ্রীপ্রভু অধরা ॥
ভক্তদেরও খেতে উহা করিতেন মানা।
গ্রন্থমাঝে যায় তবে এইমত জানা ॥
ডাল, রুটি দ্রব্য-আদি রন্ধন করিয়া।
দেবতারে ঐসব আগে নিবেদিয়া ॥
পরে যদি শ্রীঠাকুরে দিত তাহা কভু।
তবে স্বল্প খাইতেন প্রেমময় প্রভু ॥

ভক্তদেরও খেতে উহা কহিতেন তবে।
কিন্তু তারা না রাঁধিয়া দিত যাহা যবে ॥
কেবল নরেন্দ্রে তাহা কহিতেন খেতে।
তাঁর কোন দোষ নাই ঐ-ভোজনেতে ॥
এ বিষয়ে কহিতেন প্রভু ভগবান।
"খাপখোলা তলোয়ার নরেন্দ্র শ্রীমান ॥
জ্ঞান-অসি ধরিয়া সে মনে রাখে শুদ্ধি।
মলিন হবেনা কভু ওর ভাব বুদ্ধি ॥"
ভক্তদেরে দিয়া তাই প্রেমঅবতারী।
পাঠাতেন ঐ খাদ্য নরেন্দ্রের বাড়ি ॥
যদি নাহি পাইতেন অপর করোরে।
রামলালে পাঠাতেন নরেন্দ্রের ঘরে ॥
তাহাকে পাঠায়ে তবে প্রেমময় প্রভু।
এমতি চিন্তার মাঝে পড়িতেন কভু ॥
রামলাল এর লাগি রাগ করে বুঝি।
একদা বৈকালে তাই প্রমিক প্রভুজী ॥
রামলালে কাছে ডেকে শুধালেন তারে।
"কলিকাতা যাবি নাকি কোনো দরকারে ??"
জবাবেতে রামলাল কহিল ইহাই।
"আমার যাইতে সেথা প্রয়োজন নাই ॥
আপনি কহিলে তবে যাইব নিশ্চয়"।
কহিলেন তাই মোর প্রভু গুণময় ॥
"যদি তুই যাস্ সেথা বেড়াতে-টেড়াতে।
মিছরি, বাদামগুলো নিয়ে তবে সাথে ॥
একবার যাস্ তুই নরেন্দ্রের ঘরে।
তার লাগি প্রাণ মোর আটুবাটু করে ॥
বহুদিন আসেনি সে এই দেবীগৃহে।
তাই ঐ দ্রব্যগুলি তার ঘরে দিয়ে ॥
একবার নিয়ে আয় খবর তাহার।
আমার মনটি যেন মানেনাকো আর ॥"
রামলাল উহা স্মরি' কহিত সবারে।
"আহা! কি সঙ্কোচ ছিল প্রভুর মাঝারে ॥

পাছে আমি ঐ কাজে ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ি।
তাই মোরে কহিতেন ঐমত করি' ॥"
মাড়োয়ারী ভক্ত আজ বেশ কিছুজন।
দেবালয়ে উপস্থিত দরশ-কারণ ॥
বাদাম, মিছরি, পেস্তা নানাবিধ ফল।
শ্রীঠাকুরে দিয়া গেল সে-ভকতদল ॥
হেনকালে উপস্থিত গোপাল-জননী।
তাঁর সাথে আছে কিছু ভকত রমণী ॥
গোপালের মাকে প্রভু হেরিতে পাইয়া।
ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গমন করিয়া ॥
মাথা থেকে পদ তক---সর্ব অংগে মার।
নিজহাত বুলালেন কতিপয় বার ॥
যেমতি মাতাকে পুত্র করে সমাদর।
সেইমত করিলেন প্রভু গুণধর ॥
দেহটি দেখায়ে তবে গোপালের মার।
কহিলেন সবাকারে প্রেমঅবতার ॥
"হরিময় এ শরীর শুধু হরিময়।
কেবল হরিতে ভরা ইহার হৃদয় ॥"
দাঁড়িয়ে আছেন মাতা সুস্থির—নিবাত।
শ্রীঠাকুর তাঁর পায়ে দিতেছেন হাত ॥
তবুও জননী যেন সুস্থির নিচল।
শ্রীঠাকুর আনি' পরে মিছরি ও ফল ॥
ব্রাহ্মণীরে খাওয়ালেন তৃপিত অন্তরে।
মাতা তাই শুধালেন প্রভু গুণধরে ॥
"অ বাবা গোপাল্ তুমি মোরে ব'লে দাও।
অত ভালবেসে কেন আমাকে খাওয়াও ॥"
"প্রভুর জবাব তবে এল এইমত।
তুমি যে আমায় আগে খাইয়েছ কত ॥"
'আগে কবে খাইয়েছি ?' শুধালেন মাই।
'জন্মান্তরে খাইয়েছ' কহিলেন সাই ॥
সারাদিন কাটাইয়া শ্রীপ্রভুর সনে।
মাতা যবে যাইবেন আপন ভবনে ॥
যত মিছরি দিয়েছিল মাড়োয়ারীগণ।
মাতাকে দিলেন সবি প্রভু প্রাণধন ॥
জননী প্রভুরে তবে কহিলেন হেন।
"অতটা মিছরি মোরে দিতেছ বা কেন ॥"
সাদরে চিবুক ধরি' গোপালের মার।
কহিলেন এইমত প্রেমঅবতার ॥
"আগে ছিলে গুড় তুমি, পরে হ'লে চিনি।
শেষেতে মিছরি হ'য়ে আছ নিশিদিনি ॥
আনন্দ করোগো তাই মিছরি খাইয়া।"
ভকতেরা উহা হেরি' চিন্তিলেন ইয়া ॥
মাড়োয়ারী ভকতেরা দ্রব্য যাহা দিত।
নরেন্দ্র ব্যতীত কেহ খাইতে নারিত ॥
এবে বুঝি ঠাকুরের বিশেষ কৃপায়।
গোপালের মাকে ওতে দোষে নাহি পায় ॥
সকলি নিলেন মাতা প্রভুর কথায়।
না ল'য়ে তো সংসারেতে চলা নাহি যায় ॥
তাইতো সতত হেন কহিতেন মাই।
"দেহখানি থাকে যদি তবে সবি চাই ॥
কিবা জিরে, কিবা মেথি, কি হলুদ গুড়।
সংসারেতে প্রয়োজন সকল কিছুর ॥"

দর্শনের কথা কাহাকেও বলিতে নাই

দরশন হ'ত যাহা গোপালের মার।
প্রভুর সকাশে দিত বিবরণ তার ॥
একদা মাতাকে হেন কহিলেন সাই।
"দরশন-কথা কভু বলিতে যে নাই ॥
তাহা হ'লে দরশন আর নাহি হবে।"
জবাবে গোপাল-মাতা কহিলেন তবে ॥
"তোমাকে দেখার কথা কহিলে তোমায়।
তাতেও কি কিছুমাত্র দোষে পেয়ে যায় ?"
ইহার জবাবে প্রভু কহিলেন তাঁয়।
"এখানের দরশনও ব'লো না আমায় ॥"

গোপালের মাতা অতি সরল উদার।
যা কিছুই কহিতেন প্রেমঅবতার॥
তাহাই লইত মাতা বিশোয়াস ক'রে।
দরশন-কথা তাই কহেনা কারোরে॥
আমরা সংশয়আত্মা অধমপরাণী।
তাইতো যাচাই করি ঠাকুরের বাণী॥
ঐমত করিতেই জীবনাবসান।
পরম সুখের তাই না পেনু সন্ধান॥
নরেন্দ্র, গোপালমাতা দুঁহু একত্তরে।
একদা হাজির যবে ঠাকুরের ঘরে॥
শ্রীঠাকুর দু'জনারে একত্রে পাইয়া।
তখনি দিলেন এক মজা বাধাইয়া॥
একদিকে রহিয়াছে নরেন্দ্র মহান।
অতীব মেধাবী আর সর্বগুণবান॥
বিশেষ বিচারপ্রিয় সুপণ্ডিত আর।
ভগবৎ-ভকতিও অপার যাঁহার॥
অন্যদিকে রহিয়াছে গোপালের মাতা।
কোনকিছু লাগি যাঁর নাই খ্যাতি গাঁথা॥
গরিব কাঙ্গালী আর সরল বিশ্বাসী।
নাম জপ ক'রে যিনি কৃপার প্রয়াসী॥
লেখাপড়া, শাস্ত্র যাঁর সবি অজানা যে।
কি বিরাট ব্যবধান দুজনার মাঝে॥
তাইতো ঠাকুর এবে মজা করিবারে।
কহিলেন এইমত গোপাল-মাতারে॥
"যেমত হয়েছে তব দিব্যদরশন।
নরেন্দ্রের কাছে তাহা করহ বর্ণন॥"
বুড়িমা শুধালো তবে মনে দ্বিধা লহি'।
'অপরাধ হবেনা তো যদি তাহা কহি ??'
প্রভু তারে কহিলেন প্রেমপূর্ণ রবে।
"নরেন্দ্রেরে কহ যদি দোষ নাহি হবে॥"
এমতি আশ্বাসে মাতা হ'য়ে তদগতা।
নরেন্দ্রেরে কহিলেন দরশন-কথা॥
উহা যবে কহিলেন গদগদ কণ্ঠে।
অশ্রুরাশি দেখা দিল আঁখির দিগন্তে॥
কহিতে কহিতে মাতা ভাবেতে ডুবিয়া।
তৎক্ষণাৎ এইমত নিলেন হেরিয়া॥
ভগবান আসি' যেন গোপালের রূপে।
দাঁড়াইয়া র'য়েছেন তাঁহার সমুখে॥
ভকতি ও প্রেমে ভরা নরেন্দ্রের হিয়া।
মাতার কাহিনী তাই শ্রবণ করিয়া॥
তৎক্ষণাৎ ত্যজিলেন প্রেম-আঁখিলোর।
বুঝিবা তখন তিনি ভাবেতে বিভোর॥
বাহিরে যদিও এই নরেন্দ্র ধীমান।
জ্ঞানের বিচারে মত্ত নিশিদিনমান॥
অন্তর সতত ভরা প্রেমাভকতিতে।
তাই নাহি পারিলেন অশ্রু সংবরিতে॥
মাতা এবে নরেনেরে শুধালো এমতি।
"তোমরা পন্ডিত আর বুদ্ধিমান অতি॥
আমি তো কাঙ্গালী দুঃখী জ্ঞান-বুদ্ধিহীন
দরশন যাহা মোর হ'ল এতদিন॥
সে-সব কি সত্য ব'লে মন করো তুমি ?"
নরেন্দ্রের এ জবাব উঠিল কুসুমি'॥
"দরশন তব মাতা হইয়াছে যাহা।
এতটুকু মিথ্যা নয়—অতি সত্য তাহা॥"

র গমন

একদা শ্রীপ্রভু মোর রাখালের সনে।
কামারহাটিতে যান মায়ের ভবনে॥
সেথা যবে পৌঁছিলেন তাঁরা দুইজন।
দিবস দশটা প্রায় বাজিল তখন॥
পুলকেতে আটখানা বুড়ীমার হিয়া।
তাই কিছু জলযোগ সংগ্রহ করিয়া॥
তাঁহাদেরে খাওয়ালেন উচ্ছল অন্তরে।
তারপরে বাবুদের বসিবার ঘরে॥

প্রভুর বিশ্রাম লাগি বিছানা পাতিয়া।
চলিয়া গেলেন মাতা রন্ধন লাগিয়া॥
গৃহেতে কিছুই নাই হাতও তাঁর খালি।
রন্ধন হইবে কী যে ভাবিছে কাঙ্গালী॥
দারিদ্র তাহারে হেন দিতেছে প্রচুর ঘা।
এ যেন শিবের গৃহে কাঙ্গালিনী দুর্গা॥
দুর্গার রয়েছে তবু পতি আর পুত্র।
এ বৃদ্ধার তাও নাই—সবদায়মুক্ত॥
দারিদ্র সহিতে তবে আছে তাঁর শিক্ষা।
বাহিরে গেলেন তাই করিবারে ভিক্ষা॥
ক্ষণকাল ভিক্ষা করি' আনি' যথাসাধ্য।
রাঁধিলেন স্বল্প কিছু ভাল ভাল খাদ্য॥
অতঃপর সে-সকল অতি যত্ন ক'রে।
খাওয়ালেন রাখালেরে আর প্রেমধরে॥
বিছানা দিবেন এবে বিশ্রাম লাগিয়া।
তাই মাতা দ্বিতলেতে গেলেন চলিয়া॥
দ্বিতলের অন্তঃপুরে আছে যত ঘর।
তার মাঝে দখিনের গৃহের ভিতর॥
আপনার লেপখানি যতনে পাতিয়া।
নির্মল চাদরে তাহা দিলেন ঢাকিয়া॥
সে-শয্যায় শুইলেন শ্রীপ্রভু, রাখাল।
যাইতে না যাইতেই অতি অল্পকাল॥
রাখাল গভীরভাবে নিদ্রায় মগন।
নিদ্রাহীন তবে মোর প্রভু নারায়ণ॥
দিনে রেতে স্বল্পকাল বুজে তাঁর আঁখি।
সেদিনের দুপুরেও নিদ্রাহীন থাকি'॥
অতীব বিস্ময়ভরে হেরিলেন যাহা।
নিজমুখে এইমত ক'য়েছেন তাহা॥
"অতীব দুর্গন্ধে সেই গৃহখানি পূর্ণ।
অতঃপর ইহা হেরি' স্তব্ধ বাক্‌শূন্য॥
সে-গৃহের এক কোণে দুইটি মুরতি।
তাদের চেহারাগুলি বিট্‌কেল অতি॥
তাহাদের উদরের নাড়িভুড়িগুলি।
পেট থেকে বার হ'য়ে রহিয়াছে ঝুলি'॥
কঙ্কাল সমান যেন সে-দুই মুরতি।
অতঃপর তারা মোরে কহিল এমতি॥
'আপনি এখানে কেন? যান হেথা থেকে।
আমাদের কষ্ট হয় আপনাকে দেখে॥'
এদিকে করিছে তারা কাকুতি মিনতি।
ওদিকে ঘুমোতেছিল রাখাল সুমতি॥
'তাহাদের কষ্ট হয়' একথা শুনিয়া।
বেটুয়া গামছাখানি হাতে ক'রে নিয়া॥
সেগৃহ ত্যজিতে যবে ত্বরা উঠিলুম।
তখনি ভাঙ্গিয়া গেল রাখালের ঘুম॥
'ওগো তুমি কোথা যাও' শুধালো সে মোরে।
আমি তো তখনি তার হাত দুটি ধ'রে॥
'সকলি বলিব পরে' এমতি কহিয়া।
সে-ঘর হইতে এনু নীচেতে নামিয়া॥
বুড়ীকে বলিয়া তবে তরণীতে উঠি'।
রাখালে কহিনু হেন চুপুটি চুপুটি॥
'দেখিলাম দুটি ভূত ও-বাড়িতে আছে।
যে-কল র'য়েছে সেই বাগানের কাছে॥
সে-কলের সাহেবেরা খানা খাইয়া যে।
হাঁড়িগুলো ফেলে সব বাগানের মাঝে॥
সে-সবের গন্ধ শোঁকে ভূত দুইটায়।
ঘ্রাণেতে তাদের কিন্তু খাওয়া হ'য়ে যায়॥
যে-গৃহে শুয়েছি মোরা, সেথা ওরা থাকে।
এসব কাহিনি কিছু গোপালের মাকে॥
যেহেতু বুড়ীটি সদা থাকে ঐ বাড়ি।
একথা শুনিলে বুড়ী ভয় পাবে ভারি"॥

গোপালের মার মুখ দিয়া গোপালের ভোজন

বরাহনগরে যেতে আছে মতিঝিল।
তাহার মালিক ছিল মতিলাল শীল॥

একটি উদ্যানবাটী নিকটেতে তার।
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ মালিক তাহার ॥
কাশীপুরে অবস্থিত ও-বাগানখান* ।
ভকতের কাছে উহা স্বরগ সমান ॥
আঠারশ' পঁচাশির ডিসেম্বর মাসে।
ঠাকুর এলেন ঐ উদ্যান-নিবাসে ॥
আসিলেন ও-মাসের মাঝামাঝি প্রায়।
আটমাস ধরি' তিনি থাকিয়া সেথায় ॥
আগষ্টের মাঝামাঝি পরের বছরে।
চলিয়া গেলেন তিনি দেহত্যাগ ক'রে ॥
উদ্যানবাটীতে তিনি আছিলেন যবে।
অপূর্ব ঘটনা কত ঘটিয়াছে তবে ॥
হেথায় সাধন করি' নরেন্দ্র মহান।
নির্বিকল্প সমাধির অনুভব পান ॥
এইখানে থাকিয়াই প্রভু প্রাণধন।
দ্বাদশ ভকতে দেন গৈরিক বসন ॥
একদা দাঁড়ায়ে প্রভু এ বাটীরই বুকে ।
কৃপাদান করিলেন কল্পতরুরূপে ॥
এখানে ব্যাধিতে থাকি' ভয়ানক ক্লেশে।
ভার্মিসেলি, সুজি, বার্লি খাইতেন শেষে ॥
একদা শ্রীপ্রভু মোর ভক্তদেরে কন।
"পালো-দেয়া ক্ষীর খেতে চাহে মোর মন ॥"
বাধা নাহি দিল এতে বৈদ্যজন তাঁর।
যোগেনের 'পরে পড়ে এ কাজের ভার ॥
কলিকাতা থেকে উহা আনিবার তরে।
যোগেন চলিয়া গেল পরদিন ভোরে ॥
পথে যেতে পড়িল সে এ-চিন্তার ভীড়ে।
ভেজাল থাকিতে পারে দোকানের ক্ষীরে ॥
ঠাকুর খাইলে উহা হবে তাঁর ক্ষতি।
ওমতি চিন্তিয়া নিয়া যোগেন সুমতি ॥
বলরাম-গৃহে গেল ক্ষীরের লাগিয়া।
সেথার সবাই তারে কহিলেন ইয়া ॥

"বাজারের ক্ষীর কেন নিবে তাঁর তরে ।
পালো দিয়া ক্ষীর মোরা ক'রে দিব ঘরে ॥
কিছুটা সময় তবে লাগিবে যে এতে।
এই বেলা খেয়ে তাই মোদের গৃহেতে ॥
ক্ষীর ল'য়ে যাবে তুমি বেলা তিনটায়।"
যোগেন সম্মতি দিয়া ওদের কথায় ॥
ক্ষীর ল'য়ে দেবালয়ে হাজির যখন।
চারিটি ঘটিকা বেলা বাজিল তখন ॥
ভাবিয়াছিলেন হেন শ্রীপ্রভু সুধীর।
দুপুরবেলাতে তিনি খাইবেন ক্ষীর ॥
ক্ষণিক অপেক্ষা করি' শ্রীপ্রভু আরাধ্য।
অবশেষে খাইলেন নিত্যকার খাদ্য ॥
যোগেন আসিল যবে সেই ক্ষীর নিয়া।
যোগেনের সব কথা শ্রবণ করিয়া ॥
কহিলেন তারে প্রভু বিরক্তির সনে।
"বাজারের ক্ষীর খেতে ইচ্ছা ছিল মনে ॥
তুই কিনা ভক্তদের বাড়ি চ'লে গেলি।
তাহাদেরে কষ্ট দিয়ে ক্ষীর নিয়ে এলি ॥
এ-ক্ষীর আবার অতি ঘন গুরুপাক।
এ-ক্ষীর খাব না আমি, থাক্ প'ড়ে থাক্ ॥"
বাস্তবিকই প্রভু উহা নিজে না খাইয়া ।
সারদামাতাকে ডেকে কহিলেন ইয়া ॥
"ঐ ক্ষীর দাও তুমি গোপালের মাকে।
ভকতের দেয়া দ্রব্য খাওয়াইলে তাঁকে ॥
যেহেতু গোপাল আছে উহার মাঝার।
উহার ভোজনে হবে ভোজন আমার ॥"
ত্যজিলেন যবে দেহ প্রেমঅবতার।
বড়ই অশান্তি এল গোপালের মার ॥
কোথাও না গিয়ে তিনি বারেকের তরে।
দীর্ঘদিন রহিলেন আপনার ঘরে ॥
একাকিনী নিরজনে থাকি' হেন তিনি।
প্রভুর দরশপুণ্যে ধন্য একদিনি ॥

* উদ্যানবাটী

প্রশান্তি লভিল এতে মাতা ঠাকুরাণী।
ইহার পরেও এই ভকতিপরাণী ॥
যে সকল দরশনে থাকিতেন ফুল্ল।*
এইটি তাহার মাঝে 'বিশ্বরূপ' তুল্য ॥
মাহেশের রথযাত্রা হেরিবারে গিয়া।
সর্বভূতে শ্রীগোপাল হেরিলেন ইয়া ॥
জগন্নাথদেব আর পুণ্য রথখানি।
আর যারা সেই রথ নিতেছিল টানি' ॥
ভকত সেথায় আর ছিলেন যাঁরাই।
সবারে গোপালরূপে হেরিলেন মাই ॥
ঈশ্বরেরই রূপ এই সমুদয় বিশ্ব।
একথা বুঝিয়া মাতা হেরি' ঐ দৃশ্য।
ভাব-প্রেমে সে-সময়ে এত মাতোয়ারা।
তিনি যেন আছিলেন বাহ্যজ্ঞানহারা ॥
এতই পুলকে তিনি ছিলেন তখন।
হেসে নেচে করিলেন কুরুক্ষেত্র রণ ॥
এদিনের পর থেকে গোপাল-মাতার।
অশান্তি আসিত যবে মনের মাঝার ॥
বরাহনগর মঠে গমন করিয়া।
তিরপিত হইতেন প্রশান্তি লভিয়া ॥
মাতা যবে যাইতেন সে-পুণ্য মঠেতে।
ভক্তদের অনুরোধে অতি পুলকেতে ॥
ভোগান্ন রাঁধিয়া মাতা আপনার হাতে।
নিবেদন করিতেন ঠাকুরসেবাতে॥
সেথা থেকে সেই মঠ উঠিল যখন।
আলমবাজারে গেল সে-মঠ ভবন ॥
সেথা থেকে সেই মঠ উঠিয়া আবার।
স্থাপিত হইয়াছিল গঙ্গার ওপার ॥
সেখানে ছিলেন কেহ নীলাম্বর নামে।
এ-মঠ স্থাপিত ছিল সে-লোকের ধামে ॥
সেথাও হইয়া মাতা সুখসমাসীন।
পুলকেতে কাটাতেন এক-আধ দিন ॥

* আনন্দিত

স্বামীজী এলেন যবে আমেরিকা হ'তে ॥
সারা,* জয়া, নিবেদিতা এলেন ভারতে।
গোপালের জননীকে নয়নে হেরিতে।
একদা গেলেন তাঁরা কামারহাটিতে ॥
মাতা যবে হেরিলেন ঐ তিনজনে।
অনুভব হ'ল হেন ভাব-দরশনে ॥
গোপাল রয়েছে ঐ তিনের ভিতর।
খুশীতে ভরিল তাই তাঁহার অন্তর ॥
তাই মাতা তাঁহাদের চিবুক ধরিয়া।
স্নেহভরে সবাকারে নিলেন চুম্বিয়া ॥
তাঁহাদেরে বসাইয়া নিজশয্যা 'পরে।
নাড়ু, মুড়ি, চিড়ে যাহা ছিল তাঁর ঘরে ॥
তাঁদেরে দিলেন তাহা ভোজন করিতে।
তাঁরাও তা খাইলেন পুলকিত চিতে ॥
যে-সব দরশ হয় গোপাল-মাতার।
তাঁদেরে মা কহিলেন কিছু কিছু তার ॥
নারীগণ শুনি' উহা মোহিত হইয়া।
আরো কিছু চিড়ে মুড়ি নিলেন মাগিয়া ॥
তাঁরা যবে আমেরিকা যাইবেন ফিরে।
সঙ্গে ল'য়ে যাইবেন ঐ মুড়ি চিড়ে ॥
অপূর্ব জীবন-কথা গোপালের মার।
নিবেদিতা উহা শুনি' মোহিত অপার ॥
ঊনিশ শ' চার সালে ব্রাহ্মণী সুমতি।
কঠিন ব্যাধিতে হ'য়ে শক্তিহীনা অতি ॥
বলরাম-গৃহে যবে লইলেন ঠাঁই।
নিবেদিতা সে-মাতারে কহিল ইহাই ॥
"আপনাকে নিতে চাই আমার গৃহেতে।"
সম্মতি দিলেন মাতা ঐ প্রস্তাবেতে ॥

* সারা—Mrs. Sara. C. Bull,
জয়া—Miss J. Macleod,
পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী উঁহাদেরে ঐ নামে ডাকিতেন ॥

বসুপাড়া লেন আছে বাগবাজারেতে।
সতের নম্বর তথা যেই আলয়েতে ॥
নিবেদিতা ভগিনী তো সে-গৃহেই রন।
মাতাও কাটান সেথা শেষের জীবন ॥
মাতার অন্তরখানি দ্বিধাজ্ঞানশূন্য।
সে-বিষয়ে রহিয়াছে এ-কাহিনী পুণ্য ॥
একদা দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র তপসী।
মায়ের প্রসাদী মাংস খাইলেন বসি' ॥
খাওয়া শেষে মুছে নিতে সেই স্থানটিকে।
শ্রীঠাকুর কহিলেন কোনো রমণীকে ॥
গোপালের মাতা তাহা শ্রবণ করিয়া।
মনোমাঝে কোনোরূপ দ্বিধা না লইয়া ॥
তৎক্ষণাৎ এঁটো পাত্র সরাইয়া নিয়ে।
এঁটো স্থানও মুছিলেন নিজহাত দিয়ে ॥
তাহা হেরি' কহিলেন প্রেমঅবতার।
"দিনে দিনে হইতেছে কতনা উদার !!"
ভগিনী গোপালমাকে নিজগৃহে নিয়া।
আহারের এ-ব্যবস্থা দিলেন করিয়া ॥
নিকটেই ছিল এক ব্রাহ্মণ আগার।
সেথাই মা সারিতেন মধ্যাহ্ন আহার ॥
এমত হইত আর রাতের ভোজন।
ব্রাহ্মণের আলয়ের কোন একজন ॥
মাতার গৃহেতে আসি' দিয়ে যেত লুচি।
বুঝিবা উহাই ছিল মার অভিরুচি ॥
দুইটি বরষ হেন ক্রম অবসানে।
অন্তিমের আহ্বান এল মার কানে ॥
ভগিনী তখন অতি শ্রদ্ধা সহকারে।
কুসুম চন্দন পুষ্পে সাজায়ে মাতারে ॥
কীর্তনের দল সহ পারের যাত্রীরে।
আনিলেন পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরে ॥
নিবেদিতা আসিলেন অনাবৃত পায়ে।
শোকাশ্রু পড়িল তাঁর গড়ায়ে গড়ায়ে ॥
সে-তটে দুদিন মাতা ছিলেন জীবিতা।
দুদিনই ছিলেন সেথা ভগ্নী নিবেদিতা ॥
তেরশত তের সালে চব্বিশে আষাঢ়।
ক্রমে যবে অবসান নিশার আঁধার ॥
সিঁদুর রক্তিমরাগে রাঙিল গগন।
ধরিত্রীও সেই সাজে সজ্জিতা তখন ॥
শৈলসুতা জাহ্নবীতে বহিছে জোয়ার।
কুলকুল মধুনাদ বক্ষেতে তাহার ॥
সাশ্রু আঁখে সবে মাকে ধরিয়া তখন।
অর্ধঅঙ্গ গঙ্গাজলে করিল স্থাপন ॥
দেখিতে দেখিতে সেই পুণ্যবতী নারী।
চলিয়া গেলেন সুখে ইহধাম ছাড়ি' ॥
জননীর ছিলনাকো আত্মীয় স্বজন।
তাই কোনো ব্রহ্মচারী জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥
নিয়োজিত হইলেন মা'র করমেতে।
যুকত ছিলেন ইনি বেলুর মঠেতে ॥
সৎকারাদি ক্রিয়া করি' সে-ভকতজন।
বারোদিন করিলেন নিয়ম পালন ॥
এভাবে দ্বাদশ দিন ক্রমে যবে পার।
ভক্তিমতী নিবেদিতা শ্রদ্ধা সহকার ॥
জননীর পরিচিতা কিছু নারীগণে।
আবাহন করি' তাঁর বিদ্যাআয়তনে ॥
যথারীতি করালেন উৎসবকীর্তন।
এভাবে সমাপ্ত মার অন্তিমকরণ ॥
আরেক কাহিনী হেন রহিয়াছে গাঁথা।
ঠাকুরের যে-ছবিটি পুজিতেন মাতা ॥
বেলুড় মঠেতে তাহা দান ক'রে দিয়া।
সাথে সাথে এইমত গেলেন কহিয়া ॥
"বেলুড় মঠেতে যেই ঠাকুরের ঘর।
ছবিখানি থাকে যেন তাহার ভিতর ॥"
পুনঃ হেন করিলেন সেই পুণ্যতমা।
দুইশত টাকা তাঁর যাহা ছিল জমা ॥

ঠাকুরসেবাতে তাহা করিলেন দান।
এইমত রহিয়াছে আরেক আখ্যান॥
মাতা যবে ত্যজিলেন এ-ভব সংসার।
দশ কিংবা বার বর্ষ আগে থেকে তার॥
তিনি যেন সন্ন্যাসিনী চিন্তি' এমতন।
সততই পরিতেন গৈরিক বসন॥
গোপালমাতার এই কথা সুমধুর।
সমাপ্ত করিল হেথা হঠাৎঠাকুর॥

নবম অধ্যায়

ঠাকুরের দিব্যভাব ও ধর্মপ্রচার

পূর্বকথা

দ্বাদশ বরষকাল তপস্যা করিয়া।
পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান মনেতে লভিয়া॥
ষড়বর্ষকাল* ব্যাপী ভক্তপ্রাণধন।
আরেক ধ্যানের মাঝে ছিলেন মগন॥
ভারতের আছে যেই অধিবাসীগণ।
তাহাদের কি প্রকার অধ্যাত্মজীবন॥
ধরমেতে কোথা কোথা রহিয়াছে গ্লানি।
বুঝিয়া নিলেন তাহা করুণাপরাণি॥
পুনঃ ইহা বুঝিলেন শ্রীঠাকুর রায়।
বিমুগ্ধ হইয়া সবে পাশ্চাত্য শিক্ষায়॥
পথভ্রষ্ট হইতেছে ধর্মপথ থেকে।
সবাই আকৃষ্ট এবে জড়বিজ্ঞানেতে॥
পাশ্চাত্যের জড়বাদ, জড়ের বিজ্ঞান।
যে-সময়ে দিতেছিল নাস্তিকতা-জ্ঞান॥
সে-সময়ে চিন্তিলেন প্রভু গুণময়।
ইংরাজীশিক্ষিত লোক যারা যারা রয়॥
ধরমেতে আনা চাই তাহাদের মতি।
তাই তিনি সেই কাজে হইলেন ব্রতী॥
বারশত বিয়াল্লিশ বাংলার সালেতে।
পাশ্চাত্যের শিক্ষা এল মোদের দেশেতে॥

উহা যবে জানি মোরা ইতিহাস পড়ি'।
তখন অবাক হই এই চিন্তা করি'॥
ঠাকুরও রক্ষিতে যেন সনাতন ধর্ম।
সে-সালেই এ-ভারতে লভিলেন জন্ম॥
ইহা থেকে এইমত বুঝা যায় বেশ।
অবতাররূপে মোর প্রভু পরমেশ॥
সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে।
আসিলেন পুণ্যতীর্থ ভারতের ঘরে॥
অবতারে থাকে যেই দিব্যজ্ঞান-ধন।
সন্ধান পায়না তার সাধারণগণ॥
যদিও নিতান্ত মূর্খ এ-বিষয়ে মোরা।
দুঃসাহসে নাই কেহ আমাদের জোড়া॥
তাইতো গাহিতে সেই দিব্যজ্ঞান-গীতি।
এগিয়ে এসেছে এই অধম অকৃতী॥
দিব্যভাব ছিল যাহা শ্রীপ্রভুর মাঝে।
প্রভু তাহা লাগালেন সপ্তবিধ কাজে॥
প্রথমেতে স্বদারার ধরমজীবন।
দিব্যভাব দিয়া তিনি করেন গঠন॥
এ-দিব্যভাবের দ্বারা মা সারদা সতী।
অপরেরে দানিতেন ধরমশকতি॥
দ্বিতীয়েতে এইমত করিলেন স্বামী।
ধরমীয় নেতা যাঁরা বেশ নামী নামী॥
সে-সময়ে কলিকাতা করিতেন বাস।
ঠাকুর গমন করি' তাঁদের সকাশ॥
তাঁদেরে সাহায্য দানি' অধ্যাত্ম-জীবনে।
নবালোক * জ্বালালেন তাঁহাদের মনে॥
ইহার কারণ তবে এইমত রাজে।
এ-ধারণা সদা ছিল ঠাকুরের মাঝে॥
উন্নতি করিলে তারা অধ্যাত্ম-জীবনে।
তাহারাই শিক্ষা দিবে অন্য নরগণে॥
তৃতীয় করম তাঁর হেন জানা যায়।
তাঁর কাছে আসিয়াছে যত সম্প্রদায়॥

* ছয় বৎসর

* নূতন আলো

সবাকারে ধর্মালোক প্রদান করিয়া।
পরিতৃপ্ত করিলেন তাহাদের হিয়া॥
এইমত ছিল তাঁর চতুর্থ করম।
যোগদৃষ্টি সহায়েতে প্রভু প্রিয়তম॥
হেরিয়াছিলেন যত ভকতপ্রবরে।
শ্রেণীভাগ করিলেন তাদের ভিতরে॥
অধ্যাত্ম-জীবনে যাতে আসে অনুরাগ।
অধিকারী ভেদে তাই করিলেন ভাগ॥
পঞ্চম করম তিনি করিলেন যাহা।
বিস্তার করিয়া এবে গাহিতেছি তাহা॥
যোগদৃষ্ট-ভক্ত মাঝে ছিল কিছুজন।
যাদেরে বাছাই করি' প্রভু নিরঞ্জন॥
তাহাদেরে করিলেন ত্যাগদীক্ষা দান।
তাহার কারণ তবে হেন বিদ্যমান॥
প্রভুর উদার মত প্রচার করিতে।
তাহারাই অংশ নিবে এই ধরণীতে॥
ষড়তম কর্ম তাঁর ছিল এমতন।
ঠাকুরের ছিল যারা ভকতসুজন॥
পুনঃ পুনঃ গিয়া প্রভু তাহাদের ঘরে।
নানাবিধ ধর্মালাপ কীর্ত্তনাদি ক'রে॥
ধর্মভাব জাগাতেন গৃহের সবার।
কৃতার্থ হইত হেন সেই পরিবার॥
সপ্তম করম তাঁর হেন জানা যায়।
অনুরাগী ভক্তগণে শ্রীঠাকুর রায়॥
পরায়ে দিলেন দৃঢ় প্রেমের বন্ধন।
তাই তাঁরা হইলেন একপ্রাণমন॥
ইহার ফলেতে সব মতিমান ভক্ত।
পরস্পর-প্রতি হ'ল প্রিয়-অনুরক্ত॥
দেখিতে দেখিতে তাই সে-ভকতগণ।
একটি উদার সঙ্ঘ করিল স্থাপন॥
পূর্বকথা এইমত সমাপ্ত করিয়া।
প্রভুর চরণপদ্মে নিতেছি নমিয়া॥

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

ভকত কেশব আর প্রভুর মাঝেতে।
সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল যেই দিবসেতে॥
কলিকাতাবাসীগণ সেদিন হইতে।
ঠাকুরের মধুবাণী পারিল জানিতে॥
কেশব পাশ্চাত্যভাবে যদিওবা মত্ত।
যাথার্থরূপেতে তিনি ঈশ্বরের ভক্ত॥
সাক্ষাৎ লভিয়া তিনি শ্রীপ্রভুর সনে।
নবীন ভাবের আলো লভিলেন মনে॥
প্রভুর বাণীতে তিনি বিমোহিতহিয়া।
তাইতো প্রভুর বাণী জানাইতে গিয়া॥
সানডে মিরর-আদি পত্র-পত্রিকায়ে।
প্রভুর চরিত, বাণী দিলেন ছড়ায়ে॥
এ-সকল পাঠ করি' ব্রাহ্মনেতাগণ।
ক্রমে যবে হইলেন উৎসাহিতমন॥
উপাসনাশেষে সব ব্রাহ্মভক্ত-জ্ঞানী।
আলোচনা করিতেন ঠাকুরের বাণী॥
এইমত উদ্দীপন নয়নে হেরিয়া।
অতীব আগ্রহভরে প্রভু দরদিয়া॥
গমন করিয়া সেই নেতাদের ঘরে।
ধর্মভাব জাগালেন তাঁদের ভিতরে॥
নামী নামী ছিল যেই ব্রাহ্মনেতাগণ।
তাদের নিবাস-কথা করি বরণন॥
সিঁদুরিয়াপটি নামে স্থান আছে যেথা।
ভকত মণির* ছিল বাসস্থান সেথা॥
শ্রীজয়গোপাল সেন ভক্তবর যিনি।
মাথাঘষা গলিটিতে থাকিতেন তিনি॥
সিঁথি নামে পল্লী যেথা বরানগরেতে।
শ্রীবেণীমাধব পাল ছিল সেখানেতে॥
কাশীশ্বর মিত্র ছিল নন্দনবাগানে।
আরো কিছু নেতা ছিল কোন কোনস্থানে॥

শ্রীপ্রভু গমন করি' উঁহাদের ঘরে।
অনুরাগ জাগালেন তাঁদের অন্তরে ॥
তাইতো তাঁহারা হেন নিলেন বুঝিয়া।
ব্রাহ্মভাবে অনুরক্ত ঠাকুরের হিয়া ॥
বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত যত সম্প্রদায়।
সকলেই ঐমত বুঝিতেন তাঁয় ॥
দ্বিধাহীন হ'য়ে তাই অনুরাগী মনে।
সকলেই মিশিতেন ঠাকুরের সনে ॥
চিন্তিতেন এইমত প্রভু ধ্রুবতারা।
প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত এ জগতে যারা ॥
তাহারা একটি জাতি সকলে মিলিয়া।
এমত জ্ঞানের দীপ মনে জ্বালাইয়া ॥
শ্রীঠাকুর অনুক্ষণ দ্বিধাহীন মনে।
ভোজনাদি করিতেন ভক্তদের সনে ॥
প্রভুর পরশে আসি' ব্রাহ্মনেতাগণ।
ঈশ্বরেরে করিতেন মাতৃসম্বোধন ॥
তাঁহাদের মনে ক্রমে এ চিন্তা উদয়।
অনুষ্ঠান-আদি যাহা হিন্দুধর্মে রয় ॥
শিখিবার মতো তাতে বহু কিছু আছে।
ও-শিক্ষা লভিল তারা ঠাকুরেরি কাছে ॥
এ-চিন্তা প্রভুর মনে ক্রমে দিল সাড়া।
পাশ্চাত্য শিক্ষার মতে শিক্ষিত যাহারা ॥
বুঝিতে নারিবে তারা সব কথা তাঁর।
কিছু কিছু রুচিকরও হবেনাকো আর ॥
একথা চিন্তিয়া মোর প্রেমময় সাই।
ব্রাহ্মদেরে যে সময়ে কহিতেন যা-ই ॥
পরিশেষে তাহাদেরে কহিতেন ইয়া।
"তোমাদেরে যাহা হয় গেলাম কহিয়া ॥
ল্যাজা মুড়ো বাদ দিয়া যাহা হয় নিও।"
পুনঃ হেন চিন্তিতেন প্রভু বরণীয় ॥
ব্রাহ্মদের মাঝে আছে যে সকল ভক্ত।
তাহাদের অনেকেই ভোগ-লাগি মত্ত ॥

রসিকতা করি' তাই প্রেমময় প্রভু।
এ বিষয়ে এইমত কহিতেন কভু ॥
"কেশবের ওখানেতে হেরি এইমত।
উপাসনাশেষে সবে ধ্যানে হয় রত ॥
প্রথম যেদিন আমি হেরিনু সে-ধ্যান।
মনেতে জাগিয়াছিল এ-ধারণাখান ॥
হয়ত ধ্যানেতে তারা বহুক্ষণ রবে।
দুমিনিটে সেই ধ্যান সমাপন তবে ॥
ঈশ্বরে কি পাওয়া যায় ঐ ধ্যান দিয়া।
আবার বুঝিনু হেন সে-ধ্যান দেখিয়া ॥
যদিও ধ্যানেতে তারা রয়েছে ডুবিয়া।
মন যেন রহিয়াছে কোথায় পড়িয়া ॥
তারপরে কেশবেরে কহিলাম হেন।
"তোমাদের ধ্যান দেখে মনে হয় যেন ॥
ঝাউতলা আছে যেই দখিনেশ্বরেতে।
একপাল হনুমান বসি' সেখানেতে ॥
চুপ ক'রে রহিয়াছে নাহি কোন সাড়া।
কিছু যেন জানেনাকো অতি ভাল তারা ॥
আসলে তাদের ভাব তাহা কিন্তু নয়।
তখন তাদের মনে এই চিন্তা রয় ॥
গৃহস্থের লাউ কুমড়ো কোন্ চালে আছে।
কলা বা বেগুন আম আছে কোন্ গাছে ॥
যেটুকু সময় থাকে ঐ চিন্তা নিয়া।
সেটুকু সময় থাকে নীরব হইয়া ॥
খাদ্যের সন্ধান যবে চিন্তা ক'রে পায়।
নীরবে না থাকি' আর বৃক্ষের শাখায় ॥
'উ-উপ' শব্দ ক'রে লাফ দিয়া দিয়া।
ও-সকল দ্রব্য খায় টানিয়া ছিঁড়িয়া ॥
ধ্যানকালে কোন কোন ভকতের মাঝে।
ওমত বিষয়-চিন্তা মনেতে বিরাজে ॥"
একথা শুনিল যবে সব ভক্তজন।
হাসির লহরী তারা তুলিল তখন ॥

আরেক কাহিনী প্রভু গেলেন কহিয়া।
এ কাহিনী গাঁথা আছে স্বামীজীকে নিয়া ॥
ভকত নরেন্দ্রনাথ সেই সময়েতে।
যাতায়াত করিতেন ব্রাহ্মসমাজেতে ॥
ব্রাহ্ম ভাব ল'য়ে তিনি মনের মাঝার।
উপাসনা করিতেন দিনে দুইবার ॥
একদা নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর ঘরে।
এই গীতি গাহিলেন অতি ভক্তিভরে ॥
"(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে।
চিত্ত সমাধান কর রে ॥ ইত্যাদি।"
এ কলি র'য়েছে ঐ গানের ভিতর।
"ভজন সাধন তাঁর কর নিরন্তর ॥"
ভকত নরেন্দ্র উহা গাহিলেন যবে।
শ্রীঠাকুর নরেনেরে কহিলেন তবে ॥
"ঐমত গান তুই গাহিস্ বা কেন।
গাহিবার কালে তুই গাহিবি তো হেন ॥
'দিনেতে দুবার তাঁরে ভজো হে সবাই।
ইহার অধিক আর প্রয়োজন নাই ॥'
কার্যক্ষেত্রে তুই কভু করিবিনা যাহা।
উচিত নহেকো তব সেইমত গাহা ॥"
এ বাক্যে উঠিল সেথা উচ্চ হাস্যরোল।
নরেনও লজ্জিত যেন শুনি' ঐ বোল* ॥
ব্রাহ্মদের উপাসনা হেরি' মোর প্রভু।
কেশবে আবার হেন কহিলেন কভু ॥
"উপাসনাকালে আমি হেরি এইমত!
বিভুর ঐশ্বর্য-কথা কহ শত শত ॥
ঐশ্বর্যের বর্ণনাতে কিবা প্রয়োজন।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
পিতার সমুখে বসি' তাঁহার সন্তান।
করেনাকো জনকের ঐশ্বর্যের গান ॥
কত গাড়ি বাড়ি আছে তাহার পিতার।
কত তাঁর গরু, ঘোড়া, বিষয়-সম্ভার ॥
এসব ভাবিয়া পুত্র মুগ্ধ নাহি হয়।
আবার ইহাও নহে চিন্তার বিষয় ॥
'ভগবান সদা সুখে রাখিছেন মোরে।
বসনাদি খাদ্য দেন দুই হাত ভ'রে ॥
ও-সকল ভাবনাতে কোন ফল নাই।
পুত্রকে ওসব দেয় সকল পিতাই ॥
আমরা সকলে হই বিভুর সন্তান।
মোদেরে ওসব তিনি করিছেন দান ॥
ইহাতে তাঁহার কোনো বাহাদুরী নাই।
ভকত ওমত সদা ভাবেনাকো তাই ॥
ভাবিতে হইবে তাঁকে এত আপনার।
তাঁহার উপরে যেন চলে আবদার ॥
অভিমান ক'রে আর অতি জোর ক'রে।
তাঁহাকে কহিবে হেন মনপ্রাণ ভ'রে ॥
'দিতেই হইবে মোরে তব দরশন।
করিতে হইবে মোর প্রার্থনা পূরণ ॥"
এমতি কহিয়া পুনঃ কন প্রেমময়।
"ঐশ্বর্যের কথা যদি অত বলা হয় ॥
তাঁহাকে না ভাবা যায় আপনার বলি'।
তিনি যেন কাছ থেকে দূরে যান চলি' ॥
দূরের জনের 'পরে জোর নাহি চলে।
তাঁহাকে সতত ভাবো আপনার ব'লে ॥
তবেই মিলিবে তাঁর পুণ্যদরশন।
তবেই সার্থক হবে মনুষ্যজীবন ॥"
কেশবাদি আর আর ব্রাহ্মভক্ত যাঁরা।
প্রভুর পরশে আসি' বুঝিলেন তাঁরা ॥
বিষয়-বাসনাত্যাগ, সাধন ভজন।
ঈশ্বর লাভের তরে অতি প্রয়োজন ॥
এমতনও তাঁরা সবে বুঝিলেন আর।
ঈশ্বর কেবল নন নেতি* নিরাকার ॥
সাকাররূপেও তিনি কভু কভু রন।
ইহার দৃষ্টান্ত এক আছে এমতন ॥

* কথা

* ইহা নয়, ইহা নয়

'নিরাকার জল হিমে জ'মে যায় যবে ॥
সাকার বরফরূপে রূপ পায় তবে ॥
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নিরাকার যিনি।
ভকতি-হিমেতে জ'মে সাকার তিনি-ই ॥
শোলার নির্মিত আতা হেরিলে নয়নে।
আসল আতার কথা ভেসে ওঠে মনে ॥
ঈশ্বরে চিন্তিয়া তাই সাকাররূপেতে।
পঁহুছানো যায় তাঁর যথার্থ জ্ঞানেতে ॥
পৌত্তলিক পূজা তাই যুক্তিহীন নহে।
ভাবিবার মতো কিছু এর মাঝে রহে ॥"
আবার যেদিন প্রভু অতীব যতনে।
এই কথা বুঝালেন ব্রাহ্মভক্তগণে ॥
"আগুন দাহিকাশক্তি অভিন্ন যেমতি।
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন তেমতি ॥"
ব্রাহ্মগণ এইমত বুঝিল সেদিন।
সাকারের উপাসনা নহে ভিত্তিহীন ॥
যথার্থ স্বরূপ যাহা ব্রহ্মের মাঝার।
নিরাকার ভাব শুধু এক অংশ তার ॥
ঈশ্বরের স্বরূপের কোন ইতি নাই;
মনেতে রহিবে সদা এই ধারণাই ॥
তিনিই সাকার কভু নিরাকারও তেঁহ*।
আরো কত কী যে তিনি জানেনাকো কেহ ॥
নামরূপ প্রকাশের তিনি ভিত্তিস্থল।
তিনিই জগত জীব তিনিই সকল ॥"
ব্রাহ্মগণ ঐ কথা চিন্তা ক'রে নিয়া।
'ঈশ্বরের ইতি নাই'—নিলেন বুঝিয়া ॥
প্রভুর সরল বাক্যে এত গভীরতা।
তাঁহারা বিমুগ্ধ সবে শুনি' সেই কথা ॥
আঠারশ পচাত্তরে শুভ মার্চ মাসে।
কেশব প্রথম এল প্রভুর সকাশে ॥
আঠারশ চুরাশির মার্চ মাসকালে।
কেশব পড়িয়া গেল কিছুটা বেহালে ॥

মহারাজ ছিল এক কুচবিহারেতে।
ভকত কেশবচন্দ্র তাহার সঙ্গেতে ॥
আপন কন্যার যবে দিলেন বিবাহ।
সমাজে জ্বলিল এতে কলহের দাহ ॥*
এইমত রীতি ছিল ব্রাহ্মসমাজেতে।
আইবুড়ো কন্যাদের বিবাহকালেতে ॥
নির্দিষ্ট বয়স এক সুনিশ্চিত রবে।
যাহার কমেতে নাহি পরিণয় হবে ॥
নির্দিষ্ট বয়সমাত্রা আছিল যে কত।
সে-বিষয়ে এই দীন নহে অবগত ॥
বিবাহ হইল যবে কেশব-কন্যার।
বয়স কিছুটা নাকি কম ছিল তার ॥
ব্রাহ্মগণ হ'য়ে তাই কলহেতে মত্ত।
সমাজেরে দুইভাগে করিল বিভক্ত ॥
'ভারতবর্ষীয়' এক, এক 'সাধারণ'।
ব্যথিত হইল এতে কেশবের মন ॥
প্রভুর প্রভাব কিন্তু আগেকার মতো।
উভয় ভাগের 'পরে রহিল সতত ॥
'ভারতবর্ষীয়' নেতা কেশব মহান।
ঈশ্বরসাধনে এবে সঁপিলেন প্রাণ ॥
অধ্যাত্ম-জীবন তাঁর এসময় হ'তে।
ঝলসি' উঠিল যেন তীব্র আলোতে ॥
এইমত চিন্তা তাঁর মনে পেল ঠাই।
অভিষেক, হোম আর মুণ্ডনাদি যা-ই ॥
কাষায়ধারণ কিংবা আরো যাহা যাহা।
যদিও বা স্থূল ক্রিয়া সমুদয় তাহা ॥
ও-সকল স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যায় মন।
তাই ঐ ক্রিয়াগুলি বৃথা না কখন ॥
ও-সবের অনুষ্ঠান করিলেন তাই।
এমত চিন্তাও পুনঃ মনে পেল ঠাঁই ॥
শ্রীবুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, ঈশা পুরুষ মহান।
ভাবময় তনু ল'য়ে নিত্য-বিদ্যমান ॥

* তিনি

আধ্যাত্মিক রাজ্যমাঝে প্রতিজন তাঁরা।
বিলাইতে নিজ নিজ ভাব, চিন্তাধারা॥
ঐ রাজ্যে করিছেন সদা অবস্থান।
তাই তিনি করিতেন তাঁহাদের ধ্যান॥
'যত মত তত পথ' শ্রীপ্রভুর বাণী।
ভকত কেশব ক্রমে লইলেন মানি'॥
এ-বাণীর রহিয়াছে যে বিরাট অর্থ।
তাহার যতটা তিনি বুঝিতে সমর্থ॥
'নববিধান' নামেতে তার আখ্যা দিয়া।
সমাজে দিলেন তাহা প্রচার করিয়া॥
শ্রীঠাকুরে ঘিরিয়াই এ-'নববিধান'।
একথার রহিয়াছে এমত প্রমাণ॥
দক্ষিণেশ্বরেতে আসি' ভকত কেশব।
'জয় বিধানের জয়'—তুলি' এই রব॥
শ্রীঠাকুরে জানাতেন শ্রদ্ধা ও প্রণতি।
'বিধানের' কেন্দ্র তাই প্রভু প্রাণপতি॥
দুহিতার বিবাহের দুই বর্ষ পরে।
এমত 'বিধান' এক নিরমাণ ক'রে॥
চারিবর্ষ ধ'রে তাহা প্রচার করিয়া।
অমৃতধামেতে তিনি গেলেন চলিয়া॥
কেশব প্রভুর কাছে এতই আপন।
একদা কেশব যবে ব্যাধিগ্রস্ত হন॥
প্রেমময় প্রভু তাঁর আরোগ্যের আশে।
ডাব-চিনি মানিলেন ৺মায়ের সকাশে॥
আবার একদা প্রভু মনে ব্যথা নিয়া।
ব্যাধিগ্রস্ত কেশবেরে হেরিবারে গিয়া॥
আঁখিজল ত্যাগ করি' গদগদ রবে।
কহিয়াছিলেন হেন ভকত কেশবে॥
"গোলাপ রয়েছে এক 'বসরাই' নাম।
সে-ফুল সুন্দর অতি—নয়নাভিরাম॥
বড় ফুল সেই গাছে ফুটিবে বলিয়া।
মালীরা সে-গাছ দেয় কাটিয়া ছাঁটিয়া॥
এমনকি গোড়া থেকে মাটি সরাইয়া।
গাছের শিকড়ও রাখে বাহির করিয়া॥
রোদ হিম, জল হেন গাছেরে খাওয়ায়।
বড় বড় ফুল তবে সেই গাছে পায়॥
ঈশ্বর নামেতে মালী রয়েছেন যিনি।
তব দেহ এমতন করেছেন তিনি॥"
আঠারশ চুরাশির জানুয়ারী মাসে।
কেশব চলিয়া যান পরলোক-বাসে॥
এ-বারতা শ্রীঠাকুর শ্রবণিয়া কানে।
এতই বিষম ব্যথা পাইলেন প্রাণে॥
কথাবার্তা না কহিয়া তিনদিন ধরি'।
নিশিদিন আছিলেন বিছানায় পড়ি'॥
কহিয়াছিলেন আর ভক্ত প্রাণধন।
"কেশবের মৃত্যু-কথা শুনিনু যখন॥
আমাতে এ-ভাব যেন উঠিল জাগিয়া।
আমার একটি অঙ্গ গিয়েছে খসিয়া॥"
'সাধারণ' নামে যেই ব্রহ্মের সমাজ!
বিজয়* নিলেন তার আচার্যের কাজ॥
তিনিই প্রথম নেতা ঐ সমাজেতে।
বিজয়ের কথা হেন র'য়েছে গ্রন্থেতে॥
ভকত বিজয় সদা পালিতেন সত্য।
ঈশ্বর-সাধনে তিনি সদা অনুরক্ত॥
ভকত বিজয় ঠিক কেশবের মতো।
প্রভুর সকাশে নিল এই শিক্ষাব্রত॥
'ব্রহ্মের হইতে পারে সাকারে প্রকাশ।'
এ কথায় তাঁর যবে এল বিশোয়াস॥
গোপনে রাখিতে তাহা পারিলেন নাযে।
তারি ফলে পড়িলেন দুর্ভোগের মাঝে॥
রহিতে না পারিলেন ঐ সমাজেতে।
অর্থের অভাব এল উহারি ফলেতে॥
সত্যের লাগিয়া তবে বিজয় গোস্বামী।
সত্য ছাড়ি' হন নাই অন্যপথগামী॥

* বিজয় গোস্বামী

সংস্কৃত কলেজেতে প্রবেশ করিয়া।
তিনি যবে আছিলেন বিদ্যার্থী হইয়া ॥
দীর্ঘশিখা কবচাদি ধরিতেন তিনি।
কিন্তু ঐ সমাজেতে এলেন যেদিনি ॥
সমাজের রীতিনীতি পালনের তরে।
ও-সকল ত্যজিলেন দ্বিধাহীনভরে ॥
যদিও ছিলেন তিনি কেশবের প্রিয়।
যেহেতু সত্যের পথ সদা গ্রহণীয় ॥
কেশবের সে-কন্যার বিবাহের পরে।
গুরুতুল্য কেশবেরে পরিত্যাগ ক'রে ॥
চলিয়া এলেন তিনি ব্যথাভরে অতি।
অতীব ভকতি তাঁর ঠাকুরের প্রতি ॥
কৃপাদান করি' তাঁরে অবতারশ্রেষ্ঠ।
অধ্যাত্ম-আলোক তাঁরে দিলেন যথেষ্ট ॥
স্পষ্টভাবে তবে ইহা জানা যায় না যে।
বিজয় কীভাব নিয়া হৃদয়ের মাঝে ॥
প্রভুরে ভকতি শ্রদ্ধা করিতেন অত।
হয়ত বা দেখিতেন শ্রীগুরুর মতো ॥
বিজয়ের গুরু তবে ছিল অন্যজন।
বিজয় দিলেন তাঁর হেন বিবরণ ॥
পুণ্যতীর্থ গয়াধামে আকাশগঙ্গাতে।
কোন এক সাধু ছিল পর্বত-চূড়াতে ॥
সে-সাধু বিজয়ে হেরি' একটি নজরে।
নিমেষে দিলেন তাঁকে সমাধিস্থ ক'রে ॥
ইহাই শাম্ভবী দীক্ষা—যেন এক যাদু।
বিজয়ের গুরু তাঁই ঐ সিদ্ধ সাধু ॥
বিজয় উন্নত অতি অধ্যাত্ম জীবনে।
ভাবাবিষ্ট হ'য়ে তিনি বিভুর কীর্ত্তনে ॥
গভীর সমাধিমাঝে ডুবিতেন প্রাই।
তাঁহাকে লখিয়া হেন কহিতেন সাই ॥
"যে-গৃহে প্রবেশ করি' ভকতসুজন।
সমাপ্ত করিয়া লয় ঈশ্বরসাধন ॥
বিজয় পোঁছেছে তার পাশের গৃহেতে।
পূর্ণত্ব লভিতে এবে সেই সাধনেতে ॥
সাধনার শেষ ঘর খুলিবার তরে।
করাঘাত করিছে সে দরজার 'পরে ॥"
অনেকেরে ধন্য করি' দীক্ষার আলোকে।
পুরীধামে গিয়া তিনি যান পরলোকে ॥
ঠাকুরের দেহান্তের চৌদ্দ বর্ষ পর।
বিজয় ত্যজিয়া যান এ-ধরা নশ্বর ॥
যে-দুই বিভাগ ছিল ব্রাহ্মের সমাজে।
প্রচণ্ড কলহ ছিল দু'দলের মাঝে ॥
দু'দলেতে বন্ধ ছিল বাক্যআলাপন।
সাঙ্গপাঙ্গ ল'য়ে তবে কখন কখন ॥
দুই দলই আসিতেন ঠাকুরের কাছে।
একটি দিনের কথা এইমত আছে ॥
এইকথা পুনরায় গাহিলাম হেথা।
বিজয়, কেশবচন্দ্র দু'দলের নেতা ॥
দু'জনাতে ছিলনাকো বাক্যআলাপন।
একদা ঘটিয়া গেল হেন অঘটন ॥
বিজয়, কেশবচন্দ্র সাঙ্গপাঙ্গ ল'য়ে।
উপস্থিত হইলেন প্রভুর আলয়ে ॥
তবে তাঁরা আসিলেন একি সময়েতে।
গভীর সঙ্কোচ তাই উদিল মনেতে ॥
তাঁদের সঙ্কোচ হেরি' অজ্ঞাননাশন।
তাঁহাদেরে কহিলেন এমতি বচন ॥
"একদা শ্রীরাম, শিব হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ।
পরস্পরে করিলেন ভয়ানক যুদ্ধ ॥
একে কিন্তু অপরের পূজ্য গুরুদেব।
তাঁহাদের যুদ্ধ ক্রমে শেষ অতএব ॥
তাঁদের মিলনে কিন্তু হইলনা দেরী।
কিন্তু যারা শংকরের ভূত পেত্নী চেড়ী ॥
শ্রীরামের চেলা আর যে-বানরগণ।
যুদ্ধশেষে হইলনা তাদের মিলন ॥

ভূত আর বাঁদরেতে চলিল লড়াই।
তাহাদের যুদ্ধ আর কভু থামে নাই॥"
এমতি কহিয়া প্রভু বিজয়ে, কেশবে।
পুনরায় কহিলেন প্রেমপূর্ণ রবে॥
"মনান্তর আছে যাহা তোমাদের মাঝে।
সে-সকল মনে রাখা কভু ঠিক নাহে॥
দুজনাতে পুনরায় মিলে যাও তাই।
ভূত আর বাঁদরেতে চলুক লড়াই॥"
এইমত উপদেশ লভি' দুইজন।
পুনরায় চালাতেন বাক্যআলাপন॥
বিজয় গেলেন যবে এ-সমাজ ছাড়ি'।
শিবনাথ শাস্ত্রী হন সমাজ-কাণ্ডারী॥
শাস্ত্রীর ভকতি অতি ঠাকুরের প্রতি।
বদল হইল ক্রমে তাঁর ভাবগতি॥
বিজয় গেলেন যবে সমাজ ছাড়িয়া।
শিবনাথ সন্দভরে চিন্তিলেন ইয়া॥
"ঠাকুরের অসামান্য প্রভাবের ফলে।
বিজয় সমাজ ছেড়ে গিয়েছেন চ'লে॥
আমি যদি যাই তাই ঠাকুরের কাছে।
সাঙ্গপাঙ্গ যারা মোর সমাজেতে আছে॥
তারাও মিলিবে গিয়া ঠাকুরের সাথে।
সমাজের সবিশেষ ক্ষতি হবে তাতে॥"
শিবনাথ মনে মনে করি' ঐ সন্দ।
ঠাকুরের কাছে যাওয়া করিলেন বন্ধ॥
একদিন শিবনাথ আলাপন-ছলে।
স্বামীজীর সকাশেতে ইহা দেন ব'লে॥
"ঠাকুরের স্নায়ুগুলি দুর্বল বলিয়া।
চেতনা হারান তিনি সমাধি লভিয়া॥
কঠোর সাধনে তিনি আছিলেন ব্রতী।
শারীরিক শ্রম তাই হইয়াছে অতি॥
মস্তিষ্ক বিকৃতি তাঁর ঘটিয়াছে তাই।"
উহা যবে শুনিলেন প্রেমময় সাই॥

শিবনাথে একদিন কন প্রাণধন।
"শিবনাথ তুমি নাকি কহগো এমন॥
আমার সমাধি হয় ব্যাধির লাগিয়া।
অচৈতন্য থাকি নাকি সমাধিতে গিয়া॥
ইট, কাঠ, মাটি, টাকা জড়-জিনিষেতে।
মনেরে সঁপিয়া দিয়া সব সময়েতে॥
তোমরা সজ্ঞানে যদি থাকিবারে পারো।
চৈতন্যকে চিন্তা করি' তবে তো আমারও॥
চেতনা থাকিতে পারে সকল সময়।
চৈতন্যকে চিন্তিয়া কি অচৈতন্য হয়?
কোন্ দেশী বুদ্ধি ল'য়ে কহিছ অমন?"
শিবনাথ নিরুত্তর শুনি' ও-বচন॥
প্রভুর প্রভাবে এবে ব্রাহ্মসমাজেতে।
সাধনার অনুরাগ বাড়িল ক্রমেতে॥
ভকত প্রতাপ * কভু কহিলেন ইয়া।
"ঠাকুরের সকাশেতে গমন করিয়া॥
ধরম কাহাকে বলে জানিয়াছি আমি।
আগে শুধু করিয়াছি ধর্মের ভণ্ডামি॥"
ত্রৈলোক্য সান্যালবাবু—এমতি নামেতে।
আচার্য ছিলেন এক নববিধানেতে॥
তাঁহার আরেক নাম চিরঞ্জীব শর্মা।
ব্রহ্মগীতে তিনি বেশ সুকরিতকর্মা** ॥
স্বরচিত ব্রহ্মগীতি গাহিতেন তিনি।
এর লাগি বঙ্গদেশ নিল তাঁরে চিনি'॥
কতটা প্রতিভা তাঁর গীত রচনায়।
এসব গানেতে তাহা বেশ বুঝা যায়॥

(১) নিবিড় আঁধারে মা তোর
চমকে অরূপরাশি।
(২) গভীর সমাধি-সিন্ধু অনন্ত অপার॥
(৩) চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ
প্রেম-চন্দ্রোদয় রে।
(৪) আমায় দে মা পাগল ক'রে॥

* প্রতাপ মজুমদার ** পারদর্শী

তবে অতি স্পষ্ট ক'রে বুঝা যায় ইহা।
ঠাকুরের ভাব আর সমাধি হেরিয়া ॥
রচিতেন ঐসব ভকতির গান।
এ সবের রহিয়াছে যথেষ্ট প্রমাণ ॥
ব্রাহ্মদের ভাব ছিল কাঁচা নিরাকার।
কহিতেন তবু মোর প্রেমঅবতার ॥
"এ-ভাব ল'য়েও যদি বিশ্বাসের সনে।
কোনজন যায় কভু ঈশ্বরসাধনে ॥
তাহাতে হইতে পারে ভগবানলাভ।"
'যত মত তত পথ'—শ্রীপ্রভুর ভাব ॥
এ বাসনা রাখিতেন প্রেমঅবতার।
ব্রাহ্মরা পাশ্চাত্যভাবে না থাকিয়া আর ॥
আধ্যাত্মিক পথে যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।
তাই হেন কহিতেন প্রভু গুণময় ॥
"সমাজ সংস্কার-আদি কর্ম আছে যাহা।
অবশ্যই সাধ্যমত ক'রে যাবে তাহা ॥
তাই ব'লে এ-ধারণা রাখিওনা মনে।
উহাই উদ্দেশ্য শুধু তোমার জীবনে ॥
ঈশ্বরলাভের তরে সাধন ভজন।
পিছিয়ে না পড়ে যেন উহারি কারণ ॥
শাস্ত্রের ভিতরে তবে এই কথা গায়।
নিষ্কামভাবেতে যদি কর্ম করা যায় ॥
উহাও একটি পথ ঈশ্বরসাধনে।
একথা সতত তবে রহিবে স্মরণে ॥
নিষ্কাম করম-পথ অতীব কঠিন।
একাজ করিতে গিয়া ক্রমে একদিন ॥
মানুষ পাইতে চায় প্রতিষ্ঠা ও যশ।
তাইতো হইয়া পড়ে ও-সবের বশ ॥
এরি ফলে অহংকার উপস্থিত হয়।
সবাকার তরে তাই এই পথ নয় ॥
ব্রাহ্মদের সনে মিলি' প্রেমময় সাই।
যে-আনন্দ করিতেন মাঝে মাঝে প্রাই ॥

দুইটি কাহিনী তার গাহিবার লাগি।
এ দাসের অভিলাষ উঠিয়াছে জাগি'।

মণিমোহন মল্লিকের বাড়ি ব্রাহ্মোৎসব

চীৎপুর রোডে যেথা একাশি নম্বর।
সেখানেই ছিল এই মল্লিকের* ঘর ॥
সিঁদুরিয়াপটি কহে এই স্থানটিরে।
শ্রীপ্রভু গেলেন ঐ মল্লিকের নীড়ে ॥
প্রতাপ হাজরা আর বাবুরামে ল'য়ে।
ঠাকুর গেলেন ঐ উৎসব-আলয়ে ॥
পত্রপুষ্পে সুশোভিত একখানি ঘর।
সেথা গিয়া বসিলেন প্রভু প্রেমধর ॥
উপাসনা সঙ্গীতাদি ক্রমে সমাপন।
তারপরে ঠাকুরের মধুর কীর্ত্তন ॥
কীর্তন নর্তন তাঁর হেরিবার জন্য।
সে-গৃহের চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য ॥
এ-গৃহ উতাল ক্রমে প্রেমগীত নৃত্যে।
স্বর্গীয় আনন্দ তাই সবাকার চিত্তে ॥
ঠাকুরের সাথে এতে যোগ দিল যারা।
তারা যেন সকলেই আপনাতে হারা ॥
হাসিতেছে কাঁদিতেছে নাচিয়া নাচিয়া।
ভূতলে পড়িছে কেহ আছাড় খাইয়া ॥
সবাকার মাঝে থাকি' ভক্তপ্রাণধন।
নৃত্যসহ করিছেন মধুর কীর্ত্তন ॥
মধুর ত্বরিত ছন্দে নাচিয়া নাচিয়া।
একবার তালে তালে অগ্রসরি' গিয়া ॥
একই ছন্দে আসিছেন পশ্চাতের পানে।
সবে ইহা হেরিতেছে মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণে ॥
সহসা হেরিল সবে বিস্ময়েতে অতি।
সহাস্য আননে তাঁর এক দিব্যজ্যোতি
সে-নৃত্যের তালে তালে করিতেছে খেলা।
সিংহসম শক্তিমান তাঁর দেহভেলা ॥

* মণিমোহন

মাধুর্য ও কোমলতা তাঁর সর্ব অঙ্গে।
আড়ম্বর নাই কিছু এ-নৃত্যের সঙ্গে॥
ব্রহ্মের সহিতে যেন একাত্ম হইয়া।
আনন্দসাগরে তিনি নাচিয়া নাচিয়া॥
কভুওবা সংজ্ঞাহীন জড়ের মতন।
কভুওবা দিশেহারা স্খলিতবসন॥
কটিতে* আবার তাহা দৃঢ় বন্ধ করি'।
কভু হেন করিছেন প্রভু প্রেমহরি॥
ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন যে-ভকতগণ।
তাঁহাদের বক্ষে দিয়া পুণ্য পরশন॥
অচেতনে তুলিছেন সচেতন করি'।
সেথায় বহিছে এক আনন্দ লহরী॥
সুকণ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ একতারা ল'য়ে।
গাহিতেছে নাচিতেছে আত্মহারা হ'য়ে॥
দুঘণ্টা কাটিয়া গেল এ-রঙ্গ খেয়ালে।
নারীগণ সবে থাকি' চিকের আড়ালে॥
হেরিতেছিলেন এই প্রেমনৃত্য-গীতি।
অতঃপর নৃত্যগীতে ঘটাইয়া ইতি॥
বিজয়েরে শ্রীঠাকুর কহিলেন হেন।
"আজকাল বিজয়ের সংকীর্তনে যেন॥
সাতিশয় পুলকেতে মনপ্রাণ ভরে।
আমি কিন্তু সে-সময়ে থাকি এই ডরে॥
ছাদসুদ্ধ বুঝিবা সে কভু উল্টে যায়।"
হাসিয়া উঠিল সবে ওমত কথায়॥
শ্রীঠাকুরও হাস্য করি' কহিলেন শেষে।
"সত্যি ইহা ঘ'টেছিল আমাদের দেশে॥
সেখানে দোতালা করে কাঠ, মাটি দিয়া।
একদা গোস্বামী এক শিষ্যবাড়ি গিয়া॥
দোতালাতে নৃত্যগীত করিল যখন।
তখনি ঘটিয়া গেল এক অঘটন॥
হৃষ্টপুষ্ট সে-গোঁসাই বিজয়ের মতো।
নাচনের ভার ছাদে সহিবে বা কত॥
অবশেষে ছাদ ভেঙ্গে গোস্বামী মশায়।
সশরীরে উপস্থিত নীচের তলায়॥"
বিজয়েরে কন পরে প্রভু রসময়।
"তব নৃত্য হেরি' মোর জাগে এই ভয়॥
বুঝিবা পড়িবে তুমি গৃহছাদ ভেঙ্গে।
এ-বাক্যে উঠিল সবে হাস্যরোলে রেঙ্গে॥
কিছুপরে সে-উৎসব সমাপ্ত যখন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নমি' ভক্তপ্রাণধন॥
সামান্য প্রসাদীদ্রব্য গ্রহণ করিয়া।
আপনার গৃহপানে এলেন ফিরিয়া॥

জয়গোপাল সেনের বাড়িতে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে প্রভু

মাথাঘষা গলি আছে বড়বাজারেতে।
শ্রীজয়গোপাল সেন ছিল সেখানেতে॥
সেখানে শ্রীপ্রভু গিয়া কোন একদিন।
দ্বিতলের কোনো গৃহে হন সমাসীন॥
ব্রাহ্মভক্ত-পরিবৃত শ্রীঠাকুর রায়।
শ্রদ্ধেয় আচার্যগণ আছেন সেথায়॥
ত্রৈলোক্য, অমৃতলাল*—এই দুজনাই।
সানন্দে গ্রহণ করি' আচার্যের ঠাঁই।
সে-সময়ে আছিলেন নববিধানেতে।
আরেক যুবক ছিল প্রভুর কাছেতে॥
গোপাল** তাহার নাম—ইহা জানা যায়।
'হুটকো' বলিয়া তাকে ডাকিতেন রায়॥
সেথায় বসিয়া মোর প্রভু পরমেশ।
প্রথমেতে দানিলেন বহু উপদেশ॥
উপদেশ দেন যবে প্রভু প্রেমধর।
তাহাতে থাকেনা কোন বাক্য-আড়ম্বর॥
থাকেনাকো তার মাঝে তর্কযুক্তি-ছটা।
ফেনিয়ে বলারও কভু থাকেনাকো ঘটা॥
আজে-বাজে ব'কে কভু প্রভু নারায়ণ।
ভুলাইয়া নাহি দেন শ্রোতাদের মন॥

* কোমড়ে

* অমৃতলাল বসু ** ছোট গোপাল

সরল উপমা কিছু সংক্ষেপে তুলিয়া।
শ্রোতাকে সকল কথা দেন বুঝাইয়া ॥
সত্য ব'লে উপলব্ধি ছিল তাঁর যাহা।
শ্রোতাদেরে বুঝাতেন শুধুমাত্র তাহা ॥
তাইতো তাঁহার কথা শ্রোতাদের মনে।
গাঁথিয়া যাইত সবি বলিবার সনে ॥
তথাপি করিলে কেহ যুক্তির তর্ক।
তাকে হেন কহিতেন অবতার-অর্ক* ॥
"বলিয়া দিলাম আমি বলিবার যাহা।
ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে এবে নাও তাহা ॥"
চিন্তিতেন এইমত হৃদয়ের-ধন।
শ্রোতাদের ভিতরেতে যে-ভকতগণ ॥
যতদিনে না পৌঁছিবে উন্নত-স্তরেতে।
বুঝিতে নারিবে সব সঠিকরূপেতে ॥
অপূর্ব স্মৃতি ও মেধা, ধী শকতি আর।
উপস্থিত বুদ্ধি ছিল প্রভুর মাঝার ॥
তবে ইহা কহিতেন শ্রীঠাকুর রায়।
"ওসব তাঁহাতে আছে মায়েরই কৃপায় ॥
নির্ভর করিলে সদা জননীর 'পরে।
মাতাই যোগান সব তাহার ভিতরে ॥
ভকতের আছে যেই জ্ঞানের ভান্ডার।
মাতাই রাখেন তাহা পূর্ণ অনিবার ॥
ভকতের জ্ঞান সব ব্যয় হ'য়ে গেলে।
মাতাই তাহাকে পুনঃ রাশ দেন ঠেলে ॥"
একথা বুঝাতে গিয়া শ্রীঠাকুর কন।
"রাণীর বাগানে যেথা দেবীনিকেতন ॥
তাহার উত্তরে আছে বারুদ-গুদাম।
সিপাহীরা করে সেথা প্রহরার কাম ॥
বিশেষ ভকতি তারা রাখে মোর প্রতি।
উপদেশ লয় তাই শ্রদ্ধাভরে অতি ॥
একদা তাহারা মোরে শুধাইল ইহা।
'এঘোর সংসার-মাঝে কিরূপে থাকিয়া।
ধরমে করিতে পারে উন্নতিসাধন।'
ঐমত প্রশ্ন আমি শুনিনু যখন ॥
তখনি বিস্ময়ে হেন লইলাম দেখি'।
শস্যদানা কুটিতেছে কোন এক ঢেঁকি ॥
কেহ যেন সে-ঢেঁকির গড়েতে বসিয়া।
সাবধানে শস্যগুলি দিতেছে ঠেলিয়া ॥
সকল সময়ে তার দৃষ্টি আছে হেন।
মুষল তাহার হাতে নাহি পড়ে যেন ॥
ঢেঁকির ছবিটি মাতা দেখাইয়া মোরে।
এইকথা বুঝালেন বেশ ভাল ক'রে ॥
'সংসারের কাজ তুমি করিবে যখন।
এইমত চিন্তা সদা রাখিবে তখন ॥
আবদ্ধ হইলে পরে এ-ঘোর সংসারে।
দুঃখ কষ্ট সব আসি' ঘিরিবে তোমারে ॥
ঢেঁকির মুষল যদি পড়ে কভু হস্তে।
তখনি পড়িয়া যায় ভয়ানক কষ্টে ॥
তেমনি সংসারখানা ঘাড়ে চাপে যদি।
যন্ত্রণার তবে আর থাকেনা অবধি* ॥
এ-সংসার এই কাজ নহেগো তোমার।
ইহা সব ঈশ্বরের—চিন্ত অনিবার ॥
এই চিন্তা অনুক্ষণ রাখ যদি মনে।
তবে আর পড়িবেনা সংসার-বন্ধনে ॥
আহত বিনষ্ট তাই হইবে না আর।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রেমঅবতার ॥
"সংসারের কথা আমি ওমতি বুঝিয়া।
তাহাদেরে উহা যবে দিলাম কহিয়া ॥
সিপাহীরা উহা শুনি' তুষ্ট হ'ল অতি।"
পুনরায় কহিলেন প্রভু প্রাণপতি ॥
"যখনি কারোর সঙ্গে কোন কথা কহি।
ওমত দেখান মোরে মাতা ব্রহ্মময়ী ॥"
পুনঃ হেন কহিতেন প্রভু জ্ঞানময়।
"ভকতি ও জ্ঞান যেই দুই পথ রয় ॥

* সূর্য   * সীমা

উভয়ের চরমেতে পঁহুছায় যবে।
সাধক তখনি এই জ্ঞানসুধা লভে ॥
'উপাস্যের সনে তার কোন ভেদ নাই।
অদ্বৈতবিজ্ঞানে হেন হয় তার ঠাঁই ॥
শুদ্ধাভক্তি শুদ্ধজ্ঞান একি বস্তু হয়।
চরম অবস্থা যাহা এই দুইয়ে রয় ॥
সেখানে পোঁছিলে পায় দুইয়ের সমতা।
সমুদয় শিয়ালেরই একিরূপ 'রা'* ॥"
সংসারী ভকতে প্রভু কহিতেন ইহা।
"সংসারী সংসার-ধর্ম পালন করিয়া ॥
বিশিষ্ট-অদ্বৈত ভাবে রহিবে সদাই।
দ্বৈতভাবে থাকিতেও কোন বাধা নাই ॥,'
আপনার ভাবে সদা থাকিতে যে হয়।
জোর ক'রে ভাব আনা কভু ঠিক নয় ॥"
এমত কখনো যদি হেরিতেন সাই।
বড় কথা কয় কিন্তু অনুরাগ নাই ॥
কঠোর বাক্যের বাণে সে-লোকেরে বিন্ধা**।
ভর্ৎসনা করিয়া তাকে করিতেন নিন্দা ॥
বৈকুণ্ঠ সান্যালে হেন শুধালেন প্রভু।
"পঞ্চদশী-টশী তুমি পড়িয়াছ কভু ?"
সে-ভকত এইমত কহিল তখন।
"আমরা উহার নাম শুনিনি কখন ॥"
তখন শ্রীপ্রভু তারে কহিলেন ইহা।
"আমি যেন বাঁচলুম একথা শুনিয়া ॥
কতগুলি জ্যাঠা-ছেলে ঐসব প'ড়ে।
মাঝে মাঝে মোর কাছে আগমন ক'রে ॥
যত কিছু আজে-বাজে কেবলি শুধায়।
করিবেনা কিছু, শুধু আমারে জ্বালায় ॥"
'সংসারে কিরূপে থাকি' ভজিবে ঈশ্বর।'
ইহার জবাবে কন প্রভু প্রেমধর ॥
"সংসারেতে যতদিন এ-জীবন রয়।
নিজের সংসার বলি' ভাবিতে না হয় ॥
নিজের বলিয়া যদি মনে ঠাঁই পায়।
অমনি সে সংসারেতে বন্ধ হ'য়ে যায় ॥
নিষ্কৃতির পথ আর নাহি পায় খুঁজে।
এ সংসার ঈশ্বরের—একথা যে বুঝে ॥
কষ্ট নাহি হয় তার মায়া-মমতাতে।
এক হাত সংসারেতে, এক হাত তাঁতে ॥
এরূপভাবেতে যদি সংসারেতে রয়।
তখন তাহার আর কিসেরই বা ভয় ॥
ঈশ্বরের দেয়া কাজ করিতেছি আমি।
এমত চিন্তিতে হয় সদা দিবাযামি ॥
মনেতে আসিবে তবে ধারণা এমতি।
সংসারের সব বস্তু সকল বেকতি ॥
ঈশ্বরের অংশ বই অন্য কিছু নয়।
এমতি ধারণা যবে হইবে উদয় ॥
ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে পিতা ও মাতারে।
সতত সেবিয়া থাকে শ্রদ্ধা সহকারে ॥
৺মাতার প্রকাশ দেখে কন্যার ভিতরে।
বালক-গোপাল সম দেখে সে পুত্ররে ॥
ঐমত চিন্তা সদা যাহাতে বিরাজে।
আদর্শ সংসারী সে-ই সংসারের মাঝে ॥
সেজন না থাকি' আর মরণের ভয়ে।
জীবন যাপন করে প্রসন্ন হৃদয়ে ॥
বিবেক-বুদ্ধিকে* সদা আশ্রয় করিয়া।
করম করিতে হয় একাগ্র হইয়া ॥
সংসারের কোলাহল ত্যজি মাঝে মাঝে।
নিরজনে ক্ষণকাল ব'সে থাকিয়া যে ॥
তাঁহাকে ডাকিতে হয় আকুল হিয়ায়।
তবেই অন্তরে তাঁর অনুভব পায় ॥
তবেই খুঁজিয়া পায় আদর্শজীবন।
সংসারেতে কোন ভয় রবেনা তখন ॥

* যে বুদ্ধি দিয়া জগতে 'কী নিত্য কী অনিত্য' বুঝা যায়, তাহাকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

* আওয়াজ ** বিঁধিয়া—বিদ্ধ করিয়া

সমাপ্ত করিয়া প্রভু উপদেশ বাণী।
গাহিলেন প্রসাদের এই গানখানি ॥
আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে
চারিফল* কুড়ায়ে পাবি ॥

* চারিফল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ

ঐমত গানখানি সমাপ্ত যখন।
আরম্ভ হইয়া গেল কীর্তন নর্তন ॥
দাঁড়ায়ে আছেন প্রভু ভাবেতে পড়িয়া।
কীর্তন চলিল সেথা তাঁহাকে ঘিরিয়া ॥
কীর্তনের শেষে প্রভু রীতি অনুসারে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া নমি' শ্রদ্ধা সহকারে ॥
সামান্য প্রসাদ ল'য়ে বিনয়িত চিতে।
নিজগৃহে ফিরিলেন অধিক নিশিতে ॥

ভাবে দেখা ভক্তগণের প্রভুর নিকটে আগমন

এইমত প্রশ্ন এক জাগে এইক্ষণে।
শ্রীঠাকুর মিলি' ঐ ব্রাহ্মদের সনে ॥
আপনি কি করেছেন কোনো শিক্ষালাভ।
ইহার জবাবে সবে ক'য়ে দিবে সাফ ॥
কি শিক্ষা নিবেন প্রভু কাহার সকাশে।
এ-চিন্তা জাগিছে তবে এই অবকাশে ॥
প্রথমে ছিলেন প্রভু এ-ধারণা নিয়া।
ব্রাহ্মগণ তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ॥
তেয়াগিবে পাশ্চাত্যের ভাব-শিক্ষাধারা।
কিন্তু উহা পুরাপুরি ত্যজিলনা তারা ॥
পাশ্চাত্যের ভাবধারা শিক্ষা-আদি আর।
ছিল এত বদ্ধমূল তাদের মাঝার ॥
পুরাপুরি কাটাইয়া তাহার প্রভাব।
করিতে পারেনি তারা দেশী-শিক্ষালাভ ॥
বুঝিলেন তাই হেন প্রভু ভগবান।
"এদেরে যতই শিক্ষা করিব প্রদান ॥
সব কিছু নিতে তারা পারিবে না কভু।"
আলাপন শেষে তাই কহিতেন প্রভু ॥
"তোমাদেরে যা কিছুই কহিনু এখন।
ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে ক'রো তা গ্রহণ ॥"
এইমত স্বাধীনতা প্রদান করাতে।
ব্রাহ্মগণ সাতিশয় প্রসন্ন হিয়াতে ॥
ঠাকুরের শিক্ষা নিত যতটুকু সাধ্য।
তাতেই অতীব খুশী শ্রীপ্রভু আরাধ্য ॥
তাঁহার মনেতে সদা এ-ধারণা গাঁথা।
সময় হইলে পরে জগদম্বা মাতা ॥
এমন ব্যবস্থা এক দিবেন গড়িয়া।
যাহার প্রেরণাতলে সকলে আসিয়া ॥
ঋষিদের আছে যেই আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব।
সে-সকল শিখে নিতে হইবে সমর্থ ॥
এখন যে-যাহা পারে নিক না তাহাই।
এর লাগি ভাবনার প্রয়োজন নাই ॥
কায়মনোবাক্য দিয়া যদি কোনজন।
ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য না করে পালন ॥
দেহের আসক্তি তবে পুরা নাহি যায়।
আধ্যাত্মিক উচ্চভাব তাই নাহি পায় ॥
ঈশ্বরের সাধনেতে মগন হইয়া।
সর্বস্ব না দেয় যদি তিয়াগ করিয়া ॥
লভিতে না পারে তাঁর পুণ্যদরশন।
একথাও বুঝিবেনা সে-সাধকজন ॥
যত মত তত পথ—শুধু এই বাণী।
ঘুচাইয়া দিতে পারে ধরমের গ্লানি ॥
একথাও কোনদিন বুঝিবেনা আর।
যেসব সাধনপথ ধরার মাঝার ॥
সে-সবের প্রতিটিরই শীর্ষে পঁহুছিলে।
উপাসক উপাস্যেতে ভেদ নাহি মিলে ॥
উপাস্য ও উপাসক হয় একাকার।
মতে মতে কোন ভেদ থাকেনাকো আর ॥

মন, মুখ এক করা—ইহাই সাধন।
চিন্তিলেন পুনরায় অজ্ঞাননাশন ॥
ঐ কথা ব্রাহ্মদেরে বুঝালাম কত।
তবুও তাহারা উহা বুঝিলনা অত ॥
যে ধারণা বদ্ধমূল হৃদয়ের মাঝে।
সমূলে তা কিছুতেই দূর হয় না যে ॥
পাখির গলায় যদি কাঁঠি* প'ড়ে যায়।
রাধাকৃষ্ণ-নাম পাখি বলেনাকো হায় !!
পাশ্চাত্যের আছে যেই জড়বাদ-ভাব।
ব্রাহ্মদের 'পরে তার এতই প্রভাব ॥
ব্রাহ্মরা নারিল তাহা সম্যক ত্যজিতে।
মন তাই র'য়ে গেল রূপ-রসাদিতে ॥
তাহারি কারণে সেই ব্রাহ্ম সম্প্রদায়।
তিয়াগের ব্রত নিতে পারিলনা হায় !!
দুঃখভরে প্রভু তাই জননীরে কন।
"মা তোমার আছে যেই ত্যাগীভক্তগণ ॥
তাদেরে এখন তুমি আনো এখানেতে।
প্রাণ খুলে কথা কবো তাদের সঙ্গেতে ॥
সরলতা ল'য়ে সদা পুলকিত মনে।
তোর কথা কবো শুধু তাহাদের সনে ॥"
কেশবাদি যারা যারা ব্রাহ্মভক্ত ছিল।
যদিও প্রভুর কথা পুরা নাহি নিল ॥
আগেকার ভাব তারা বদল করিয়া।
ঠাকুরের প্রতি বেশ অনুরাগ নিয়া ॥
প্রচার করিল তাঁর মধুময় বাণী।
কলিকাতা মাঝে এতে সাড়া দিল আনি'।
ঠাকুরের ভক্তগণ এই সাড়া পেয়ে।
প্রভুর সকাশে এল ক্রমে ক্রমে ধেয়ে ॥
ভকত কেশব আর প্রভু প্রাণনাথ।
এঁদের হইল যবে প্রথম সাক্ষাৎ ॥
তারপরে চারি বর্ষ ক্রমে যবে পার।
বারশ পঁচাশি সাল এল যবে আর ॥

রামচন্দ্র দত্ত আর শ্রীমনোমোহন।
প্রথমে প্রভুর কাছে করে আগমন ॥
গৃহস্থ ভকত ছিল এঁরা দুইজন।
তারপরে উপস্থিত ত্যাগীভক্তগণ ॥
এখানে একটি কথা রহিবে স্মরণে।
ইহাই আদর্শ ছিল প্রভুর জীবনে ॥
ঈশ্বরের লাগি তাঁর সুধীভক্তগণ।
পুরাপুরি তিয়াগিবে কামিনী-কাঞ্চন ॥
প্রেমময় শ্রীপ্রভুর বাণীর মাঝার।
তিয়াগই কেবলমাত্র মহামন্ত্রসার ॥
শ্রীপ্রভুর ত্যাগব্রত পালনের আশে।
সংসারী ভকত যারা এল তাঁর কাছে ॥
যদিও বা পুরাপুরি সেই ব্রতখানি।
পালিতে পারেনি তারা মনপ্রাণ দানি' ॥
বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল সবে।
এখানে একটি কথা স্মরণেতে রবে ॥
যেসব ভকত থাকে সংসার মাঝার।
ভকতি ও বিশোয়াস কতটা কাহার ॥
সৎকর্ম অনুষ্ঠানে বুঝা যায় তাহা।
শাস্ত্রমাঝে একথাও রহিয়াছে গাহা ॥
দুঃখ-কষ্টে উপার্জিত গৃহীদের ধন।
উহা দিয়া করে তারা ব্রত উদ্‌যাপন ॥
অকাতরে কে কত তা সৎকাজে বিলায়।
তারতম্য দিয়ে তার ইহা বুঝা যায় ॥
কাহার ভিতরে কত ভক্তি বিশোয়াস।
রামের কাহিনী এবে করিব প্রকাশ ॥
রামচন্দ্র ছিল আগে অতীব কৃপণ।
তাহার প্রসঙ্গে কভু প্রভু নারায়ণ ॥
কহিয়াছিলেন হেন হাসিতে হাসিতে।
"রামেরে কহিয়াছিনু এলাচি আনিতে ॥
শুকনো এলাচি আনি' এক পয়সায়।
সমুখে রাখিয়া তাহা নমিল আমায় ॥"

* কাঁঠি—গলার দাগ

ক্রমে ক্রমে এ-কৃপণ রামচন্দ্র দত্ত।
হইলেন ঠাকুরের এত বড় ভক্ত !!
গুরু ও ইষ্টের স্থানে প্রভুরে বসিয়ে।
শ্রীঠাকুরে আনিতেন আপনার গৃহে ॥
তখন আত্মীয় আর নানা বন্ধুবরে।
আহবান ক'রে আনি' আপনার ঘরে ॥
উৎসবাদি করিতেন শ্রীঠাকুরে নিয়া।
অর্থকড়ি যা লাগিত ইহার লাগিয়া ॥
মুক্তহস্তে তাহা তিনি করিতেন ব্যয়।
এর লাগি কোন দ্বিধা আসিতনা তাঁয় ॥
আঠারশ একাশির শেষ ভাগ থেকে।
তিয়াগী ভকতগণ এল একে একে ॥
এইকথা স্পষ্ট ক'রে গ্রন্থমাঝে রাজে।
রাখালই প্রথম এল ত্যাগীদের মাঝে ॥
রাখাল ভগিনীপতি মনোমোহনের।
এমত কাহিনী এক আছে রাখালের ॥
রাখালের বিবাহের স্বল্পদিন পরে।
রাখাল প্রথম এল প্রভুর নিয়ড়ে ॥
এ-বিষয়ে ক'য়েছেন প্রভু ভগবান।
"প্রথম যেদিন এল রাখাল শ্রীমান ॥
তার আগে একদিন হেরিলাম হেন।
"জগদম্বা মাতা মোর কাছে আসি' যেন ॥
'এইটি তোমার পুত্র'—এইমত ব'লে।
ছোট এক বালকেরে দিল মোর কোলে ॥
আতঙ্কে শিহরি' উঠি' কহিলাম মাকে।
আমার এ-ছেলে ! এঁকি শুনালি আমাকে !!
তখন হাসিয়া মাতা বুঝালেন মোরে।
"যে-পুত্র আজিকে আমি দিনু তব ক্রোড়ে ॥
সে-পুত্র কখনো নাহি সাধারণ হবে।
এ তব মানস-পুত্র—ত্যাগী হ'য়ে রবে" ॥
সোয়াস্তি ফিরিয়া এল আমার পরাণে।
এরপরে স্বল্পদিন ক্রম অবসানে ॥

রাখাল আসিল যবে আমার নিকটে।
রাখালই যে সে-বালক বুঝিলাম বটে ॥"
পুনঃ হেন কহিলেন নয়নরঞ্জন।
"রাখাল আমার কাছে আসিল যখন ॥
এইমত ভাব ছিল তাহার মাঝার।
তাহার বয়স যেন বর্ষ তিন-চার ॥
আমারে সে দেখিতও জননীর মতো।
কভু কভু করিত সে ঠিক এইমত ॥
কোথা থেকে ছুটে আসি' দ্রুতবেগভরে।
বসিয়া পড়িত মোর কোলের উপরে ॥
তারপরে পুলকেতে ছোট্টশিশু সম।
অসঙ্কোচে করিত সে স্তন্যপান মম ॥
আপনার বাড়ি যাওয়া—সে-কথা তো ছাড়্।
হেথা থেকে এক পাও নড়িতনা আর ॥
তার পিতা জমিদার খুব ধনীজন।
অগাধ পয়সা, তবে অতীব কৃপণ ॥
রাখাল কখনো যাতে না আসে এখানে।
তাহার লাগিয়া পিতা ব্যাকুল পরাণে ॥
নানা চেষ্টা করিয়াছে প্রথম প্রথম।
রাখালেরে ক'য়েছেও নরম গরম ॥
পরে যবে ইহা তার চোখে পড়িয়াছে।
বিদ্বান, পণ্ডিত, ধনী সবে হেথা আসে ॥
ছেলেরে আসিতে আর না করিত মানা।"
এমত আরেক কথা গেল তবে জানা ॥
রাখাল থাকিত সদা প্রভুরে লইয়া।
শ্বশুর আলয় থেকে ইহার লাগিয়া ॥
কোনরূপে বাধা কিন্তু কভু আসে নাই।
আবার এমতি কথা জানিবারে পাই ॥
রাখাল পরিল যবে বিবাহের মালা।
বালিকা বয়সী ছিল নব বধূবালা ॥
একদা বধূর মাতা বধূমাকে ল'য়ে।
হাজির হইল যবে প্রভুর আলয়ে ॥

এ-ধারণা উপস্থিত ঠাকুরের চিতে।
রাখাল থাকিলে তার বধূর সহিতে ॥
হয়ত ঘটিবে তার ভকতির হানি।
বধূমাকে তাই তিনি নিজকাছে আনি' ॥
পদ থেকে সুরু ক'রে কেশ তক তার।
পরখিয়া দেখিলেন বেশ কতবার ॥
বুঝিয়া নিলেন তবে প্রভু ভগবান।
বধূমাতে দেবীশক্তি আছে বিদ্যমান ॥
স্বামীর ধরম-পথে এ-সতী গৃহিণী।
বাধাসৃষ্টি করিবেনা কভু কোনদিনি ॥
ঠাকুর না থাকি' তাই দুশ্চিন্তা-বিপাকে।
নহবতে এ-বারতা পাঠালেন মাকে ॥
"পুত্রবধূ যাইতেছে গৃহেতে তোমার।
টাকা দিয়ে মুখখানি দেখিও তাহার ॥"
কহিলেন পুনঃ মোর প্রভু গুণমণি।
"রাখাল আমার কাছে আসিত যখনি ॥
কত যে বালকভাব জাগিত তাহাতে।
সে-কথা কাকেও যেন পারিনা বুঝাতে ॥
আমিও তখন তাকে ভাবাবিষ্ট মনে।
ক্ষীর ননী খাওয়াতাম অতীব যতনে ॥
অতঃপর তার সনে খেলায় মাতিয়া।
তাহাকে নিতাম কভু কাঁধেতে তুলিয়া ॥
সঙ্কোচ ছিলনা তার ইহার লাগিয়া।
আমি কিন্তু সে-সময়ে ক'য়েছিনু ইয়া ॥
বড় হ'য়ে ভার্যা সনে রহিবে সে যবে।
বালকের ভাব তার থাকিবে না তবে ॥
রাখাল করিলে কিছু বেঠিক-অন্যায়।
কঠোর শাসন আমি করিতাম তায় ॥
একদা ঘটিয়াছিল এহেন ঘটন।
কালীঘর থেকে এল প্রসাদী মাখন ॥
রাখাল কাহারও কাছে কিছু নাহি বলি'।
নিজে নিজে সে-মাখন খাইল সকলি ॥
তাহাকে কহিনু তাই শাসন করিয়া।
'তুইতো অতীব লোভী হেরিতেছি ইয়া ॥
এখানে আসিয়া তুই লোভ ত্যজিবারে।
প্রয়াস করিবি সদা যত্নসহকারে ॥
তাহা না করিয়া কিনা লোভীর মতন।
একা একা খেয়ে নিলি এতটা মাখন ॥
এ কথায় রাখালের এল বড় লাজ।
তাইতো করেনি আর ঐমত কাজ ॥
আবার শ্রীপ্রভু কন সুধী ভক্তজনে।
"হিংসাও আছিল কিন্তু রাখালের মনে ॥
এমত পড়িত যদি রাখালের চোখে।
তাকে ছেড়ে ভালবাসি অন্য ভকতকে ॥
সে-দৃশ্য সহিতে তার ছিলনাকো শক্তি।
অভিমানে মুখ তার উঠিত আরক্তি' ॥
ইহাতে আমার মনে জাগিত যে ভয়।
তাহার কারণ তবে এইমত রয় ॥
ভকত যাহারা আসে এই দেবীঘরে।
রাখালের হিংসা হ'লে তাদের উপরে ॥
হয়ত ইহতে পারে অকল্যাণ তার।
এর লাগি মেগেছিনু কৃপাদৃষ্টি মা'র ॥"
রাখাল আসিল যবে প্রভুর বিতানে।
তারপরে তিনবর্ষ ক্রম অবসানে ॥
রাখালেরে সঙ্গে ল'য়ে ভক্ত বলরাম।
একদা চলিয়া গেল বৃন্দাবন-ধাম ॥
বৃন্দাবনে গেল যবে রাখাল শ্রীমান।
কিছুদিন আগে তার প্রভু ভগবান ॥
হেরিয়াছিলেন হেন ভাবের আঁখিতে।
মাতা যেন রাখালেরে এখান হইতে ॥
সরাইয়া নিতেছেন অন্য কোনস্থানে।
মাকে তাই কহিলেন ব্যাকুলিত প্রাণে ॥
"রাখল হইল এক লঘুচিত* ছেলে।
অভিমানে কত কিছু ভুল ক'রে ফেলে ॥

* ছেলেমানুষ

যদি তোর কোন কর্ম করাইয়া নিতে।
সরাইয়া নিস্ ওকে এখান হইতে ॥
এইমত যাচিতেছি আকুল পরাণে।
আনন্দে রাখিস্ ওকে কোনো ভাল স্থানে ॥"
এরপরে স্বল্পদিন কাটিল যখন।
রাখাল চলিয়া গেল মধুবৃন্দাবন ॥
আবার ভকতে প্রভু কহিলেন ইয়া।
"রাখাল পীড়িত হ'ল বৃন্দাবনে গিয়া ॥
এ বারতা শুনি' মোর জাগিল এ ভয়।
বুঝিবা সেখানে তার দেহত্যাগ হয় ॥
এ ভয়ের মাঝে আছে এ-কারণ গাঁথা।
দেখায়েছিলেন হেন জগদম্বা মাতা ॥
'এ-রাখাল সত্যি সত্যি ব্রজের রাখাল।'
তাইতো এ-ভয়ে মোর পরাণ উতাল ॥
যেখান হইতে তার এ-দেহধারণ।
সেইখানে কভু যদি করে সে গমন ॥
হয়তবা পূর্বকথা স্মরণ করিয়া।
তৎক্ষণাৎ এই দেহ যাইবে ছাড়িয়া ॥
মাতাকে কহিনু তাই অতি ভয়ে পড়ি'।
আমার এ-প্রার্থনাটি রাখিস্ শঙ্করি !!
ওর যেন নাহি হয় দেহঅবসান।"
মাতা মোরে করিলেন অভয় প্রদান ॥"
পুনরায় শ্রীঠাকুর কহিলেন ইয়া।
"আরো কত দেখিয়াছি রাখালে ঘিরিয়া ॥
সে-সকল কহিবারে র'য়েছে বারণ।"
পরের কাহিনী এর আছে এমতন ॥
রাখালে ঘিরিয়া প্রভু হেরেছেন যাহা।
সফল হইয়াছিল সব কিছু তাহা ॥
ক্রমেতে বয়স তাঁর বাড়িল যখন।
ঈশ্বরে সঁপিয়া দিয়া প্রাণ তনু মন ॥
আর না যুকত থাকি' সংসারের সঙ্গে।
যোগদান করিলেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে ॥
সেথায় লভিয়া তিনি সর্বোচ্চ আসন।
কাটায়ে দিলেন তাঁর বাকীটা জীবন ॥
রাখাল এলেন যবে ঠাকুরের কাছে।
নরেন্দ্র এলেন তার চারিমাস পাছে ॥

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

রাখাল এলেন যবে প্রভুর নিয়ড়ে।
সুরেশ মিত্তির তার স্বল্পদিন পরে ॥
প্রথম হাজির হন প্রভুর আগারে।
সুরেন্দ্র বলিয়া প্রভু ডাকিতেন তাঁরে ॥
কলিকাতা সিমলাতে সুরেন্দ্রের বাড়ি।
প্রথম দিনেই তিনি প্রভুরে নেহারি' ॥
অতিশয় আকর্ষিত প্রভুর পানেতে।
প্রভুরে লইয়া তাই আপন গৃহেতে ॥
উৎসাহিত হইলেন উৎসব করিতে।
নরেন্দ্র গেলেন তথা ভজন গাহিতে ॥
নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের কাছাকাছি ধাম।
নরেন্দ্রের জনকের বিশ্বনাথ নাম ॥
আঠারশ একাশির নভেম্বর মাসে।
নরেন্দ্র প্রথম আসি' প্রভুর সকাশে ॥
লভিলেন যবে হেন ঠাকুরের স্পর্শ।
তখন বয়স তাঁর অষ্টাদশ বর্ষ ॥
শীঘ্র তিনি বসিবেন এফ. এ. পরীক্ষায়।
প্রথম দিনেই কিন্তু শ্রীঠাকুর রায় ॥
অতিশয় আকর্ষিত নরেন্দ্রের পানে।
তাই তিনি সেদিনের কীর্তনাবসানে ॥
নরেন্দ্রের কাছে গিয়া নিজাসন থেকে।
তাঁহার সকল অঙ্গ লইলেন দেখে ॥
স্বল্প কথা কহি' পরে নরেন্দ্রের সনে।
শ্রীঠাকুর সাতিশয় পুলকিত মনে ॥
দখিনেশ্বরেতে যেতে কহিলেন তাঁয়।
সেদিনের শুভ দেখা সমাপ্ত হেথায় ॥

সপ্তদিন পরে এর শ্রীনরেন দত্ত।
তাঁহার পরীক্ষা ল'য়ে আছিলেন মত্ত ॥
অতঃপর সে-পরীক্ষা যবে অবসান।
কলিকাতা সহরের এক ধনবান ॥
নরেন্দ্রের জনকেরে কহিলেন ইয়া।
তাঁহার দুহিতা* আছে শ্যামবরণীয়া ॥
বিবাহ হইলে তার নরেনের সাথে।
দশটি হাজার টাকা পণ দিবে তাতে॥
এত কহি' যদিও সে চালাইল চেষ্টা।
বিফল হইয়া গেল প্রয়াসের শেষটা ॥
শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বিবাহে নারাজ**।
টাকার গরমে তাই হইলনা কাজ ॥
এখানে আরেক কথা করি বরণন।
রাম দত্ত নামে যেই ভকত সুজন ॥
তিনি কিন্তু নরেনের জনৈক আত্মীয়।
তবে এই আত্মীয়তা দূর সম্পর্কীয় ॥
নরেনের পিতা তাঁকে পালন করিয়া।
চিকিৎসকরূপে তাঁকে নিলেন গড়িয়া ॥
বিবাহে নরেন্দ্র যবে অসম্মত অতি।
রামচন্দ্র সে-বিষয়ে বুঝিল এমতি ॥
ধরমীয় আকাঙ্খার তীব্র প্রেরণায়।
নরেন্দ্র বিবাহ-জালে পড়িতে না চায় ॥
ওমতি চিন্তিয়া তিনি নরেনেরে কন।
"ধর্মলাভ করিবারে চাহে যদি মন ॥
ঘোরাঘুরি না করিয়া ব্রাহ্মসমাজেতে।
একবার যাও তুমি দখিনেশ্বরেতে ॥"
একদা সুরেন্দ্র হেন নরেনেরে কন।
"ঠাকুরের কাছে আমি যাইব যখন ॥
তোমায় লইয়া যাব গাড়িতে করিয়া।
একদা নরেন্দ্র তাই কিছু সখা নিয়া ॥
ঠাকুরের কাছে গেল সুরেন্দ্রের সনে।
নরেনে হেরিয়া প্রভু সেই শুভক্ষণে ॥
যেরূপ ধারণা মনে লইলেন গড়ি'।
কহিলেন তাহা হেন প্রভু নরহরি ॥
"নরেন্দ্র প্রথম দিনে কিছু সখা নিয়ে।
পশ্চিমের দ্বার দিয়া এল এই গৃহে ॥
দেহপানে সে-নরেন অতি উদাসীন।
বেশভূষা কেশ তার পরিপাটিহীন ॥
সাধরণ নর সম বাহির বিষয়ে।
কোন আর্ট না রাখি' সে উদাসীন রহে ॥
সকল কিছুই তার আলগা বা ঢিলে।
নয়ন হেরিলে তার এ ধারণা মিলে ॥
তাহার মনের যেন বেশ কতখানি।
ভিতরের দিকে কেহ রাখিয়াছে টানি' ॥
আবার এমতি চিন্তা মনে দিল হানা।
বিষয়ীতে পরিপূর্ণ এ সহরখানা ॥
এতবড় সত্ত্বগুণী আধার যেজন।
কেমনে হইল তার হেথা আগমন !!
এমতি চিন্তিয়া আমি বিস্মিতপরাণে।
চাহিয়া রহিয়াছিনু তার মুখপানে ॥
মাদুর বিছানো ছিল গৃহের মেঝেতে।
বসিতে কহিনু তারে সেই মাদুরেতে ॥
আবার হেরিনু হেন বিস্ময়িত মনে।
যে সকল সখা ছিল নরেন্দ্রের সনে ॥
তাহারা সকলে কিন্তু বিষয়ীর মতো।
ভোগের পানেতে লোভ রাখিছে সতত ॥
সঙ্গীতের কথা যবে শুধাইনু তায়।
নরেন্দ্র তখন হেন কহিল আমায় ॥
বাংলা-গান জানে শুধু দুই-চারিখান।
তাই তারে কহিলাম গাহিতে সে-গান ॥
যে-গান গাহিতে হয় ব্রাহ্মসমাজেতে।
নরেন্দ্র গাহিল তাহা নিবিষ্ট মনেতে ॥
ধ্যানস্থ হইয়া যেন মনপ্রাণ ঢালি'।
চরম সত্যেতে দিল এইমত ডালি ॥

* ঐ ধনবানের কন্যা ** রাজী নয়

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।
মন চল নিজ নিকেতনে ॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ।
সবি তোর পর, কেহ নয় আপন।
পরপ্রেমে কেন হ'য়ে অচেতন।
ভুলিছ আপনজনে ॥
সত্যপথ মন কর আরোহণ।
প্রেমের আলো জ্বালি' চল অনুক্ষণ।
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে ॥
লোভ মোহ-আদি পথে দস্যুগণ।
পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ ॥
তাই বলি মন রেখো রে প্রহরী
শম দম দুইজনে ॥
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম।
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিও বিশ্রাম ॥
পথভ্রান্ত হ'লে শুধাইও পথ
সে-পান্থ নিবাসীগণে ॥
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার।
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার ॥
সে-পথে রাজার প্রবল প্রতাপ।
শমন ডরে যার শাসনে ॥
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু প্রেমরায়।
"সেদিন নরেন্দ্র যবে লইল বিদায় ॥
পুনরায় সে-নরেনে হেরিবার তরে।
তীব্র যাতনা এল প্রাণের ভিতরে ॥
যেমতি গামছাখানা নিংয়াড়িয়া লয়।
তেমতি নিংয়াড়ি' দিত আমার হৃদয় ॥
দংশন করিলে পরে গোখুরা ভুজঙ্গ।
যে-তীব্র দহনে জ্বলে সমুদয় অঙ্গ ॥
তেমতি যাতনা ল'য়ে হৃদিপদ্মপুটে।
ঝাউয়ের তলায় আমি যাইতাম ছুটে ॥
সেখানে কেহই কভু যায়নাকো বড়।
আমি কিন্তু না হইয়া তিল জড়সড় ॥
নীরবে বসিয়া থাকি' সেই এক-অন্তে।
ক্রন্দনিয়া কহিতাম সকরুণ কণ্ঠে ॥
'ও-নরেন ফিরে আয় বারেকের তরে।
তোকে না হেরিয়া মোর পরাণ বিদরে ॥
থাকিতে পারিনা আর তোকে নাহি দেখে।'
এমতি কহিয়া তারে হেঁকে হেঁকে ডেকে ॥
অঝোরেতে কাঁদিতাম বেশ ক্ষণকাল।
অতঃপর আপনারে দিতাম সামাল ॥
ছ'মাস অবধি ছিল এইমত জ্বালা।
তারপরে অবসান সে-জ্বালার পালা" ॥
পুনরায় শ্রীঠাকুর কহিলেন পরে।
"আর যারা ছেলে আসে—তাদের ভিতরে ॥
কাহারো কাহারো তরে কখন কখন।
হয়ত মনটা করে কেমন কেমন ॥
তবে যেই ব্যাকুলতা নরেন্দ্রের জন্য।
তার কাছে ও-সকল অতীব নগণ্য ॥"
শ্রীঠাকুর কহিলেন যেটুকু কাহিন্*।
ওটুকু কেবলমাত্র ঘটেনি সেদিন ॥
সেদিন নরেন্দ্র-সনে ঘটিয়াছে যাহা।
শ্রীনরেন এইমত কহিলেন তাহা ॥
সেদিনের গান যবে অবসান
শ্রীঠাকুর হ'য়ে ব্যস্ত।
আসন ছাড়িয়া সহসা আসিয়া
ধরিলেন মোর হস্ত ॥
ত্বরা করি' পরে সেথা থেকে মোরে
সমাদরে ল'য়ে এসে।
গৃহের উতরে** বারান্দা ঘরে
বসালেন মোরে হেসে ॥

* কাহিনী ** উতরে—উত্তরে, উত্তরদিকে।

একথাও আজি মনে ওঠে বাজি'
শীতকাল সে-সময়।
উত্তরের বায়ু কাঁপাইয়া স্নায়ু
সদা এ-সময়ে বয়॥
শীতের সময়ে প্রভুর আলয়ে
যাতে নাহি আসে ঠাণ্ডা।
ঝাঁপ-বেড়া দিয়া রাখিত ঘিরিয়া
উত্তরের সে-বারান্দা॥
মূল গৃহদ্বার যদি একবার
বন্ধ করিয়া দেয়।
বারান্দা মাঝে যা কিছু বিরাজে
কিছু তা দেখা না যায়॥
উহারি ভিতরে ল'য়ে গিয়ে মোরে
ধরিয়া আমার স্কন্ধ।
শ্রীঠাকুর জ্ঞানী মূল দ্বারখানি
ধীরে করিলেন বন্ধ॥
আমি সেইখনে ভাবিলাম মনে
হয়ত নিরালা ঘরে।
প্রভু পরমেশ কিছু উপদেশ
দানিবেন এবে মোরে॥
তবে সেই ঘরে ল'য়ে গিয়ে মোরে
করিলেন তিনি যাহা।
সেকথা ভুলেও ভাবিনি মোটেও
কল্পনাতীত তাহা॥
মোর দু'টি হাত ধরিয়া হঠাৎ
শ্রীঠাকুর নিয়ামক*।
ক্ষণকাল ধ'রে হেরিলেন মোরে
আঁখি রাখি' অপলক॥
অবিরাম স্রোতে আঁখি দুটি হ'তে
ব'য়ে গেল প্রেম-অশ্রু।
গণ্ড বাহিয়া সে-জল আসিয়া
ভাসাইল তাঁর শ্মশ্রু **॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমায় লখিয়া*
শ্রীঠাকুর প্রেমময়।
কহিলেন মোরে "এত দেরী ক'রে
আসিতে কি কভু হয়?
আমি তোর তরে এতদিন ধ'রে
অপেক্ষা ক'রে আছি।
বিষয়ীর সনে সদা আলাপনে
কী করিয়া আমি বাঁচি॥
বিষয়ীর কথা শুনি' যততথা
কান দুটি মোর গেল।
তবু তোর চিতে হেথায় আসিতে
ভাবনা নাহিকো এল॥
কাহারো সহিতে পারিনা কহিতে
দু'টি কথা প্রাণ খুলে।
উদর আমার তাই অনিবার
রহিয়াছে যেন ফুলে॥
আরো এইমত কহিলেন কত
কাঁদিলেন সাথে সাথে।
হৃদয়ের খেদে ক্ষণকাল কেঁদে
দাঁড়ালেন জোড় হাতে॥
অথ প্রিয়তম দেবতার সম
শ্রদ্ধা জানায়ে মোরে।
আমারে লখিয়া* কহিলেন ইয়া
অতীব ভকতিভরে॥
"জানি প্রভু তুমি এ-ধরণী ভূমি
পবিত্র করিবারে।
নররূপ ধ'রে ধরার ভিতরে
আসিয়াছ এইবারে॥
তুমি নারায়ণ পতিতপাবন
তুমি পুরাতন ঋষি।
এ-ধরার গ্লানি ঘুচাইবে জানি
পোহাইবে দুখনিশি॥"

* নিয়মকর্তা   ** দাড়ি   * লক্ষ্য করিয়া

পুনঃ হেন কহিলেন নরেন্দ্র কাণ্ডার।
"স্তম্ভিত হইনু আমি আচরণে তাঁর॥
এচিন্তা উদিল তাই মনের পাতায়।
কাহাকে দেখিতে আমি এসেছি হেথায়॥
ইনিতো উন্মাদ বই অন্য কিছু নন।
নহিলে কেনবা মোরে ঐমত কন॥
নীরবে রহিনু আমি ঐ চিন্তা ক'রে।
সে-পাগল আরো কত কহিলেন মোরে॥
পরক্ষণে মোরে সেথা থাকিতে কহিয়া।
আপনার গৃহমাঝে গেলেন চলিয়া॥
অনেক সন্দেশ আর মিছরি মাখন।
সে-গৃহ হইতে আনি' তখন তখন॥
আপনার হাত দিয়ে সে-সকল মোরে।
খাওয়াইতে লাগিলেন সমাদর ক'রে॥
আমি কিন্তু সে-সময়ে কহিলাম তাঁয়।
"ওসব খাবারগুলি দিন না আমায়॥
সঙ্গীদের সাথে আমি ভাগ ক'রে খাই।"
তিনি মোরে কহিলেন এমত কথাই॥
"ওরা সব খাবে 'খন তুমি খাও দিনি*।"
এত কহি' সবি মোরে খাওয়ালেন তিনি॥
হাত ধ'রে স্নেহভরে কহিলেন পরে।
'এইমত কথা তুমি দিয়ে যাও মোরে॥
শীঘ্রই একাকী তুমি আসিবে হেথায়।'
আমি কিন্তু সে-কথায় দানিলাম সায়॥
অতঃপর বসি' আমি সঙ্গীদের সনে।
শ্রীঠাকুরে নিরখিয়া চিন্তিলাম মনে॥
"হেরিতেছি এবে তাঁর যে-চালচলন।
অপরের সাথে আর বাক্যআলাপন॥
উন্মাদের মত কিন্তু কিছু নাই ইথে **।"
আবার হেরিয়া তাঁকে ভাবসমাধিতে॥
এমত ধারণা আমি লইনু অন্তরে।
সত্য ইনি সর্বত্যাগী ঈশ্বরের তরে॥

ভক্তজনে এবে তিনি কহিছেন যাহা।
নিজে সবি অনুষ্ঠান করেছেন তাহা॥
আবার নিবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিয়া।
ঠাকুরের এইকথা নিলাম চিন্তিয়া॥
"তোমাদেরে যেমতন দেখি এ নয়নে।
যেমতন কথা কহি তোমাদের সনে॥
ঈশ্বরে দেখিতে পাই ঠিক সেইরূপই।
তাঁর সনে আলাপনও করি মুখামুখি॥
এ ভবে কেইবা তাঁরে হেরিবারে চায়।
কতকিছু লাগি লোকে কাঁদিয়া বেড়ায়॥
দারাপুত্র বিষয়াদি অরথের শোকে।
ঘটি ঘটি আঁখিজল ফেলে কত লোকে॥
ঈশ্বরে লভিতে গিয়া কবে কোন্‌জন।
একবিন্দু আঁখিজল করে বরিষণ॥
লভিবার তরে যদি বিভু-ভগবানে।
কেহ কভু ডাকে তাঁকে আকুল পরাণে॥
নিশ্চয় দিবেন তিনি দরশন তায়।"
ওসব শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হিয়ায়॥
পুনরায় সে-সময়ে চিন্তিলাম ইয়া।
শ্রীঠাকুর যাহা যাহা গেলেন কহিয়া॥
রূপকের সম তাহা হয়নাকো মনে।
প্রত্যক্ষ ঘ'টেছে উহা তাঁহার জীবনে॥
সর্বস্ব তিয়াগ করি' ঈশ্বরে ডাকিয়া।
ভগবানে নিয়েছেন প্রত্যক্ষ হেরিয়া॥
হয়তবা শ্রীঠাকুর ভবের পাগল।
ঈশ্বরের লাগি তবে এ-ত্যাগ বিরল॥
পাগল হ'লেও ইনি পবিত্র পরম।
বুঝিতে না পারা যায় ইঁহার মরম॥
মানবের শ্রদ্ধা, পূজা, সম্মানাদি আর।
ইঁহার পাইতে আছে যোগ্য-অধিকার॥
মনে মনে করি' আমি ওমতি চিন্তন।
করিলাম ঠাকুরের চরণ-বন্দন॥

* তো ** হইতে

চলিয়া এলাম পরে নিজগৃহ-পানে।"
প্রথম সাক্ষাৎ-কথা সমাপ্ত এখানে ॥

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

লেখাপড়া শিক্ষা আর সঙ্গীত শিক্ষায়।
নরেনের দিন শুধু চলিয়া না যায় ॥
অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধ্যান-তপস্যায়।
নিযুক্ত থাকেন তিনি নিবিষ্ট হিয়ায় ॥
গ্রহণ করেন তিনি নিরামিষ অন্ন।
ভূমিতে কম্বলে শুয়ে থাকেন প্রসন্ন ॥
যেখানে র'য়েছে তাঁর পিতার আগার।
ভাড়াটিয়া বাড়ী সেথা আছে দিদিমার ॥
প্রবেশিকা পরীক্ষাটি সমাপন ক'রে।
রহিছেন দিদিমার দ্বিতলের ঘরে ॥
অসুবিধা হ'লে কভু থাকিতে সে-ঘরে।
বাড়ির নিকটে রন ঘর ভাড়া ক'রে ॥
এইমত ভাবিতেন জনক তাঁহার।
"তাঁর গৃহে রহিয়াছে বড় পরিবার ॥
নিরালায় পড়াশুনা হেথা নাহি হয়।
নরেন্দ্র তাহারি লাগি' ভাড়াঘরে রয় ॥"
ব্রাহ্মদের সমাজেতে এ-সময়ে গিয়া।
নরেন্দ্র ছিলেন সদা এ-ধারণা নিয়া ॥
ঈশ্বর সগুণ-ব্রহ্ম নিরাকার আর।
আরেক ধারণা হেন মনে ছিল তাঁর ॥
ভগবান ব'লে যদি সত্য কিছু রয়।
ব্যাকুল ডাকেতে সাড়া দিবেন নিশ্চয় ॥
তাঁহাকে লভিতে হয় যেই পথ ধ'রে।
সেপথ নিশ্চয় তিনি রেখেছেন ক'রে ॥
যে দুটি কল্পনা তাঁর আছিল তখন।
তিনিই দিলেন তার এই বিবরণ ॥
"যৌবন আসিল যবে মোর জীবনেতে।
দুইটি কল্পনা হ'ত শয়নকালেতে ॥

এমত কল্পনা এক তাহার মাঝার।
ধন, জন, সম্পদাদি ঐশ্বর্যাদি আর ॥
এত এত পরিমাণে লভিয়াছি আমি।
ধনীদের শীর্ষে যেন আছি দিবাযামি ॥
আরেক কল্পনা মোর উদিত এহেন।
ধরার সকল কিছু তিয়াগিয়া যেন ॥
ঈশ্বরের 'পরে শুধু নির্ভর করিয়া।
অঙ্গেতে কেবলমাত্র কৌপীন ধরিয়া ॥
যদৃচ্ছলাভেতে আমি করিছি ভোজন।
বৃক্ষতলে করিতেছি রজনী-যাপন ॥
ঋষিদের মতো যেন জীবন-যাপনে।
সতত সক্ষম আমি কায়প্রাণমনে ॥
দ্বিবিধ কল্পনা হেন জাগিত যদিও।
শেষের কল্পনা মোর ছিল অতি প্রিয় ॥
ওতেই মজিত মোর সমুদয় চিত্ত।
উহারি আনন্দ-সুখে থাকিতাম তৃপ্ত ॥
ঈশ্বর চিন্তায় হেন থাকিয়া বিলগ্ন*।
গভীর নিদ্রায় আমি হইতাম মগ্ন ॥"
নরেন্দ্র মগন সদা এই ধারণায়।
ঈশ্বরে লভিতে যদি কোনজন চায় ॥
প্রকৃষ্ট উপায় তার ধেয়ানাদি করা।
ওমতি সংস্কারে যেন মন তাঁর ভরা ॥
নরেন বাল্যেতে তাই করিতেন ইয়া।
নানাবিধ দেবতার পুতুল কিনিয়া ॥
তাদের সমুখে বসি' করিতেন ধ্যান।
কভু কভু থাকিতনা বাহিরের জ্ঞান ॥
যৌবনেও সে-নরেন শয়নেতে গিয়া।
সে-গৃহের দ্বারখানি বন্ধ ক'রে দিয়া ॥
ধ্যানমাঝে হইতেন সমাহিতপ্রাণ।
কভুওবা সে-ধ্যানেতে নিশিঅবসান ॥
ধেয়ানই তাঁহার কাছে প্রিয় অতিশয়।
তাহার কারণ তবে এইমত রয় ॥

* সংযুক্ত

নরেন্দ্র গেলেন কভু ব্রাহ্মসমাজেতে।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই সময়েতে॥
নরেনে হেরিয়া, হেন ক'য়েছেন তাঁরে।
"যোগীর লক্ষণ আছে তোমার মাঝারে॥
অচিরে লভিবে ফল ধেয়ান করিলে।"
নরেন্দ্র শুনিয়া উহা, উৎসাহিত দিলে
ধ্যান দিয়া করিবারে ঈশ্বর সাধন।
সবিশেষ মনোযোগ করেন গ্রহণ॥
নরেন্দ্র অতুলনীয় ধরার মাঝার।
বাল্য থেকে পাই মোরা পরিচয় তার॥
স্মরণ শকতি তাঁর অতীব তিখিনি*।
যাহাই একটিবার শুনিতেন তিনি॥
কণ্ঠস্থ হইত তাহা নিমেষের মাঝে।
ইহার কাহিনী হেন গ্রন্থমাঝে রাজে॥
ষড়বর্ষকালে তাঁর ইহা গেল দেখা।
যত যত পালা সব রামায়ণে লেখা॥
সকলি শুনিয়া তাহা কণ্ঠস্থ তাঁহার।
এমত ঘটিয়াছিল কভু একবার॥
পাড়াতে হইল কভু রামায়ণ গান।
নরেন্দ্র শুনিতে তাহা সেইস্থানে যান॥
গায়ক সেসব গান গাহিতে গাহিতে।
কিছু কলি** পারিল না স্মরণ করিতে॥
গায়ক হইল যবে পুরা নিরুপায়।
নরেন্দ্র সে-কলিগুলি কহিলেন তায়॥
গায়ক সন্তুষ্ট হয়ে নরেনের 'পরে।
নরেনেরে মিষ্টান্নাদি দিল সমাদরে॥
নরেন্দ্র আবার হেন গিয়েছেন ক'য়ে।
"যবে মোর শিক্ষা শুরু বিদ্যার আলয়ে॥
জনৈক শিক্ষক আসি' আমাদের গৃহে।
নিত্যকার পাঠ মোরে দিতেন বুঝিয়ে॥
শিক্ষাদানে সেই গুরু আসিতেন যবে।
পুস্তকাদি ল'য়ে আমি বসিতাম তবে॥

একে একে বইগুলি খুলে খুলে নিয়ে।
স্কুলের কতটা পড়া গুরুকে দেখিয়ে॥
চুপ ক'রে থাকিতাম বসিয়া বা শুইয়ে।
শিক্ষক তখন সেই বইগুলি নিয়ে॥
যতটুকু পাঠ আছে পরদিন তরে।
তাহার অরথ আর বানানাদি ক'রে॥
পাঠগুলি পড়িতেন দুই-তিন বার।
আয়ত্ত হইত তাতে সকলি আমার॥
পুনরায় সে-নরেন এইমত কন।
"প্রবেশিকা পরীক্ষাদি দিয়েছি যখন॥
দুই-তিন মাস শুধু পরীক্ষার আগে।
পাঠ্যবই পড়িতাম অতি অনুরাগে॥
উহার আগে ও পরে পাঠ্যবই ছাড়ি'।
পড়িতাম অন্য বই নানা রকমারি॥
পড়িতাম ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ব'সেছি যখন॥
দু'তিন দিবসমাত্র বাকী যবে তার।
সহসা এচিন্তা এল মনের মাঝার॥
জ্যামিতির কিছুই তো শেখা হয় নাই।
চারিটি জ্যামিতি বই ল'য়ে আমি তাই॥
দিবারাত্র সেইগুলি পাঠ ক'রে নিয়া।
চব্বিশ ঘণ্টাতে তাহা নিলাম শিখিয়া॥"
দেহটি সুদৃঢ় তাঁর মেধাও তিখিনী।
তাই বুঝি ঐমত পারিতেন তিনি॥
এইকথা গাহিয়াছি আগে একবার।
বাহিরের বই পড়া নেশা যেন তাঁর॥
ক্রমেতে হইল তাঁর এশক্তি উদয়।
পুরাপুরি কোনও বই পড়িতে না হয়॥
প্যারাগ্রাফ থাকে যেই পুস্তকের মাঝে।
পুরাপুরি তিনি তাহা পড়িতেন নাযে॥
প্যারার প্রথম আর শেষ ছত্র প'ড়ে।
বুঝিতেন কি-র'য়েছে প্যারার ভিতরে।

* তীক্ষ্ন ** গানের কথা

এ-শক্তি এল পুনঃ কিছুদিন পরে ।
পৃষ্ঠার প্রথম আর শেষ ছত্র প'ড়ে ॥
বুঝিয়া নিতেন তিনি সে-পৃষ্ঠার সবি ।
অভিজ্ঞ হ'লেন পুনঃ এ-ক্ষমতা লভি' ॥
পুস্তকেতে তর্কযুক্তি যেথা রহিয়াছে ।
চার পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী হয়ত তা আছে ॥
সে-সকল পৃষ্ঠাগুলি সবি না পড়িয়া ।
যুক্তির সুরুটুকু পড়িয়া লইয়া ॥
বুঝিয়া নিতেন তিনি সে-যুক্তিতর্ক ।
আরেক শক্তি তাঁর খুবই পরিপক্ক ॥
বিবিধ প্রকার সব পুস্তক পড়িয়া ।
সে-সবের সারমর্ম চিন্তা ক'রে নিয়া ॥
দিনে দিনে হইলেন তর্কপ্রিয় ভারি ।
তর্ককালে কাহাকেও নাহি দেন ছাড়ি' ॥
তাঁহার যুক্তি এত ধারালো—শাণিত ।
সকলে তাঁহার কাছে হার মেনে নিত ॥
বিতর্ক হইত তাঁর যে-লোকের সনে ।
তাহার দু'চার কথা শুনি' একমনে ॥
বুঝিয়া নিতেন হেন সুচিন্তার দ্বারা ।
প্রতিপক্ষ কি যুক্তি করিবেন খাড়া ॥
খণ্ডন করিতে তাই সে-সব যুক্তি ।
আগেই নিতেন তিনি মোক্ষম প্রস্তুতি ॥
সম্ভব হইত উহা কেমন করিয়া ।
তাহার জবাবে তিনি কহিতেন ইয়া ॥
"জগতে নূতন চিন্তা স্বল্প অতিশয় ।
স্বপক্ষে বিপক্ষে তার যে-যুক্তি রয় ॥
সেটুকু যুক্তি' চিন্তা জানা থাকে যার ।
বিতর্কে তাহার কভু হয়নাকো হার ॥
নব চিন্তা নব ভাব জগতেরে দিতে ।
অতিশয় স্বল্পজন আসে ধরণীতে ॥"
নরেনের আরো কথা র'য়েছে এমতি ।
ব্যায়াম-অভ্যাসে তাঁর অনুরাগ অতি ॥

পিতা এক অশ্ব কিনে দিয়েছেন তাঁয় ।
ক্রমেতে সুদক্ষ তিনি অশ্বচালনায় ॥
অসির চালন আর কুস্তি, সন্তরণ ।
যষ্টিক্রীড়া তার সাথে মুন্গর হেলন ॥
সকল বিষয়ে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ।
নিবেদন করি এবে সাহসের কথা ॥
নরেন্দ্র ছিলেন যবে অষ্টমবর্ষীয় ।
যেসব সখারা তাঁর অতিশয় প্রিয় ॥
পশুশালা হেরিবারে তাহাদেরে নিয়া ।
মেটিয়াবুরুজে তিনি গেলেন চলিয়া ॥
লখনউ নামে যেই ভারতের স্থান ।
সেথার নবাব ছিল ওয়াজিদ্ আলী খান ॥
তিনি এসে রহিলেন মেটেবুরুজেতে ।
তাঁর এক পশুশালা ছিল সেখানেতে ॥
নরেনাদি আসিলেন ঐ পশুশালে ।
ফেরাপথে পড়িলেন বিবাদের জালে ॥
যবে তাঁরা ফিরিছেন তরণীতে চ'ড়ে ।
নায়ের ভিতরে কেহ দিল বমি ক'রে ॥
চাঁদপাল ঘাটে যবে আসিল তরণী ।
কলহের তীব্র ঝড় আরম্ভ তখনি ॥
মাঝিরা কহিল উহা ছাপ ক'রে দিতে ।
বালকেরা অসম্মত সে-কাজ করিতে ॥
বালকেরা মাঝিগণে ক'য়ে দিল ইয়া ।
"তোমরা ধোয়াও উহা কোন লোক দিয়া ॥
মজুরী লাগিবে যাহা—দিব আমরাই ।"
মাঝিগণ ঐকথা মেনে নেয় নাই ॥
প্রবল বচসা এতে হইল উদয় ।
বুঝিবা তখনি সেথা হাতাহাতি হয় ॥
সে-সময়ে যত মাঝি ছিল সেখানেতে ।
সকলেই যোগ দিল ঐ কলহেতে ॥
নরেন্দ্রই সেথাকার কনিষ্ঠ সবার ।
অকস্মাৎ এক বুদ্ধি খেলিল তাঁহার ॥

বচসার এক ফাঁকে পাশ কাটাইয়া।
কোনরূমে তাড়াতাড়ি তীরেতে উঠিয়া ॥
সখাদেরে এ-বিষয়ে রক্ষিবার তরে।
নানা চিন্তা করিলেন নিবিষ্ট অন্তরে ॥
সহসা নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন হেন।
ময়দানে দু'টি লোক রহিয়াছে যেন ॥
তাহারা হইল দুই ইংরেজ সৈনিক।
নরেন্দ্র থাকিয়া বেশ সুস্থির নির্ভীক ॥
তাহাদের কাছে গিয়া সম্মান দেখায়ে।
বচসার ঘটনাটি দিলেন জানায়ে ॥
আধো আধো ইংরাজীতে মাথা হাত নেড়ে।
বুঝায়ে দিলেন সবি সৈনিকগণেরে ॥
গোরাদ্বয় মুগ্ধ অতি বালকের প্রতি।
নদীতীরে এল তাই ল'য়ে দ্রুত গতি ॥
সেথায় আসিয়া তারা উঠাইয়া বেত্র।
মাঝিগণে দেখাইয়া ভ্রূকুটিল নেত্র ॥
ইশারেতে ক'য়ে দিল "ছেলেদেরে ছাড়ো।
তা নাহ'লে সাজা পাবে, রক্ষা নাই কারো ॥
মাঝিগণ ভীত হ'য়ে গোরাদের ভয়ে।
বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া কম্পিত হৃদয়ে ॥
যে যাহার নৌকা ল'য়ে দূরে স'রে গেল।
বালকেরা নিরাপদে তীরে উঠে এল ॥
নানাবিধ বাল্যকথা র'য়েছে তাঁহার।
আরেক কাহিনী এবে দিব উপহার ॥
শিমলা পল্লীতে আছে এক ব্যায়ামাগার।
দোলনা খাটাতে হবে তাহার মাঝার ॥
দোলনার ফ্রেম ছিল অতিশয় ভারী।
বালকেরা সেই ফ্রেম বসাতে না পারি' ॥
সবল বেকতি যারা ছিল মাঠটিতে।
তাদেরে কহিল তারা ফ্রেম তুলে দিতে ॥
তবে কেহ অগ্রসর হইল না এতে।
ইংরাজ 'সেলার' এক ছিল সেখানেতে ॥

নরেন তাহাকে কন ফ্রেমটি ধরিতে।
ইংরেজ তখনি রাজী সে-কার্য করিতে ॥
সকলে ধরিয়া তবে সেই ফ্রেমখানি।
গর্তের মুখের কাছে ধীরে ধীরে আনি' ॥
বসাইতেছিল যবে গর্তের ভিতরে।
সে-ফ্রেম পড়িয়া গেল ভূমির উপরে ॥
আঘাত লাগিল খুবই সাহেবের গায়ে।
ভূমিতে পড়িল তাই চেতনা হারায়ে ॥
ক্ষত থেকে রক্তধারা এল বাহিরিয়া।
সেথার সবাই তারে মৃত ভেবে নিয়া ॥
তৎক্ষণাৎ পালাইল হাঙ্গামার ভয়ে।
কেবল নরেন্দ্রনাথ কিছু সাথী ল'য়ে ॥
সাহেবের শুশ্রূষায় হইল মগন।
নরেন ছিঁড়িয়া নিয়া আপন বসন ॥
পরিষ্কার জলে তাহা ভিজাইয়া নিয়া।
ক্ষতস্থান যতনেতে দিলেন বাঁধিয়া ॥
চোখেতে মুখেতে পরে জলছিটা দিয়ে।
বাতাস করিল যবে অতি নিষ্ঠা নিয়ে ॥
সাহেবের সংজ্ঞা এল ক্ষণকাল পরে।
অতঃপর সবে মিলি' সাহেবেরে ধ'রে ॥
নিকটেরি কোন এক বিদ্যালয়ে নিয়া।
শোয়ায়ে রাখিল তারে যতন করিয়া ॥
ডাক্তার ডাকিল পরে দেরী নাহি ক'রে।
সাতদিন ক্রমে গেল আরোগ্যের তরে ॥
তারপরে নরেনাদি চাঁদা তুলে নিয়া।
পাথেয়রূপেতে* তাহা সাহেবেরে দিয়া ॥
বিদায় দিলেন তারে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে।
নানা কথা আছে হেন তাঁহার বিষয়ে ॥
সদাচারী সত্যনিষ্ঠ নরেন্দ্র সুমন।
কখনো করেন নাকো মিথ্যাআচরণ ॥
শিশুকে জুজুর ভয়ও দেখাতেন নাযে।
যেহেতু অসত্য কথা আছে তার মাঝে ॥

* পথের খরচ স্বরূপ

দীন প্রতি দয়া তাঁর আজীবনই ছিল।
শৈশবের কথা তাঁর এমত রটিল ॥
ভিক্ষুক চাহিত যদি বাসন, বসন।
তৎক্ষণাৎ করিতেন প্রার্থনাপূরণ ॥
বাটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয়া।
ভিক্ষুকেরে কিছু অর্থ দান ক'রে দিয়া ॥
দান করা দ্রব্য-আদি নিত ছাড়াইয়া।
তবে উহা বারংবার ঘটিছে দেখিয়া ॥
ক্রুদ্ধা মাতা নরেনেরে করিবারে জব্দ।
তাঁহাকে দ্বিতল গৃহে রাখিলেন বন্ধ ॥
ভিক্ষুক আসিয়া দ্বারে মিনতি করিয়া।
প্রার্থনা করিল যবে ভিক্ষার লাগিয়া ॥
নরেন্দ্র তখনি হ'য়ে ব্যস্তসমস্ত।
জননীর কয়খানি দামী দামী বস্ত্র ॥
বাতায়ন-পথ* দিয়া দিলেন ফেলিয়া।
দীনের দুঃখেতে হেন কাঁদে তাঁর হিয়া ॥
এইমত কহিতেন নরেন্দ্রের মাতা।
"বাল্য থেকে নরেনেতে এক দোষ গাঁথা ॥
নরেন্দ্র ক্রোধের বশে পড়িত যখন।
এতখানি আত্মহারা হইত তখন ॥
ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দিত আসবাবপত্র।"
পুনরায় ইহা মাতা করিতেন ব্যক্ত ॥
"৺বীরেশ্বর র'য়েছেন কাশীতীর্থবাসে।
যেহেতু তাঁহার কাছে পুত্রলাভ-আশে ॥
মানত করিয়াছিনু কোন একদিনি।
তাঁহার একটি ভূত পাঠালেন তিনি ॥
তাইতো পুত্রের যবে ক্রোধ জেগে ওঠে।
হিতাহিত জ্ঞান তার থাকেনাকো মোটে ॥
সে-সময়ে মনে হয়—বুঝি বা সে ভূত।
আমিও পেলাম তার মোক্ষম ওষুধ ॥
ক্রোধেতে সে দিশাহারা হইত যখন।
দয়াময় ৺বীরেশ্বরে স্মরিয়া তখন ॥
এক কিংবা দুই ঘরা ঠাণ্ডা জল নিয়া।
পুত্রের মাথায় তাহা দিতাম ঢালিয়া ॥
ইহার ফলেতে পুত্র না থাকি' উদ্ভ্রান্ত।
ক্রমেতে হইত স্থির—শেষে পুরা শান্ত ॥"
নরেন্দ্র প্রভুর সাথে মিলিত হইয়া।
কিছুদিন অবসানে ক'য়েছেন ইয়া ॥
"ধরম করিতে এসে প্রভুর নিকটে।
সফল হইব কিনা জানিনা তা বটে ॥
তবে তাঁর অহেতুকী কৃপার পরশে।
দুরন্ত ক্রোধটা মোর আসিয়াছে বশে ॥
ক্রোধের কবলে আগে পড়িতাম যবে।
হিতাহিত জ্ঞানহারা হইতাম তবে ॥
তারপরে অনুতাপে জ্বলিতাম কত।
এখন আমার কিন্তু হয়না ওমত ॥
অকারণে কেহ মোরে প্রহার করিলে।
অথবা আমার কোন অনিষ্ট সাধিলে ॥
এখন তাতেও মোর ক্রোধ নাহি হয়।
"ঠাকুরের কাছে গিয়া ক্রোধ হ'ল জয় ॥"

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয়

একথা পুঁথির মাঝে আগে আছে গাঁথা।
সিমলা নামেতে স্থান আছে কলিকাতা ॥
সেইখানে আছে এই দত্ত পরিবার।
ধনে, মানে, বিদ্যা, বংশে খুব খ্যাতি তার ॥
নরেনের আছে যেই বংশ-পরিচয়।
সংক্ষেপে তাহার কথা এইমত হয় ॥
তাঁহার প্রপিতামহ শ্রীরামমোহন।
ওকলাতি করি' তিনি সারাটিজীবন ॥
প্রভৃত সম্পত্তি ধন সংসারেতে রেখে।
চলিয়া গেলেন কভু এ-পৃথিবী থেকে ॥
স্নেহের তনয় তাঁর শ্রীদুর্গাচরণ।
বিপুল বিত্তের তিনি অধিকারী হন ॥

* জানালার ফাঁক

নানান শাস্ত্রেতে তিনি জ্ঞানবান অতি।
আসক্তি ছিল না তাঁর সংসারের প্রতি ॥
শাস্ত্রের নিয়ম শুধু রক্ষিবার তরে।
পুত্রমুখ হেরিবারে রহিলেন ঘরে ॥
একটি তনয় যবে এল তাঁর ঘরে।
গৃহত্যাগ করিলেন স্বল্পদিন পরে ॥
তবে তাঁর পুত্র আর গৃহিণীর সনে।
দু'বার সাক্ষাৎ আরো ঘটিল জীবনে ॥
একদা তাঁহার দারা করিলেন ইহা।
দুই-তিন বরষের পুত্রটিরে নিয়া ॥
তাঁহার নিকট কোন আত্মীয়ের সনে।
কাশীতে গেলেন চলি' পতি-অন্বেষণে ॥
সেথা তিনি রহিলেন কিছুদিন তরে।
নিত্য সেথা হেরিতেন কাশী বিশ্বেশ্বরে ॥
একদা পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া।
মন্দিরের কাছে তিনি গেলেন পড়িয়া ॥
এ-দৃশ্য হেরিয়া এক দয়ালু সন্ন্যাসী।
রমণীরে তুলিলেন দ্রুতবেগে আসি' ॥
আঘাত লেগেছে কিনা শুধাইতে গিয়া।
চারিটি চোখের গেল মিলন ঘটিয়া ॥
শ্রীদুর্গাচরণ আর তাঁহার গৃহিণী।
দু'জনেই পরস্পরে লইলেন চিনি' ॥
সন্ন্যাসী দারার প্রতি না তাকিয়ে আর।
অন্তর্হিত হইলেন অতি দ্রুতসার ॥
এইমত কথা আছে শাস্ত্রের ভিতরে।
দ্বাদশ বরষ-অন্তে সন্ন্যাসের পরে ॥
আপনার জন্মভূমি হেরিবে সন্ন্যাসী।
শ্রীদুর্গাচরণ তাই কলিকাতা আসি' ॥
গোপনে ছিলেন এক বন্ধুর ভবনে।
কিন্তু সেই বন্ধুবর গোপনে গোপনে ॥
সন্ন্যাসীর স্বজনেরে দিল ও-বারতা।
স্বজন সকলে তাই ত্বরা গিয়া তথা ॥

সন্ন্যাসীরে নিজগৃহে সজোরেতে আনি'।
তালাবন্ধ করিলেন সেই গৃহখানি ॥
সন্ন্যাসীও নাহি গিয়া বাক্যআলাপনে।
মৌনব্রতে রহিলেন মুদিত নয়নে ॥
অহোরাত্র তিনদিন গৃহকোণে বসি'।
স্থানুসম* রহিলেন সন্ন্যাসী তপস্বী ॥
বুঝি তিনি অনশনে ত্যজিবেন দেহ।
এইমত অনুমান করি' কেহ কেহ ॥
সন্ন্যাসীর গৃহদ্বার রাখিল খুলিয়া।
সন্ন্যাসীও গোপনেতে গেলেন চলিয়া ॥
কখনো মেলেনি আর তাঁহার সাক্ষাৎ।
তাঁহার একটি পুত্র নামে বিশ্বনাথ ॥
তাঁহার গুণের কথা এবে আমি বর্ণি**।
কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি তো এটর্ণি ॥
ইংরাজী ফার্সীতে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান।
বন্ধুপ্রিয়, দানশীল আর দয়াবান ॥
কল্যকার কথা তিনি চিন্তা নাহি ক'রে।
নিঃশেষে সকল অর্থ দিতেন অপরে ॥
যদিও বা করিতেন উপার্জন বেশ।
ঘুচাইতে গিয়া তিনি অপরের ক্লেশ ॥
রাখিয়া যাননি কিছু মরণ সময়।
তাঁহার সম্বন্ধে হেন আরো কথা রয় ॥
মেধাবী ও বুদ্ধিমান বিশ্বনাথ দত্ত।
সঙ্গীতে ছিলেন তিনি দক্ষ ও আসক্ত ॥
সুমধুর কণ্ঠে তিনি গাহিতেন গান।
নরেনেরে কহিতেন এমত বয়ান ॥
"বিমল স্ফূর্তির রস গানে বিদ্যমান।"
তাইতো নরেনে তিনি শিখালেন গান ॥
শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রের মাতা।
তাঁহার সম্বন্ধে আছে এইকথা গাঁথা ॥
বৈষ্ণব, ভিখারী আর রাতভিক্ষুগণ।
দুয়ারে করিত যবে ভজন কীর্ত্তন ॥

* ধ্যানস্থ শিবের মত ** বর্ণনা করি

সেসব বারেকমাত্র শুনিয়া আনন্দে।
গাহিতে তা পারিতেন সুর-তাল-ছন্দে ॥
বিশ্বনাথ রঙ্গপ্রিয় গম্ভীর আবার।
অন্যায় করিলে কোনো পুত্র কন্যা তাঁর ॥
সেই দোষী সন্তানেরে না করি' শাসন।
দোষীর থাকিত যেই প্রিয়বন্ধুগণ ॥
কৌশলে তাদের মাঝে কোন এক ফাঁকে।
প্রকাশি' দিতেন সেই অপরাধটাকে ॥
ইহাতে অন্যায়কারী লাজ পেয়ে অতি।
ওমতি করমে আর হইতনা ব্রতী ॥
একদা নরেন্দ্রনাথ ক্রোধেতে জ্বলিয়া।
জননীরে 'কটু কথা' দিলেন কহিয়া ॥
পিতা কিন্তু নরেনেরে ঐকার্য তরে।
কিছুমাত্র তিরস্কার তখনি না ক'রে ॥
যে-গৃহে নরেন তাঁর বন্ধুবর্গ নিয়া।
বাক্য-আদি আলাপনে বসিতেন গিয়া ॥
কয়লার খণ্ড দিয়া সে-গৃহের দ্বারে।
এইমত লিখিলেন সুস্পষ্ট আকারে ॥
"আজিকে নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে।
এইকথা ক'য়েছেন বচসার ফাঁকে ॥"
দ্বারের উপরে তিনি ঐমত লিখে।
তারি নীচে লিখিলেন 'কটুবাক্যটিকে' ॥
নরেন্দ্রের চোখে উহা পড়িল যখন।
লাজে আর সঙ্কোচেতে ভ'রে গেল মন ॥
আগে হেন গাহিয়াছি পয়ারের গানে।
বিশ্বনাথ মুক্তহস্ত অন্ন, অর্থদানে ॥
যেসব আত্মীয় থাকে অলসতা নিয়া।
কিংবা যারা নেশাভাঙ গ্রহণ করিয়া ॥
দূর করে জীবনের ক্লেশ অভিমান।
তাহাদেরও বিশ্বনাথ করিতেন দান ॥
যৌবনে পড়িয়া তবে নরেন্দ্র শ্রীমান।
পছন্দ না করিতেন ওমতন দান ॥
অযোগ্য লোকেরা কেন পাবে দান-দুয়া*।
নরেন্দ্র পিতারে যবে শুধাতেন উহা ॥
পিতৃদেব কহিতেন এমতি বচন।
"কতখানি দুঃখময় মানবজীবন ॥
তুইতো এখন তাহা বুঝিবিনা হায়!
তারা যে অতিষ্ঠ সবে দুঃখের জ্বালায় ॥
তা থেকে মুকুতি পেতে ক্ষণিকের তরে।
ওসব অভাগাগুলো নেশাভাঙ করে ॥
দয়া কি হবেনা তোর সে-কথা বুঝিয়া ?"
নরেন্দ্র নীরবভাষ ওমতি শুনিয়া ॥
নরেনের ভ্রাতাভগ্নী বেশ বহুজন।
দীর্ঘায়ু হয়নি তবে তাঁর ভগ্নীগণ ॥
জ্যেষ্ঠা-ভগ্নী ছিল তাঁর জন তিন-চার।
নরেন তাইতো অতি প্রিয় সবাকার ॥
আঠারশ তিরাশির শীতঋতুকালে।
নরেন্দ্র পড়িয়া যান অতীব বেহালে ॥
শীঘ্র তিনি বসিবেন বি. এ. পরীক্ষায়।
সহসা দুর্ভাগ্য আসি' গ্রাসিল তাঁহায় ॥
হৃদরোগে পড়ি' পিতা ত্যজিলেন বিশ্ব।
দারাপুত্র পরিবার হইলেন নিঃস্ব ॥
শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী নরেন্দ্রের মাতা।
সুরূপা অনুপা ব'লে খ্যাতি তাঁর গাঁথা ॥
দেবভক্তিপরায়ণা বুদ্ধিমতী আর।
স্মৃতি ও ধারণাশক্তি প্রখর তাঁহার ॥
অঙ্গে যবে ছিল তাঁর সিঁদুর ও শাঁখা।
প্রতি মাসে ব্যয় করি' এক হাজার টাকা ॥
চালাতেন আপনার সুখের সংসার।
এখন তিরিশ টাকা মাসে ব্যয় তাঁর ॥
সংসার চালান এই সামান্য টাকায়।
তবু না ধৈরযহারা** এই অবস্থায় ॥
নরেন্দ্র আয়ের লাগি আপ্রাণ সচেষ্ট।
সতত বিরূপ তবে তাঁহার অদেষ্ট ॥

* দয়া ** ধৈর্যহারা

আকৃষ্ট নহেন তিনি সংসারের প্রতি।
তিয়াগের পানে তাঁর আকর্ষণ অতি ॥
এ কাহিনী আপাতত সমাপ্ত করিয়া।
প্রভুর চরণপদ্মে নিতেছি নমিয়া।'

নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার আগমন

যদিও নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর প্রতি।
হইলেন আকর্ষিত বিমোহিত অতি ॥
তবুও নরেন্দ্রনাথ প্রভু প্রাণধনে।
আদর্শরূপেতে কভু না করেন মনে ॥
প্রথম দরশকালে নরেন্দ্র মহান।
শ্রীঠাকুরে দিয়েছেন এমতি বয়ান ॥
'পুনঃ তিনি যাইবেন প্রভুর নিয়ড়ে'
শুধুমাত্র সেই কথা রক্ষিবার তরে ॥
প্রভুর ভবনে তিনি গেলেন আবার।
এইমত বিবরণ দিলেন তাহার ॥
"কলিকাতা নগরী ও প্রভুর বিতান*।
এ-দুইয়ের ভিতরে যে এত ব্যবধান ॥
এ গেয়ান মোর কিন্তু ছিলনাকো আগে।
হাঁটিয়া যাইতে বেশ দীর্ঘখন লাগে ॥
ঠাকুরের গৃহে আমি পৌঁছিনু যখন।
কোনলোক গৃহমাঝে ছিলনা তখন ॥
ঠাকুর একাকী অতি পুলকিত চিতে।
বসিয়া ছিলেন তাঁর তক্তপোশটিতে ॥
আমাকে হেরিয়া তিনি অতি সমাদরে।
তাঁহারি চৌকির প্রান্তে বসালেন মোরে ॥
বসিবার পরে আমি হেরিলাম ইয়া।
তিনি যেন ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া ॥
বলিতে বলিতে কিছু অস্ফুটস্বরেতে।
অপলক আঁখি রাখি' আমার দিকেতে ॥
ক্রমে ক্রমে আসিলেন অতি কাছে মোর।
তখনি আমার এল এ-ভাবনা ঘোর ॥

সেদিনের মতো এই পাগল প্রভুজী।
আজও কোন পাগলামি করিবেন বুঝি ॥
যাইতে না যাইতেই কতিপয় পল।
তাঁহার দখিন পদ তুলি' সে-পাগল ॥
ধীরে ধীরে রাখিলেন মোর বামঅঙ্গে।
অলৌকিক অনুভূতি পরশের সঙ্গে ॥
হেরিলাম এইমত কম্পিত হৃদয়ে।
যেসব পদার্থ ছিল প্রভুর আলয়ে ॥
দেয়াল সমেত তাহা অতি বেগভরে।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠি' ক্রমশঃ উপরে ॥
কোথা যেন যাইতেছে বিলীন হইয়া।
আবার মনেতে হেন উঠিল জাগিয়া।
সমগ্র বিশ্বের সনে আমার আমিত্ব।
সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে হইবে বিলিপ্ত* ॥
ইহারি লাগিয়া বুঝি চলিছি ছুটিয়া।
দারুণ আতঙ্ক তাই উঠিল জাগিয়া ॥
আবার এমতি চিন্তা এল মনাকাশে।
মরণ হইয়া থাকে আমিত্বের নাশে ॥
সে-মরণ অতি কাছে—সমুখেই মোর।
সহিতে না পারি' আমি এই ভাবঘোর ॥
সজোরে চীৎকার করি' কহিলাম তাঁয়।
"ওগো, ওগো, একি তুমি করিলে আমায় ॥
পিতামাতা আছে মোর সংসারের মাঝে।"
পাগল একথা শুনি' খেয়ালী মেজাজে ॥
খলখল রবে বেশ মুখে তুলি' হর্ষ।
হস্ত দিয়া বক্ষ মোর করিলেন স্পর্শ ॥
সাথে সাথে কহিলেন এইমত বাক্।
'একেবারে কাজ নাই, এ-অবধি থাক্'।
'কালে কালে হবে সব' পুনরায় কহি'।
স্থির হ'য়ে বসিলেন মৌনভাব লহি' ॥
তখন হেরিনু আমি বিস্ময়ে বিমর্শে**।
তাঁহার হাতের ঐ সুখময় স্পর্শে ॥

* গৃহ

* একাকার ** বিশেষ বিবেচনা

আগের সে-অনুভূতি রহিল না আর।
হেরিতে লাগিনু সবি যথা-পূর্বকার।।
মনেতে গভীর চিন্তা সে-সময়ে এল।
কি করিয়া এত সব এবে ঘ'টে গেল।।
মোহিনী ইচ্ছাশক্তি, সম্মোহন বিদ্যা।
এসবেতে নরনারী হ'য়ে সিদ্ধ সিদ্ধা।।
অদ্ভুত করম নাকি করে নানারূপ।
আমারও ঘটিল বুঝি ঠিক সেইরূপ।।
এইমত চিন্তা এল ঠিক তারপরে।
দুর্বল মনের' পরে সে-প্রভাব পড়ে।।
আমি তো সেমত নহি, আমি বুদ্ধিমান।
মানসিক দিকেও তো আমি বলীয়ান।।
অতএব আমি কারো প্রভাবে পড়িয়া।
আর সেই প্রভাবেতে মোহিত হইয়া,।।
কভুনা হইতে পারি ক্রীড়ার পুতুল।
সম্মোহনে তাই আমি হয়নি বিভ্‌ভুল।।
তাঁহার প্রভাবে আমি কভু পড়ি নাই।
আবার এ-চিন্তা মোর মনে পেল ঠাঁই।।
সত্যি যদি পাগলের পাগলামি ইহা।
আমি কেন পড়িলাম ওরূপ হইয়া।।
নানাবিধ চিন্তা হেন এল অবিরাম।
সঠিক সিদ্ধান্ত তবে কিছু না পেলাম।।
করিতে করিতে হেন বিবিধ চিন্তন।
মহাকবি-বাণী মোর হইল স্মরণ।।
"ধরা ও স্বরগধামে বহু তত্ত্ব আছে।
মানুষের বুদ্ধি এত ছোট তার কাছে।।
তাহার রহস্য খুঁজে পায়নাকো কেহ।"
ঠাকুরের এখেলাও তেমনি অজ্ঞেয়*।।
ওমতি সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিয়া।
সুদৃঢ় হইনু পুনঃ এ-সংকল্প নিয়া।।
অদ্ভুত পাগল যেন ভবিষ্যতে আর।
বিস্তার করিয়া কোন প্রভাব তাঁহার।।

আধিপত্য নাহি করে মম মন 'পরি।
তার ফলে ভাবান্তরে যেন নাহি পড়ি।।
পুনঃ হেন চিন্তিলাম ক্ষণকাল পর।
ইচ্ছামাত্র যদি এই পুরুষপ্রবর।।
আমার এ দৃঢ়চেতা মনটিরে নিয়া।
কাদার তালের মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।।
গড়িতে সক্ষম হন ইচ্ছামতো তাঁর।
তাঁহাকে পাগল বলা সাজেনাকো আর।।
আবার এচিন্তা এল মনের পাতায়।
প্রথম যেদিন আমি হেরিলাম তাঁয়।।
যেইরূপ সম্বোধন করিলেন মোরে।
পাগলামি নয় তাহা —বলি' বা কি ক'রে।।
কিন্তু তাঁর সেদিনের আচরণ যত।
তাহাতো সরল শুদ্ধ বালকের মতো।।
তাহারো তো কিছুমাত্র না বুঝিনু আমি।
কি করিয়া বলি তাই—'সবি পাগলামি'।।
তবে কি ইহার কিছু বুঝা নাহি যায়।
এমত সংকল্প তাই আসিল হিয়ায়।।
স্বভাব, শকতি এঁর রহিয়াছে যাহা।
বুঝিয়া নিতেই হবে সব কিছু তাহা।।
ওমতি চিন্তাতে যবে ক্ষণকাল পার।
ঠাকুরে হেরিয়া এল এ-চিন্তা আমার।।
"ইনিতো এখন যেন অন্য একজন!
সেদিনের মতো করি' আদর যতন।।
খাওয়ালেন তিনি মোরে কত কিছু আনি'।
পরম আত্মীয়সম ব্যবহার দানি'।।
কহিলেন কত কথা কত পরিহাস।
মিটিতেছিলনা যেন তাঁর অভিলাষ।।
এতো নহে পাগলের স্নেহ, আচরণ।"
নানান চিন্তায় হেন থাকিয়া মগন।।
সেদিন গোধূলি যবে সমাগত প্রায়।
তাঁহার সকাশে আমি মাগিনু বিদায়।।

* জানা যায় না

সেকথা শুনিয়া তিনি অতি ক্ষুন্নমনে।
কহিলেন মোরে হেন বিদায়ের ক্ষণে ॥
"আবার আসিবে শীঘ্র ব'লে যাও মোরে।
সম্মতি দিলাম আমি স্নেহডোরে প'ড়ে ॥

তৃতীয় দর্শন

জানিতে বুঝিতে এবে প্রভু প্রাণধনে।
বিশেষ বাসনা এল নরেন্দ্রের মনে ॥
স্বল্পদিন পরে তাই নর-নারায়ণ।
প্রভুর সকাশে পুনঃ করেন গমন ॥
নরেন্দ্র এবার তবে অতি সাবধান।
ভাবান্তরে তিনি যেন নাহি প'ড়ে যান ॥
ঘটনা ঘটিল তবু চিন্তার অতীত।
যেইমত গাঁথা সেই ঘটনার গীত ॥
তাহাই সরল আর সংক্ষিপ্ত আকারে।
গাহিতেছি এবে এই পুঁথির মাঝারে ॥
"নরেন্দ্র গেলেন যবে ঠাকুরের ঘরে।
তাঁহাকে লইয়া প্রভু ক্ষণকাল পরে ॥
যদুনাথ মল্লিকের বাগানেতে আসি'।
ক্ষণকাল ভ্রমিলেন পুলকেতে ভাসি' ॥
অতঃপর শ্রীঠাকুর নরেনেরে নিয়ে।
পশিলেন মল্লিকের বসিবার গৃহে ॥
কাটিতে না কাটিতেই কয়েক নিমেষ।
সমাধিমগন হ'য়ে প্রভু পরমেশ ॥
এক হাতে স্পর্শিলেন নরেন্দ্রের বক্ষ।
নরেন্দ্র যদিও আজি অতীব সতর্ক ॥
অভিভূত হ'য়ে তবু প্রভুর পরশে।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া রহিলেন ব'সে ॥
ক্ষণপরে হেরিলেন সংজ্ঞালাভ করি'।
শ্রীঠাকুর অধরেতে মৃদুহাসি ধরি' ॥
সস্নেহে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া।
তাঁর বক্ষে দিতেছেন হাত বুলাইয়া ॥"

সংজ্ঞা যবে ছিলনাকো তাঁহার মাঝার।
কি প্রকার অনুভব হ'য়েছিল তাঁর ॥
সে-বিষয়ে একদিন শ্রীঠাকুর সাই।
ভক্তগণে ক'য়েছেন এমত কথাই ॥
"নরেন আছিল যবে সংজ্ঞাহীন তথা।
তাহাকে শুধায়েছিনু এইমত কথা ॥
'কেইবা সে, কোথা থেকে আগমন তার।
কেনই বা আসিয়াছে ধরার মাঝার ॥
কতদিন তরে আর রহিবে ধরায়।'
এ সকল কথা যবে শুধাইনু তায় ॥
জবাবে কহিল সবি নরেন্দ্র সুমতি।
তাহা শুনে বুঝিলাম স্পষ্ট ক'রে অতি ॥
তাহার বিষয়ে আগে হেরেছিনু যাহা।
এখন মিলিয়া গেল সবকিছু তাহা ॥
নরেন্দ্র জবাবে কিবা ক'য়েছে তখন।
প্রকাশ করিতে তাহা র'য়েছে বারণ ॥
কিছুটা আভাস তার আছে এইরূপ।
'নরেন্দ্র জানিবে যবে তাহার স্বরূপ ॥
তৎক্ষণাৎ যোগমার্গে গমন করিয়া।
ধরাধাম ত্যাগ করি' যাইবে চলিয়া ॥'
ধ্যানসিদ্ধ এ-নরেন মহান পুরুষ।
তাহার ভিতরে নাই বিষয়-কলুষ ॥"
এ বিষয়ে একথাও গাহি এখানেতে।
নরেন্দ্র এলেন যবে দখিনেশ্বরেতে ॥
তাহার পূর্বেই প্রভু কোন একদিন।
সমাধির মাঝে থাকি' বাহ্যজ্ঞানহীন ॥
নরেন্দ্রের বিষয়েতে হেরিলেন যাহা।
ভকতগণেরে হেন ক'য়েছেন তাহা ॥
"সমাধির মাঝে থাকি' আমার এ-মন পাখি
জ্যোতির্ময়-পথ ধরি' ঊর্ধপানে গিয়া।
সূর্য তারা নক্ষত্রেশ* আর যত স্থূলদেশ
একে একে গেল সবি উত্তীর্ণ হইয়া ॥

* চন্দ্র

সূক্ষ্মভাবময় দেশে প্রবেশিয়া অবশেষে
এ-মন পশিল যবে ক্রম ঊর্ধস্তরে।
দিব্য-কলেবরধারী নানা দেব দেবনারী
পথিপার্শ্বে অগণন আসিল গোচরে॥
এইমত সূক্ষ্মদেশ উত্তরণ করি' শেষ
মন যবে গেল এর চরম সীমায়।
সমুখে তাকায়ে দেখি জ্যোতির প্রাচীর একি!
ওপারে অখণ্ডরাজ্য শোভে মহিমায়॥
অখণ্ডরাজ্যের শোভা এতখানি মনোলোভা
এ-মন যাইতে তথা হইল অধীর।
অধীরতা ল'য়ে হেন বিদ্যুৎ গতিতে যেন
এ-মন লঙ্ঘিল সেই জ্যোতির প্রাচীর॥
মন যবে খরতরে* পশিল অখণ্ডঘরে
এমতি হেরিয়া মোর দিব্যআঁখি স্থির।
খণ্ডরাজ্যে অবিরত বস্তু প্রাণী হেরি যত
হেথা নাই নামরূপ জড়াপ্রকৃতির॥
দিব্যঘন-অবয়ব দেবদেবীগণ সব
না জানি কি তীব্র শংকা হৃদয়ে ধরিয়া।
অখণ্ডের রাজ্য ছাড়ি' দুঃখে করি' মন ভারী
নিম্নস্তরে র'য়েছেন বসতি স্থাপিয়া॥
হেরিনু অখণ্ড গেহে দিব্যজ্যোতিঘন-দেহে
প্রধান সপ্তক ঋষি সমাধিমগন।
জ্ঞানে, পুণ্যে, ত্যাগে প্রেমে, অলৌকিক যোগক্ষেমে
তুলনাবিহীন যেন এই ঋষিগণ॥
কি ছার মনুষ্যজাতি যাদের মহত্ত্ব-ভাতি
জোনাকির আলো সম তুচ্ছ হ'য়ে আছে।
মহত্বে গরিষ্ঠ যাঁরা সেই দেব দেব-দারা
অতীব নিষ্প্রভ এই ঋষিদের কাছে॥
হেরিলাম ক্ষণপরে সমুখে অখণ্ড-ঘরে
ভেদমাত্রবিরহিত** জ্যোতির মণ্ডল।
তাঁহার কিছুটা জ্যোতি ঘনীভূত হ'য়ে অতি
হ'ল এক দিব্যশিশু অঙ্গ ঝলমল॥

দিব্যশিশু অবশেষে অবতরি' নিম্নদেশে
হৃষ্টচিতে গিয়া এক ঋষির সকাশে।
সমাধি হইতে তাঁরে জাগরিত করিবারে
প্রযতনে মাতিলেন নানান প্রয়াসে॥
অতঃপর হাস্যভরে সে-ঋষির কণ্ঠ 'পরে
সোহাগে লতায়ে দিয়া বাহুযুগপাশ।
মধুর বীণার স্বরে সম্ভাষিয়া ঋষিবরে
কহিলেন যেন কিছু প্রেমপূর্ণ ভাষ॥
এমতি মাধুর্যে রাঙ্গি' ঋষির সমাধি ভাঙ্গি'
শিশু যবে রহিলেন সুখসমাসীন।
আধেক স্তিমিত আঁখে সে-ঋষি হেরিল তাঁকে
বিমুগ্ধ জননীসম পলকবিহীন॥
আজন্মের তপঃসার দেবোত্তম এ-কুমার
প্রসন্ন উজ্বল তাই ঋষির বদন।
ঋষিরে প্রসন্ন হেরি' বুঝিতে হ'লনা দেরী
শিশু তাঁর পরিচিত হৃদয়ের ধন॥
দেবশিশু তারপরে অসীম আনন্দভরে
ঋষিবরে কহিলেন "যাইতেছি আমি।
ধরার করম তরে যাব মোরা একত্তরে
তুমিও হইবে তাই মম অনুগামী"॥
একথা শ্রবণ পর যদিও বা ঋষিবর
শিশুপানে চাহিলেন নিরুত্তর থাকি।'
যাইতে শিশুর সনে দ্বিধানাই তাঁর মনে
সে-কথা জানালো তাঁর প্রেমপূর্ণ আঁখি॥
দরশ-পিয়াসী আঁখি বালকের 'পরে রাখি'
সে-ঋষি হ'লেন পুনঃ সমাধিমগন।
পরম বিস্ময়ভরে হেরিলাম ক্ষণপরে
ছিন্ন হ'ল সে-ঋষির কিছু কায়মন॥
ছিন্ন অংশ তারপরে জ্যোতির আকার ধ'রে
চলিল বিলোম-মার্গে* ধরণীর মাঝে।
নরেন্দ্রে হেরিনু যবে এমতি বুঝিনু তবে
এই সেই ঋষিবর মানবের সাজে॥"

*অতি দ্রুত ** অভেদ *সরলার্থে দ্রষ্টব্য

ভক্তজন জানে পিছু কেবা ঐ দিব্যশিশু
উনিই শ্রীরামকৃষ্ণ যুগঅবতার।
ঘুচাতে ধর্মের গ্লানি দানিতে অভয়বাণী
পূর্ণব্রহ্ম আসিলেন ধরার মাঝার ॥

এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সরলার্থ—
নরেন্দ্র যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, তাহার পূর্বেই ঠাকুর একদিন সমাধিতে থাকিয়া নরেন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা দেখিলেন, তাহা একদিন ভক্তগণকে নিম্নোক্তরূপে বলিলেন।

"আমি দেখিলাম যে, আমার মন আলোর পথে অতি দ্রুতবেগে উপরের দিকে ছুটিয়া চলিল। ঐরূপ চলিতে চলিতে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদি যত স্থূল দেশ* তাহা অতিক্রম করিল। (*অর্থাৎ যে সব স্থানে পৃথিবীর বস্তু বা প্রাণীর মতো ২৪টি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত বস্তু বা প্রাণী থাকে, সেই সব স্থান অতিক্রম করিল। ঐ ২৪টি তত্ত্ব হইল—প্রকৃতি, মহৎ, অহং, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ স্থূলভূত।) তারপরে মন সূক্ষ্মভাবদেশে* উপস্থিত হইল। (*অর্থাৎ যেখানে পঞ্চ স্থূলভূত ছাড়া বাকী ১৯টি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত বস্তু বা প্রাণী থাকে।) মন যখন ঐ দেশের স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিল, আমি পথের দুই পার্শ্বে নানান বিচিত্র দেবদেবী দেখিলাম। এইরূপ দেখিতে দেখিতে মন যখন ঐ দেশের চরম সীমানায় গেল, তখন সম্মুখে একটি বিস্তৃত জ্যোতির দেয়াল দেখিলাম। এই দেয়ালের ঐ দিকেই অখণ্ড রাজ্য বা ব্রহ্মলোক। মন অবশেষে ঐ জ্যোতির দেয়াল ডিঙ্গাইয়া অখণ্ড রাজ্যে প্রবেশ করিল। তখন আমি দেখিলাম যে, ঐ অখণ্ড রাজ্যে নাম বা রূপ ল'য়ে কোন বস্তু বা প্রাণী নাই। ওখানে দেব-দেবীগণও প্রবেশ করিতে পারেন না। তারপরে দেখিলাম যে, ঐ রাজ্যের একস্থানে প্রধান সপ্ত ঋষি (যাঁহাদেরে আমরা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও বশিষ্ঠ—এই নামে জানি) সমাধিস্থ আছেন। তারপরে সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলাম, দূরে উপরে অভেদ অনন্ত জ্যোতির মণ্ডল। (এই মণ্ডলই পূর্ণব্রহ্ম)। এই মণ্ডল থেকে কিছুটা জ্যোতি পৃথক হইয়া এবং ঘনীভূত হইয়া একটি দিব্য শিশুতে পরিণত হইল। এই শিশু নীচে নামিয়া আসিয়া ঐ সপ্ত ঋষির একজনের কাছে গিয়া সেই ঋষির সমাধি ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষির সমাধি ভঙ্গ হইলে, শিশু ঋষিকে বলিলেন, 'আমি কিছু কর্মের জন্য পৃথিবীতে যাইতেছি, তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।' ঋষি নীরব সম্মতি দিয়া পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন। তারপরে দেখিলাম, ঐ ঋষির দেহের ও মনের কিছুটা অংশ পৃথক হইয়া জ্যোতির আকার লইয়া পৃথিবীর দিকে বিলোম মার্গে (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে আসিবার পথে) ছুটিয়া আসিল। এই ঋষিই নরেন্দ্র।" ভক্তগণ পরে জানিলেন, ঐ দিব্য শিশুই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—পূর্ণব্রহ্ম।

অন্য কথা গাহিতেছি একথার পর।
নরেনে এবার যবে এল ভাবান্তর ॥
চিন্তিলেন তিনি হেন বিস্ময়েতে অতি।
ঠাকুরের মাঝে আছে যে-দৈবশকতি ॥
মন বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝা নাহি যায়।
অর্ধোন্মাদও বলা তাঁরে শোভা নাহি পায় ॥
পুনঃ হেন বুঝিলেন জ্ঞানী ঋষিবর।
যে-দৈবশকতি আছে প্রভুর ভিতর ॥
যে-কোন লোকেরে তিনি সে-শকতি দিয়া।
যে-কোন অবস্থা থেকে ফিরাইয়া নিয়া ॥
যে-কোনো সুউচ্চ পথে পারেন বসাতে।
তিলেক কষ্টও তাঁর হয়নাকো তাতে ॥
যে-ইচ্ছা র'য়েছে এই ঠাকুরের মাঝে।
যেইমত ইচ্ছা আর ঈশ্বরেতে রাজে ॥
এই দুই ইচ্ছা সদা এক হ'য়ে রয়।
তাই বুঝি সেই ইচ্ছা প্রভু প্রেমময়।
প্রয়োগ করেন নাকো সবার উপর।
পুনঃ হেন চিন্তিলেন জ্ঞানী ঋষিবর ॥
"এ-পুরুষ অলৌকিক অতীব মহান।
অযাচিত কৃপা মোরে করিলেন দান ॥
অতিশয় ভাগ্যবান না হয় যে-জন।
সেজন লভিতে নারে এই কৃপাধন ॥
পূর্বে কিন্তু সে-নরেন চিন্তিতেন ইয়া।
গুরুরূপে কোনজনে মানিয়া লইয়া ॥
নির্বিচারে তাঁর মতে অনুক্ষণ চলা।
অথবা তাঁহার মতে সদা কথা বলা ॥
ইহার পশ্চাতে কোন যুকতি না আছে।"
কিন্তু যবে আসিলেন ঠাকুরের কাছে ॥
এইমত চিন্তা তাঁর মনেতে উদয়।
মহান পুরুষ কিছু এ জগতে রয় ॥
যাঁহাদের তপঃ প্রেম তিয়াগাদি আর।
তুলনাবিহীন সদা ধরার মাঝার ॥
ইঁহাদেরে গুরুরূপে বরণ করিলে।
শিষ্যের অধ্যাত্মসুখ অবশ্যই মিলে ॥
দ্বিধাহীন হ'য়ে তাই সশ্রদ্ধ হিয়ায়।
শ্রীঠাকুরে গুরুরূপে মেনে নেয়া যায় ॥
তবে এক কথা আছে ইহার মাঝার।
নির্বিচারে মানিবনা সব কথা তাঁর ॥
এতে যদি হই তাঁর অপ্রিয় নিতান্ত।
তথাপি বিচারে আমি হইবনা ক্ষান্ত ॥"
ঐমত চিন্তা ল'য়ে নরেন্দ্র সুমতি।
ঈশ্বরের দরশনে হইলেন ব্রতী ॥
তাই ঐ দরশন লভিবার আশে।
শিক্ষা নিতে আসিলেন প্রভুর সকাশে ॥
যদিওবা আসিলেন ঐ শিক্ষা নিতে।
প্রভুকে সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে।
এখনো আছেন তিনি দ্বিধায় পড়িয়া।
তাই ঐ শিক্ষালাভে নিযুক্ত হইয়া ॥
কতখানি সফলতা লভিলেন তিনি।
পুঁথিতে গাহিব পরে সে-সব কাহিনী ॥

ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

জনম বৃত্তান্ত থেকে বুঝে সর্বজন।
নরেন্দ্র ধরাতে কভু সাধারণ নন ॥
বাল্যকাল থেকে তাঁর জীবন ভরিয়া।
অপূর্ব ঘটনা যত গিয়াছে ঘটিয়া ॥
সেসব গাহিব এবে সবাকার কাছে।
একটি ঘটনা তার যেমতন আছে ॥
সে-বিষয়ে ক'য়েছেন নরেন্দ্র সুমন।
"এমত ঘটিছে মোর সারাটিজীবন ॥
যখনি নয়ন মুদি শয়নেতে গিয়া।
একটি জ্যোতির বিন্দু ভ্রূমধ্যে থাকিয়া ॥
রূপান্তর হয় তাহা নানা রঙ ল'য়ে।
প্রতিদিনই হেরি উহা বিস্মিত হৃদয়ে ॥

অতঃপর জ্যোতির্বিন্দু ক্রমেতে ক্রমেতে।
বাড়িয়া উঠিতে থাকে বিম্ব-আকারেতে ॥
তারপরে ফেটে গিয়া বিম্বাকৃতি জ্যোতি।
অতীব তরল আর শুভ্র হয় অতি ॥
অতঃপর সে-তরল জ্যোতির তরঙ্গ।
আচ্ছাদন করে মোর সমুদয় অঙ্গ ॥
তখনি নয়নে মোর নিদ্রা আসে নামি'।
ঐমত নিরখিয়া ভাবিতাম আমি ॥
হয়ত বা এভাবেই নিদ্রা যায় সবে।
সখাগণে শুধাইয়া জানিলাম তবে ॥
উহাদের ঐমত নিদ্রা নাহি আসে।"
পুনঃ তিনি কহিতেন সখাদের কাছে ॥
"বাল্যকাল থেকে মোর সময় সময়।
ব্যক্তি, বস্তু, স্থান যাহা দরশন হয় ॥
সেসব হেরিলে মোর মনে হয় হেন।
সকলি আমার কাছে পরিচিত যেন ॥
কিন্তু উহা কোন্ স্থানে দেখিয়াছি আগে।
সে-কথা কিছুতে মোর স্মরণে না জাগে ॥
এ-ধারণা মনে তবু পায়নাকো ঠাঁই।
ইতিপূর্বে উহা আমি কভু দেখি নাই ॥
জন্মান্তরবাদে আমি বিশোয়াসী হ'য়ে।
সততই রহিয়াছি এ ধারণা ল'য়ে ॥
পূরব জনমে বুঝি হেরেছি অমন।
তাহারি আংশিক স্মৃতি জাগিছে এখন ॥"
পুনঃ হেন কহিতেন ঐ ঋষিবর।
"এ ধারণা এল মোর কিছুদিন পর ॥
যে সকল বস্তু আর ব্যক্তির সঙ্গেতে।
পরিচিত হব আমি ইহ-জীবনেতে ॥
হয়ত তাদের ছবি জন্মিবার আগে।
কোনরূপে হেরিয়াছি—তাই স্মৃতি জাগে ॥"
এ কাহিনী এইখানে সমাপ্ত করিয়া।
এবে কিছু অন্যকথা যাইব গাহিয়া ॥

"ঠাকুরের আছে এক পবিত্র জীবন।
মাঝে মাঝে আর তিনি সমাধিস্থ হন ॥"
অধ্যক্ষ হেষ্টির[১] কাছে ওসব কহানী।
ভকত নরেন্দ্র আগে নিয়েছেন জানি' ॥

১। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি এসেম্ব্লিস ইন্স্টিটিউসন থেকে এফ, এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেষ্টি সাহেব তখন ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। একদিন তিনি এফ. এ. ক্লাশে সাহিত্য পড়াইতে আসিয়া ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধির কথা বলিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই সমাধির অধিকারী এ জগতে বিরল। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ সমাধি হয়। তোমরা এই সমাধি দেখিবার জন্য সেথায় গমন করিতে পার"। ইহার কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে নরেন্দ্রনাথের সাথে ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে।

একদা নরেন্দ্র তাই মনের উল্লাসে।
উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে ॥
সুযোগ্য শিষ্যকে হেরি' প্রভুভগবান।
আপনার সবকিছু করিবারে দান ॥
হইলেন অতিশয় ব্যাকুলিতমন।
দ্বিতীয় দরশ তাই ঘটিল যখন ॥
নরেন্দ্রকে পাঠালেন সমাধির ঘরে।
ব্রহ্মজ্ঞ পদবী দিয়া ভূষিবার তরে।

যেইমাত্র লভিলেন যোগ্যতম পাত্র।
সমাধিস্থ করি' তাঁরে দরশনমাত্র* ॥
অধ্যাত্ম-চেতনা তাঁর দিলেন জাগিয়ে।
ভকত নরেন্দ্র তবে সমাধিতে গিয়ে ॥
না জানি কিসের লাগি পাইলেন ভয়।
তাই হেন চিন্তিলেন প্রভু প্রেমময় ॥
'নরেনে ঘিরিয়া আগে দেখিয়াছি যাহা।
হয়ত তা সত্য নয়—কাল্পনিক তাহা ॥'
তৃতীয় দিবসে তাই প্রভু প্রেমহরি।
শক্তিবলে নরেনেরে অভিভূত করি' ॥
শুনিয়া নিলেন সবি মুখ থেকে তাঁর।
মনের সন্দেহ তিনি ঘুচালেন আর ॥
তাইতো প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল ইহা।
নির্বিকল্প সমাধিতে ভীত যাঁর হিয়া ॥
সে-নরেন তিন কিংবা চারি বর্ষ পরে।
সেইরূপ সমাধি-ই লভিবার তরে ॥
একদা সাগ্রহে আসি' ঠাকুরের কাছে।
সে-সমাধি যাচিলেন তাঁহার সকাশে ॥
এমতি শুনিয়া তবে প্রভু প্রাণধন।
পরমপুলকে হেন নরেন্দ্রেরে কন ॥
"সমাধিতে ভীত তুই—এমতি হেরিয়া।
আমিতো ছিলাম সদা এই সন্দ নিয়া ॥
একাকী রহিব বুঝি এ জীবনভোর।
সাথী বুঝি এ জীবনে মিলিবে না মোর ॥'
আবার নরেনে হেন কহিলেন তিনি।
"শোন্ তবে, বলি এক ভূতের কাহিনী ॥
'একটি ভূতের কোনো ছিলনাকো সাথী।
একাকী থাকিয়া হেন সারা দিবারাতি ॥
হাঁপিয়ে উঠিয়াছিল সে-ভূত বেচারা।
সাথীর লাগিয়া তাই দিশেজ্ঞানহারা ॥
এমতি বিশ্বাসে ভরা ভূতের হৃদয়।
অপঘাতে যে-ই মরে সে-ই ভূত হয় ॥
তাইতো সে-ভূত বেটা সাথীলাভ তরে।
খুঁজিয়া দেখিত—কেবা অপঘাতে মরে ॥
শনি বা মঙ্গলবারে আছাড় খাইয়া।
অথবা ছাদের থেকে সহসা পড়িয়া ॥
অজ্ঞান হইত যদি কেহ কোনখানে।
বিলম্ব না করি' ভূত ছুটিত সেখানে ॥
সেথা গিয়া দেখিত সে "হা পোড়াকপাল!
সবারি পরাণ শেষে থাকিছে বহাল ॥
চেতনা হারায়ে কেহ মরিছেনা দেখি'।
ভূতটি থাকিত পুনঃ পুরা একাএকি ॥'
আমিও ভূতের মতো একাকী থাকিয়া।
এইমত ভেবেছিনু তোকে নিরখিয়া ॥
সাথী বুঝি এল—তাই রবনা একাকী।
কিন্তু যবে সেইদিন সমাধিতে থাকি' ॥
'পিতামাতা আছে মোর' কহিলি এমন।
নিরাশ হইয়াছিনু এতই তখন ॥
এ-চিন্তা আমার মাঝে ব'সেছিল জাঁকি'।
ভূতের মতন বুঝি রহিব একাকী ॥"
এ কাহিনী ক'য়ে প্রভু নরেন্দ্রের কাছে।
মাতিলেন তাঁর সনে রঙ্গ-পরিহাসে ॥
ভকত নরেন্দ্রনাথ সঠিক আধার।
এ বিষয়ে ঠাকুরের সন্দ নাই আর ॥

যুগ-প্রয়োজনে নরেন্দ্রের আগমন নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের তাই এত ভালবাসা

এইমত চিন্তিতেন প্রভু প্রাণপতি।
নরেনের মাঝে আছে যে-গুণ শকতি ॥
দুইটি একটি তার কেহ যদি পায়।
প্রবল প্রভাব তার তাতে এসে যায় ॥
ঐ গুণ আঠারটি নরেন্দ্রের মাঝে।
যদি তাহা নাহি লাগে ঈশ্বরীয় কাজে ॥

*ইহাই শাম্ভবী দীক্ষা

তাহাতে হইবে কিন্তু বিপরীত ফল।
হয়ত নূতন মতে গড়িবে সে দল॥
হয়ত করিবে তাতে সুখ্যাতি অর্জন।
তাহাতে মিটিবে নাকো যুগ-প্রয়োজন॥
উদার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের তরে।
সে-তত্ত্ব নরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি ক'রে॥
যদি তাহা এ-জগতে না করে প্রচার।
সাধিতই হইবেনা যুগ-উপকার॥
অতেব নরেন্দ্র যাতে স্বেচ্ছায় সত্বরে।
সে-উদার তত্ত্ব সব উপলব্ধি করে॥
ঠাকুর আছেন এবে তারি প্রতীক্ষায়।
কহিতেন এইমত শ্রীঠাকুর রায়॥
"গেড়ে, ডোবা-আদি যত ছোট জলাধার।
স্রোত কভু বহেনাকো তাহার মাঝার॥
বিবিধ জলজ-গাছ তাতে জনমায়।
আধ্যাত্মিক জগতেও হেন দেখা যায়॥
অংশমাত্র সত্যকেই পূর্ণরূপে ধরি'।
কোন এক নবসঙ্ঘ দিল সৃষ্টি করি'।"
চিন্তিলেন তাই হেন প্রভু গুণময়।
অসামান্য মেধা, গুণ নরেনেতে রয়॥
বিপথে গমন যাতে নাহি হয় তার।
পূর্ণসত্য-অধিকারী হয় যাতে আর॥
তাহার লাগিয়া চাই অবিরাম চেষ্টা।
করিলেনও সেইরূপে প্রভু উপদেষ্টা॥
নরেনের প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ।
ভাষাতে হয়না কভু তার বরণন॥
ইহার কাহিনী এক রহিয়াছে যাহা।
প্রেমানন্দ এইমত কয়েছেন তাহা॥
"শ্রীরামদয়াল আর ব্রহ্মানন্দ* সনে।
প্রথম গেছিনু আমি প্রভুর ভবনে॥
গিয়ে দেখি, প্রভু নাই আপনার ঘরে।
মন্দিরেতে গিয়েছেন দরশন তরে॥
ব্রহ্মানন্দ সে-দেউলে গমন করিয়া।
শ্রীঠাকুরে আনিলেন ধীরেতে ধরিয়া॥
ভাবেতে শ্রীপ্রভু মোর এতই মাতাল।
কোথা সিঁড়ি, কোথা দ্বার—না আছে খেয়াল॥
'এটা সিঁড়ি, এইখানে উঠিতে যে হবে।'
ব্রহ্মানন্দ ঐমত ক'য়ে ক'য়ে তবে॥
ধীরে ধীরে শ্রীঠাকুরে আনিলেন ঘরে।
প্রভু গিয়া বসিলেন তক্তপোশ 'পরে॥
ক্ষণপরে শ্রীঠাকুর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে।
আমার একটি হাত তাঁর হাতে ল'য়ে॥
পরখি' নিলেন যেন হাতের ওজন।
তারপরে 'বেশ' 'বেশ' কহি' এমতন।
দেহের লক্ষণ-আদি পুনঃ পরখিয়া।
না জানি কি তিনি যেন নিলেন বুঝিয়া॥
শ্রীরামদয়ালে তবে কহিলেন সাই।
"নরেন্দ্র অনেক দিন হেথা আসে নাই॥
তোমার সঙ্গেতে তার দেখা হ'য়েছে কি?
বড় ইচ্ছা হয়, তাকে একবার দেখি॥
খবর নিওতো তুমি, সে কেমন আছে।
তাহাকে বলিও, যেন একবার আসে॥"
এত কহি' করিলেন ধর্মআলাপন।
দশটি ঘটিকা নিশি বাজিল যখন॥
নিজ নিজ আহারাদি সমাপ্ত করিয়া।
দখিনের বারান্দাতে শুইলাম গিয়া॥
গৃহমাঝে শুইলেন ঠাকুর, রাখাল।
শয়নের পরে গেল এক ঘণ্টাকাল॥
অকস্মাৎ হেরিলাম বিস্মিত হইয়া।
পরিধেয় বস্ত্র প্রভু বগলেতে নিয়া॥
বারান্দায় আসি' সেই রাতের তিমিরে!
আমাদের শয্যাপাশে বসিলেন ধীরে!!
শ্রীরামদয়ালে পরে নাম ধ'রে ডাকি'।
কহিলেন, "ওগো তুমি ঘুমিয়েছ নাকি?"

* রাখাল

ঠাকুরের ঐকথা শুনিলাম যবে।
শয্যা থেকে উঠি' মোরা বসিলাম তবে ॥
তখনি ব্যথিতমনে কহিলেন স্বামী।
"নরেন্দ্রের তরে বড় ব্যাকুলিত আমি ॥
যেমতি গামছাখানি নিংড়ায় জোরে।
তেমতি করিছে মোর প্রাণের ভিতরে ॥
তাকে ব'লো, হেথা যেন আসে একবার।
শুদ্ধসত্ত্বগুণ রাজে তাহার মাঝার ॥
সাক্ষাৎরূপেতে সে যে নরনারায়ণ।
তাহাকে হেরিতে মোর মন উচাটন ॥"
ভাবাবেশে প্রভু এবে অতীব উতাল।
ঐমত বুঝে নিয়া শ্রীরামদয়াল ॥
শ্রীঠাকুরে কহিলেন এইমত কথা।
"প্রাতেই নরেন্দ্রে আমি দিব এ-বারতা ॥"
এ কথায় মন তাঁর হইলনা শান্ত।
সে-নিশিতে বারংবার প্রভু প্রাণকান্ত ॥
আমাদের শয্যাপাশে আসিয়া আসিয়া।
নরেন্দ্রের গুণগানে মুখর হইয়া।
বারংবার কহিলেন দুঃখ ল'য়ে ভারি।'
'নরেন্দ্রকে না দেখিয়া থাকিতে না পারি ॥'
হেরি' হেন ঠাকুরের দুঃখ কাতরতা।
বিস্মিত হৃদয়ে মোরা ভাবিনু এ কথা ॥
কি অপূর্ব স্নেহে ভরা ঠাকুরের হিয়া।
তবে এই স্নেহরাশি যাঁহার লাগিয়া ॥
না জানি কি সুকঠোর হৃদয় তাঁহার।"
আরেক কাহিনী এর গাহি এইবার ॥
আঠারশ' তিরাশির কোন দিবসেতে।
বৈকুণ্ঠ সান্যাল আসি' প্রভুর গৃহেতে ॥
এইমত ক'য়েছেন প্রভুরে হেরিয়া।
"ঠাকুর নরেন্দ্রময়—হেরিলাম ইহা ॥
নরেন্দ্রের গুণগানে মুখর সদাই।
তাইতো আমারে হেন কহিলেন সাঁই ॥
'নরেন্দ্র হইল এক শুদ্ধসত্ত্বগুণী।
আর যাহা দেখিয়াছি—তাও রাখ শুনি' ॥
অখণ্ড-ঘরেতে আছে যেই চারিজন।
নরেন্দ্র তাঁদের মাঝে অন্যতমজন ॥
আবার সে একজন সপ্তর্ষির মাঝে।
গুণের ইয়ত্তা তার পাওয়া যায় নাযে ॥"
ঠাকুর এমতি কথা কহিতে কহিতে।
ব্যাকুলিত হইলেন নরেনে হেরিতে ॥
যেমতি কাঁদিয়া থাকে পুত্রবিরহিনী।
তেমনি চোখের জলে ভাসিলেন তিনি ॥
'থাকিতে পারিনা মাগো না হেরিয়া তায়'।
এত কহি' উচ্চরবে কাঁদিলেন রায় ॥
সংযত করিয়া কান্না কিছুক্ষণ পর।
কহিলেন এইমত প্রভু প্রেমধর ॥
"এত ক'রে কাঁদিলাম, এল না তো তবু।
এত জ্বালা তার তরে বোঝেনা সে কভু ॥
'বুড়ো মিন্‌সে' তরে মোর এত জল চোখে।
ইহা হেরি' না জানি কি ক'য়ে দিবে লোকে।
তোমরা আপন তাই লাজ নাহি আসে।
অপরে হেরিলে ইহা কি ভাবিবে পাছে ॥
তবু যেন কিছুতেই সামলাতে নারি।"
এমতি কহিতে তাঁর পুনঃ আঁখি ভারী ॥
প্রভুরে সান্ত্বনা দিতে সে-ভকতগণ।
কহিলেন—"এতো তার অন্যায় ভীষণ ॥
আপনার কষ্ট হয় না হেরিলে তায়।
সেকথা সে জানিয়াও আসেনা হেথায় !!"
এরপরে কিছুদিন অবসান যবে।
প্রভুর জনমদিনে ভকতেরা সবে ॥
ঠাকুরের পুণ্যগৃহে পুলকে আসিয়া।
নানাবিধ সাজে তাঁকে দিল সাজাইয়া ॥
নবীন বসন এক পরাইয়া অঙ্গে।
গলে দিল পুষ্পহার চন্দনের সঙ্গে ॥

বারান্দায় চলিতেছে মধুসংকীর্ত্তন।
ভকতবেষ্টিত হ'য়ে প্রভু প্রাণধন ॥
ভাবাবিষ্ট হ'য়ে কভু শুনিছেন গান।
কভুবা কীর্ত্তন গানে আঁখর লাগান ॥
নরেন্দ্র হেথায় তবে উপস্থিত নাই।
ব্যাকুল হইয়া তাই প্রেমময় সাই ॥
মাঝে মাঝে তাকাইয়া চৌদিকের পানে।
কহিছেন এইমত ব্যথিত পরাণে ॥
"নরেন্দ্র এখনো কেন এলনা হেথায়।"
দেখিতে দেখিতে যবে দ্বিপ্রহর প্রায় ॥
ভকত নরেন্দ্রনাথ সভামাঝে এসে।
প্রণমিয়া লইলেন প্রভু পরমেশে ॥
নরেন্দ্রে হেরিয়া প্রভু অতীব আনন্দে।
এক লাফে উঠিলেন নরেনের স্কন্ধে ॥
সাথে সাথে ভাবাবিষ্ট প্রভু গুণধর।
সহজ অবস্থা এল কিছুক্ষণ পর ॥
নানা কথা কহি' পরে নরেন্দ্রের সনে।
মিষ্টান্নাদি খাওয়ালেন হরষিত মনে ॥
নরেন্দ্র থাকিয়া হেন শ্রীপ্রভুর সনে।
দুর্লভ প্রেমের ছটা লভিলেন মনে ॥
যদিও বা পান এত স্নেহ প্রেম-বিত্ত।
তাহাতে নহেন তিনি বিমোহিত-চিত্ত ॥
লভিতে পারেন যাতে ঠিক ঠিক সত্য।
তাহারি লাগিয়া তিনি এবে সদামত্ত ॥
তাইতো ঠাকুরে করি' পরীক্ষা-নিরীক্ষা
সাবধানে নিতেছেন ধরমীয় শিক্ষা ॥
তথাপি ঠাকুর সদা অভিমান-মুক্ত।
শিষ্যের কল্যাণ-ব্রতে হইয়া নিযুক্ত ॥
মানিয়া লইয়া সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
শিষ্যকে যথার্থরূপে দিতেছেন শিক্ষা ॥
কল্যাণব্রতের কথা সমাপ্ত করিয়া।
ঠাকুরের পাদপদ্মে নিতেছি নমিয়া ॥

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্র প্রভুর কাছে এবে বেশ যান।
কোন কোন দিন তিনি সেথায় কাটান ॥
সপ্তাহের মাঝে যদি নাহি যান তথা।
প্রভুর প্রাণেতে আসে এত ব্যাকুলতা ॥
কখনো বা ঘন ঘন বারতা পাঠান।
কখনো বা আপনিই কলিকাতা যান ॥
দুইটি বরষ হেন কাটিবার পরে।
ভীষণ বিপদ এল নরেন্দ্রের ঘরে ॥
শ্রীনরেন বসিলেন বি. এ. পরীক্ষায়।
আর যবে শেষ সেই পরীক্ষার দায় ॥
আঠারশ চুরাশির প্রথম ভাগেতে।
হৃদরোগে পড়ি' পিতা দুর্দৈবক্রমেতে ॥
চলিয়া গেলেন ত্বরা দেহত্যাগ ক'রে।
সংসারের ভার প'ল নরেন্দ্রের 'পরে ॥
নরেন্দ্র পড়িয়া হেন বিপদ-তরঙ্গে।
মিলিতে না পারিছেন ঠাকুরের সঙ্গে ॥
এইদিকে শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে লভি'।
আঁকিলেন যে-সকল ভাবনার ছবি ॥
তাহাই গাহিব এবে এক এক ক'রে।
প্রথমে এ চিন্তা এল প্রভুর ভিতরে ॥
"আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাঁরা আসেন ধরায়।
নরেনের তুল্য বড় দেখা নাহি যায় ॥
বহুবিধ গ্লানি আছে ধর্মের ভিতরে।
সঞ্চিত হ'য়েছে তাহা যুগ যুগ ধ'রে ॥
ধরম হইতে ঐ গ্লানি দূর ক'রে।
সনাতন ধরমকে নবরূপে গ'ড়ে ॥
করিতে হইবে তাহা যুগ-উপযুক্ত।
মাতারি ইচ্ছায় আমি সে-কাজে নিযুক্ত ॥
বিশেষ সাহায্য দিতে আমার এ কাজে।
নরেন্দ্র জনম নিল ধরণীর মাঝে ॥

শ্রীঠাকুর মনে মনে উহা বুঝে নিয়া।
অসীম বিশ্বাস আর ভালবাসা দিয়া॥
নরেনেরে নানারূপে শিক্ষাদান করি'।
তাঁহাকে যথার্থরূপে নিতেছেন গড়ি'॥
নরেন্দ্র যাহাতে আর নাহি থাকে স্বৈরী।*
যন্ত্ররূপে তাই তাঁকে করিছেন তৈরী॥
শিক্ষাদান-কার্য তাঁর যবে সমাপিত।
যেরূপে নবীনধর্ম হইবে স্থাপিত॥
নরেন্দ্রে দিলেন সেই পথ-নিরদেশ।
এসব করম প্রভু ক'রে নিয়া শেষ॥
আপন সঙ্ঘের ভার নরেনেরে দিয়া।
রহিলেন এবে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া॥
মাঝে মাঝে তবে মোর প্রভু ভগবান।
নরেনেরে করিতেন পরীক্ষা নানান॥
এইমত কথা তবে আসিছে হেথায়।
কেনবা পরীক্ষা হেন করিতেন তাঁয়॥
ধরার মাঝারে যিনি নর-নারায়ণ।
তাঁকে হেন পরীক্ষার কিবা প্রয়োজন॥
ইহার জবাব হেন আছে শাস্ত্রমতে।
যারাই প্রবেশ করে মায়ার জগতে॥
সকলে পড়িতে পারে ভ্রমের মাঝার।
অবতারও এ বিষয়ে কভু নন ছাড়॥
একথা বুঝাতে গিয়া শ্রীঠাকুর কন।
'খাদ না থাকিলে পরে হয়না গড়ন'॥
বিশুদ্ধ সোনাতে যদি কিছু খাদ রয়।
তবেই সে-সোনা দিয়া অলঙ্কার হয়॥
শুদ্ধসত্ত্বগুণে হয় জ্ঞানের উদয়।
স্বল্প তমো রজো যদি সে-গুণে না রয়॥
গঠিত হয়না তবে দেহ, মন তার।
তাই যদি রজো তমো আসে একবার॥
সেজন পড়িতে পারে ভ্রমের দাপটে।
অবতারগণেতেও এই ভ্রম ঘটে॥

অলৌকিক কোনো কিছু হেরি' মোর প্রভু।
এমত সন্দেহ-জালে পড়িতেন কভু॥
হয়ত খেয়ালে উহা উঠিল ঝলকি'।
তাই ঐ দরশন নিতেন পরখি'॥
নরেন্দ্রের প্রতি তাঁর কত ভালবাসা।
সে-কথা বুঝাতে কেহ নাহি পায় ভাষা॥
এইমত রহিয়াছে তাহার কারণ।
দু'জনার মাঝে যেই প্রেমের বন্ধন॥
সে-বন্ধন রহিয়াছে যুগ যুগ ধ'রে।
রহিবেও সে-বন্ধন চিরকাল তরে॥
একই কার্যে আসি' তাঁরা যুগপ্রয়োজনে।
কর্তব্য করম সব যথাসমাপনে॥
আবার ফিরিয়া যান তাঁহাদের স্থানে।
অবিচ্ছেদ্য অংশ তাঁরা যুগ-নিরমাণে॥
তাইতো শ্রীঈশা মিলি' কোন শিষ্যসনে।
ক'য়েছেন এইমত মিলনের ক্ষণে॥
"পর্বত সদৃশ শিষ্য অচল অটল।
অতিশয় শ্রদ্ধাশীল অতি নিরমল॥
ভিত্তিরূপে ল'য়ে আমি এদের জীবন।
অধ্যাত্ম-জীবন মোর করিব গঠন"॥
নরেন্দ্রের ছিল অতি আত্মবিশোয়াস।
মুখেতে সতত তাঁর অতি স্পষ্টভাষ॥
তেজস্বীতা অনুক্ষণ তাঁহাতে বিরাজে।
চিরায়ত নির্ভীকতা তাঁর সব কাজে॥
তাঁহার এসব হেরি' প্রতিবেশীগণ।
এইমত বাক্যবাণ ছুঁড়িত কখন॥
"এ-বাড়ি একটা ছেলে হেরিবারে পাই।
এমত 'ত্রিপণ্ড' ছেলে আর দেখি নাই॥
বি. এ. পাশ করিয়াছে, তাই গর্বভরে।
ধরাকে সতত যেন সরা জ্ঞান করে॥
বাপ, খুড়ো, জ্যাঠা সব—এঁদের সমুখে।
তবলায় চাটি দিয়ে গান ধরে মুখে॥

* স্বেচ্ছাচারী

বয়োজ্যেষ্ঠ আছে যারা পাড়ার মাঝার।
তাদেরে মোটেই যেন করেনা কেয়ার ॥
চরুটের ধুয়া ছেড়ে সোজা চ'লে যায়।
সমুখেতে গুরুজন গ্রাহ্য নাহি তায় ॥"
এমতি ছেলেরে পেয়ে প্রভু ভগবান।
করিতেন তাঁর হেন নানা গুণগান ॥
"নরেনের মতো ছেলে হয়নাকো আর।
সকল গুণের সে যে অপূর্ব আধার ॥
বলিতে-কহিতে আর গাহিতে বাজাতে।
লেখাপড়া ধর্ম-কর্ম ধ্যান-ধারণাতে ॥
কিছুমাত্র মেকি নাই নরেন্দ্রের মাঝে।
টং টং করিয়া সে সর্বকাজে বাজে ॥
আর আর ছেলে সব রহিয়াছে যত।
তাহাদের মাঝে আমি হেরিনাকো অত ॥
কোনরূপে করিয়াছে দু'তিনটে পাশ।
তাতেই তাদের শক্তি সমূলে বিনাশ ॥
কোন কিছু আর যেন করিবার নাই।
নরেন্দ্রের হেরি কিন্তু এমত সদাই ॥
হাসিয়া খেলিয়া মাতে সমুদয় কাজে।
পাস করা তার কাছে কোনো কিছু নাযে ॥
কভুবা চলিয়া যায় ব্রাহ্মসমাজেতে।
সবারে মাতায় সেথা ভজন-গানেতে ॥
সকল ব্রাহ্মের মতো কভুও সে নয়।
যথার্থরূপেতে সে যে ব্রহ্মজ্ঞানময় ॥
গভীর ধ্যানেতে যবে হয় সে মগন।
তখনি তাহার হয় জ্যোতিদরশন ॥
তার মাঝে নানা গুণ রয়েছে উদ্ভাসি'।
তাইতো নরেনে আমি এত ভালবাসি ॥"
ভকত শরৎ হেথা এইমত কন।
"নরেনে প্রথম আমি হেরিনু যখন ॥
সেদিন তাঁহারে কিন্তু মোটে বুঝি নাই।
তাহার কাহিনী আমি এইমত গাই ॥
"আমার আছিল এক সখা—সহপাঠী।
নরেন্দ্রের পাড়াতেই এক ভাড়া-বাটী ॥
সে-সখা স্থাপিয়াছিল আপন বসতি।
সাহিত্য-সেবাতে তার অনুরাগ অতি ॥
খবরের কাগজের সম্পাদকরূপে।
নিযুক্ত থাকিয়া এই সহরের বুকে ॥
অবসরক্ষণে লিখি' কবিতা প্রবন্ধ।
প্রকাশ করিয়া তাহা লভিত আনন্দ ॥
এইমত শোনা গেল কিছুদিন পর।
উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে সেই বন্ধুবর ॥
তাহারে হেরিতে গিয়া কোনো একদিন।
বসিবার ঘরে মোরা ছিনু সুখাসীন ॥
বন্ধুবর কার্য থেকে ফিরে না আসায়।
বসিয়াছিলাম মোরা তারি প্রতীক্ষায় ॥
সহসা যুবক এক গৃহে প্রবেশিয়া।
অসঙ্কোচে বসি' বেশ তাকিয়া ঠেসিয়া ॥
হিন্দীগান ধরিলেন গুণগুণ ক'রে।
সে-গানের কলি শুনি' বুঝিনু সত্বরে ॥
কৃষ্ণের বিষয় ল'য়ে রচিত এ গান।
'কানাই' 'বাঁশরী' কথা তাতে বিদ্যমান ॥
পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিপাটি কেশ।
উন্মনা চাহুনিও আছে তার বেশ ॥
'কালার বাঁশরী' আছে গানের কথায়।
এ-সকল দেখে শুনে চিন্তিলাম—হায় !!
'আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুটির সাথে।
মেলামেশা ক'রে, এও গেছে অধঃপাতে ॥
আর তার হাবভাব বসার যা ছিরি।
তা দেখেও এ-ধারণা হইল শীগ্‌গীরি।
ইহার স্বভাব কভু ভাল হ'তে নারে।
এ ধারণা দৃঢ় হ'ল আরেক ব্যাপারে ॥
এতগুলো লোক মোরা সেথা ছিনু ব'সে।
যুবক তামুকে কিনা টান দিল ক'সে !!

তা দেখিয়া আমাদের চক্ষুতো চড়ক।
ভাবিলাম—এ কেমন অভদ্র যুবক ॥
মোদেরে দেখায়ে কিনা নিলাজ দেমাক।
কুরুৎ কুরুৎ ক'রে টানিছে তামাক !!
এরি সঙ্গে মেলামেশা করিবার জন্যে।
আমাদের বন্ধুবর গিয়াছে উচ্ছন্নে ॥
যেহেতু যুবক ছিল উদাসীন অতি।
ভ্রুক্ষেপ ছিলনাকো আমাদের প্রতি ॥
আমরাও তার সাথে কহি নাই কথা।
ইতিমধ্যে বন্ধুবর উপস্থিত তথা ॥
মোদের সাক্ষাৎ হ'ল বহুদিন পর।
তা দেখেও আমাদের সেই বন্ধুবর ॥
দু'একটি কথা কহি' আমাদের সঙ্গে।
যুবকের পানে ফিরি' পুলকিত রঙ্গে ॥
আলাপনে মত্ত হ'ল যুবকের সাথে।
আমরা অতীব ক্ষুন্ন এ-ব্যভারটাতে ॥
তথাপি বিদায় নেয়া ভদ্রোচিত নয়।
তাই মোরা ব'সেছিনু কিছুটা সময় ॥
সে-যুবক, বন্ধুবর একত্রিত হ'য়ে।
আলাপনে মত্ত হ'ল সাহিত্য-বিষয়ে ॥
এইমত ছিল সেই আলোচ্য বিষয়।
উচ্চাঙ্গের সাহিত্য তো তাহাকেই কয় ॥
যে-সাহিত্যে রচনার বিষয় বস্তুটি।
যথাযথ ভাব ল'য়ে উঠিবেক ফুটি' ॥
এ বিষয়ে যদিওবা একমত দোঁহে।
মতভেদ উপস্থিত এ বিষয় ল'য়ে ॥
নবীন যুবক যাহা কহিল—তা এই।
রচনার* ভাবটুকু ফুটে উঠিলেই ॥
তাহাকেই সুসাহিত্য বলা নাহি হয়।
রচনাতে সুরুচির প্রয়োজন রয় ॥
কুরুচিসম্পন্ন হ'লে সাহিত্য-বিষয়।
সুসাহিত্য তাকে কভু বলা নাহি হয়।

আমাদের বন্ধু ছিল এই ধারণাতে।
সুরুচি কুরুচি— যা-ই থাকুক লেখাতে ॥
রুচির বিচারে কোন প্রয়োজন নেই।
রচনার ভাবটুকু ফুটে উঠিলেই ॥
সুসাহিত্য ব'লে তাকে দেয়া যায় আখ্যা।
যুবক না মেনে ঐ সাহিত্যের ব্যাখ্যা ॥
বন্ধুবরে কহিলেন এমতি বচন।
"চসরাদি খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ ॥
সুরুচিসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়া।
সাহিত্য-জগতে আছে অমর হইয়া ॥
তারা কভু লেখে নাই কুবিষয় নিয়া।"
পুনরায় সে-যুবক কহিলেন ইয়া ॥
"রূপরসে লোভ থাকে যাদের মাঝারে।
সুসাহিত্য তারা কভু সৃজিতে না পারে ॥
ওসব অনিত্য লোভে নাহি হ'য়ে তুষ্ট।
সুউচ্চ আদর্শ-জ্ঞানে মন করি' পুষ্ট ॥
সমাজেরে সে-আদর্শ দানিতে চাহিয়া।
কেহ যদি যায় কোন রচনা লিখিয়া ॥
যথার্থ সাহিত্য কিন্তু তাহাকেই কয়।
আবার এমত লোক সমাজেতে রয় ॥
সর্বোচ্চ আদর্শ যিনি মনোমাঝে ধরি'।
আপন জীবনখানি সে-আদর্শে গড়ি' ॥
জগতের মঙ্গলার্থে সঁপি মনপ্রাণ।
আপনার গৃহ থেকে বাহিরে দাঁড়ান ॥"
যুবক কহিল পুনঃ মুহূর্তেক থামি'।
"একটি জীবন শুধু দেখিয়াছি আমি ॥
যে-জীবন সে-আদর্শে পুরাপুরি গড়া।
যাঁহার অন্তরখানি শুধু প্রেমে ভরা ॥
রামকৃষ্ণ নামে যিনি দখিনেশ্বরেতে।
তাঁহারি জীবন গড়া ঐ আদর্শেতে ॥
শ্রদ্ধা করি আমি তাঁকে উহারি কারণ।"
যুবক কহিল যবে ওসব বচন ॥

* লিখিত বিষয়ের

তাহার বাক্যের ছটা গভীর পাণ্ডিত্য।
বিমুগ্ধ করিয়া দিল আমাদের চিত্ত ॥
তথাপি মোদের মন ছিল বেশ ক্ষুন্ন।
তাহার কারণ ছিল এ-যুক্তিপূর্ণ ॥
আমাদের বন্ধুবর অতি উচ্ছৃঙ্খল।
এ-যুবক তারি সঙ্গে মিশে অবিরল ॥
তবে আর এ-যুবক ভাল কি করিয়া।
ফিরিয়া এলাম মোরা ও-ধারণা নিয়া ॥
কতিপয় মাস যবে গত এর পরে।
একদা বসিয়া আছি ঠাকুরের ঘরে ॥
সেথায় বসিয়া মোর প্রভু ভগবান।
করিলেন নরেন্দ্রের নানা গুণগান ॥
বিমুগ্ধ হইয়া মোরা গুণের কীর্তনে।
একদিন আসিলাম নরেন্দ্র-ভবনে ॥
হেথায় আসিয়া মোরা হেরিলাম যাঁরে।
আগের যুবক বলি' চিনিলাম তাঁরে ॥
নরেন্দ্র নামেতে যিনি গুণের অর্ণব*।
আগের যুবকই তিনি—এও কি সম্ভব !!
একথা চিন্তিয়া মোরা অবাক সবাই।
এরি সাথে একথাও হেথা ক'য়ে যাই ॥
যদিও মোদের ছিল এ-ধারণা-স্তম্ভ।
"নরেন্দ্রের মাঝে আছে সবিশেষ দম্ভ ॥"
প্রভুর বুঝিতে ইহা হয়নি বিলম্ব।
"নরেন্দ্রের ও-সকল নহে কভু দম্ভ ॥
অসামান্য শক্তি আর আত্মবিশোয়াস।
অনুক্ষণ তাঁর মাঝে করিতেছে বাস ॥
উহাই প্রকাশ পায় গরবের রূপে।
উহাই একদা এই ধরণীর বুকে ॥
সহস্র পাপড়িযুত কমলের মতো।
সমুজ্জ্বল স্বভাবেতে হবে পরিণত ॥
এ-দম্ভ বিকাশ লভি' দীপ্ত করুণায়।
চিরতরে স্থায়ী রবে নিজ মহিমায় ॥"

ভাবেতে যেদিন উহা হেরিলেন রায়।
সেদিনের কথা এবে গাহিব হেথায় ॥
"বসিয়া আছেন মোর প্রেমময় স্বামী।
সমুখে কেশব আর বিজয়-গোস্বামী ॥
নরেনও তাঁদের মাঝে আছেন বসিয়া।
তখন ভাবেতে প্রভু হেরিলেন ইহা ॥
"কেশবে র'য়েছে যেই বিশেষ শকতি।
যার বলে সে-কেশব জ্ঞানবান অতি।
জগত-বিখ্যাত আর যাহার দরুণ ॥
সেইমত শকতির অষ্টাদশ গুণ।
নরেন্দ্রের ভিতরেতে সদা বিদ্যমান ॥
পুনঃ হেন হেরিলেন প্রভু ভগবান।
ভকত কেশব আর ভকত বিজয় ॥
দুজনাতে যেইটুকু জ্ঞানালোক রয়।
দীপশিখাসম তাহা—তার বেশী না যে ॥
ঝলমলে জ্ঞানসূর্য নরেন্দ্রের মাঝে।
সে-জ্ঞানেতে ছিন্ন করি' সংস্কার বন্ধন ॥
মায়ামোহ কাটায়ে সে আছে অনুক্ষণ।"
বিজয় কেশব দোঁহে খ্যাতিমান অতি ॥
অন্যদিকে শ্রীনরেন যাঁর নাই খ্যাতি।
ইঁহাদের মাঝে হেন তুলনা করিয়া।
শ্রীঠাকুর উহা যবে দিলেন কহিয়া ॥
নরেনের মাঝে এল এইমত চিন্তা।
প্রভু যাহা কহিছেন—নহে সমীচীন তা ॥
তীব্র কণ্ঠেতে তাই প্রতিবাদ করি'।
শ্রীঠাকুরে কহিলেন সরমেতে পড়ি' ॥
"কি করেন মহাশয়, কি বলেন ইহা।
আপনার এই কথা শ্রবণ করিয়া,
উন্মাদ বলিয়া লোকে আপনাকে কবে।
কোথায় কেশব সেন সুবিখ্যাত ভবে ॥
কোথায় সে-মহামনা বিজয় গোস্বামী।
আমি তো স্কুলের ছোঁড়া, সাধারণ আমি।

* সাগর

তাঁহাদের সনে মোর তুলনা কি হয়।
ঐমত বলা কিন্তু মোটে ঠিক নয়॥"
নরেন্দ্রে এমত তবে কহিলেন সাই।
"ইচ্ছা ক'রে আমি কিন্তু উহা বলি নাই॥
জগজ্জননী মোরে দেখালেন উহা।
তিনি যা দেখান মোরে, হয়না তা ভুয়া॥"
'দেখায়েছে, বলায়েছে জননী আমার।'
উহা যবে কহিতেন প্রেমঅবতার॥
নির্ভীক নরেন্দ্র কিন্তু অনেক সময়।
শ্রীঠাকুরে কহিতেন এ বাক্যনিচয়॥
"আপনাকে সবি মাতা দেন দেখাইয়া।
নাকি উহা খেয়ালেতে ওঠে ঝলসিয়া॥
নিশ্চিত করিয়া তাহা কে বলিতে পারে।
ওমত ঘটিত যদি আমার মাঝারে॥
বুঝিয়া নিতাম আমি দেখিবার কালে।
ওসব ঘটিয়া থাকে মাথার খেয়ালে॥"
পুনঃ হেন কহিলেন নরেন্দ্র ধীমান।
"প্রমাণ ক'রেছে ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয়গণ।
প্রতারিত ক'রে থাকে কখন কখন॥
দরশন-শাস্ত্রে ইহা কহে বারে বারে।
প্রবল বাসনা এলে কিছু হেরিবারে॥
তখনি ইন্দ্রিয়গণ মিলি' একত্তরে।
পদে পদে দর্শকেরে প্রতারিত করে॥"
নরেন্দ্র প্রভুরে পুনঃ কহিলেন এহো*।
"মম'পরি আপনার অতিশয় স্নেহ॥
আপনি সতত মোরে হেরিবারে চান।
খেয়ালেতে তাই ঐ দরশন পান॥"
প্রভু যবে শুনিতেন ওমতি বচন।
দ্বিবিধ ভাবনা তাঁর জাগিত তখন॥
ভাবরাজ্যে যবে তিনি থাকিতেন গিয়া।
সুপ্রসন্ন হইতেন ওমতি শুনিয়া॥

তখন তাঁহার মনে জাগিত এসব।
"নরেন্দ্রের এ-প্রয়াস বালকসুলভ॥
সত্যনিষ্ঠা রহিয়াছে নরেন্দ্রের মাঝে।
তাহারি প্রকাশ ইহা—অন্য কিছু না যে॥
সাধারণ ভূমে প্রভু রহিতেন যবে।
এইমত ভাবনায় পড়িতেন তবে॥
"কায়মনে সে-নরেন সত্যপরায়ণ।
অসত্য হইতে নারে তাহার বচন॥
তবে কি খেয়ালবশে ঐমত দেখি!"
ওমত ভাবনা যবে উঠিত বিশেখি*॥
তখনি ছুটিয়া প্রভু মায়ের সকাশে।
শুধাতেন এইমত জননীর কাছে॥
"নরেন্দ্র আমারে ইহা সততই কয়।
খেয়ালে আমার নাকি দরশন হয়॥"
জননী প্রভুরে তবে ক'য়ে দেন হেন।
"নরেন্দ্রের কথা তুই শুনিছিস্ কেন॥
কিছুদিন পরে তুই দেখে নিবি ইয়া।
যথার্থ বলিয়া সবি নিবে সে মানিয়া॥"
মায়ের আশ্বাস-বাণী শ্রবণিয়া কানে।
শ্রীঠাকুর থাকিতেন নিশ্চিন্ত পরাণে॥
নরেন্দ্র প্রভুরে হেন কত কিছু কন।
বিরক্ত না হন তাতে প্রভু প্রাণধন॥
কতখানি ভালবাসা নরেন্দ্রের প্রতি।
তাহার কাহিনী এক রয়েছে এমতি॥
পুঁথিতে র'য়েছে আগে এমতি লিখন।
দুই ভাগে ভাগ হ'ল ব্রাহ্মভক্তগণ॥
যে-বিভাগ রহিয়াছে 'সাধরণ' নামে।
নরেন্দ্র প্রায়শঃ যান সে-সমাজধামে॥
বিজয় ও শিবনাথ আচার্য তাহার।
একথা ক'য়েছি আগে পুঁথির মাঝার॥
ব্রাহ্মের সভাতে গিয়া নরেন্দ্র শ্রীমান।
ভজনাদি গান সেথা গাহিয়া শোনান॥

* ইহাও

* বিশেষ করিয়া

সময় নাহিকো তাঁর প্রভুধামে যেতে।
কিছুদিন গত যবে এরূপভাবেতে॥
নরেন্দ্ররে হেরিবারে প্রভু অবতারী।
উপস্থিত হইলেন নরেনের বাড়ি॥
সেথাও তাঁহার দেখা মিলিল না—তাই।
মনেতে নিলেন তিনি এই ধারণাই॥
"নরেন্দ্র র'য়েছে বুঝি ব্রাহ্মসমাজেতে।
আমিও এখন তাই যাব সেখানেতে॥"
আবার এমতি চিন্তা মনে পেল ঠাঁই।
'সহসা এখন যদি সে-সমাজে যাই॥
অখুশী হইতে পারে সেই ব্রাহ্মগণ"।
পুনঃ তিনি করিলেন এমতি চিন্তন॥
"এইমত রহিয়াছে কত না নজীর।
সহসা সভাতে আমি হ'য়েছি হাজির॥
কেশবের সমাজেই ঘ'টেছে অমন।
অখুশী হয়নি তাতে ব্রাহ্মভক্তগণ॥
বিজয় ও শিবনাথ ধর্মলাভ-আশে।
কতই না আসিয়াছে আমার সকাশে॥"
যদিও ওমতি চিন্তা করিলেন প্রভু।
একথা স্মরণে তাঁর আসে নাই কভু॥
"কেশব বিজয় দোঁহে ধর্মলাভ তরে।
যদিও বা আসিতেন তাঁহার নিয়ড়ে॥
ধর্মভাব নিয়ে কিন্তু তাঁদের ভিতর।
জাগিয়া উঠিয়াছিল তীব্র মতান্তর॥
শিবনাথ-আদি তাই 'সাধারণ' যারা।
ঠাকুরের কাছে আর আসেনাকো তারা॥"
ঐমত ঘটনাটি না করি' স্মরণ।
সমাজেতে চলিলেন হৃদয়রঞ্জন॥
সাঁঝের বেলাতে সব ব্রাহ্মভক্তগণ।
সমাপ্ত করিয়া নিয়া ধ্যান উপাসন॥
উপদেশ শুনিবারে আছেন বসিয়া।
সভার আচার্যদেব বেদী 'পরি গিয়া॥
সেথা থেকে করিছেন উপদেশদান।
এমতি সময়ে মোর প্রভু ভগবান॥
অর্ধবাহ্য অবস্থায় নিমগ্ন থাকিয়া।
ব্রাহ্মদের সে-সভায় প্রবেশ করিয়া॥
আচার্য আছেন যেথা বেদীর উপর।
সেইদিকে হইলেন ধীরে অগ্রসর॥
শ্রীঠাকুরে হেরিবারে সভাসদ্‌গণ।
কেহবা বেঞ্চির 'পরে দাঁড়ালো তখন॥
কেহবা দণ্ডায়মান ভূমির উপরে।
বিশৃঙ্খলা এল হেন সভার ভিতরে॥
আচার্য বিরত তাই উপদেশদানে।
নরেন্দ্র ত্বরায় আসি' ঠাকুরের পানে॥
দাঁড়ালেন ঠাকুরের অতিশয় কাছে।
একটি বিষয় তাঁর চোখে পড়িয়াছে॥
সভার আচার্য আর মানীগুণী যারা।
ঠাকুরের প্রতি থাকি' উদাসীন তারা॥
তাঁহাকে করেনি কোন সাদরাহবান।
সাধারণ শিষ্টাচারও করেনি প্রদান॥
ইহার কারণ তবে এমত বিরাজে।
মতান্তর আছে যাহা সমাজের মাঝে॥
শ্রীঠাকুরই একমাত্র তাহার কারণ।
ঐমত চিন্তিতেন বহু ব্রাহ্মগণ॥
লক্ষ্য নাহি করি' কিছু শিষ্টাচার-প্রতি।
বেদীর উপরে উঠি' প্রভু প্রাণপতি॥
"নিমগন হইলেন সমাধির ঘরে।
ঠাকুরের এ সমাধি হেরিবার তরে॥
সভামধ্যে প'ড়ে গেল তীব্র হুড়াহুড়ি।
বিশৃঙ্খলা তাই সেথা এল পুরাপুরি॥
সে-সভা ভাঙ্গিতে তাই ব্রাহ্মনেতাগণ।
প্রায় সব গ্যাসবাতি নিভালো তখন॥
তারি ফলে সুরু সেথা হৈ হট্টগোল।
আঁধারের মাঝে পড়ি' সভাস্থ সকল॥

মন্দিরের বাহিরেতে আসিবার তরে।
ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি দিল সুরু ক'রে ॥
নরেন্দ্র আগেই ছিল মরমে আহত।
তাহার কারণ তবে ছিল এইমত ॥
ঠাকুরে না করি' কেহ সাদরে গ্রহণ।
উদাসীন আছিলেন ব্রাহ্মনেতাগণ ॥
নরেন্দ্র এখন পুনঃ চিন্তিলেন মনে।
শ্রীপ্রভুরে বাহিরেতে নিবেন কেমনে ॥
সমাধি হইতে যবে ফিরিলেন রায়।
শ্রীনরেন সন্তর্পণে ধরিয়া তাঁহায়,
পশ্চাতের দ্বারপথে গাড়িতে তুলিয়া।
প্রভুর গৃহের পানে গেলেন চলিয়া ॥
সে-নরেন কহিতেন এইমত কভু।
"সেদিন আমারি লাগি প্রেমময় প্রভু ॥
কতই না অপমান সহিলেন তথা।
একথা স্মরিলে মোর বুকে বাজে ব্যথা ॥
কেন তিনি এইমত গেলেন সেথায়।
ইহারি লাগিয়া আমি ভৎসিলাম তাঁয় ॥
সভার নিগ্রহে কিংবা আমার কথায়।
ক্ষুন্ন নাহি হইলেন শ্রীঠাকুর রায় ॥"
স্বামীজী দিতেন পুনঃ এ-কথার আলো
আমাকে এতই প্রভু বাসিতেন ভালো ॥
লক্ষ্য নাহি রাখিতেন আপনার প্রতি।
সময়ে সময়ে আমি হেরিয়া ওমতি ॥
কঠোর বাক্যও তাঁকে দিতাম কহিয়া।
কুণ্ঠিত না হইতাম উহার লাগিয়া ॥
একদা তাঁহাকে আমি কহিলাম ইয়া।
'ভরত নৃপতি ম'ল* 'হরিণ' চিন্তিয়া ॥
তাই সে হরিণ হ'লো পরজনমেতে।
ঐ-কথা লেখা আছে পুরাণ গ্রন্থেতে ॥
উহা যদি সত্য, তবে আমার বিষয়ে।
অতটা ভাবেন কেন সকল সময়ে ॥
ঐ চিন্তা আপনার কী ঘটিয়ে দেবে।
তাহা কি একটিবার দেখেছেন ভেবে ?
ও-চিন্তার পরিণাম ভয়াবহ অতি।"
এ-কথা শ্রবণ করি' প্রভু প্রাণপতি ॥
কহিলেন, "তাইতো রে, ব'লেছিস্ ঠিক-ই।
কিন্তু আমি সাধ ক'রে ও-চিন্তা করি কি ?
আমি যে তোকে না দেখে থাকিতে না পারি।"
এত কহি' শ্রীঠাকুর দুঃখ ল'য়ে ভারি ॥
ছুটিয়া গেলেন ত্বরা মায়ের মন্দিরে।
আবার সেখান থেকে ত্বরা করি' ফিরে ॥
হাসিমুখে মোরে হেন কহিলেন স্বামী।
"যাঃ শালা ! তোর কথা শুনিবনা আমি ॥
মাতা মোরে কহিলেন এমতি বয়ান।
"তুইতো করিস্ ওকে* নারায়ণ জ্ঞান ॥
তাইতো প্রাণের মতো ভালবাসো ওরে *।"
জননী আবার হেন কহিলেন মোরে ॥
"যে-দিন এ-চিন্তা তোর মনে নিবে ঠাঁই।
উহার** ভিতরে আর নারায়ণ নাই ॥
সেদিন উহার মুখ দেখিবার লাগি।
কোনরূপ ইচ্ছা তোর উঠিবেনা জাগি' ॥"
ভকত নরেন্দ্রনাথ কহিলেন অথ।
"সেদিন প্রভুরে আমি কহিলাম যত ॥
একটি কথাও তিনি না মাখিয়া গায়ে।
সকল কথাই মোর দিলেন উড়ায়ে ॥"

ঠাকুর ও নরেন্দ্রের অলৌকিক সম্বন্ধ
দ্বিতীয় পাদ

ভগবত-ভকতিতে হানি হ'তে পারে।
এইমত চিন্তা ল'য়ে মনের মাঝারে ॥
ধ্যান, জপ, আহারাদি, বিহার, শয়ন।
ঠিক ঠিক পালিতেন প্রভু প্রাণধন ॥
ভকত সকলও সদা ও-নিয়মে বাঁধা।
নরেন্দ্রের তরে তবে সকলি আলাদা ॥

* মরিল

* নরেন্দ্রকে ** নরেন্দ্রের

কিছুরই লাগিয়া তাঁর কোন দোষ নাই।
প্রেমময় শ্রীঠাকুর কহিতেন তাই ॥
"নিত্যসিদ্ধ সে-নরেন ধ্যানসিদ্ধ আর।
জ্ঞান-অগ্নি প্রজ্বলিত তাহার মাঝার ॥
যত দোষই থাকুক্‌না খাদ্যের ভিতরে।
সে-আগুনে সব দোষ ভস্মীভূত করে ॥
তাইতো সে যথাতথা যা-তা যদি খায়।
তার মন কলুষিত হইবেনা তায় ॥
জ্ঞান-খড়্গ তার মাঝে আছে অনুক্ষণ।
তা দিয়া কাটিছে সদা মায়ার বন্ধন ॥
মহামায়া কিছুতেই নিজ শক্তিবলে।
রাখিতে নারেন তারে আপন কবলে ॥"
এমত হেরিত কভু সব ভক্তগণ।
প্রভুরে হেরিতে আসি' মাড়োয়ারীগণ ॥
কেহবা দানিত তাঁরে পেস্তা কিস্‌মিস্।
কেহবা বাদাম, কেহ মিষ্টান্ন জিনিস ॥
প্রভু উহা নাহি দিয়া কোন ভক্তবরে।
অথবা নিজেও কিছু গ্রহণ না ক'রে ॥
ভকত নরেন্দ্রনাথে দানিতেন সবি।
এ বিষয়ে কহিতেন অবতার রবি ॥
"মাড়োয়ারী ভকতেরা যা দেয় সাধুরে।
ষোলটা কামনা দেয় তার সাথে জুড়ে ॥
ওসব খাবার যদি কোনজন খায়।
খাদ্যের নানান দোষে সে-জনারে পায় ॥
নরেন্দ্রের ওতে তবে হইবেনা ক্ষতি।"
তাইতো নরেনে উহা দিতেন শ্রীপতি* ॥
অখাদ্য খাইয়া কিছু হোটেলেতে গিয়ে।
নরেন্দ্র প্রভুরে তাহা দিতেন জানিয়ে ॥
এমত কারণ আছে উহার ভিতরে।
থালাবাটি আছে যাহা ঠাকুরের ঘরে ॥
যা-তা খেয়ে উহা যদি ছোঁয় কোনজন।
অশুদ্ধ হইতে পারে ওসব বাসন ॥

তাইতো ওসব কথা না রাখি' গোপনে।
সবকিছু জানাতেন প্রভু প্রাণধনে ॥
এসব শুনিয়া প্রভু কহিতেন তাঁরে।
"যা কিছুই খাস্—তোর দোষ হবে না রে ॥
শোর, গরু খেয়ে যদি তাঁহে রাখে মন।
কোন দোষে তারে কিন্তু পায়না কখন ॥
হবিষ্যান্ন-সম হয় সেই শোর গরু।
কিন্তু যদি খেয়ে কেহ শাক, লতা-তরু ॥
বিষয়বাসনা-মাঝে সদা ডুবে রয়।
শোর, গরু, তার চেয়ে কভু মন্দ নয় ॥"
আবার নরেন্দ্রে কন প্রেমের পয়োধি*।
"খা-তা তুই খেয়েছিস্—ইহা শুনি যদি ॥
সে-কথা হয়না মোর চিন্তার কারণ।
কিন্তু যদি খায় উহা অন্য কোনজন ॥
আর যদি সেই কথা জানায় আমারে।
তাহারে ছুঁইতে তবে আর পারি নারে ॥"
নরেন কতটা প্রিয় ঠাকুরের কাছে।
তাহার বর্ণনা দিতে ভাষা নাহি আছে ॥
অন্তরের কথা প্রভু কহিতেন তাঁয়।
তাহাতেই তিরপিত না হইয়া রায় ॥
সে-বিষয়ে নরেনের কিবা মত রয়।
জানিয়া নিতেন তাও প্রভু জ্ঞানময় ॥
আরেক করম হেন করিতেন প্রভু।
বিদ্বান আসিলে কেহ তাঁর গৃহে কভু ॥
বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি তাহার ভিতরে।
উত্তমরূপেতে তাহা বুঝিবার তরে ॥
নরেনেরে তার সাথে বসাইয়া দিয়ে।
বিচারবুদ্ধির তর্ক দিতেন বাধিয়ে ॥
আঠারশ বিরাশির ফেব্রুয়ারী মাসে।
শ্রীম**-এর আসা সুরু ঠাকুরের কাছে ॥
বরাহনগরে তদা থাকিতেন তিনি।
তাই হেথা আসিতেন প্রায় প্রতিদিনি ॥

* বিষ্ণু—প্রভু

* সাগর ** শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

শ্রীম আজি উপস্থিত প্রভুর ভবনে।
নরেন্দ্র আছেন ব'সে পঞ্চবটীবনে ॥
শ্রীঠাকুর সেইস্থানে গমন করিয়া।
নরেনেরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া ॥
"বিদ্যা, বুদ্ধি তোর আজ দেখে নিব মুই।
আড়াইটা পাশ মোটে করেছিস্ তুই ॥
মাস্টার এসেছে এক সাড়ে তিনটা পাশ *।
চল্ তোরে নিয়ে যাব তাহারি সকাশ ॥"
এত কহি' নিয়ে তাঁরে আপন ভবনে।
পরিচয় করালেন শ্রীম-এর সনে ॥
অতঃপর নানাবিধ কথা পাড়িয়া যে।
আলোচনা করালেন দুজনার মাঝে ॥
শ্রীঠাকুর সে-সময়ে চুপচাপ ব'সে।
উপভোগ করি' তাহা পরম সন্তোষে ॥
তিরপিত হইলেন বচন সুধায়।
আলাপন-শেষে শ্রীম নিলেন বিদায় ॥
শ্রীম'র উদ্দেশে প্রভু কহিলেন তবে।
"মাস্টারের মাদীভাব—পাশে কিবা হবে ॥"
আরেক কাহিনী এবে করিব কীর্তন।
কেদার চাটুয্যে নামে ছিল কোনজন ॥
ঢাকাতে আছিল তাঁর করমের স্থল।
বৈষ্ণব-তন্ত্রেতে তাঁর ভক্তি অবিচল ॥
কীর্তনাদি শুনিলেই দুনয়ন ঝরে।
বহু লোকে কেদারেরে শ্রদ্ধা ভক্তি করে ॥
এ ভকত ঠাকুরের অতি প্রিয়জন।
তাইতো একদা প্রভু জননীরে কন ॥
"এত এত বকিতে তো আর পারিনাগো।
এখন এমন তুই ক'রে দেনা মাগো ॥

* নরেন্দ্রনাথ তখন বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং শ্রীম বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন (বি. এল) পড়িতেছিলেন—সেই কথাই ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াছেন ॥

গিরিজা, বিজয়, রাম, কেদারাদি যারা।
এমন শকতি যেন লাভ করে তারা ॥
ভকতেরা গিয়া যেন তাহাদের ধারে।
ধরমের কিছু কিছু শিখে নিতে পারে ॥
তারপরে তারা যেন আসিয়া হেথায়।
চৈতন্য লভিয়া যায় দু-এক কথায় ॥"
এ কথায় মিলে যায় এমত আভাস।
কেদার অতীব প্রিয় প্রভুর সকাশ ॥
কেদারেতে বিদ্যমান আরো এক গুণ।
বিতর্কের যুদ্ধে তিনি অতীব নিপুণ ॥
তাইতো একদা প্রভু খেয়ালী মেজাজে।
নরেন্দ্র, কেদার—এই দুজনার মাঝে ॥
জটিল বিতর্ক এক দিলেন বাধিয়ে।
বিতর্ক চলিতেছিল এ-বিষয় নিয়ে ॥
"সত্যই ঈশ্বর যদি দয়াময় হন।
তাঁহার সৃষ্টিতে কেন এত লোকজন ॥
নানাবিধ শোকতাপ দুঃখকষ্ট পায়।
কেন এত অত্যাচার, কলুষ, অন্যায় ॥
জমিতে হয়না কেন ঠিক ঠিক অন্ন।
কেন এত লোক মরে দুর্ভিক্ষের জন্য ॥"
কেদার দিলেন তার এমতি উতর।
"যদিও বা ভগবান দয়ার সাগর ॥
যে-গুপ্ত মিটিংয়ে তিনি সিদ্ধান্ত লইয়া।
ও-সকল দুঃখ কষ্ট গেলেন রচিয়া ॥
সেদিনের সে-মিটিংয়ে মোরে ডাকে নাই।
উহার জবাব দিতে পারিবনা তাই ॥"
নরেন্দ্র দিলেন এর সুতীক্ষ্ণ যুকতি।
কেদার বিতর্কে তাই মানিলেন নতি ॥
কেদার করিল যবে বিদায়গ্রহণ।
নরেনেরে শুধালেন প্রভু প্রাণধন ॥
"কেমন দেখিলি ওরে—ভকতি কেমন?
ঈশ্বরের নামে ওর ঝরে দুনয়ন ॥

শ্রীহরির নামে যার অশ্রু বহে চোখে।
জীবনমুকত কহে সেই ভকতকে ॥
কেদারটি বেশ কিন্তু কিবা তোর মত?"
নরেন্দ্র দিলেন তাঁর এই অভিমত ॥
"কেমনে কহিব আমি ওগো মহাশয়!
আমি তো বুঝিতে নারি এসব বিষয় ॥
আপনি বুঝেন ভালো লোকের স্বভাব।
বলিতে পারেন তাই কার কিবা ভাব ॥
কান্নাকাটি দেখে তার কি বুঝিব তাঁকে।
বিবিধ কারণে কিন্তু আঁখি ঝ'রে থাকে ॥
একদৃষ্টে চেয়ে যদি থাকে কিছুক্ষণ।
আঁখি থেকে জলধারা গড়ায় তখন ॥
রাধার বিরহ কথা কীর্ত্তনেতে রয়।
তাহা শুনি' কারো কারো অশ্রুধারা বয় ॥
বিরহ আরোপ করি' নিজপত্নী সনে।
তারা সবে মত্ত হয় ওমত ক্রন্দনে ॥
আমি কভু ঐমত অবস্থার সনে।
পরিচিত হই নাই আমার জীবনে ॥
তাইতো আমার মতো আছে যারা যারা।
মাথুর কীর্ত্তনগান শুনিলেও তারা ॥
তাহাদের আঁখিজল পড়িবেনা ঝ'রে।
কাঁদিলেই ভক্তি আছে—বুঝিব কি ক'রে ॥"
নরেন্দ্রের জবাবেতে না হইয়া রুষ্ট।
এমতি চিন্তিয়া প্রভু রহিলেন তুষ্ট ॥
নরেন্দ্র সতত অতি সত্যপরায়ণ।
তাহার মুখেতে সদা সুস্পষ্ট ভাষণ ॥
ভাবের ঘরেতে চুরি করেনা সে—তাই
সত্য ব'লে যাহা বুঝে, কহে সে-কথাই ॥
নরেন্দ্র এলেন যবে প্রভুর কাছেতে।
তার আগে আছিলেন ব্রাহ্মসমাজেতে ॥
সেথায় সদস্যপদ লভিবার তরে।
কহিয়াছিলেন হেন অঙ্গীকার ক'রে ॥
"নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 'পরে।
অবিচল বিশোয়াস রাখিব অন্তরে ॥"
ঐমত অঙ্গীকার লিখি' দুই ছত্রে।
সই ক'রে দিয়েছেন অঙ্গীকার পত্রে ॥
রাখালও স্বাক্ষর করি' অঙ্গীকার-পত্রে।
নরেন্দ্রের সাথে সেথা ছিলেন একত্রে ॥
এইমত ঘটনার কিছুদিন পরে।
রাখাল প্রথম আসি' ঠাকুরের ঘরে ॥
শুনিলেন ঠাকুরের মধুময় বাণী।
তাহাতে হইয়া তিনি বিমুগ্ধপরাণী ॥
করিছেন ঈশ্বরের সাকারোপসনা।
আগেও তাঁহার মনে ছিল ও-বাসনা ॥
এরপরে গেল যবে কতিপয় মাস।
নরেন্দ্র হাজির হন প্রভুর সকাশ ॥
একদা নরেন্দ্রনাথ হেরিলেন ইয়া।
রাখাল প্রভুর সনে মন্দিরেতে গিয়া ॥
প্রণিপাত করিতেছে দেবদেবীগণে।
এমতি হেরিয়া তিনি বিস্ময়িত মনে ॥
স্মরণ করায়ে দিয়ে পূর্ব অঙ্গীকার।
রাখালেরে করিলেন কটু-তিরস্কার ॥
রাখাল শুনিয়া ঐ তিরস্কার-গাল।
নীরবেতে রহিলেন বেশ ক্ষণকাল ॥
রাখাল সতত অতি কোমল-প্রকৃতি।
নরেন্দ্রের তিরস্কারে এল তাঁর ভীতি ॥
নরেন্দ্রের কাছে তাই নাহি যান আর।
উহা যবে জানিলেন প্রেমঅবতার ॥
মিষ্টিবাক্যে নরেনেরে বুঝাইয়া কন।
"তোর ভয়ে জড়সড় রাখালের মন ॥
রাখালেরে তুই কিছু বলিস্‌নে আর।
সাকারে বিশ্বাস এবে ঘটিয়াছে তার ॥
এ বিষয়ে সে-রাখাল কি করিতে পারে।
প্রথমেই নিরাকারে সবে যেতে নারে ॥"

নরেন্দ্র ওকথা শুনি' তুষ্টি সহকার।
রাখালেরে কিছু নাহি কহিতেন আর ॥
এইমত চিন্তিতেন প্রেমঅবতারী।
যেহেতু নরেন্দ্র এক উত্তমাধিকারী ॥
অদ্বৈততত্ত্বেতে তার আস্থা হওয়া চাই।
ওমতি চিন্তিয়া নিয়া জ্ঞানময় সাই ॥
অষ্টবক্র সংহিতাদি গ্রন্থ আছে যাহা।
নরেন্দ্রেরে কহিলেন প'ড়ে নিতে তাহা ॥
নরেন্দ্র আছেন এবে দ্বৈতভাব ধ'রে।
এমত ধারণা তাঁর ঈশ্বরের 'পরে ॥
তিনিতো সগুণ ব্রহ্ম নিরাকার আর।
ঐ গ্রন্থ পাঠে তাই ইচ্ছা নাই তাঁর ॥
সামান্য পাঠেই তিনি মিটাইয়া সাধ।
কহিলেন "এতে আছে নাস্তিকতাবাদ ॥
জীব যদি স্রষ্টা ব'লে ভাবে আপনারে।
এর চেয়ে বেশী পাপ কি থাকিতে পারে ॥
আমিও ঈশ্বর আর তুমিও ঈশ্বর।
যত কিছু আছে আর ধরার ভিতর ॥
তাহাও সকল যদি ভগবানই হয়।
এর চেয়ে অযুক্তি কিবা আর রয় ॥
যে-মুনিরা লিখেছেন এসব পুস্তক।
বিকৃত হইয়াছিল তাঁদের মস্তক ॥
নতুবা এমন কথা লেখে কি করিয়া।"
শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রের ওকথা শুনিয়া ॥
নরেনেরে কহিলেন হেসে খিলখিলি।
'সকলি ঈশ্বর'—ইহা নাইবা মানিলি ॥
ঋষিদের কর কেন অপযশগীতি।
ঈশ্বরীয় স্বরূপের কর কেন ইতি ॥
সত্যরূপ ভগবানে সদা ডেকে যাবি।
তারপরে যে-ভাবেতে দরশন পাবি ॥
তাতেই করিবি তুই বিশ্বাস স্থাপন।"
এভাবে সমাপ্ত ঐ বাক্যআলাপন ॥

এবারে গাহিব এক বিশেষ কাহিনী।
তার আগে হাজরাকে নিব মোরা চিনি' ॥
প্রতাপ হাজরা নামে কোনো এক ভক্ত।
ধরমলাভের লাগি সততই মত্ত ॥
অরথ লাগিও তিনি চিন্তিতপরাণ।
দেবীর ধামেতে তাঁর সদা অধিষ্ঠান ॥
জপতপে কোনরূপে সিদ্ধাই লভিয়া।
অর্থলাভ হয় যাতে সে-সিদ্ধাই দিয়া ॥
তাঁহার মনেতে শুধু সেই বাসনাই।
জানিয়াছিলেন উহা প্রেমময় সাই ॥
তাই তিনি হাজরাকে কহিলেন ইয়া।
"ওসব সকাম ভাব তিয়াগ করিয়া ॥
ঈশ্বরে নিষ্কামভাবে ডাকহ সদাই।"
হাজরা ওসব কথা মেনে নেন নাই ॥
উপরন্তু হইলেন স্বার্থসিদ্ধিবাজ।
তাই তিনি করিতেন এইমত কাজ ॥
যাহারা আসিত সেথা প্রভু-দরশনে।
তাহাদের কাছে গিয়া অবসরক্ষণে ॥
এমত প্রচারে তিনি কভুবা মগন।
তিনিও স্বয়ং কিন্তু কম সাধু নন ॥
ভকতে কহেন তাই প্রভু সর্বশুদ্ধি *।
"হাজরা শালার খুব পাটোয়ারী বুদ্ধি ॥
খুব বেশী মিশিবিনা ও-শালার সাথে।
গুরুত্ব দিস্‌নে কভু উহার কথাতে ॥"
জ্ঞানবুদ্ধি রাখে তবে হাজরা মশায়।
দরশনশাস্ত্র-কথা কহিলে তাঁহায় ॥
কিছু কিছু নেন বেশ উপলব্ধি ক'রে।
নরেন্দ্র ইহার লাগি খুশী তাঁর 'পরে ॥
মাঝে মাঝে তাই বসি' হাজরার সনে।
সময় কাটান তিনি ধর্মআলাপনে ॥
প্রসন্ন হইয়া তাই হাজরা মশায়।
নরেন্দ্রেরে মাঝে মাঝে তামাক খাওয়ায় ॥

* সকল পবিত্রতাসম্পন্ন

দু'জনার মাঝে ঐ ভাব-সাব দেখে।
রসিকতা করি' হেন কহিত অনেকে ॥
"নরেন্দ্রের ফেরেণ্ড যে হাজরা মশায়।"
আরেক কাহিনী এবে গাহিছি হেথায় ॥
নরেন্দ্র প্রভুর গৃহে আসি' নিতি নিতি।
শ্রীঠাকুরে শুনাতেন ভজনাদি গীতি ॥
মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে।
ঠাকুর মগন কভু ঘোর সমাধিতে ॥
নরেন্দ্র গানেতে তবে নাহি দিয়া ইতি।
গাহিতেন আরো নানা ভক্তির গীতি ॥
গানের ভিতরে তিনি সঁপে দিয়া মনটা।
একের পরেতে এক কতিপয় ঘণ্টা ॥
নানা গান গাহিতেন আনন্দে অক্লেশে।
প্রতিদিন এই গান গাহিতেন শেষে ॥
"যো কুচ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।"
এ-গানের ভাব আর সুর-মুর্চ্ছনায় ॥
তারি সাথে এ-গানের ভাষার লালিত্যে।
পরম পুলক প্রভু লভিতেন চিত্তে ॥
সঙ্গীতের পরে সুরু পরমীয় কথা।
একদিন এইমত ঘ'টে গেল তথা ॥
নরেন্দ্রেরে বুঝাইতে অদ্বৈতবিজ্ঞান।
বহু কিছু কহিলেন প্রভু ভগবান ॥
নরেন্দ্র সে-সব কথা বুঝিতে না পেরে।
আলাপন-সমাপনে ঐ স্থান ছেড়ে ॥
হাজরার কাছে গিয়া বসিয়া সটান।
তামুকেতে বেশ ক'রে মারিলেন টান ॥
সাথে সাথে হাজরাকে এইমত কন।
এইমত হওয়াটা কি সম্ভব কখন ??
ঘটিটা ঈশ্বর আর বাটিটা ঈশ্বর।
ঈশ্বরেতে পূর্ণ নাকি বিশ্ব চরাচর" ॥
এইমত কথা ল'য়ে তাঁরা দুইজন।
অতি উচ্চ হাস্যরোল তোলেন তখন ॥

অর্ধবাহ্যভাবে থাকি' প্রভু প্রিয়ভাষী।
শুনিতে পেলেন যবে নরেন্দ্রের হাসি ॥
বগলেতে ল'য়ে নিজ পরিধেয় বাস*।
ধীরে ধীরে আসিলেন তাঁদের সকাশ ॥
অতঃপর শ্রীঠাকুর হাসিয়া হাসিয়া।
"তোরা কি বলিস্, হ্যাগা"—এমতি কহিয়া ॥
নরেনেরে পরশিয়া সমাধিতে মগ্ন।
নরেন্দ্র স্মরিয়া সেই সুখস্মৃতি লগ্ন।
বন্ধুগণে কহিতেন ভাবের আকর্ষে **॥
"ঠাকুরের সেদিনের সুবিমল স্পর্শে।
নিমেষেই ভাবান্তরে ডুবি' সে-লগনে ॥
স্তম্ভিত হইয়াছিনু হেন দরশনে।
'জগতের যাবতীয় বস্তু সমুদয় ॥
ঈশ্বর ব্যতীত যেন কোনও কিছু নয়।'
যদিও ওমতি হেরি' বিস্ময়িত খুবই ॥
নীরবে রহিনু তবু এ-চিন্তায় ডুবি'।
দেখিব এমতি ভাব কাটে কিনা শীঘ্র ॥
কিন্তু ক্রমে অবসান সময় সুদীর্ঘ।
তখন এমতি হেরি' শিহরিল গাত্র ॥
ভাবান্তর কমিলনা তিলএকমাত্র।
নিজগৃহে ফিরিয়াও সেইভাবে পূর্ণ ॥
বিন্দুমাত্র সেই ভাব হইলনা চূর্ণ।
সেথাও এমতি হেরি' বিস্মিতঅন্তর ॥
গৃহের সকলি যেন পরম ঈশ্বর।
ভোজনেও হেরিলাম বিস্মিত পরাণে ॥
অন্ন থালা যাহা আছে সমুখের পানে।
আমি নিজে, আর যিনি দিতেছেন ভাত ॥
সকল কিছুই সেই জগতের নাথ।
দু'গেরাস অন্ন আমি ভোজন করিয়া ॥
আসনের উপরেতে বসিয়া থাকিয়া।
ভাবিতেছিলাম যবে নানাবিধ হ্যাঁ-না।
মাতা মোরে কহিলেন "ভাত দু'টো খা-না ॥

* বস্ত্র ** আকর্ষণে

ব'সে ব'সে এত তুই ভাবছিস্ কী রে ?"
মাতার কথায় মোর হুঁশ এল ফিরে ॥
অতঃপর খাইলাম স্বল্পপরিমাণ তো।
সেই ভাব কিছুতেই নাহি হ'ল ক্ষান্ত ॥
ভোজনে, শয়নে কিংবা কলেজেতে যেতে।
ঐমত হেরিতাম সব সময়েতে ॥
এমত উদিত মনে সারাদিবাযামি।
কী যেন একটা ঘোরে সদাচ্ছন্ন আমি ॥
যবে আমি চলিয়াছি কোন পথ দিয়া।
গাড়ি, ঘোড়া চলিতেছে হেরিতাম ইয়া ॥
উহা যে পড়িতে পারে কভু মোর ঘাড়ে।
এভয় ছিলনা মোর মনের মাঝারে ॥
ইচ্ছা না হইত মোর সরিবার তরে।
তখন এমত ভাব জাগিত অন্তরে ॥
গাড়ি ঘোড়া যে জিনিস—আমিও যে তাই
উহা হেরি' কেন আর মিছে ভয় পাই ॥
হস্ত পদ ছিল মোর অসাড় হইয়া।
তৃপিত না হইতাম আহার করিয়া ॥
মনে হ'ত অন্য কেহ খাইতেছে ভাত।
খেতে গিয়া কভুও বা শুয়ে কুপোকাত ॥
আবার উঠিয়া আমি বসিতাম খেতে।
সমধিক খাইলাম এক দিবসেতে ॥
কোনই বেয়াধি মোর হইলনা তাতে।
মাতা মোরে কহিলেন ভীরু হৃদিপাতে ॥
"ভিতরে ভীষণ ব্যাধি হইয়াছে তোর"।
পুনঃ হেন কহিতেন ত্যজি আঁখিলোর ॥
'হয়ত বা এই ছেলে বাঁচিবেনা আর'।
এমতি কহিতে আঁখি তীব্র জলভার ॥
একটু কমিত যবে সেই ভাবঘোর।
ধরাকে স্বপন বলি' মনে হ'ত মোর ॥
হেদুয়া পুকুরধারে বেড়াইতে গিয়া।
উহার রেলিংয়ে আমি মস্তক ঠুকিয়া ॥
বুঝিয়া নিলাম ইহা সহি' ব্যথাভার।
স্বপ্নের রেলিং উহা ?—নাকি সত্যিকার ॥
হস্তপদ সদা মোর অসাড়-অস্পন্দ।
উহা হেরি' জাগরিত এই ঘোর সন্দ ॥
পক্ষাঘাতে হবনাতো চিররোগগ্রস্ত।
কিছুদিনে ঐভাব ক্রমে যবে অস্ত ॥
আশ্বস্ত হইনু শেষে পরিত্রাণ লভি'।
তদবধি মনে আঁকা এ-ধারণা ছবি ॥
অদ্বৈতবিজ্ঞান তত্ত্বে যেই ভাব রয়।
তাহার আভাস বুঝি ঐমত হয় ॥
এ বিষয়ে লেখা যাহা শাস্ত্রাদি-সাহিত্যে।
আর তাহা কভু নাহি মনে হ'ত মিথ্যে ॥
অদ্বৈততত্ত্বের 'পরে ছিল যেই সন্দ।
তা থেকে মুক্ত হ'য়ে লভিনু আনন্দ ॥"
অদ্বৈততত্ত্বের হেন আভাস লভিয়া।
ভকত নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন ইয়া ॥
"অপূর্বশকতিধারী প্রেমঅবতার।
যখনি যেরূপ ইচ্ছা হইবে তাঁহার ॥
ইচ্ছামত তাহা তিনি পারেন করিতে।
কোন কষ্ট হয়নাকো সে-কার্য সাধিতে ॥"
ভকত শশীকে আর শরতেরে নিয়া।
একদা নরেন্দ্রনাথ হেদুয়ায় গিয়া ॥
তাঁহাদেরে কহিলেন ও-সব কাহিনী।
সাথে সাথে এই গান গাহিলেন তিনি ॥
"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয় ॥
প্রেম কলসে কলসে ঢালে
তবু না ফুরায় ॥
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায় ॥
(গৌর প্রেমের হিল্লোলেতে)।
নদে ভেসে যায় ॥

ঐমত গীতখানি সমাপ্তের পরে।
আপনাকে আপনিই সম্বোধন ক'রে ॥
ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীনরেন দত্ত।
"বিলাইয়া দিতেছেন—ইহা অতি সত্য ॥
প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি যেই যাহা চায়।
ইচ্ছামত সবি যেন সেই গোরা রায় ॥
বিলাইয়া দিতেছেন সবাকার মাঝে।
আহা কি অপূর্বশক্তি তাঁহাতে বিরাজে !!"
পুনঃ হেন কহিলেন উচ্ছল হিয়াতে।
"একদা আপনগৃহে শুইয়েছিনু রাতে ॥
যদিও বা বন্ধ ছিল মম গৃহদ্বার।
সেদিন ঘটিয়া গেল এমত ব্যাপার ॥
রহিয়াছে যেটা মোর দেহের ভিতরে।
ঠাকুর সেটাকে যেন আকর্ষণ ক'রে ॥
উপস্থিত করালেন তাঁর নিজ-ঘরে।
নানাবিধ উপদেশ দানিলেন পরে ॥
তারপরে সেইটাকে দিলেন ফিরিতে।
গোরা রায় সব কিছু পারেন করিতে ॥"
নরেন্দ্র ওমতি কথা সমাপন ক'রে।
ধীরে ধীরে চলিলেন শরতের ঘরে ॥
এখানে উল্লেখ থাকে এইমত কথা।
নরেন্দ্র প্রথম এই চলিলেন তথা ॥
কিন্তু ঐ গৃহপানে চলিতে চলিতে।
দূর থেকে উহা যবে পেলেন হেরিতে ॥
তখনি সুস্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন তথা।
তারপরে কহিলেন এইমত কথা ॥
"ইতিপূর্বে হেরিয়াছি এই বাড়িখানা।
ইহার সকল কিছু মোর কাছে জানা ॥
এ বাড়ির কোথা দিয়া কোন্‌খানে যায়।
কোন্ ঘর রহিয়াছে কোন্ জায়গায় ॥
সকলি আমার কাছে পরিচিত বেশ।"
ওমতি শুনিয়া সবে বিস্মিত অশেষ ॥

ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

ভকত আসিত যারা প্রভুর নিয়ড়।
পরীক্ষা নিরীক্ষা করি' প্রভু প্রেমধর ॥
তাহাদেরে লইতেন বাছাই করিয়া।
তাইতো কেশবে প্রভু কহিতেন ইয়া ॥
"সবাকারে দলে নাও বিনা পরীক্ষায়।
তাইতো ওমত তব দল ভেঙ্গে যায় ॥"
ব্রাহ্মগণ দুই দলে ভাগ হ'ল যবে।
কেশবে ওকথা প্রভু কহিলেন তবে ॥
কী উপায়ে তবে এই প্রেমঅবতার।
পরখিয়া লইতেন ভক্তজনে তাঁর ॥
তাহাই পুঁথিতে এবে কীর্তন করিত।
প্রবল বাসনা এল এ-দীনের চিতে ॥
ধর্মলাভআশে কোনো ভকত নবীন।
প্রথম প্রভুর কাছে আসিত যেদিন ॥
প্রভু তারে লখিতেন স্থির আঁখিপাতে।
কিছুটা আকৃষ্ট যদি হইতেন তাতে ॥
তবে সেই নবাগত ভকতের সনে।
নিয়োজিত হইতেন ধর্মআলাপনে ॥
আবার সে-ভকতেরে কহিতেন হেন।
মাঝে মাঝে তাঁর কাছে চ'লে আসে যেন ॥
আবার হেরিয়া কোন ভকতপ্রবরে।
তাহারি অজ্ঞাতসারে তন্ন তন্ন ক'রে ॥
লখিতেন এইমত ভক্তপ্রাণধন।
ভকতের কি প্রকার অঙ্গের গড়ন ॥
মানসিক ভাবগুলি কি প্রকার তার।
ভোগ-তৃষ্ণা পরিমাণ কতখানি আর ॥
আসক্তি কতটা তার কামিনী-কাঞ্চনে।
কি প্রকার ভাব তার চলন বলনে ॥
ভকত তাঁহার প্রতি আকর্ষিত কিনা।
নাকি হেথা আসিয়াছে শ্রদ্ধাভক্তি বিনা ॥

এ সকল নিরখিয়া প্রভু প্রাণপতি।
বুঝিতেন ভকতের মনোভাব-গতি ॥
পুনরায় শ্রীঠাকুর যোগদৃষ্টি দিয়া।
ভকতের গূঢ় কথা নিতেন জানিয়া ॥
এ-বিষয়ে ভক্তগণে কহিতেন স্বামী*।
"রজনী শেষেতে যবে একা থাকি আমি ॥
তোদের কল্যাণ-ধ্যানে নিমগন রহি।
তখন বুঝান হেন মাতা স্নেহময়ী ॥
কতটা উন্নতিলাভ ঘটিয়াছে কার।
উন্নতির বাধা কিবা রহিয়াছে আর ॥"
কহিতেন পুনঃ ইহা প্রভু গুণময়।
"কাচে যদি আলমারী নিরমিত হয় ॥
যে-সকল দ্রব্য থাকে তাহার ভিতরে।
সবি তাহা দেখা যায় বেশ ভাল ক'রে ॥
তেমতি ভকতগণে নয়নে নেহারি'।
তাদের মনের সব বুঝে নিতে পারি ॥
পুরাণাদি দর্শনেতে আছে এই বাণী।
মন থেকে সৃষ্টি হয় এই দেহখানি ॥
পূরব সংস্কার যাহা মনের ভিতরে।
তাহার প্রকাশ ঘটে দেহের উপরে ॥
চিন্তার যে-স্রোত চলে অন্তর-জগতে।
সে-স্রোত সুপথে চলে অথবা কুপথে ॥
যেইরূপ পথে ঐ চিন্তা-স্রোত বয়।
দেহের গঠনভঙ্গী সেইরূপই হয় ॥
আবার সে-স্রোত যদি পথ বদলায়।
গঠনভঙ্গীও তবে বদলিয়া যায় ॥
বিবাহের তরে যবে কনে দেখা হয়।
অনেকেই এইমত করে সে-সময় ॥
সে-কনের হস্ত, পদ, চলন বলন।
আর তার কেশ-অগ্র, কপাল, নয়ন ॥
এসবের লক্ষণাদি ভাল কিবা মন্দ।
তাহা বুঝে সে-কনেকে করয়ে পছন্দ ॥

আবার কারোরে যদি দিতে হয় দীক্ষা।
শ্রীগুরু তাহার অঙ্গ করেন পরীক্ষা ॥
যে-সব লক্ষণ হেরি' প্রভু প্রাণধন।
বুঝিয়া নিতেন তাঁর ভকতের মন ॥
তাহা হেন কহিতেন ভক্তদের কাছে।
"চোখের গঠনভঙ্গী নানাবিধ আছে ॥
পদ্মপত্রসম যদি আঁখি কারো হয়।
তাহার অন্তরে সদা সাধুভাব রয় ॥
বৃষের মতন হয় নয়ন যাহার।
কামভাব অতি তীব্র তাহার মাঝার ॥
যোগী-আঁখি রক্তিমাভ, ঊর্দ্ধে চাহনি তো
দেবচক্ষু টানা হয়—আকর্ণ-বিস্তৃত ॥
কারো সাথে কোনজন আলাপনে গিয়া।
অপরেরে হেরে যদি আঁখি-কোণ দিয়া ॥
সেজন হইয়া থাকে বেশ বুদ্ধিমান।
ভক্তিমানে এ-লক্ষণ থাকে বিদ্যমান ॥
তাহার সকল অঙ্গে কোমলতা রয়।
আবার শিথিল থাকে গ্রন্থি সমুদয় ॥
ফিরানো ঘুরানো যায় সহজেতে তাহা।
অস্থি, পেশী তার অঙ্গে বিদ্যমান যাহা ॥
এমনি বিন্যস্ত থাকে সে-অঙ্গনিচয়।
যাহাতে অধিক কোণ কোথাও না রয় ॥
কনু থেকে সুরু ক'রে অঙ্গুলী অবধি।
হাতের অংশটি বেশ হাল্কা থাকে যদি ॥
সে-লোকের মাঝে সদা সৎবুদ্ধি রয়।
করিতেন তাই হেন প্রভু গুণময় ॥
ভকতের হাতখানি নিজহাতে নিয়া।
হাতখানি লইতেন ওজন করিয়া ॥
এ-বিষয়ে যে-কাহিনী অতি প্রাণবন্ত।
তাহাই পুঁথির মাঝে গাহিছি এখন তো ॥
গলার ব্যাধিতে যবে হইয়া আক্রান্ত।
কাশীপুরে আছিলেন প্রভু প্রাণকান্ত ॥

* প্রভু

শরতের ছোট ভ্রাতা গেলেন সেথায়।
চারুচন্দ্র নাম তাঁর ইহা জানা যায় ॥
শ্রীপ্রভু প্রসন্ন অতি তাহাকে হেরিয়া।
তাই তিনি সে-চারুকে কাছে বসাইয়া ॥
নানাবিধ উপদেশ দিলেন যখন।
ভকত শরৎ সেথা গেলেন তখন ॥
তাঁকে হেরি' কহিলেন প্রভু পরমেশ।
"কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি তোর বেশ ভাল বেশ ॥
তোর চেয়ে এর মাঝে বেশী বুদ্ধি আছে।"
এমতি কহিয়া প্রভু শরতের কাছে ॥
চারুর দখিন হস্ত নিজ হাতে নিয়া।
তাহা যেন দেখিলেন ওজন করিয়া ॥
অতঃপর শরতেরে কহিলেন সাঁই।
"এর মাঝে সৎবুদ্ধি বিরাজে সদাই ॥
একেও টানিব নাকি কি বলিস্ তুই ?"
শরৎ না করি' তবে কোনো গাঁই-গুঁই *॥
জবাবেতে কহিলেন এ-বাক্যবিনয়।
"টানিয়া লইলে কিন্তু বেশ ভাল হয় ॥"
ঠাকুর চিন্তিয়া তবে ক্ষণকাল তরে।
শরতেরে কহিলেন স্নেহমাখা স্বরে ॥
"নাহে থাক্, একটাকে নিয়েছিতো টেনে।
এটাকেও রাখি যদি এই পথে এনে ॥
তবে তোর পিতামাতা কষ্ট পাবে খুবই।
জননী বিশেষরূপে কষ্টে রবে ডুবি' ॥
কত কত শক্তিকে** করিয়াছি রুষ্টা।
আর নাহি কাহাকেও করিব অতুষ্টা ॥
ক্ষণপরে প্রভু, কিছু খাওয়াইয়া তায়।
সেদিনের মত তাকে দিলেন বিদায় ॥
কহিতেন পুনরায় প্রভু তপোধন।
যদিওবা নিরখিয়া দেহের লক্ষণ ॥

** জগদম্বার সৃজনী ও পালনীর
মূর্তীমতী স্বরূপা নারীগণকে

লোকের স্বভাব-ধাত বেশ বুঝা যায়।
ইহা ছাড়া আরো আছে নানান উপায় ॥
শৌচ ও আহার নিদ্রা কি প্রকার কার।
তা দেখিয়া বুঝা যায় সংস্কার তার ॥
নিদ্রাতে ত্যাগীর শ্বাস বহে যেইমত।
ভোগীদের শ্বাস নাহি বহে সেইমত ॥
আবার ভোগীরা যবে শৌচ-আদি করে।
তাহাদের মূত্রধারা বামে হেলে পড়ে ॥
ত্যাগীদের মূত্রধারা ডানে হেলে যায়।
যোগীদের মল কভু শূকরে না খায় ॥"
এর মাঝে থাকে বুঝি এমত কারণ।
ত্যাগীরা করিয়া থাকে সামান্য ভোজন ॥
হজম হইয়া যায় তাহা সর্বকিছু।
খাবারের অবশিষ্ট থাকেনাকো পিছু ॥
শূকর মলেতে তাই কিছু নাহি পায়।
তাই সেই মল আর শূকরে না খায় ॥
ভোগীরা সতত করে অধিক ভোজন।
হজম হয়না তাহা সঠিকমতন ॥
মলেতে কিছুটা থাকে খাদ্য জিনিসটা।
শূকর আনন্দে তাই খায় ঐ বিষ্ঠা ॥
একটি কাহিনী এর হেন গাঁথা আছে।
প্রভু ইহা কহিলেন ভক্তদের কাছে ॥
হনুমান সিং আসি' মা কালীর ধামেতে।
নিয়োজিত হ'ল কভু দারোয়ানী কামেতে ॥
খ্যাতিমান পালোয়ান হনুমান সিংজী।
মন তার সদা সাফ 'কু'তে নয় ঘিঞ্জি ॥
মহাবীরে ভক্তিও আছে তার মাঝারে।
নব এক পালোয়ান এল ওমার আগারে ॥
এ-বাসনা দিয়ে সে-তো মন নিজ রাঙ্গিয়ে।
হনুমান সিংজীকে কুস্তিতে হারিয়ে ॥
দারোয়ানী পদটিতে সে-ই গিয়া বসিবে।
তারপরে হেথা ব'সে সুখভোগ করিবে ॥

দেখিতে সে সুবিশাল দেহে খুব শকতি।
হনুমান সিং তাকে হেরিয়াও ওমতি ॥
লড়াইয়ের তরে তারে করিলনা গ্রাহ্য।
লড়াইয়ের দিন ক্রমে হ'য়ে গেল ধার্য ॥
জাতিতে মুসলমান এ-নূতন মল্ল।
পাঞ্জাবে বাস তার সে-ই নিজে বল্লো ॥
লড়াইয়ের আগে মিয়া* দিন দশ পনেরো।
দুধ খেল, ঘি খেল, রস খেল ফলেরও ॥
তার সাথে আরো খেল বেশী বেশী মাংস।
খেতেই সময় তার ব্যয় অধিকাংশ ॥
এর লাগি যত লাগে ক'রে গেল খর্চা।
তার সাথে ব্যায়ামাদি করিল সে চর্চা ॥
হনুমান দিনে শুধু একবার খাইয়া।
জপধ্যান করে সদা গঙ্গাতে নাইয়া ॥
হনুমান বেশ ভাল ভকতি ও আচারে।
প্রভু তাই অতি ভাল বাসিতেন তাহারে ॥
একদিন হনুমানে শুধালেন শ্রীপ্রভু।
"লড়াইয়ের বিষয়েতে ভাবিয়াছ কি কভু?"
ব্যাম-ট্যাম ক'রে আর ভাল ভাল খাইয়া।
বল ক'রে নিলেনা তো লড়াইয়ের লাগিয়া ॥
ওর সাথে লড়াইয়েতে পারিবে কি জিতিতে?'
হনুমান ক'য়ে দিল না থাকিয়া ভীতিতে ॥
"আপনার কৃপা-দয়া থাকে যদি আমাতে।
তবে আমি ও-মিয়ারে পারিবই হারাতে ॥
অনেকেই এই কথা কহিয়াছে আমারে।
বেশী বল হয়নাতো খুব বেশী আহারে ॥
গোপনেতে একদিন ওর মল দেখেছি।
তা দেখিয়া এইমত বুঝিতেও পেরেছি ॥
ঐ-মিয়া ভাল ভাল খেয়ে থাকে যতটা।
হজম হইয়া দেহে যায়নাকো ততটা ॥
কিছু কিছু সে-খাবার প'ড়ে থাকে মলেতে।
শকতি হয়না খুব অপাকের ফলেতে ॥
তাই বেশী বল নাই ও-মিয়ার ভিতরে।
যাহা হোক, এর পরে একদিন দ্বিপরে[১] ॥
সে-লড়াই সুরু হ'ল রাণীমার কাননে।
মথুরাদি রহিলেন বিচারের আসনে ॥
হনুমান-ই সে-লড়াইয়ে হ'ল তবে জয়ীরে।
মিয়ার দুখের কথা কারে আর কহিরে ॥
পুনঃ হেন কহিতেন অজ্ঞাননাশন।
নারীদেরও আছে নানা অঙ্গের গঠন ॥
সেসব গঠনভঙ্গী নয়নেতে হেরে।
দুইভাগ করা যায় রমণীগণেরে ॥
প্রথমেতে বিদ্যাশক্তি[২]—দেবীভাবপন্না।
দ্বিতীয়ে অবিদ্যাশক্তি—আসুরীয়মন্যা*
পতি-প্রতি সদা লক্ষ্য বিদ্যাশকতির।
বিপথে গমন যাতে না হয় পতির ॥
তারি লাগি বিদ্যানারী প্রিয়পতিবরে।
সতত প্রেরণা দেয় ধর্মলাভ তরে ॥
এ-নারীর মনোবৃত্তি অমলা অচ্ছিদ্রা**।
স্বভাবত কম তার আহারাদি নিদ্রা ॥
সাতিশয় কম তার ইন্দ্রিয়ে আসক্তি।
ঈশ্বরীয় কাজে তার অতি অনুরক্তি ॥
ধরমীয় কথা কয় পতিদেব-সনে।
উল্লসিতা হয় আর সে-সব শ্রবণে ॥
ঠিক যেন বিপরীত অবিদ্যাশকতি।
ভোজন আলস্য নিদ্রা তাহাদের অতি ॥
কেবল আপন সুখ এ-নারীরা চায়।
পতি যেন তাহাকেই সদা সুখ দেয় ॥
ইহা ছাড়া পতি যেন কিছু নাহি করে।
সে-দারার লক্ষ্য শুধু সেটুকুর তরে ॥
ধরমীয় কথা পতি শুনাইলে তায়।
অখুশীর ধারা তার মনে ব'য়ে যায় ॥
নারীদের মাতৃঅঙ্গ বিবিধ আকার।
আকার বিশেষে হয় পশুবৃত্তি তার ॥

* ঐ মুসলমান (১) দুপুরে (২) বিদ্যানারী

* অসুরের ভাবযুক্তা ** ত্রুটিহীন

কহিতেন পুনঃ হেন প্রেমঅবতার।
পিপীলিকা সম উঁচু নিতম্ব* যাহার॥
পাশব-প্রবৃত্তি তার খুব বেশী হয়।
বিবিধ লক্ষণ আরো নারীদের রয়॥"
এসব লক্ষণ প্রভু নয়নে হেরিয়া।
ভকতকে লইতেন বিচার করিয়া॥
একদা নরেন্দ্রে হেন কহিলেন সাই।
"যে-সব লক্ষণ তোর হেরিবারে পাই॥
সেগুলি সকলি ভাল কিছু মন্দ না যে।
কেবল একটি দোষ আছে তার মাঝে॥
নিদ্রাকালে জোরে বহে তোর শ্বাস-বায়ু।
এর ফলে হয় নাকি অতি অল্প আয়ু॥"
পুনঃ হেন কহিলেন শ্রীঠাকুর রায়।
আরো নানা উপায়েতে মন বুঝা যায়॥
ছোট ছোট করমেতে কোনজন গেলে।
তাহার মনের যেই পরিচয় মেলে॥
তা দিয়েই বুঝা যায় প্রকৃতি তাহার।
আরেক উপায় হেন র'য়েছে আবার॥
কতখানি লক্ষ্য কার কামিনী-কাঞ্চনে।
তাহা দিয়া বুঝা যায় সব নরগণে॥"
এসব লক্ষণ হেরি' প্রেমঅবতার।
বুঝিয়া নিতেন সদা ভক্তজনে তাঁর॥
তারপরে করিতেন তাহাকে গ্রহণ।
পুনঃ হেন করিতেন প্রভু প্রেমধন॥
ভকতের দোষত্রুটি নয়নে হেরিয়া।
তিরস্কার করিতেন তাহার লাগিয়া॥
কাহার সাধন হবে কোন্ পথে গিয়ে।
পূর্ব থেকে তাহা প্রভু স্থির ক'রে দিয়ে॥
দুইভাগ করিতেন ভক্তদের মাঝে।
সকলের লাগিয়াই একপথ না যে॥
সন্ন্যাসী, গৃহস্থ —এই দুই ভাগ ক'রে।
ভিন্ন শিক্ষা দানিতেন দু'ভাগের তরে॥

যখনি আসিত কোন নবীন ভকত।
শুধায়ে নিতেন হেন প্রভু তথাগত॥
সে-ভকত বাঁধা কিনা পরিণয় ডোরে।
মোটা ভাত মোটা বস্ত্র আছে কিনা ঘরে॥
যদি সে তিয়াগ করে তার নিজগেহ।
সংসার পালিতে তার আছে কিনা কেহ॥
এসব জানিয়া নিয়া প্রভু প্রাণধন।
ভক্তদের করিতেন শ্রেণী বিভাজন॥
তাঁর কাছে এলে কোন ইস্কুলের ছাত্র।
বিশেষ কৃপায় সে তো হইত কৃতার্থ॥
তাহার কারণ প্রভু এইমত কন।
"দারাপুত্রে যায়নিকো ইহাদের মন॥
ঠিক ঠিক শিক্ষা যদি ইহাদেরে দানে।
ষোল আনা মন তারা দিবে ভগবানে॥"
কহিতেন তাই মোর প্রভু প্রাণধন।
"সরিষা-পুটুলি সম মানুষের মন॥
পুটুলির সর্ষে যদি ছড়াইয়া যায়।
একত্রিত করা তাহা অসম্ভব প্রায়॥
পাখির গলায় যদি কাটি* বার হয়।
রাধাকৃষ্ণ-নাম পাখী আর নাহি কয়॥
টালিগুলি থাকে যবে কাঁচা অবস্থাতে।
গরুর পায়ের ছাপ পড়িলে তাহাতে॥
সহজেই সেই ছাপ মুছে দিতে পারে।
সে-টালি পোড়ালে কিন্তু ছাপ ওঠে নারে।
ইহারি কারণে মোর প্রভু প্রাণধন।
ছাত্রদেরে করিতেন অধিক যতন॥
বিবিধ পরীক্ষা আরো করিতেন তিনি।
ইহা দিয়া ভক্তদেরে লইতেন চিনি'॥
কেবা হয় সত্যনিষ্ঠ কেবা খোলা-দিল।
মুখে কাজে কেবা ঠিক, কেইবা কুটিল॥
কার মন প্রবৃত্তিতে, নিবৃত্তিতে কার।
এসব বুঝিয়া নিয়া প্রেমঅবতার॥

* পাছা

* দাগ

ছাত্রদেরে টানিতেন নিজ নিজ পথে।
একদা কহেন এক যুবক ভকতে ॥
"বিবাহ-টিবাহ তুই কর্‌না এখন।"
যুবক কহিল "মোর বশে নাই মন ॥
বিবাহেতে এবে মোর হ'তে পারে ক্ষতি।
আসক্তি আসিতে পারে স্বদারার প্রতি ॥
কিবা হিত কি অহিত বুঝিতে নারিব।
কামজয়ী হ'য়ে তাই বিবাহ করিব ॥"
এমত জবাব শুনি' প্রভু তপোধন।
বুঝিলেন এইমত তখন তখন ॥
এ-যুবক আকর্ষিত নিবৃত্তির পথে।
হাসিতে হাসিতে তাই কন সে-ভকতে ॥
"তোর মন যে-সময়ে কামজিৎ হবে।
বিবাহের প্রয়োজন আর নাহি রবে ॥"
নিজঘরে বসি' কভু প্রভু ভগবান।
কোন এক বালকেরে এমতি শুধান ॥
"বল্ দেখি এ অবস্থা হ'ল কেন মোর।
পরনে রাখিতে নারি কাপড়-চোপড় ॥
একেবারে নগ্ন হ'য়ে ঘুরি যদি কভু।
বিন্দুমাত্র লাজ মোর পায়নাকো তবু ॥
আগেতো মোটেই মোর থাকিতনা হুঁশ।
সমুখে হেরিয়া তাই যে-কোনো মানুষ ॥
নগ্ন হয়ে বেড়াতাম দ্বিধাহীন মনে।
এখন এ-চিন্তা মোর আসে কোনক্ষণে ॥
হয়ত বা কোন লোক নগ্ন হেরি' মোরে।
নয়ন ফিরায়ে নিবে সরমেতে প'ড়ে ॥
বস্ত্র তাই ফেলে রাখি কোলের উপর।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রেমগুণধর ॥
তুই কি আমার মতো লোকের সমুখে।
বেড়াতে পারিস্ কভু বস্ত্রহীনরূপে ?"
বালক কহিল হেন দ্বিধাভরা চিতে।
"ঠিক ক'রে তাহা আমি পারিনা বলিতে ॥
আপনি আদেশ দিলে হয়ত তা পারি।"
কহিলেন তাই হেন প্রেমঅবতারী ॥
"তবে তুই বস্ত্রখানা মাথায় জড়িয়ে।
উঠানে একটিবার ঘুরে আয় গিয়ে ॥"
বালক কহিল তবে লাজনত মুখে।
"পারিবনা তাহা আমি সবার সমুখে ॥
আপনার সমুখেতে শুধু তাহা পারি।"
কহিলেন তবে মোর প্রেমঅবতারী ॥
"এইমত কথা কিন্তু অনেকেই কয়।
'আপনার সমুখেতে লাজ নাহি হয় ॥
অপরের সমুখেতে লাজ আসে মনে।'
ইহার কাহিনী এক গাহি এইক্ষণে ॥
"একদা ভকত-সনে প্রভু ভগবান।
নিশিতে আপন গৃহে ছিলেন শয়ান ॥
তখন গঙ্গাতে এল দ্বিতীয়ার বান।
ভক্তদেরে কহিলেন প্রভু ভগবান ॥
"বান এসেছে গঙ্গায়, কে দেখ্‌বি আয়।"
এমতি কহিয়া তিনি গেলেন পোস্তায় ॥
সে-নদীর শান্ত আর শুভ্র জলরাশি।
উত্তাল তরঙ্গাকারে সবেগেতে আসি' ॥
পোস্তার উপরে প'লো উন্মত্তের সম।
পুলকে হেরিয়া উহা প্রভু প্রিয়তম ॥
ঘুরে ফিরে নাচিছেন বালকের মতো।
এদিকে ভকতগণ গৃহে ছিল যত ॥
পরিধেয় বসনেতে সামাল দানিয়া।
পোস্তার উপরে যবে পঁহুছালো গিয়া ॥
তখন সে-বান যেন অদৃশ্য কোথায়।
তখন ভকতগণে শুধালেন রায় ॥
"কেমন দেখ্‌লি তোরা এ-বানের তোড় ?
ভকতেরা দিল তবে এমতি উতোর ॥
"আমাদের দেরী হ'ল বসন পরিতে।
তাই আর এই বান না পেনু হেরিতে ॥"

ইহা শুনি' কহিলেন শ্রীপ্রভু অধরা।
"আরে দূর শালারা! কি করলি তোরা॥
কাপড় পরার তরে রইবে কি বান।"
পুনরায় কহিলেন প্রভু ভগবান॥
"তাড়িতাড়ি ফেলে দিয়া কাপড়-চোপড়।
আমার মতন কেন এলি না সত্বর॥"
কখনো কখনো পুনঃ প্রেমময় সাই।
ভকতকে শুধাতেন এমত কথাই॥
'চাকুরী করিতে তার ইচ্ছা আছে কিনা।
আজীবন রহিবে কি পরিণয় বিনা ??'
কেহ কেহ ক'য়ে দিত এমত কথাই।
"বিবাহেতে মোর কোনো বাসনাই নাই॥
চাকুরী করিব তবে আয়ের লাগিয়া।"
ওমতি শুনিয়া প্রভু কহিতেন ইয়া॥
বিবাহ না ক'রে যদি জীবন কাটাস্।
চাকুরীতে তবে আর কেন যেতে চাস্॥
পরের চাকর কেন আজীবন রবি।
তার চেয়ে ভগবানে সঁ'পে দিয়া সবি॥
ষোল আনা মন দিয়ে ডাকিবি তাঁহায়।
এর চেয়ে ভাল কাজ কী আছে ধরায়॥
অসম্ভব বলি' উহা মনে হবে যার।
সেজন বিবাহ করি' করিবে সংসার॥
চরম উদ্দেশ্য হ'ল ভগবানলাভ।
মনের ভিতরে ল'য়ে ঐমত ভাব॥
সংসারে সংসারী রবে সৎপথ ধ'রে।
এই দু'টি পথ আছে মানবের তরে॥"
অধ্যাত্মে আছিল যারা উত্তমাধিকারী।
অথবা মধ্যম ব'লে পরিচিতি যার-ই॥
তাহারা বিবাহ ক'রে সংসারী হইলে।
শ্রীঠাকুর বড় ব্যথা পাইতেন দিলে॥
আবার তাহারা যদি চাকুরী করিত।
অথবা যশের লাগি ঘুরে বেড়াইত॥
অসহ্য বেদনা প্রভু পাইতেন মনে।
একদা কহেন তিনি ভক্ত নিরঞ্জনে॥
"চাকুরী করিস্ তুই মাতার লাগিয়া।
কিছু না কহিনু তোরে একথা শুনিয়া॥
কিন্তু যদি করতিস্ অন্য কারণেতে।
তাকাতাম নাকো তোর মুখের পানেতে॥"
কাশীপুরে একদিন প্রভু প্রেমহরি।
ছোট নরেনের গলা জড়াইয়া ধরি'॥
পুত্রশোকাহত-সম কাঁদি' গদস্বরে।
কহিলেন এইমত ভকতপ্রবরে॥
"তুইও সংসারী হ'লি বিবাহ করিয়া!
মনেতে একথা তবে রাখিস্ গাঁথিয়া॥
পরম ঈশ্বরে তুই ভুলি' একেবারে।
ডুবিয়া যাস্‌নে যেন অপার সংসারে॥"
একদা ভকতমাঝে বসিয়া থাকিয়া।
শ্রীপ্রভু ভকতগণে কহিলেন ইয়া॥
'বিশোয়াস ব্যতিরেকে কভু এ ধরায়।
ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া নাহি যায়॥'
ভকতেরা শিখি' উহা প্রভুর সকাশ।
যাহাতে-তাহাতে সদা স্থাপিত বিশ্বাস॥
ভকতগণেরে প্রভু কহিলেন তাই।
"নির্বিচারে বিশোয়াস করিতে যে নাই॥
কিবা সৎ কি অসৎ এ ধরাতে রাজে।
কিবা ইষ্ট কি অনিষ্ট সংসারের মাঝে॥
উত্তমরূপেতে তাহা বিচার করিয়া।
করম করিতে হয় বিশ্বাস রাখিয়া॥
ধর্মলাভ করিবারে যেইজন চায়।
অধিক দয়ার ভাব আসিলে তাহায়॥
সেজন জড়ায়ে পড়ে তীব্র বন্ধনে।
যোগভ্রষ্ট হয় কভু ওমতি কারণে॥
সুকোমল ভাব তাই যাদের হিয়ায়।
তাদেরে কঠোর হ'তে কহিতেন রায়॥

অতীব কঠোর তবে ছিল যাহারাই।
তাদেরে কোমল হ'তে কহিতেন সাই ॥
ইহার দৃষ্টান্ত এক আছে এমতন।
যোগানন্দ নামে যেই ভকতসুজন ॥
অতীব কোমলভাব ছিল তার মাঝে।
বিবাহ-বাসনা তার মোটে ছিল নাযে ॥
অশ্রুধারা হেরি' তবে মাতার নয়নে।
বাঁধিলেন আপনারে বিবাহ-বাঁধনে ॥
এই কার্য করিলেন কোমলতা-বশে।
জ্বলিতে লাগিল পরে তীব্র আফসোসে ॥
প্রভুর আশ্বাসে তবে সে-ভকতজন।
ঘুচাইয়া নিল তার সে-তীব্র বেদন ॥
আরেক কাহিনী এর গাহি এইখানে।
শ্রীপ্রভুর বসনাদি থাকিত যেখানে ॥
সেথা এক আরসোলা বাঁধিয়াছে বাসা।
যোগেনে একদা কন প্রভু তমোনাশা* ॥
"হোথা এক আরসলা বাসা বেঁধেছে তো।
ওটাকে বাইরে নিয়ে মেরে ফেলে দে তো ॥"
যোগেন বাইরে নিয়া আরসলাটাকে।
ছেড়ে দিয়ে চ'লে এল, না মেরে সেটাকে ॥
ওকথা শুনিয়া প্রভু বিরক্ত হইয়া।
যোগেনেরে কহিলেন ভর্ৎসনা করিয়া ॥
"আমিতো কহিনু তোকে মেরে ফেলে দিতে।
প্রাণে বুঝি ব্যথা এল সে-কাজ করিতে ??
যাহাই বলিব তোকে করিবি তাহাই।
নহিলে আপন মতে করিবি যাহাই ॥
হয়ত ঘটিবে তাতে নানাবিধ দোষ।
তাহাতে জাগিবে মনে নানা আপসোস ॥"
আরেক ঘটনা কভু ঘ'টেছিল ইয়া।
একদিন যোগানন্দ নায়েতে চড়িয়া ॥
আসিতেছিলেন যবে এই দেবালয়ে।
সেই নায়ে অন্য কেহ ছিল সে-সময়ে ॥
সে-লোক শুনিল যবে যোগেনের কাছে।
যোগানন্দ যাইতেছে প্রভুর সকাশে ॥
অমনি সে-লোক করি' নানাবিধ সং।
শ্রীঠাকুরে ক'য়ে দিল "ঐ এক ঢং ॥
নরম গদিতে শুয়ে ভাল ভাল খায়।
ধরমের ভান ক'রে লোকেরে মাতায় ॥
স্কুল থেকে কাঁচ কাঁচ ছাত্রগুলি নিয়ে।
তাদের নরম মাথা খেতেছে চিবিয়ে ॥
নিজের আখের আর নিতেছে গুছিয়ে।"
আরো কত ক'য়ে দিল ইনিয়ে-বিনিয়ে ॥
এইমত নিন্দাবাক্য শ্রবণ করিয়া।
যোগেন গেলেন যেন মরমে মরিয়া ॥
ভাবিলেন দুটো কথা দিবেন শুনিয়ে।
পরক্ষণে মনোমাঝে শান্তভাব নিয়ে ॥
এমত চিন্তার তিনি নিলেন আশ্রয়।
'প্রভুরে তো কত লোকে কত কিছু কয় ॥
প্রতিবাদ করি' এর কিবা লাভ আছে।'
শ্রীঠাকুর শুনি' উহা যোগেনেরি কাছে ॥
কহিয়া দিলেন তারে এমতি বচন।
"অযথা আমার নিন্দা করিল সে-জন ॥
তুই কিনা শুনিলি তা বাধা নাহি দিয়া।
শাস্ত্রের ভিতরে ইহা গিয়াছে কহিয়া ॥
গুরুনিন্দা করে যদি শিষ্যের সম্মুখে।
সে-শিষ্য সাহস ল'য়ে আপনার বুকে ॥
করিবে সে-নিন্দুকের মস্তক ছেদন।
অথবা নিন্দার স্থান ত্যজিবে তখন ॥
তুই কিনা প্রতিবাদে কিছু না কহিয়া।
অত নিন্দা শুনে এলি নীরব থাকিয়া !!"
আরেক কাহিনী থেকে বুঝে নিব ইয়া।
ভকতের কি প্রকৃতি তাহা বুঝে নিয়া ॥
উপদেশ দানিতেন প্রভু পরমেশ।
"সবারে না দানিতেন সম-উপদেশ ॥

* যিনি অজ্ঞান দূর করেন

নিরঞ্জন অতি উগ্র গায়ে খুব শক্তি।
শ্রীপ্রভুর 'পরে তাঁর অবিচল ভক্তি ॥
একদা যখন এই অনুরাগী শিষ্য।
চলিল প্রভুর কাছে নায়ে উপবিশ্য* ॥
অপর যাহারা ছিল সে-নায়ের মধ্যে।
তাহারা অনেকে মিলি' গদ্যে ও পদ্যে
ঠাকুরের নিন্দাগান করিল আরম্ভ।
তখন না করি' আর তিলেক বিলম্ব ॥
নিরঞ্জন কহিলেন সে-আরোহীবৃন্দে।
"এখনি থামাও সবে এ-সকল নিন্দে ॥"
যাত্রীরা তখন তুলি' কলকল হাস্য।
বিদ্রূপের ভঙ্গী দিয়া ভরাইল আস্য** ॥
নিন্দাও চলিল পুনঃ তাঁহারি সমক্ষে।
এ-সকল নিরখিয়া আরক্তিম চক্ষে ॥
শেষের বারের মতো করিয়া সতর্ক।
যাত্রীদেরে কহিলেন নিরঞ্জন ভক্ত ॥
"এখনি না থামাইলে ঠাকুরের নিন্দা।
কাহাকেও রাখিবনা জীবন্ত—জিন্দা ॥
এ-তরী ডুবায়ে দিব এ-নদীর গর্ভে।"
একথা শ্রবণ করি' নিন্দুকেরা সর্বে ॥
সানুনয়ে মেগে নিল ক্ষমাদয়াভিক্ষা।
গুরুকে নিন্দিলে দেয় কি প্রকার শিক্ষা ॥
তাই যেন দেখালেন ভকতপ্রবর।
একথা শুনিয়া তবে প্রভু প্রেমধর ॥
নিরঞ্জনে ভর্ৎসিয়া স্নেহল ভাষায়।
উনদেশছলে হেন কহিলেন তাঁয় ॥
কেনবা হইবে এতে এতখানি ক্রোধ !
যার ফলে রহিবেনা হিতাহিত বোধ ॥
হীনবুদ্ধি লোকে সদা কত কিছু বলে।
তাহা ল'য়ে ভাবিলে কি এ-জীবন চলে ॥
'লোক নহে পোক এরা' এমতি চিন্তিয়া।
ও-সকল স্থলে যাবি উপেক্ষা করিয়া ॥
ভেবে দ্যাখ্, ও-নায়ের মাঝি ছিল যারা।
নিন্দা করি' কোন কিছু কহেনি তো তারা ॥
তাহ'লে কী-দোষে ঐ দীন মাঝিদাঁড়ি।
নৌকাটি হারায়ে হবে পথের ভিখারী ॥
জলের দাগের সম সজ্জনের রাগ।
জনমিয়া সাথে সাথে মিলায় সে-দাগ ॥"
বেকতি বিশেষে হেন শ্রীঠাকুর সাই।
ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন সদাই ॥
রমণী ভকত যারা তার কাছে যেত।
তাহারাও ঐমত উপদেশ পেত ॥
কোন এক রমণীকে শ্রীঠাকুর কন।
"ধরো, তব কোন এক পরিচিত জন ॥
অশেষ শ্রমেতে তোমা সহায়তা দেয়।
তবে সে তোমার রূপে মুগ্ধ অতিশয় ॥
তিয়াগিতে না পারিয়া সে-রূপের মোহ।
সে যদি যাতনা পায় সদা অহরহ ॥
তুমি কি তাহার প্রতি দেখাইবে দয়া ?
নাকি সেই দুঃখকষ্টে থাকিয়া অভয়া ॥
তাহার বক্ষেতে করি' তীব্র পদাঘাত।
চিরকাল তার থেকে রহিবে তফাৎ ??
যত্র তত্র দয়া করা কভু ঠিক নয়।
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে তা' করিতে হয় ॥"
আরেক কাহিনী এর গাহিতেছি অত্র।
হরিশ নামেতে ছিল এক যুবা ভক্ত ॥
সুন্দর গৃহিণী আর এক শিশুপুত্র।
এ নিয়েই বাঁধা তাঁর সংসারের সূত্র ॥
অভাব নাহিকো তাঁর মোটা বস্ত্র-অন্নে।
প্রভুর নিকটে আসি' ধর্মলাভ জন্যে ॥
তীবর বৈরাগ্য ত্বরা লভিলেন মনে।
দিবানিশি রন তাই শ্রীপ্রভুর সনে ॥
শ্বশ্রূগৃহ থেকে আসে কত আহবান।
গৃহিণী তাঁহার লাগি কাঁদিয়া ভাসান ॥

* চাড়িয়া ** মুখ

কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাতে।
হরিশ আছেন মাতি' নিজ সাধনাতে ॥
ঠাকুরের সেবাধ্যানে দিন যায় তাঁর।
নিজগৃহে তিনি নাহি ফিরিছেন আর ॥
ইহা হেরি' কহিতেন প্রভু প্রাণধন।
"লোক যারা, জ্যান্তে মরা'—হরিশ যেমন ॥"
এ বারতা এল কভু হরিশের কাছে।
তাঁহার সংসার-মাঝে যারা যারা আছে ॥
তাঁহারি বিরহে সেই আত্মীয় স্বজন।
অতীব দুঃখেতে দিন করিছে যাপন ॥
বিরহিনী ভার্যা তার অধীরা হইয়া।
অন্নজল দিয়েছেন তিয়াগ করিয়া ॥
যদিও ওকথা গেল হরিশের কানে।
তিনি নাহি ফিরিলেন নিজগৃহ পানে ॥
শ্রীপ্রভু বুঝিয়া নিতে হরিশের মন।
বিরলে ডাকিয়া তাঁকে এইমত কন ॥
"গৃহিণী মরিছে তোর বিরহ-জ্বালায়।
বারেকের তরে তাকে দেখা দিয়ে আয় ॥
কে-ই বা রয়েছে তার সংসার-মাঝারে।
সামান্য একটু দয়া দেখাইলে তারে ॥
কতটুকু ক্ষতি আর ঘটিবে তাহায়।"
হরিশ জবাবে হেন কহিলেন তাঁয় ॥
দয়া মায়া দেখানোর স্থান উহা নয়।
ঐ স্থলে যদি এবে দয়া করা হয় ॥
অভিভূত হ'য়ে তবে মায়ার মোহেতে।
প্রধান কর্ত্তব্য যাহা ইহ জীবনেতে ॥
ভুলিয়া যাইতে হয় সেই সমুদয়।
মম'পরি সে-আদেশ যেন নাহি হয় ॥"
অতীব প্রসন্ন প্রভু ওমতি শুনিয়া।
হরিশের কথা তাই উল্লেখ করিয়া ॥
ভক্তজনে বারংবার কহিতেন উহা।
এইমত সদা মোর প্রাণের বঁধুয়া ॥

পরখিয়া লইতেন ভকতের মন।
আবার এমত মোরা হেরি অনুক্ষণ ॥
ভকতের যে-সকল ক্ষতিকর তেষ্টা*।
সে-সব নাশিতে প্রভু করিতেন চেষ্টা ॥
নিরঞ্জন ঘৃত খায় বেশী পরিমাণ।
তাই তাকে কহিলেন প্রভু ভগবান ॥
"প্রতিদিন খাস্ যদি অত অত ঘি।
বাইরে আন্‌বি তবে লোকের বৌ-ঝি ॥"
আবার কারোর ছিল অতিশয় নিদ্রা।
শ্রীঠাকুর রুষ্ট অতি হেরি' সে-অবিদ্যা ॥
আবার পড়িবে কেহ চিকিৎসার শাস্ত্র।
প্রেমময় শ্রীঠাকুর তা-শুনিবামাত্র ॥
ঐ শাস্ত্র পড়িবারে বারিলেন তায়।
ভকত নিষেধে তবে না-দিলেন সায় ॥
সে-কথা শুনিয়া প্রভু বিরক্ত হইয়া।
তিরস্কার করি' তারে কহিলেন ইয়া ॥
"কোথায় তিয়াগ করি' কামনা বাসনা।
ক্রমেতে লভিবি তুই অধ্যাত্ম-চেতনা ॥
সেমত প্রয়াস তুই মোটে না করিয়া।
কামনা-বাসনা আরো দিলি বাড়াইয়া ॥"
ভকতগণেরে হেন শিক্ষাদান করি'।
ক্ষান্ত নাহি থাকিতেন প্রভু প্রেমহরি ॥
সততই এইমত লখিতেন সাই।
ভকত লভিছে কত উন্নতি-ভালাই ॥
ঐমত লখিতেন যে-উপায় দিয়া।
তাহাই পুঁথিতে এবে যাইব গাহিয়া ॥
ভকত প্রথম আসি' প্রভুর সকাশ।
যে-শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি করিত প্রকাশ ॥
সেই শ্রদ্ধা দিনে দিনে বাড়িতেছে কিনা।
নাকি তাহা ক্রমে ক্রমে হইতেছে ক্ষীণা ॥
এসব নিতেন প্রভু পরখ করিয়া।
সে-পরখ করিতেন এ-উপায় দিয়া ॥

* তৃষ্ণা

অধ্যাত্ম-শকতি যাহা ধরেন প্রভুজী।
সে-ভকত কতটা তা লইয়াছে বুঝি' ॥
অথবা ভকতে তিনি ক'য়ে দেন যাহা।
পুরাপুরি বিশোয়াস করে কিনা তাহা ॥
সে-সকল লখিতেন স্থির আঁখিয়ায়।
পুনঃ হেন করিতেন শ্রীঠাকুর রায় ॥
তাঁহার সংঘের মাঝে যে-ভকতগণ।
লভিয়াছে অতি উচ্চ অধ্যাত্ম-জীবন ॥
নবীন ভকতে নিয়া তাদের নিয়ড়ে।
পরিচয় করাতেন ধর্মলাভ তরে ॥
অধ্যাত্মের গভীরতা যাহাতে সে পায়।
তারি লাগি লইতেন ওমতি উপায় ॥
এইমত সঙ্গলাভে সুশিক্ষা লভিয়া।
যেদিন সে-ভকতটি বুঝে নিবে ইয়া ॥
অধ্যাত্ম-আদর্শ যাহা এ-জগতে রাজে।
'সর্বোচ্চ প্রকাশ' তার ঠাকুরের মাঝে ॥
তখনি হইবে তার পূর্ণ ধর্মজ্ঞান।
ঐমত চিন্তিতেন প্রভু ভগবান ॥
নিশ্চয়ই বিস্মিত সবে ওমতি শুনিয়া।
মনে তাই এই প্রশ্ন উঠিছে জাগিয়া ॥
প্রভুর মনে কি ছিল এমতি বিশ্বাস ?
তিনিই অধ্যাত্ম-রাজ্যে 'সর্বোচ্চ প্রকাশ' ??"
তাহার জবাবে তবে ইহা বলা যায়।
সত্যই ওমতি সদা ভাবিতেন রায় ॥
অলৌকিক দরশন ধ্যান তপস্যাতে।
এইভাব জাগরিত তাঁহার হিয়াতে ॥
অধ্যাত্ম-আদর্শ তাঁতে প্রকাশিত যাহা।
অতীব, দুর্লভ আর অভিনব তাহা ॥
ইতিপূর্বে কখনও এইমত আর।
প্রকাশিত হয় নাই কাহারো মাঝার ॥
এইমত বিশ্বাসেও পূর্ণ তাঁর হিয়া।
তাঁহার আদর্শ যারা গ্রহণ করিয়া ॥
গ'ড়ে নিবে তাহাদের অধ্যাত্ম-জীবন।
সহজে করিবে তারা উন্নতিসাধন ॥
তাইতো শ্রীপ্রভু মোর চাহিতেন হেন।
ভকত সকলে তাঁরে চিনে নেয় যেন ॥
এইকথা শ্রীঠাকুর বুঝাইতে গিয়া।
ভকতগণেরে কভু কহিতেন ইয়া ॥
"যে-মুদ্রার চল্ ছিল নবাবী আমলে।
বাদশাহী আমলেতে তাহা নাহি চলে ॥
যেভাবে বলিব আমি চলিলে সে-ভাবে।
সোজাসুজি ঠিকস্থানে পঁহুছিয়া যাবে ॥
শেষের জনম যার এই বসুধায়।
শুধুমাত্র সেইজনই আসিয়া হেথায় ॥
এখানের ভাব নিতে হইবে সক্ষম।"
নিজেরে দেখায়ে পুনঃ কন প্রিয়তম ॥
"তব ইষ্ট বিদ্যমান ইহারি মাঝারে।
তাঁরই চিন্তা হ'য়ে যাবে চিন্তিলে ইহারে ॥'
কাহার ধারণা কিবা তাঁহার উপর।
জানিয়া লইতে তাহা প্রভু গুণধর ॥
ভকতকে স্নেহভরে শুধান এমতি।
"কিরূপ ধারণা তুমি রাখ মোর প্রতি ??"
বিবিধ জবাব এর মিলিত যাহাই।
তাহাই পুঁথির মাঝে এবে গেয়ে যাই ॥
'আপনি যথার্থ সাধু' কেহ ক'য়ে দিত।
'আপনি ঈশ্বরভক্ত' কেহবা কহিত ॥
'সুসিদ্ধ পুরুষ' কেহ কহিতেন তাঁয়।
'মহান পুরুষ' তিনি কারোর ভাষায় ॥
কেহ কেহ বলিতেন 'ঈশ্বরাবতার'।
'শ্রীচৈতন্য' বলি' কেহ চিন্তিত আবার ॥
কেহবা 'সাক্ষাৎশিব' কেহ 'ভগবান'।
এইমত কহিতেন সব ভক্তিমান ॥
ব্রাহ্মরা মানেন নাকো অবতারতত্ত্ব।
এইমত কথা তাঁরা করিতেন ব্যক্ত ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, ঈশা আর গোড়ামণি।
ইঁহাদের সমতুল আপনাকে গণি ॥
যথার্থ 'ঈশ্বরপ্রেমী' আপনি তো হন।"
আরো কত কহিতেন কত ভক্তগণ ॥
খৃষ্টান ছিলেন এক উইলিয়মস্* নামে।
তিনি হেন কহিতেন প্রভু ঘনশ্যামে ॥
"আপনি ঈশ্বর-পুত্র যীশু প্রাণপতি।
যেন এক সদানিত্য চিন্ময় মূরতি ॥"
ঠাকুরের প্রতি হেন নানা ভক্তগণ।
বিবিধ ধারণা মনে করিত পোষণ ॥

উইলিয়মস্—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, এই ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করিবার পরেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় গিরির কোন একস্থানে তপস্যা-দিতে নিযুক্ত থাকিয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন ॥

পুনঃ হেন লিখিতেন প্রভু গুণময়।
ভকত কি ঐসব শুনে শুনে কয় ॥
নাকি উহা কহিতেছে নিজ-মন থেকে।
ইহার কাহিনী হেন হেথা যাই এঁকে ॥
পূর্ণচন্দ্র এল যবে প্রভুর আগার।
সবেমাত্র তের বর্ষ উত্তীর্ণ তাহার ॥
বিদ্যারসাগর নামে যেই মহাজন।
তিনি এক বিদ্যালয় করেন স্থাপন ॥
স্থাপিয়াছিলেন উহা শ্যামবাজারেতে।
প্রধান শিক্ষক এর মহেন্দ্র** নামেতে ॥
তাঁহার অভ্যাস এক ছিল এইমত।
ঈশ্বরেতে অনুরাগী ছাত্র ছিল যত ॥
তাদের সন্ধান তিনি পাইতেন যবে।
তাদেরে প্রভুর কাছে আনিতেন তবে।
তেজচন্দ্র, নারায়ণ, বিনোদ, প্রমথ।
হরিপদ, নরেনাদি* যেসব ভকত ॥
তাহাদেরে আনিলেন প্রভুর আগারে।
'ছেলেধরা মাস্টার' তাই কহে তাঁরে ॥
এ নাম শুনিয়া কন প্রভু গুণধাম।
"ঠিক ঠিক হইয়াছে মাস্টারের নাম ॥"
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বাল** পূর্ণচন্দ্র।
মাস্টার তাহাকে করি' অতীব পছন্দ ॥
একদা সে-ভকতকে অতীব গোপনে।
উপস্থিত করালেন প্রভুর ভবনে ॥
গোপনে একার্য তিনি করিলেন কেন।
সে-কথার জবাবেতে বলা যায় হেন ॥
পূর্ণের গৃহের কেহ জানে যদি উহা।
লাঞ্ছিত হইবে তবে শিক্ষক, পড়ুয়া ॥
যথারীতি এল পূর্ণ বিদ্যালয় ঘরে।
সেথা থেকে একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে ॥
ঠাকুরের গৃহে এল গোপনে—চুপুটি।
আবার সে-বিদ্যালয় যবে হ'ল ছুটি ॥
তারি আগে পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয়ে ফিরে।
সেখান হইতে গেল আপনার নীড়ে ॥
তাকে হেরি' প্রীত হ'য়ে প্রভু পরমেশ।
স্নেহেতে দিলেন যবে নানা উপদেশ ॥
ভকতের ভাবান্তর ঘটিল ঝটিতি।
তারি ফলে জাগরিত পূরবের স্মৃতি ॥
তখনি বুঝিল হেন বাল পূর্ণচন্দ্র।
ঠাকুরের সনে তার কিরূপ সম্বন্ধ ॥
সে-কথা বুঝিয়া নিয়া প্রেমে মাতোয়ারা।
নয়নে বহিল তাই পুলকের ধারা ॥
ক্ষণপরে প্রভু তাকে জলযোগ দিয়া।
ফিরিবারকালে তাকে কহিলেন ইয়া ॥
"যখনি সুবিধা হবে তখনি সত্বরে।
চলিয়া আসিবি হেথা গাড়িভাড়া ক'রে ॥

** শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত—শ্রীম
** বালক * ছোট নরেন

সে-ভাড়া মিটানো হবে এখান হইতে ।”
ভকত চলিয়া গেল বিউভল চিতে ॥
ভক্তজনে কন পরে প্রভু প্রিয়তম ।
“নারায়ণ অংশে হ'ল পূর্ণের জনম ॥
সত্ত্বগুণ বিরাজিছে তাহার ভিতরে ।
পূর্ণের স্থানটি ঠিক নরেন্দ্রের পরে ॥”
ইহার পরেতে যবে স্বল্পদিন যায় ।
শ্রীপ্রভু ব্যাকুল অতি হেরিতে তাহায় ॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাঠান তাহাকে ।
তবে এই কার্য সদা গোপনেতে থাকে ॥
পূর্ণকে হেরিতে এত ব্যাকুলিত প্রভু ।
নয়নধারাতে তাঁর বক্ষ ভাসে কভু ॥
ভকতেরা উহা হেরি' বিস্মিত অপার ।
তাঁহাদেরে কন তাই প্রেমের পাথার ॥
“এটুকু হেরিয়া তোরা এতটা বিস্মিত ।
নরেন্দ্রের তরে মোর যে-ব্যথা জাগিত ॥
তুলনা হয়না তার এ ব্যথার সাথে ।
একেবারে দিশাহারা হইতাম তাতে ॥”
পুনরায় গাহি এবে আগেকার কথা ।
পূর্ণের লাগিয়া প্রভু মনে পেলে ব্যথা ॥
দ্বিপ্রহরে কলিকাতা যাইতেন ছুটে ।
সেথা গিয়ে কোন এক ভক্তগৃহে উঠে ॥
পূর্ণকে ডাকায়ে নিয়ে বিদ্যালয় থেকে ।
পুত্রসম আপনার ক্রোড় 'পরি রেখে ॥
খাওয়ায়ে দিতেন তারে মাতৃস্নেহ দিয়া ।
একদা খাওয়াতে গিয়ে শুধালেন ইয়া ॥
“আমায় হেরিয়া তোর কিবা মনে হয় ??”
ভকত হইয়া এতে বিগল-হৃদয় ॥
অপূর্ব প্রেরণাবশে দিল এ উত্তর ।
“আপনি তো ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥”
পূর্ণের জবাব শুনি' প্রভু নারায়ণ ।
অতীব বিস্মিত আর পুলকিতমন ॥

আশীর্ব্বাদ করি' তারে স্নেহসহকারে ।
নানাবিধ উপদেশ দানিলেন তারে ॥
এ বিষয়ে কহিতেন প্রেমের পাথার ।
“পূরবজনমে যার আছিল সংস্কার ॥
শুদ্ধসত্ত্ব আছে আর যাহার মাঝারে ।
সেজন ওমত তাঁরে চিনে নিতে পারে ॥”
যদিও বিবাহ করি' প্রেমী পূর্ণচন্দ্র ।
সংসারেই আজীবন রহিলেন বন্ধ ॥
ঈশ্বরের 'পরে রাখি' নির্ভরতা অতি ।
সাধনভজনে সদা রাখিতেন মতি ॥
মনেতে লইয়া আর তীব্র বিশোয়াস ।
অভিমানহীন হ'য়ে করিতেন বাস ॥
আরেক দিবসে প্রভু কথোপকথনে ।
পরখি' নিলেন এক ভকতসুজনে ॥
বৈকুণ্ঠ তাঁহার নাম জানা যায় ইহা ।
প্রভুর গৃহেতে তিনি ছিলেন বসিয়া ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মাতোয়ারা নামসংকীর্ত্তনে ।
ঐমত ছবি ছিল প্রভুর ভবনে ॥
বৈকুণ্ঠে দেখায়ে উহা শ্রীঠাকুর কন ।
“দেখেছিস্ ঈশ্বরেতে বিভোর কেমন !!”
‘ওরা সব ছোটলোক’—ভকতের উক্তি ।
‘ও কথা বলিতে আছে !’ কন প্রেমমূর্তি ॥
বৈকুণ্ঠ কহিল তবে জবাবে তাহারি ।
“মহাশয়, আমাদের নদীয়ায় বাড়ি ॥
বষ্টুম-ফষ্টুম জানি ছোটলোকে হয় ।”
ইহার জবাবে তবে কন গুণময় ॥
“নদীয়ায় বাড়ি তোর ! পুনঃ নমি তোরে ।’
নিজেরে দেখায়ে প্রভু কহিলেন পরে ॥
“রাম-আদি কিছু কিছু ভকতেরা যারা ।
অবতার বলি' একে ক'য়ে থাকে তারা ॥
তোর কিবা মনে হয়—একথা কি সত্য ?”
“সে তো ভারী ছোটকথা’ কহিল সে-ভক্ত ॥

ঈশ্বরের অংশরূপ সব অবতার।
আপনি সাক্ষাৎশিব—এভাব আমার॥"
"বলছিস্ কিরে তুই"—ঠাকুরের উক্তি।
ভকত ওকথা শুনি' দিল এই যুক্তি॥
"আপনিই একদিন কৃপালু অন্তরে।
শিবধ্যান করিবারে ক'য়েছেন মোরে॥
সে-ধ্যান হয়না মোর ধ্যানেতে বসিয়া।
তখন বিস্মিত হই এমতি হেরিয়া॥
আপনার সুপ্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল।
আমার সমুখে যেন করে ঝলমল॥"
হাস্যভরে কহিলেন প্রভু প্রেমার্ণব।
"এ তুই বলিস্ কিরে—এ দেখি তাজ্জব!!
আমি তোর একগাছা অতি ছোট চুল।"
উহা যবে কহিলেন শ্রীপ্রভু অতুল॥
ভকত হাসিয়া যেন দিল গড়াগড়ি।
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু নরহরি॥
"তোর লাগি কতই না চিন্তা ছিল মোর।
আজিকে কাটিয়া গেল সে-চিন্তার ঘোর॥"
ঐকথা শ্রীঠাকুর কহিলেন কেন।
তাহার কারণ তবে রহিয়াছে হেন॥
যেহেতু বৈকুণ্ঠনাথ রামকৃষ্ণদেবে।
'সর্বোচ্চ আদর্শ' বলি' নিয়েছেন ভেবে॥
তাই উহা কহিলেন প্রেমঅবতারী।
তাইতো এমত মোরা বুঝিবারে পারি॥
'সর্বোচ্চ আদর্শ প্রভু'—এইমত ভাব।
সমুদয় ভকতের যাতে হয় লাভ।
তার লাগি সদা প্রভু করিতেন চেষ্টা।
তাই হেন কহিতেন প্রভু উপদেষ্টা॥
"সাধুকে দেখিয়া নিবি সদা দিবারাতে।
তারপরে বিশোয়াস স্থাপিবি তাহাতে॥
উপদেশছলে সাধু ক'য়ে দেয় যাহা।
সাধু নিজে মনেপ্রাণে মানে কিনা তাহা॥
ভাল ক'রে লখিয়া তা করিবি বিচার।
কথা-কাজে, মনে-মুখে মিল নাই যার॥
সে-সাধুতে করিবিনা বিশ্বাস স্থাপন।"
ইহার কাহিনী এক আছে এমতন॥
ঔষধ দানিয়া এক বালক-রুগীরে।
বৈদ্যজী কহিল হেন সেই রুগীটিরে॥
"এবে যাও, ক্ষণবাদে এসো পুনরায়।
তখন পথ্যের কথা কহিব তোমায়॥"
বৈদ্যের গৃহেতে ছিল গুড়ভরা হাঁড়ি।
সরিয়ে ফেলিল তাহা খুব তাড়াতাড়ি॥
ক্ষণপরে রুগী যবে এল পুনরায়।
কবিরাজ গুড় খেতে বারিলেন তায়॥
গৃহে যদি গুড় রেখে উপদেশ দিত।
সে-বৈদ্যের কথা রুগী কভু না শুনিত॥
সে-রুগী ভাবিয়া নিত—গুড় মন্দ নয়।
নহিলে বৈদ্যের ঘরে কেন উহা রয়॥
ভকত সকলে ল'য়ে ঐরূপ শিক্ষা।
শ্রীঠাকুরে করিতেন নানান পরীক্ষা॥
তাঁহার করম-আদি আচারণ যত।
ঠিক ঠিক হয় কিনা তাঁরি কথামত॥
সুতীখন নজরেতে সে-সকল লখি'।
নানাভাবে শ্রীঠাকুরে নিতেন পরখি'॥
তাহার লাগিয়া মোর প্রেমময় প্রভু।
আবদার-অত্যাচারও সহিতেন কভু॥
ইহার দৃষ্টান্ত যাহা গ্রন্থমাঝে উক্ত।
ভকত যোগীন্দ্রনাথ* তার সাথে যুক্ত॥
যোগেনের বহু কথা গ্রন্থমাঝে পাই।
তাই তাঁর পরিচয় আগে দিয়ে যাই॥
সাবর্ণ চৌধুরী বংশে জনম তাঁহার।
জনক নবীনচন্দ্র বড় জমিদার॥
দখিনেশ্বরেতে তাঁর গৃহ অবস্থিত।
পূজা পাঠে সেই গৃহ সদা মুখরিত॥

* যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—যোগেন

সাধনকালেতে মোর প্রভু গুণময় ।
মাঝে মাঝে যাইতেন তাঁদের আলয় ॥
যোগেনের ছিল যবে কৈশোর সময় ।
বিবিধ কারণে তারা ক্রমে নিঃস্ব হয় ॥
বিনয়েতে সে-যোগীন সদা ভরপুর ।
প্রকৃতিটি ছিল তাঁর বড়ই মধুর ॥
বাল্যকাল থেকে তিনি চিন্তিতেন হেন ।
ধরার মানব তিনি কভু নন যেন ॥
সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার নিবাস ।
সেথা তাঁর সঙ্গী-সাথী করিতেছে বাস ॥
সম্যকরূপেতে তিনি ক্রোধরিপুজয়ী ।
স্বামীজী গেলেন তাই এইমত কহি' ॥
"আমরা মিলিতভাবে যারা যারা রহি ।
পুরাপুরি কামজিৎ কেহ মোরা নহি ॥
যোগীনই কেবলমাত্র কামগন্ধহীন ।"
সরল স্বভাবসিদ্ধ ভকত যোগীন
মিশিত সবার সনে সরল হিয়ায় ।
তারি লাগি শ্রীঠাকুর ভর্ৎসিতেন তাঁয় ॥
যোগীন ছিলেন নাকো মোটেই নির্বোধ ।
তবে তাঁর ছিল কিছু অহংকার বোধ ॥
যৌবনে পড়িয়া এই ভকত অনন্য ।
প্রভুর দরশপুণ্যে হইলেন ধন্য ॥
প্রথমে যেদিন প্রভু হেরিলেন তাঁয় ।
এ ধারণা এল তাঁর মনের পাতায় ॥
"বহুদিন আগে আমি ভাবের ভিতরে ।
হেরিয়াছি যেই যেই ভকতপ্রবরে ॥
ছ'জনা ঈশ্বরকোটী তার মাঝে যাঁরা ।
যোগীন তাদেরি এক সমুজ্বল তারা ॥"
পুঁথির ভিতরে আগে গাহিয়াছি ইহা ।
যোগেন মরমাহত বিবাহ করিয়া ॥
তারপরে যা ঘটিল এ-বিষয় নিয়া ।
যোগীন এমত তাহা গেলেন কহিয়া ॥

"ব্যথিত হইয়া আমি মাতার ক্রন্দনে ।
যেহেতু পড়িনু ঘোর বিবাহ-বন্ধনে ॥
এমত চিন্তিয়া আমি পাইতাম কষ্ট ।
'কোমল স্বভাব লাগি সবি মোর নষ্ট ॥
এ-তীব্র বেদনা মোর আর নাহি সহে ।
আগের জীবনও আর ফিরিবার নহে ॥
যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল ।'
ওমতি হতাশা মোরে দংশিত কেবল ॥
আর নাহি যাইতাম প্রভুর নিয়ড়ে ।
তিনি কিন্তু বারংবার ডাকাতেন মোরে ॥
তাতেও নিঃশব্দে যবে রহিলাম আমি ।
অপূর্ব কৌশল এক ধরিলেন স্বামী ॥
বিবাহ-বন্ধন মোর ঘটিল যখন ।
তার আগে মন্দিরের কোন একজন ॥
তাহারি একটি দ্রব্য কিনিবার তরে ।
একদিন কিছু টাকা দিয়েছিল মোরে ॥
দ্রব্য কিনে বেঁচেছিল দুই-চারি আনা ।
যখন পাঠানু তারে ঐ দ্রব্যখানা ॥
বাকী অর্থ তার সাথে দেইনি ফিরায়ে ।
'শীঘ্রই পাঠাবো তাহা' ক'য়েছিনু তায়ে ॥
ওকথা জানালো কেহ প্রভু প্রেমধরে ।
তাই তিনি এ-বারতা পাঠালেন মোরে ॥
"এ কেমন লোক তুই বুঝিনাকো ইহা ।
অপরের দ্রব্য কিনে তারি টাকা দিয়া ॥
হিসাব-নিকাশ কিছু বুঝালিনা তায়ে ।
বাকী অর্থ—তাও তুই দিলি না ফিরায়ে
আশ্চর্য হইনু আমি ইহা ভাবিয়াও ।
কবে দিবি সেই অর্থ—জানালিনা তাও ॥'
আমার জাগিল এতে তীব্র অভিমান ।
ভাবিলাম—এযে মোর ঘোর অপমান ॥
প্রেমময় প্রভু কিনা এতদিন পরে ।
জুয়াচোর অপবাদ দানিলেন মোরে !!

কোনরূপে আজ আমি দেবালয়ে গিয়া ।
সমুদয় গোলমাল দিব মিটাইয়া ॥
আর না যাইব কভু দেবালয় পানে ।
মৃতসম হ'য়ে তাই এই অপমানে ॥
অপরাহ্নে দেবালয়ে গেলাম চলিয়া ।
সেথায় সুদূর থেকে হেরিলাম ইয়া ॥
প্রেমময় শ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'য়ে ।
পরিধেয় বস্ত্রখানি বগলেতে ল'য়ে ॥
আমায় হেরিয়া দ্রুত অগ্রসরি' আসি' ।
কহিলেন মোরে হেন স্নেহলোরে ভাসি' ॥
"বিবাহ করিয়াছিস্ তাতে কিবা শঙ্কা ।
এখানের কৃপা পেলে সে তো মারে ডঙ্কা ॥
লাখটা বিয়েও যদি করে সেইজন ।
বিফল হয়না তবু তাহার জীবন ॥
বিবাহেতে তোরও তাই ক্ষতি হবে নারে ।
এই ইচ্ছা যদি তুই জানাস্ আমারে ॥
ঈশ্বরে লভিবি তুই সংসারে থাকিয়া ।
এখানে আসিস্ তবে বধূমাকে নিয়া ॥
সেমতনই ক'রে দেবো তোকে আর তাকে ।
আবার এ-ইচ্ছা যদি তোর মাঝে থাকে ॥
ঈশ্বরে লভিবি তুই সংসার ত্যজিয়া ।
তবে সেই বাসনাও দিব পুরাইয়া ॥"
অর্ধবাহ্যদশা মাঝে থাকি' প্রেমরায় ।
উহা যবে কহিলেন স্নেহল ভাষায় ॥
পরশমণির মতো সে-পরম বাক্য ।
বিনাশিল হতাশার বিদ্রূপ কটাক্ষ ॥
অশ্রুতলোচনে আমি প্রণমিনু তাঁয় ।
সস্নেহে জড়ায়ে মোরে প্রেমিক শ্রীরায়
আপনার গৃহে যবে ধীরেতে প্রবিষ্ট ।
প্রবল শঙ্কায় আমি থাকিয়া আবিষ্ট ॥
প্রভুর চরণপানে চাহি' একদৃষ্টে ।
পয়সার কথা আমি কহিনু সে-ইষ্টে ॥
কান না দিলেন তাতে প্রভু প্রেমকান্তি ।
হতাশ হৃদয় মোর লভিল প্রশান্তি ॥
প্রভুর সেবাতে এবে সঁপিয়াছি প্রাণ ।
এভাবে সুখের দিন ক্রমে অবসান ॥
সংসারের কাজে এবে ক্রমে উদাসীন ।
মাতা মোরে কহিলেন কোনো একদিন ॥
"মন যদি নাহি দিবি অর্থউপার্জনে ।
নিজেরে বাঁধিলি কেন বিবাহবন্ধনে ??"
ইহার জবাবে আমি কহিলাম তাঁয় ।
"বিবাহ করিনি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
সহিতে না পারি' তব ক্রন্দনের জ্বালা ।
কন্ঠে আমি পরিয়াছি বিবাহের মালা ॥"
মা তখন কহিলেন অতি ক্রোধভরে ।
"বিবাহের ইচ্ছা যদি না হ'ত অন্তরে ॥
বিবাহ করিলি তুই আমার কথায় ।
সম্ভব বলিয়া ইহা ধরা নাহি যায় ॥"
নির্বাক হইনু আমি ওমতি শুনিয়া ।
মনে মনে আর আমি কহিলাম ইয়া ॥
হায় বিধি ! যাঁর কষ্ট হেরিতে না পেরে ।
তোমাকেই চিরতরে দিয়েছিনু ছেড়ে ॥
তিনিই আজিকে কিনা স্নেহহীনা-হিয়া ।
দূর হোক, আর কভু চিন্তিবনা ইহা ॥
মনে মুখে সংসারেতে কারো মিল নাই ।
কেবল প্রভুর মাঝে ব্যতিক্রম পাই ॥
সেইদিন থেকে মোর সংসারের 'পরে ।
বীতরাগ * জনমিল মনের ভিতরে ॥
এরপরে গিয়া আমি প্রভুর সকাশ ।
মাঝে মাঝে করিতাম সারা নিশিবাস ॥"
এঘটনা থেকে তাঁর রাত্রিবাস সুরু ।
একদিন ভক্তসনে বসিয়া শ্রীগুরু ॥
করিলেন নানাবিধ ধর্মআলাপন ।
তারপরে একে একে সে-ভকতগণ ॥

*অশ্রদ্ধা

গোধূলির আগমনে গৃহে গেল ফিরে।
যোগীন পড়িয়া গেল এ-চিন্তার ভীড়ে॥
রাতে কেহ না থাকিলে ঠাকুরের ধারে।
কোনো কিছু লাগি তাঁর কষ্ট হ'তে পারে॥
তাইতো নিশিতে তিনি রবেন হেথায়।
উহা শুনি' সুপ্রসন্ন শ্রীঠাকুর রায়॥
দশটি ঘটিকা যবে সেই বিভাবরী।
রাত্রিকার জলযোগ সমাপন করি'॥
দুজনেই চলিলেন শয়নের তরে।
যোগেনও শায়িত সুখে ঠাকুরের ঘরে॥
দ্বিপ্রহর নিশি যবে ক্রমে অবসান।
শয্যা ত্যজি' উঠিলেন প্রভু ভগবান॥
কি কারণে যেন তিনি যাবেন বাহিরে।
যোগীনের পানে তাই তাকালেন ফিরে॥
যোগীন ঘুমায়ে আছে—চেতনা নাহিরে।
শ্রীপ্রভু একাই তাই গেলেন বাহিরে॥
যোগেনের নিদ্রা তবে অতিশয় কম।
বাহিরে গেলেন যবে প্রভু প্রিয়তম॥
যোগীন ক্ষণিক পরে জাগিয়া উঠিয়া।
বিস্মিত হইল অতি এমতি হেরিয়া॥
গৃহের দুয়ার যেন নাই আর বন্ধ।
শয্যাতেও নাই এবে প্রভু পরানন্দ॥
তারপরে এ বিষয়ে ঘ'টেছিল যাহা।
যোগীন নিজেই হেন ক'য়েছেন তাহা॥
"তখন গভীর রাতি . সকলি নিদ্রায় মাতি'
দিবসের শ্রান্তি ক্লান্তি করিতেছে নাশ।
কাছে কিংবা দূরে ধূধু নিশাচর পাখি শুধু
আপন সঙ্গীতধ্বনি করিছে প্রকাশ॥
মন্দির চূড়াতে বসি' কালপেঁচা রসি' রসি'
'ভুতুম ভুতুম' করি' তুলিতেছে হাঁক।
উচিৎ জবাব দিতে ঝিল্লীরাও সে-নিশীথে
ঝিঝি-রবে দিতেছিল অবিরাম ডাক॥

পবিত্রসলিলা গঙ্গা কুলকুল হাস্যরঙ্গা
মৃদুনৃত্যছন্দ ল'য়ে আপনার অঙ্গে।
কোথাওবা এঁকে বেঁকে কোথাও বা ঋজু* থেকে
মিলিবারে চলিয়াছে সাগরের সঙ্গে॥
মাঝে মাঝে নিদ্রা ছাড়ি' কিছু বৃক্ষ গাত্র ঝাড়ি'
তুলিতেছে নিশীথের শব্দ মর্মর।
সুদূরে নিকটদূরে প্রহরীরা ঘুরে ঘুরে
'কে জাগে, কে জাগে' বলি' জাগিছে প্রহর॥
নিশার চন্দ্রিমা উঠি' আকাশে র'য়েছে ফুটি'
আঁধার গিয়েছে টুটি' আলোর ছটায়।
উজ্বল জোছোনারাশি ধরণীর বুকে আসি'
বিধৌত করিছে সবি নিজ মহিমায়।
গভীর নিশিতে হেন কোথাও স্তব্ধতা যেন
কোথাও উঠিছে রব নীরবতা ভেদি'।
এহেন নিশীথকালে এমতি চিন্তার জালে
আচ্ছন্ন হইল মোর হৃদয়ের বেদী॥
"শ্রীঠাকুর নিশি জাগি' কোথায় কিসের লাগি
শয্যা ত্যজি' গিয়েছেন এ-গভীর রাতে।
গাড়ু ও গামছাটা যে রহিয়াছে গৃহমাঝে
তবে বুঝি গিয়েছেন পদচালনাতে॥
এমতি চিন্তায় ডুবি' ব্যাকুল হইয়া খুবই
বাহিরে এলাম আমি শয়ন ত্যজিয়া।
রজশুভ্র চন্দ্রালোকে এ-দুটি সন্ধানী চোখে
দেখিতেছিলাম সব চৌদিকে চাহিয়া॥
কভু আঁখি স্থির রাখি' কভুবা ঘুরায়ে আঁখি
কভুবা ক্ষণিক ভেবে চক্ষু দুটি বুজি'॥
এই ধারে ঐ ধারে চাহিলাম বারে বারে
প্রভুরে কোথাও তবে না পেলাম খুঁজি'॥
কোথাও না দেখে তাঁরে পড়িনু এ-সন্দভারে
তবে কি গেলেন প্রভু নহবত ঘরে!
এহেন গভীর রাতে আপন ভার্যার সাথে
তিনি বুঝি মিলিবেন নিশিবাস তরে॥

* সোজা

আবার বিস্ময়ভরে   নিলাম এ চিন্তা ক'রে
একেও সম্ভব ব'লে   ধরা যায় নাকি !
ঈশ্বর বলিয়া যাঁরে   পূজি মোরা শ্রদ্ধাভারে
তিনিও মোদেরে হেন   দিতেছেন ফাঁকি !!
ওমতি চিন্তার সনে   এ ভাবনা এল মনে
তিনি কেন না হবেন   ফাঁকি-ধান্ধাবাজ ?
এ ধরার সাধুসন্ত   যাঁদের নাহিকো অন্ত
সকলেই ফাঁকি দিয়ে   সারিতেছে কাজ ॥
বাহিরে সাজিয়া সাধু   ছড়ায়ে কথার যাদু
নির্বোধের অর্থকড়ি   করিছে শোষণ ।
আমরাও অবিরত   অবোধ-মূর্খের মতো
করিতেছি ঠাকুরের   চরণ-লেহন ॥
যা কিছু বলেন তিনি   সবি তাহা ছিনিমিনি
মুখে কাজে এ-জগতে   কারো মিল নাই ।
তিনিও সাধুর বেশে   নানা মধু-উপদেশে
আমাদেরে ভুলাইয়া   রাখেন সদাই ॥
যাহোক আজি এ ফাঁকে বুঝিয়া লইব তাঁকে
যতই কঠোর ঘৃণ্য   হোক এই কাজ ।
লজ্জা ঘৃণা দূরে রেখে তাঁহাকে নিবই দেখে
কিছুতে একাজে আমি থামিবনা আজ ॥
এমত সংকল্প ল'য়ে   সঙ্কোচবিহীন হ'য়ে
বারান্দার একপার্শ্বে   দাঁড়াইয়া থাকি' ।
কোনদিকে আর নাহি   কিছুই দেখিনু চাহি'
নহবত পানে শুধু   রাখিলাম আঁখি ॥
কিছুক্ষণ এইমত   ক্রমে ক্রমে যবে গত
পদধ্বনি প্রবেশিল   শ্রবণ মাঝার ।
চটি জুতা পরি' পায়   বার হন প্রভু রায়
চট্‌চট্‌ শব্দ এল   সেই পাদুকার ॥
আবার সে-চন্দ্রালোকে   এমতি পড়িল চোখে
শ্রীঠাকুর আসিছেন   পঞ্চবটী থেকে ।
ক্ষণকাল অবসানে   আমার সম্মুখপানে
স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন   মোরে সেথা দেখে ॥

শুধালেন মোরে হেন   "হেথায় দাঁড়িয়ে কেন ?
নীরবে আমায় তুই   লখিছিলি বুঝি ?"
লাজেতে ঘৃণাতে ভয়ে   স্তব্ধ জড়সড় হ'য়ে
কী কহিব তাহা আর   না পেলাম খুঁজি' ॥
এমতি ভাবনাঘোর   তখন জাগিল মোর
অন্তর্যামী সবি বুঝি   নিলেন জানিয়া ।
ঐমত বুঝে নিয়া   কিছু আর না কহিয়া
দাঁড়ায়ে রহিনু আমি   নির্বাক হইয়া ॥
অজ্ঞানে ছিলাম অন্ধ   এবার কাটায়ে সন্দ
কি করিব না করিব   না পেলাম দিশে ।
কুচিন্তার অভিমানে   বড় ব্যথা এল প্রাণে
মাটির সঙ্গেতে যেন   রহিলাম মিশে ॥
শ্রীঠাকুর হেসে হেসে   আরো মোর কাছে এসে
কিছুমাত্র অপরাধ   না করি' গ্রহণ ।
সব শংকা বিনাশিয়া   প্রবল আশ্বাস দিয়া
স্নেহভরে কহিলেন   এমতি বচন ॥
"যা তুই করিলি আজ   কিবা তাতে শংকা লাজ
সাধুকে দেখিয়া নিবি   দিবসে ও রাতে ।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে   বিচার করিবি পরে
তারপরে বিশোয়াস   স্থাপিবি তাহাতে ॥"
এত কহি' স্নেহভরে   সঙ্গে ক'রে ল'যে মোরে
অগ্রসর হইলেন   নিজগৃহ পানে ।
যদিও চলিছি সাথে   এ-চিন্তা হৃদয়পাতে
কেন বা টানিছ প্রভু   এ-হীন সন্তানে ॥
আবার ভাবিনু আমি   কোথায় গিয়েছি নামি'
মনুষ্যত্ব ব'লে কিছু   আছে কি আমাতে ।
এইমত অনুতাপে   অসহন পরিতাপে
বিনিদ্র ছিলাম আমি   সেদিনের রাতে ॥"
এইমত ঘটনাটি ঘটিল যেদিন ।
যোগীনের মনপ্রাণ এ-চিন্তায় লীন ॥
গুরুপদে সমর্পিয়া মম তনু মন ।
তাঁহাকে সেবিব আমি সারাটিজীবন ॥

যেই ঘৃণ্য পাপে মোর কলুষিত চিত্ত।
এভাবে করিব আমি তার প্রায়শ্চিত্ত॥
ক'রেছেনও সেইমত যোগীন্দ্র মহান।
শ্রীঠাকুরে সেবিলেন সপি' মনপ্রাণ॥
অতঃপর প্রভু যবে ত্যজিলেন তন*।
শ্রীমাতাকে সেবিলেন সারাটিজীবন॥
তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁহার মাঝার।
ভকতি ও জ্ঞানে তাঁর সম অধিকার॥
সমাধি ধেয়ানে পটু এই যোগীবর।
ঠাকুরের সংঘে যত সন্ন্যাসীপ্রবর॥
তাঁহাদের স্বল্পজনই যোগেনের মতো।
আঠারশ নিরানই** যবে সমাগত॥
দেহরক্ষা করি' এই যোগী মহোদয়।
পরমপদেতে গিয়া নিলেন আশ্রয়॥
নরেন্দ্রের কথা এবে করিব কীর্তন।
চিন্তিতেন এইমত প্রভু সনাতন॥
"সাহস, সংযম, বীর্য ধর্মে অনুরাগ।
মহৎকরম লাগি আপনারে ত্যাগ॥
এইমত আছে যেই গুণ সমুদয়।
প্রদীপ্ত হইয়া তাহা নরেন্দ্রেতে রয়॥"
পুনরায় চিন্তিতেন প্রভু প্রিয়তম।
সাধারণে ক'রে থাকে যে-হীন করম॥
নরেন্দ্র যাবেনা কভু সে-সকল কাজে।
সত্যনিষ্ঠা আর যাহা তাহাতে বিরাজে॥
সেইমত সত্যনিষ্ঠা দেখা নাহি যায়।
শ্রীপ্রভুর অতি আস্থা তাঁহার কথায়॥
তাইতো ভকতে হেন কহিতেন প্রভু।
"নরেন্দ্রের এ-সময় আসিবেই কভু॥
এমনকি ভুলেও সে কহিবেনা মিথ্যা।
আরো যাহা কহিতেছি ঘটিবেই ঠিক তা॥
সংকল্প যাহাই তার উঠিবে জাগিয়া।
কভু তাহা যাইবেনা বিফল হইয়া॥

নিশ্চিত হইবে সবি সত্যে পরিণত।"
তাই তাঁকে কহিতেন প্রভু তথাগত॥
"কায়মনোবাক্য দিয়া যে-ভকতজন।
সত্যরূপ ঈশ্বরেতে সদা রাখে মন॥
ভগবান লভিবে সে—সুনিশ্চিত ইহা।"
পুনরায় শ্রীঠাকুর কহিতেন ইয়া॥
"কায়মনোবাক্য দিয়া যে-ভকতজন।
দ্বাদশ বৎসর করে সত্যের পালন॥
সত্যের সংকল্প নিয়ে সতত সে রয়।
সংকল্প তাহার কভু ভঙ্গ নাহি হয়॥"
নরেন্দ্রের উপরেতে প্রভু শ্রীনিবাস*।
মনেপ্রাণে রাখিতেন কত বিশোয়াস॥
তাহার কাহিনী এক এইমত আছে।
একদা শ্রীপ্রভু কন ভক্তদের কাছে॥
"পিপাসা মিটানো লাগি চাতক যেমন।
মেঘের পানেতে স্থাপি' সতৃষ্ণ নয়ন॥
মেঘেরি উপরে সদা নির্ভরতা রাখে।
ভকতও সেইমত সদা ক'রে থাকে॥
আকুল বাসনা তার যাহা ওঠে জাগি'।
সে-সব বাসনা তৃষা মিটানোর লাগি॥
ঈশ্বরের 'পরে রাখে পূর্ণ নির্ভরতা।"
নরেন্দ্র শুনিয়া তবে ঐমত কথা॥
কহিলেন এইমত শ্রীপ্রভুর কাছে।
"যদিও বা এইকথা প্রচলিত আছে॥
'চাতক কেবলমাত্র মেঘবারি খায়।
অন্যজলে কভু নাহি পিপাসা মিটায়॥'
আমার চোখেতে কিন্তু ইহা প'ড়ে যায়।
চাতকেরা কভু কভু অন্যজলও খায়॥"
ইহা শুনি' কহিলেন প্রভু বরণীয়।
"অপর পাখির মতো চাতক পাখিও॥
অন্যবারি কভু কভু পান ক'রে থাকে।
একথা যে বিউভল করিল আমাকে॥

* দেহ ** নিরানব্বই

* বিষ্ণু

শুনিয়া এসেছি যাহা এতকাল ধ'রে।
মিথ্যা হ'য়ে গেল তাহা এতদিন পরে !!
নিজচোখে এ ঘটনা দেখেছিস্ তুই।
তাহ'লে কেমনে আর সন্দ করি মুই ॥"
এ-দ্বন্দ্ব উদয় এবে প্রভুর মাঝারে।
"ওমত প্রবাদ যদি মিথ্যা হ'তে পারে ॥
অপর ধারণা মোর যাহা যাহা রয়।
হয়ত বা সেইগুলি সবি সত্য নয় ॥"
ঠাকুর বিষন্ন যবে ওমত চিন্তিয়া।
স্বল্পদিন পরে গেল এমত ঘটিয়া ॥
নরেন্দ্র প্রভুরে ডাকি' ভাগীরথী-পাড়ে।
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি' কহিলেন তাঁরে ॥
"ঐ যে ওদিকে দিন চোখের দৃষ্টিটা।
দেখেছেন—কী আনন্দে চাতক পাখিটা ॥
ধীরে ধীরে গঙ্গাজল করিতেছে পান।"
ক্ষণিক তাকায়ে নিয়া প্রভু ভগবান ॥
নরেনেরে কহিলেন চাহি' তাঁরি দিকে।
"ওখানে চাতক কোথা—ওযে চামচিকে ॥
ওরে শালা ! তুই কিনা চামচিকেটাকে।
চাতক বলিয়া দিয়া বুঝালি আমাকে ॥"
এত কহি' হোহো ক'রে হাসিলেন রায়।
পুনঃ হেন কহিলেন গম্ভীর ভাষায় ॥
"সেদিন ওসব কথা শুনি' তোর মুখে।
কতনা দুশ্চিন্তা সন্দ জেগেছিল বুকে ॥
সে-সব দুশ্চিন্তা আজি কাটিল আমার।
দূর শালা ! তোর কথা শুনিব না আর ॥"
সদা ইহা দেখা যায় সমাজের বুকে।
সকলে কোমল হয় নারীর সমুখে ॥
নরেন্দ্রেতে ঐ ভাব জাগিতনা কভু।
চিন্তিতেন তাই হেন প্রেমময় প্রভু ॥
"নারীর রূপেতে হ'য়ে আত্মহারা ভারী।
নরেন্দ্র যাবেনা কভু নিজপথ ছাড়ি' ॥"

শ্রীনিত্যগোপাল নামে যে-ভকত রয়।
ভাবের সমাধি তাঁর ঘন ঘন হয় ॥
নারীরা তাঁহারে যবে সেবাযত্ন করে।
আত্মহারা হ'য়ে যেন গড়ায়ে সে পড়ে ॥
নরেন্দ্র ওসব কভু ভাল নাহি বাসে।
যে কোন যুবতী এলে তাঁহার সকাশে ॥
যদিও না দেয় কিছু মুখেতে কহিয়া।
বিরক্ত হইয়া থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া ॥
বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ক'য়ে দেয় যেন।
উহারা আবার সব এইখানে কেন ॥
কোমলতা ছিলনাকো নরেন্দ্রের মাঝে।
এইকথা বলা কিন্তু কভু নাহি সাজে ॥
নরেন্দ্রের মুখপানে তাকায়ে তাকায়ে।
একদা শ্রীপ্রভু হেন কহিলেন তাঁয়ে ॥
"যাদের ভিতরে সদা শুষ্কজ্ঞান রয়।
তাহাদের আঁখি কভু ওমত না হয় ॥
রমণীসুলভ ভাব *ভকতির যাহা।
তোর জ্ঞানে অনুক্ষণ মিশে আছে তাহা ॥
কেবল পুরুষোচিত ভাব যার মাঝে।
তাহার অঙ্গেতে যেই স্তন-বোঁটা রাজে ॥
কালো দাগ থাকেনাকো সেই বোঁটা ঘিরে।
ঐ দাগ ছিলনাকো পার্থ মহাবীরে ॥"
কতনা ভাবেতে আরো প্রভু দরদিয়া।
নরেনেরে লইতেন পরীক্ষা করিয়া ॥
তাহার দু'এক কথা কহিব সবারে।
নরেন্দ্র আসিলে কভু প্রভুর আগারে ॥
শ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে হইতেন ব্যস্ত।
পুনঃ ইহা লখিতেন ভকত সমস্ত ॥
নরেন্দ্র আসিতেছেন প্রভুর নিয়ড়ে।
দূর থেকে প্রভু উহা নিরীক্ষণ ক'রে ॥

* যেসব ভাব রমণীরা সহজে লাভ করিতে পারেন। যেমন—মধুর ভাব ইত্যাদি।

'ঐ ন—ঐ ন'—কহি' এমতন ।
তৎক্ষণাৎ হইতেন সমাধিমগন ॥
ভকত নরেন্দ্র যবে কিছুদিন ধ'রে ।
যাতায়াত করিছেন ঠাকুরের ঘরে ॥
কোনো এক দিবসেতে ঘ'টে গেল হেন ।
শ্রীপ্রভু তাঁহার প্রতি উদাসীন যেন ॥
নরেন্দ্র আগেরি মতো আসিয়া হেথায় ।
শ্রীঠাকুরে প্রণমিয়া শ্রদ্ধালু হিয়ায় ॥
উপবিষ্ট হইলেন যথোচিত স্থানে ।
প্রভু কিন্তু না তাকায়ে নরেন্দ্রের পানে ॥
দেখায়ে দিলেন যেন এই ভাবটাই ।
নরেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই নাই ॥
নরেন্দ্র বসিয়া সেথা ক্ষণকাল তরে ।
ভাবেতে আছেন প্রভু—এই চিন্তা ক'রে ॥
হাজরার সকাশেতে গেলেন চলিয়া ।
সেথা বসি' তার সনে আলাপে মাতিয়া ॥
মজিতেছিলেন যবে তামুকের টানে ।
আবার প্রভুর কথা গেল তাঁর কানে ॥
ভক্তসনে প্রভু বুঝি আলাপনে রত ।
নরেন্দ্র নিবিড়মনে চিন্তি' ঐমত ॥
দ্রুতসারে পুনরায় গেলেন সেথায় ।
প্রভু কিন্তু কোনো কথা না কহিয়া তাঁয় ॥
শ্রীমুখ ফিরায়ে নিয়ে—না বসিয়া আর তো ।
শয্যাপরি তৎক্ষণাৎ এলালেন গাত্র ॥
ক্রমে দিবা অবসান সমাগত সন্ধ্যা ।
পূর্ববৎ রয়েছেন শ্রীঠাকুর নন্দা* ॥
অতঃপর শ্রীঠাকুরে প্রণাম করিয়া ।
নরেন্দ্র আপন-গৃহে গেলেন চলিয়া ॥
এরপর সপ্তদিন ক্রমে যবে পার ।
নরেন্দ্র প্রভুর গৃহে হাজির আবার ॥
আগেরি মতন তবে অবহেলা পেয়ে ।
ফিরিয়া গেলেন তিনি আপনার গেহে ॥
এমত গেলেন সেথা কতিপয়বার ।
প্রতিবারই পাইলেন এক-ই ব্যবহার ॥
তবে এক ব্যতিক্রম আছে এইমত ।
ঠাকুরের গৃহে যেতে নরেন্দ্র ভকত
যদি কভু করিতেন যথেষ্ট বিলম্ব ।
ঠাকুরের অস্থিরতা হইত আরম্ভ ॥
নরেনের বাড়ি তাই লোক পাঠাইয়া ।
তাঁহার কুশল-আদি নিতেন জানিয়া ॥
নরেন্দ্র যদিও পান এই ব্যবহার ।
মনে কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই তাঁর ॥
খোলা মনে করিছেন গমনাগমন ।
একদিন প্রভু তাঁরে এইমত কন ॥
"তোর সঙ্গে কোনো কথা বলিনাতো মুই ।
তবুও হেথায় কেন আসছিস্ তুই ??"
নরেন্দ্র দিলেন তবে এ-জবাবখানি ।
"শুনিতে আসিনা আমি আপনার বাণী ॥
আপনাকে মনে মনে খুবই ভালবাসি ।
তাই শুধু আপনাকে দেখিতেই আসি ॥"
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁর ওকথায় ।
পুনরায় এইমত কহিলেন তাঁয় ॥
"পরীক্ষা করিনু তোরে এই খেলা খেলে ।
পালাইয়া যাস্ কিনা অবহেলা পেলে ॥
এতখানি অবহেলা এত অযতন ।
সহিতে পারিত নাকো অন্য কোনজন ॥
ধিক্কারে এখান থেকে পালাইত কবে ।
সাথে সাথে রেগে গিয়া, মনের গজবে
হয়ত আমাকে ক'য়ে অভদ্র বেহায়া ।
আর নাহি মাড়াইত এদিকের ছায়া ॥"
আরেক কাহিনী হেথা ধরিতেছি তুলে ।
একদা বসিয়া প্রভু পঞ্চবটীমূলে ॥
নরেন্দ্রেরে কহিলেন এমতি বয়ান ।
"আমার ভিতরে আছে বিভূতি নানান ॥

* বিষণ্ণ

সে-সকল তোরে আমি দিতে চাই এবে।
নিবি কিনা নিবি তাহা, দ্যাখ্ তুই ভেবে॥"
নরেন্দ্র প্রভুরে তবে শুধালেন ইয়া।
"ঈশ্বরে কি পাওয়া যায় ও-বিভূতি দিয়া ??"
ঠাকুর দিলেন তবে এমত জবাব।
"যদিও হয়না ওতে ভগবানলাভ॥
অসাধ্য সাধিত হয় ও-সকল দিয়া।"
নরেন্দ্র জবাবে তবে কহিলেন ইয়া॥
"তাহ'লে ওগুলো সব থাক্ আপনারি।
আমার ওসবে নাই কোন দরকার-ই॥"
একথা শ্রবণ করি' শ্রীপ্রভু শরণ্য*।
মনে মনে হইলেন অতীব প্রসন্ন॥

সংসারে ও ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা—প্রথম পাদ

নিজের তুলনা করি' নরেন্দ্রের সনে।
শ্রীঠাকুর ক'য়েছেন কোনো একক্ষণে॥
"নরেন্দ্রের মাঝে যেটা, সেটা হ'ল মদ্দা।
মাদীটা র'য়েছে আর এদেহে আবদ্ধা॥"
এদেহ বলিতে প্রভু নিজেরে বুঝান।
পুনঃ হেন ক'য়েছেন প্রভু ভগবান॥
"তাইতো নারীর ভাব এ-দেহের মাঝে।
পুরুষের ভাব সদা নরেন্দ্রে বিরাজে॥
গূঢ় অর্থ কিবা আছে ইহার মাঝার।
এ দাসের পক্ষে তাহা বুঝা অতি ভার॥
একটি অরথ তবে হ'য়ত বা ইহা।
ভগবান লাভ হয় যে-উপায় দিয়া॥
সে-উপায় লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে।
কেহ উহা শুনে আর বিশোয়াস করে॥
কেহ তা গ্রহণ করে বিচার করিয়া।
প্রভু কিন্তু গুরুমুখে ওসব শুনিয়া॥
গুরুর কথাতে রাখি' বিশোয়াস অতি।
সে-সবের অনুষ্ঠানে হইতেন ব্রতী॥

নরেন্দ্রের আচরণ আরেক প্রকার।
যাহা তিনি পড়িতেন শাস্ত্রের মাঝার॥
বিচার করিয়া তাহা নিজবুদ্ধি দিয়া।
তারপরে সেইসব নিতেন মানিয়া॥
এমত চিন্তিয়া বুঝি প্রাণের বঁধুয়া।
তাঁহাদের দুজনারে কহিতেন উহা॥
বিচারেতে সে-নরেন যাইতেন কেন।
তাহার কারণ বুঝি রহিয়াছে হেন॥
নরেন্দ্র গেলেন যবে প্রভুর গৃহেতে।
নানাশাস্ত্র প'ড়েছেন তাহার আগেতে॥
প'ড়েছেন ভারতীয় শাস্ত্র ইতিহাস।
ইংরাজীর কাব্যেতেও মিটাইয়া আশ॥
সুসাহিত্য প'ড়েছেন কত কত আরো।
এমত ভাবটি তাই তাঁর মাঝে গাঢ়॥
'বুদ্ধি দিয়া আগে সবি বিচার করিয়া।
তারপরে সে-সকল লইব মানিয়া॥'
বিচারে অভ্যাস তাঁর এত হ'ল কেন।
আরেক কারণ তার রহিয়াছে হেন॥
পিতৃদেব সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য শিক্ষায়।
অজ্ঞতা আছিল তাঁর সংস্কৃত ভাষায়॥
পারস্যের কবি যিনি হাফেজ নামেতে।
তাঁহার কবিতা পড়ি' নানা সময়েতে॥
তার সাথে মাঝে মাঝে বাইবেল পড়ি'।
পিতৃদেব এ-ধারণা নিয়েছেন গড়ি'॥
চূড়ান্ত অধ্যাত্ম-কথা লেখা আছে ওতে।
কিন্তু তিনি জ্ঞানহীন গীতা ভাগবতে॥
তাইতো পেলেন যবে এমত আভাস।
নরেন্দ্রের জাগিয়াছে ধরমে তিয়াস*॥
বাইবেল আর ঐ হাফেজের গ্রন্থ।
নরেনের হাতে দিয়া পিতৃদেব কন তো॥
"ধরম বলিতে যদি কোন কিছু রহে।
তবে তাহা আছে শুধু এই গ্রন্থদ্বয়ে॥"

* রক্ষাকর্তা

* তৃষ্ণা

গভীর অধ্যাত্মে তিনি মোটে জ্ঞানী নন তো।
তাইতো তাঁহার সার ঐ দুটি গ্রন্থ ॥
ঐসব কবিতা ও বাইবেল প'ড়ে।
রসভোগ করিতেন ক্ষণিকের তরে ॥
তাঁহার মনটি ছিল অর্থ উপার্জনে।
আর তিনি অনুক্ষণ চিন্তিতেন মনে ॥
"অরথ খরচ করি' আপনার সুখে।
বাকীটা করিব দান অপরের দুঃখে ॥
এভাবে করিব সুখী অন্য দশজনে।"
ইহাই চরম লক্ষ্য তাঁহার জীবনে ॥
আঠারশ একাশিতে অশান্ত হিয়ায়।
শ্রীনরেন বসিলেন এফ· এ· পরীক্ষায় ॥
আর যবে সে-পরীক্ষা হ'ল অবসান।
পড়িলেন নানাশাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ॥
'মিল্'—আদি পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ।
যে-সকল মতবাদ ক'রেছে স্থাপন ॥
আগেই সেসব তিনি আয়ত্ত করিয়া।
নূতন পাঠেতে মন দিলেন সপিয়া ॥
পড়িলেন ডেকার্টের 'অহংবাদ' কথা।
'হিউম' 'বেনের' আর ঘোর 'নাস্তিকতা' ॥
ডারউইন লিখেছেন 'অভিব্যক্তিবাদ'।
তাহাও পড়িয়া তিনি মিটালেন সাধ ॥
লিখেছে 'অজ্ঞেয়বাদ' স্পেন্সর, কোঁতে।
জানিলেন জ্ঞানীবর কিবা তত্ত্ব ওতে ॥
লিখেছে স্পাইনোজার এক 'বাদ' আর।
'অদ্বৈতচিদ্‌বস্তু' নাম হয় তার ॥
তাহাও আয়ত্ত করি' নরেন্দ্র সুমতি।
সত্যবস্তু নিরূপণে হইলেন ব্রতী ॥
জার্মানীতে ছিল যারা দার্শনিক-সন্ত।
তাহাদের প্রশংসিত যে-সকল গ্রন্থ ॥
তাহাও পড়িয়া তিনি মিটালেন সাধ।
তাতে আছে ইহাদের নিজ মতবাদ ॥

ফিক্‌টে, শপেনহর, কাণ্ট ও হেগেল।
এ-ছাড়াও আরো নানা জ্ঞানী জাদরেল ॥
আবার জানিয়া নিতে শারীর বিজ্ঞান।
মনে মনে হইলেন ক্রম-আগুয়ান ॥
স্নায়ু আর, মস্তিষ্কের করম জানিতে।
প্রবল বাসনা ক্রমে এল তাঁর চিতে ॥
বন্ধুদের সাথে তাই একত্র হইয়া।
মেডিকেল কলেজেতে গমন করিয়া ॥
ভাষণাদি শুনিতেন আগ্রহে অত্যন্ত।
কভুওবা পড়িতেন সে-সকল গ্রন্থ ॥
এতটা তপস্যা করি' পুস্তকপাঠেতে।
নিশ্চিত ধারণা এল তাঁহার মনেতে ॥
ঈশ্বরলাভের তরে আছে যে উপায়।
তাঁহাকে লভিলে পরে যেই শান্তি পায় ॥
তিলেক আভাসও তার ওসবেতে নাই।
এমত ধারণা পুনঃ মনে পেল ঠাঁই ॥
মানবের ধী*-বুদ্ধির সীমার বাহিরে।
সত্যবস্তু আছে যাহা ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরে ॥
প্রকাশ করিতে তাহা লেখক সকল।
একেবারে পুরোপুরি ব্যর্থ—অসফল ॥
ওমত ধারণা তাঁর মনে যবে এল।
অশান্তির স্রোতবেগ আরো বেড়ে গেল ॥
মনেতে এখন শুধু এমতি চিন্তন।
কি কারণে পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণ ॥
ব্যর্থকাম হইলেন সত্য-নিরূপণে।
তাহার জবাব হেন পাইলেন মনে ॥
তাহাদের আছে শুধু এই ধারণাই।
মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়—এ-যন্ত্র দিয়াই ॥
ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু নিবেন জানিয়া।
নানান রহস্য ** তাই জানিবারে গিয়া ॥
প্রত্যক্ষ করেন তাহা ঐ যন্ত্র দ্বারা।
তারপরে সে-রহস্য বুঝে নেন তাঁরা ॥

* জ্ঞান ** গুপ্ত কারণ

যদিও বা ও-উপায় গ্রহণ করিয়া।
নানাবিধ রহস্যই নিলেন জানিয়া॥
চরম রহস্য যাহা এ-বিশ্বে বিরাজে।
কেহই জানিতে তাহা পারিলেন না যে॥
এতই গভীরে তাহা র'য়েছে লুকিয়ে।
প্রত্যক্ষ হয়না তাহা মানব-ইন্দ্রিয়ে॥
বুঝিতে নারিল তাই এইমত কেহ।
সতত পৃথক কিনা আত্মা আর দেহ॥
তাই তিনি এইমত চিন্তিলেন মনে।
আকাঙ্খা মিটিবে নাকো পাশ্চাত্য-দর্শনে
যদিও বা ত্যজিলেন পাশ্চাত্য দর্শন।
এমতি ধারণা তাঁর মনে অনুখন॥
পাশ্চাত্যের রহিয়াছে যে-জড়বিজ্ঞান।
অতীব উন্নত সেই বিজ্ঞানের মান॥
ঐমত ধারণার বশবর্তী হ'য়ে।
ও-সকল বিজ্ঞানের সহায়তা ল'য়ে॥
যে-সকল তত্ত্ব আছে অধ্যাত্মরাজ্যেতে।
কিংবা যাহা রহিয়াছে মনোবিজ্ঞানেতে॥
সে-সবের পরীক্ষাতে থাকিতেন মেতে।
তাই যবে আসিলেন প্রভুর গৃহেতে॥
অলৌকিক কোন ভাব প্রভুতে হেরিয়া।
ঐমত বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়া॥
করিতেন সে-ভাবের পরীক্ষা নানান।
তাতে যদি হইতেন সন্তুষ্টপরাণ॥
তবেই সে-ভাবখানি হৃদয়েতে গাঁথি'।
সে-ভাবের অনুষ্ঠানে থাকিতেন মাতি'॥
না বুঝিয়া কোন কিছু অনুষ্ঠান করা।
ভয়েতে কারোর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ধরা॥
এসব তাঁহার যেন প্রকৃতিবিরুদ্ধ।
এ-ভাবেও মত্ত সদা নরেন প্রবুদ্ধ॥
"আপন বুদ্ধিতে সব করিব বিচার।
এর ফলে নাস্তিকতা আসিলে আমার॥
তাহাকেই সত্য বলি' ধরিব মনেতে।
কোন কিছু মানিবনা বিনা বিচারেতে॥"
এমতি সংকল্প পুনঃ মনেতে উদয়।
"জীবনের রহস্যাদি যাহা কিছু রয়॥
সে-সবের সমাধান করিবার তরে।
প্রয়োজনে সব কিছু দিব ত্যাগ ক'রে॥
তাতে যদি হয় মোর মরণ—দেহান্ত।
তথাপি এ-কাজে আমি হইবনা ক্ষান্ত॥"
এইকথা গাহিয়াছি পুঁথির ভিতরে।
পাশ্চাত্যের গ্রন্থ-আদি পড়িবার তরে॥
সুতীব্র আকর্ষণ ছিল তাঁর মনে।
আলাপনে গিয়া তাই বন্ধুদের সনে॥
পাশ্চাত্যের মতে থাকি' অতিশয় মত্ত।
বিস্তার করিয়া তাহা করিতেন ব্যক্ত॥
সখারা ওমতি হেরি' ভাবিতেন হেন।
'শ্রীনরেন পাশ্চাত্যের পক্ষপাতী যেন॥
সে-দেশের পুস্তকেতে লেখা থাকে যাহা।
নির্বিচারে শ্রীনরেন মেনে লয় তাহা॥'
একদিন অকস্মাৎ নরেন্দ্র জ্ঞানেশ।
গীতার প্রশংসা-খ্যাতি করিলেন বেশ॥
তাহা শুনি' সখাগণ বিস্মিত অন্তরে।
ও-বারতা আনিলেন প্রভুর গোচরে॥
তাহা শুনি' কহিলেন রামকৃষ্ণদেব।
"হয়ত বা কোন এক পশ্চিমী সাহেব॥
গীতার প্রশংসা করি' কহিয়াছে কিছু।
নরেন্দ্রও তাই হেন কহিতেছে পিছু॥"
'ঈশ্বর অজ্ঞেয়'—ইহা পশ্চিমীরা বলে।
নরেন্দ্র পড়িয়া এই শিক্ষার কবলে॥
যদিওবা হইলেন খুবই প্রভাবিত।
সে-প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ'ল অস্তমিত॥
তিনি যবে আসিলেন প্রভুর সকাশে।
প্রভু তাঁরে কহিলেন "দৃঢ় বিশোয়াসে॥

আকুল প্রার্থনা যদি করে কোনজন।
ঈশ্বর সতত তাহা করেন শ্রবণ॥
তুমি আমি দুজনাতে হেথায় এখন।
যেইমত করিতেছি বাক্যআলাপন॥
ইহার চেয়েও কিন্তু ঈশ্বরের বাণী।
স্পষ্ট ক'রে শোনা যায়—ইহা নাও জানি'॥
ভগবানে দেখা যায় স্পর্শ করা যায়।"
এত কহি' পুনঃ প্রভু কহিলেন তাঁয়॥
"জগতের নিয়ামক পরমঈশ্বর।
বিশোয়াস ল'য়ে হেন মনের ভিতর॥
এ প্রার্থনা করো যদি আকুল অন্তরে।
'হে ঈশ্বর, তুমি এসে দেখা দাও মোরে॥
তুমি যে কেমন তাহা জানিনাকো আমি'।
তা হ'লে দিবেন দেখা জগতের স্বামী॥"
নরেন্দ্র প্রভুর বাণী শুনিয়া শ্রবণে।
নবীন আশার আলো পাইলেন মনে॥
পশ্চিমের দার্শনিক 'হ্যামিলটন' বিজ্ঞ।
দরশন গ্রন্থ এক রচিয়া সুদীর্ঘ॥
সমাপ্তিতে ক'য়েছেন এমতি বচন।
"জগতের নিয়ামক আছে একজন॥
তাঁহার 'আভাসমাত্র' বুদ্ধি দিয়া পায়।
ইহার অধিক তাঁকে জানা নাহি যায়॥
বিভুর স্বরূপ আর কর্মকাণ্ড যাহা।
মানব-বুদ্ধিতে নাহি বুঝা যায় তাহা॥
দরশন শাস্ত্র জানে ও-আভাসই মাত্র।
তারপরে উপস্থিত আধ্যাত্মিক শাস্ত্র॥"
এইকথা নরেন্দ্রের রুচিকর অতি।
সাধনেতে তাই এবে হইলেন ব্রতী॥
তারি সাথে শাস্ত্রাদিও করিতেন পাঠ।
গ্রন্থপাঠ, ধ্যান, গীত—তিনে সদা আঁট॥
ব্রাহ্মদের ধ্যানপথ পরিহার করি'।
ধেয়ান করেন এবে নবপথ ধরি'॥

ব্রহ্মকে সগুণ আর নিরাকার ধ'রে।
ব্রাহ্মরা মগন হন ধ্যানের ভিতরে॥
ঐমত ধ্যান তিনি করিতেন আগে।
এবে আর সেই ধ্যান ভাল নাহি লাগে॥
এখন নূতনভাবে করিছেন ধ্যান।
এ বিষয়ে ক'য়েছেন নরেন্দ্র মহান॥
"হে ঈশ্বর, তব যেই স্বরূপ সম্ভার।
তাহাই দেখিতে মোরে দাও অধিকার॥"
ধ্যানের আগেতে উহা প্রার্থনা করিয়া।
মন থেকে সব চিন্তা দূর ক'রে দিয়া॥
নিবাত নিষ্কম্প এক দীপশিখা-সম।
নিশ্চল করিয়া রাখি' মনটিকে মম॥
যে সময়ে করি আমি ঐমত ধ্যান।
তখন থাকেনা মোর সময়ের জ্ঞান॥
বাটীর সকলে যবে নিদ্রায় মগন।
আমি কিন্তু ধেয়ানেতে থাকিয়া তখন॥
কাটাইয়া দেই কভু সমুদয় রাতি।
ওমত ধেয়ানে আমি একদিন মাতি'॥
লভিয়াছিলাম যেই দিব্যদরশন।
এইমত রহিয়াছে তার বিবরণ॥
"মনের গওভর আমি শূন্য ক'রে দিয়া।
স্থির হ'য়ে রহিয়াছি ধ্যানেতে বসিয়া॥
প্রশান্ত আনন্দধারা বহিতেছে মনে।
অতঃপর সুখধ্যান যথাসমাপনে॥
কী যেন নেশাতে হ'য়ে সমাচ্ছন্ন ভারি।
উঠিতে না চাহিলাম ধ্যানাসন ছাড়ি'॥
অতঃপর আমি বেশ প্রশান্তপরাণে।
আসনেই ব'সেছিনু সে-নেশার টানে॥
সহসা এমতি মোর পুণ্যদরশন।
"সুদিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ আমার ভবন॥
ক্ষণপরে হেরিলাম বিস্ময়েতে অতি।
যেন এক সন্ন্যাসীর অপূর্ব মূরতি

গৃহেতে প্রবেশ করি' আধোনত* মুখে।
স্বল্প দূরে দাঁড়ালেন আমার সমুখে ॥
গৈরিক বসন অঙ্গে হস্তে কমণ্ডলু।
ঔদাসীন্যে আঁখি তারা তন্দ্র ঢুলুঢুলু ॥
অতীব প্রশান্ত তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল।
অন্তর্মুখী ভাবে মন সুস্থির-নিচল ॥
এমতি মূরতি মোরে আকর্ষিত করি'।
স্তম্ভিত রাখিল মোরে ক্ষণকাল ধরি' ॥
তারপরে কিছু যেন কহিবার তরে।
কৃপাদৃষ্টি দান ক'রে আমার উপরে।
সুগম্ভীর মৃদুমন্দ ছন্দিত পদেতে।
অগ্রসর হইলেন আমার পানেতে ॥
ভয়েতে অস্থির আর অভিভূত হ'য়ে।
মুহূর্তের তরে আর সেথা নাহি র'য়ে ॥
ত্যজিলাম ধ্যানাসন খুলিলাম দ্বার।
সাথে সাথে গৃহ থেকে হইলাম বার ॥
বাহিরে আসিয়া মোর এ-চিন্তা উদয়।
কিসের লাগিয়া মোর জাগিল এ ভয় ॥
এমতি চিন্তিয়া আমি সাহসের ভরে।
সন্ন্যাসীর মুখবাণী শ্রবণের তরে ॥
গৃহমধ্যে পুনঃ যবে করিনু প্রবেশ।
ততক্ষণে সে-লীলার সব কিছু শেষ ॥
গৃহমাঝে নাই আর সন্ন্যাসীপ্রবর।
বিষাদে ভরিয়া গেল আমার অন্তর ॥
এ-খেদ উঠিল মোর মনোমাঝে জাগি'।
কেন বা কুমতি হ'ল পলায়ন লাগি ॥
এ জীবনে হেরিয়াছি অনেক সন্ন্যাসী।
ইঁহার মুখের যেই দিব্যভাবরাশি ॥
এতই অপূর্ব তাহা মনোমুগ্ধকর।
চিরতরে গাঁথা তাহা মনের ভিতর ॥
হয়তবা যা দেখেছি—সবি তাহা ভ্রান্ত।
তথাপি এ ধারণায় খুশী মোর প্রাণতো ॥

ভগবান শ্রীবুদ্ধের পুণ্যদরশনে।
কৃতার্থ হইয়াছিনু সে-পুণ্য লগনে ॥

সংসারে ও ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা—দ্বিতীয় পাদ

অধ্যয়ন তপস্যাদি নিরজনে থাকা।
ঠাকুরের কাছে আর যাতায়াত রাখা ॥
নরেন্দ্রের দিন যায় এসব করমে।
এ-চিন্তা উদয় তবে পিতার মরমে ॥
নরেন্দ্র বিবাহ করি' কোন শুভক্ষণে।
প্রবেশ করিবে এবে সংসারজীবনে ॥
প্রয়োজন আছে পুনঃ অর্থকড়ি আয়ে।
শিক্ষিত করিতে তাই আইন-ব্যবসায়ে ॥
বিখ্যাত এটর্ণি যিনি নিমাইচরণ।
তাঁর কাছে নরেনেরে করেন প্রেরণ ॥
এরি সাথে চলিতেছে পাত্রীর সন্ধান।
তারি লাগি নানাজন ব্যস্ত দিনমান ॥
মিলিছেনা তবে কোনো উপযুক্ত কনে।
নরেন্দ্রও না জানি কি চিন্তি' মনে মনে ॥
বিবাহেতে তুলিলেন আপত্তির স্তম্ভ।
বিবাহে ঘটিছে তাই অধিক বিলম্ব ॥
রামতনু বসু লেনে কোন এক ঘরে।
ছিল এক পাঠগৃহ নরেন্দ্রের তরে ॥
কভু কভু আসি' হেথা প্রভু পরমেশ।
নরেন্দ্রেরে দানিতেন নানা উপদেশ ॥
বাবা মার সকরুণ অনুরোধে প'ড়ে।
নরেন্দ্র যাহাতে কভু বিবাহ না করে।
তারি লাগি তাঁরে হেন কহিতেন সাঁই।
"ব্রহ্মচর্য-ব্রত তুমি পালিবে সদাই।
দ্বাদশ বৎসর ধরি' কোন একজন।
অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করিলে পালন ॥
উন্মুক্ত হইয়া গিয়া মেধা নাড়ি তার।
সূক্ষ্মতম বুদ্ধি আসে তাহার মাঝার ॥

* অর্ধেক নোয়ানো

অতি সূক্ষ্ম বিষয়াদি যা আছে ধরায়।
শুধুমাত্র এ-বুদ্ধিতে তাহা বুঝা যায় ॥
অপর বুদ্ধিতে তাহা বুঝা যায় নাযে।
আরেক বিশেষ গুণ ইহাতে বিরাজে ॥
শুধুমাত্র এ-বুদ্ধির সহায়তা নিয়া।
ঈশ্বরে সাক্ষাৎরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ॥
সাধনে সফল হন সাধক সকল।
অপর সকল বুদ্ধি একাজে বিফল ॥"
যেহেতু নরেন্দ্র আর ঠাকুরের মাঝে।
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এক সতত বিরাজে ॥
নরেন্দ্রের পরিবারে নারীগণ যাঁরা।
এইমত চিন্তিলেন সকলেই তাঁরা ॥
ঠাকুরের যুকতি ও প্রভাবেতে প'ড়ে।
নরেন্দ্র থাকিতে চায় বিবাহ না ক'রে ॥
শ্রীনরেন এ-বিষয়ে ক'য়েছেন ইয়া।
"একদিন প্রভু মোর পাঠগৃহে গিয়া ॥
ব্রহ্মচর্য পালনের যে-উপায় আছে।
কহিতেছিলেন তাহা আমার সকাশে ॥
মাতামহী সে-সময়ে আড়ালে থাকিয়া।
কান পেতে সে-সকল শুনিয়া লইয়া ॥
তাহা গিয়া কহিলেন গৃহের সবারে।
এই চিন্তা এল তাই সবার মাঝারে ॥
সন্ন্যাসীর সনে আমি এমত মিশিয়া।
হয়ত যাইব শেষে সন্ন্যাসী হইয়া ॥
সকল স্বজনই উহা চিন্তি' মনে মনে।
বাঁধিয়া ফেলিতে মোরে বিবাহবন্ধনে ॥
চালাইতে লাগিলেন যথেষ্ট প্রয়াস।
তাহাতে তাঁদের তবে পূরিলনা আশ ॥
ঠাকুরের মনে যদি কোন ইচ্ছা থাকে।
খন্ডন করিতে তাহা কে শকতি রাখে ॥
তাই যবে পাকা হয় বিয়ের সম্বন্ধ।
সামান্য কথায় তাহা তৎক্ষণাৎ পণ্ড ॥

আমি যে সতত লই ঠাকুরের সঙ্গ।
গৃহের কাহারো ইহা নহেকো পছন্দ ॥
তবে তাঁরা কোনজন মোর ঐ কাজে।
কোনরূপ বাধাসৃষ্টি করিতেন নাযে ॥"
নরেন্দ্র অতীব প্রিয় আপন সংসারে।
বাল্য থেকে এই ভাব তাঁহার মাঝারে ॥
"স্বাধীন রবেন সদা আহার-বিহারে।
এর লাগি কেহ কিছু কহিলে তাঁহারে ॥
মানিয়া না লইবেন সে-সব বারণ।"
একথা জানিয়া নিয়া আত্মীয় স্বজন ॥
নরেনেরে কোনো কাজে নাহি দেন বাধা।
কোনো কিছু করিতেও না দেন তাগাদা ॥
হয়তো ঘটিবে তাতে বিপরীত ফল।
এ বিষয়ে চুপ তাই গৃহের সকল ॥
তাইতো নরেন্দ্রনাথ আগেরি মতন।
অবাধে প্রভুর কাছে করেন গমন ॥
সে-সময়ে ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গে থাকি'।
পরিয়াছিলেন যেই আনন্দের রাখী ॥
নরেন্দ্র স্মরিয়া সেই মধুময় স্মৃতি।
সখাদেরে ক'য়েছেন এই কথামৃতি ॥
"কতটা পুলকে ছিনু ঠাকুরের কাছে।
সেসব কহিতে মোর ভাষা নাহি আছে ॥
রঙ্গরস, ক্রীড়ারস—এ-রস সমুদ্র।
আধ্যাত্মিক বিচারেতে যদিও বা ক্ষুদ্র ॥
এ সবের মধ্য দিয়া প্রভু ভগবান।
আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাহা করিতেন দান ॥
এতই অজ্ঞাতে তাহা যাইত ঘটিয়া।
বুঝিতে নারিত কেহ মনবুদ্ধি দিয়া ॥
বালকেরে মল্লবিদ্যা শিখাইতে গিয়া।
মল্লবীর আপনাকে সংযত রাখিয়া ॥
নিজশক্তি ইচ্ছামত করিয়া প্রকাশ।
বালকের মনে আনে এই বিশোয়াস ॥

'বালকের শকতিও কিছু কম নারে।
সেও তার গুরুজীরে হারাইতে পারে॥'
কখনো বা মল্লযুদ্ধে গুরু-পালোয়ান।
অধিক প্রয়াসে যেন বালকে হারান॥
কখনো বা যুদ্ধ করি' গুরু-মল্লবীর।
পরাজিত হ'য়ে নিজে নত করে শির॥
এইমত জয় আর পরাজয় দিয়া।
বালকের মাঝে দেয় এ-ভাব গড়িয়া॥
সে-ও হবে একদিন গুরু-মল্লসম।
ওমতনই করিতেন প্রভু প্রিয়তম॥
বিন্দুর ভিতরে সিন্ধু সদা বর্ত্তমান।
ঐমত চিন্তিতেন প্রভু ভগবান॥
আধ্যাত্মিক বীজ যাহা ভকতের আছে।
যে-ফুল ফুটিতে পারে সে-বীজের গাছে॥
যে-ফল হইবে আর সেই ফুল থেকে।
ভাবমুখে শ্রীঠাকুর সে-সকল দেখে॥
ভকতেরে করিতেন উৎসাহ প্রদান।
পুনঃ হেন লখিতেন প্রভু ভগবান॥
অপক্ক* ভকত যারা সংসারে বিরাজে।
তারা যেন কোনরূপ বাসনার মাঝে॥
বদ্ধ বা আসক্ত কভু না হইয়া পড়ে।
তবে যদি ঐমত পড়িত নজরে॥
ভকতেরে সে-বিষয়ে সাবধান করি'।
উপদেশ দানিতেন প্রভু প্রেমহরি॥
যে উপায়ে তবে মোর শ্রীগুরু সুদক্ষ।
ভকতের ও-সকল করিতেন লক্ষ্য॥
এতই কৌশলে তাহা করিতেন তিনি।
বুঝিতে নারিত তাহা কেহ কোনোদিনই॥
নবীন ভকত কেহ একাগ্রতা ল'য়ে।
সাধনেতে কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে॥
রাখিতে নারিত যবে অগ্রগতি তার।
তখনি তাহাকে ডাকি' প্রেমঅবতার॥

সাধকজীবনে তিনি করিতেন যাহা।
ভকতেরে বুঝাইয়া কহিতেন তাহা॥"
পুনঃ হেন কহিলেন শ্রীবিবেক স্বামী।
"ধ্যানেতে সাধন যবে করিতাম আমি॥
ধ্যান লাগি বসিতাম শেষ রজনীতে।
তবে এ বিঘিনী* ছিল সে-ধ্যান করিতে॥
আলমবাজারে যেই চটকল রয়।
সে-কলের বাঁশী বাজে সময় সময়॥
সে-বাঁশীর ফুৎকার এতই প্রচণ্ড।
তাহাতে হইত মোর সুখধ্যান ভঙ্গ॥
উহা যবে আনিলাম প্রভুর গোচরে।
শ্রীঠাকুর এইমত কহিলেন মোরে॥
'যখনি সে-বংশীধ্বনি আসিবে গোচরে।
একাগ্র করিবে মন সে-ধ্বনির 'পরে॥'
সফল হইয়াছিনু ওমতি করিয়া।
আবার একদা আমি ধ্যানেতে বসিয়া॥
সমাধি লভিতে কত করিলাম চেষ্টা।
বিফল হইল তবে প্রয়াসের শেষটা॥
প্রভুরে সে-কথা যবে কহিলাম গিয়া।
বেদান্তসাধন-কথা উল্লেখ করিয়া॥
করিয়াছিলেন যাহা তোঁতাজী গোঁসাই।
আমার তরেও প্রভু করিলেন তাই॥
আমার ভুরুর মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপিয়া।
তীব্র আঘাত দানি' নখ-অগ্র দিয়া॥
কহিলেন এইমত প্রভু গুণধর।
'মনেরে একাগ্র করো ব্যথার উপর॥'
ওমত করিনু যবে উপদেশ নিয়া।
অবাক হইনু আমি এমত বুঝিয়া॥
যে-ব্যথা জাগিয়াছিল ভুরুর মাঝার।
সমানভাবেতে সেই তীব্র ব্যথাভার॥
যতক্ষণ ইচ্ছা হয় বোধ করা যায়।
মনোমাঝে সেই ব্যথা কভু না মিলায়॥

* কাঁচা

* বিঘ্ন-ব্যাঘাত

ওমত ধ্যানেতে যবে থাকিতাম লিপ্ত।
হৃদয় হইত নাকো বিচল বিক্ষিপ্ত ॥
অতীব নির্জন সেই পঞ্চবটীতল।
যাহা ছিল ঠাকুরের সাধনার স্থল ॥
সেখানেই ধ্যানে মোরা হইতাম মগ্ন।
আবার ঘনাতো যবে ক্রীড়ারস-লগ্ন ॥
সেখানেই মাতিতাম কৌতুক ক্রীড়াতে।
শ্রীঠাকুর যথাসাধ্য যোগ দিয়া তাতে ॥
সহায়তা দানিতেন আনন্দবর্ধনে।
কতনা করিনু হেন সে-পুণ্য লগনে ॥
কভুও বা লুকোচুরি কভু ছুটাছুটি।
কভুও বা থাকিতাম বৃক্ষোপরি উঠি' ॥
কভুবা দোলনা গড়ি' মাধবীলতায়।
হরষেতে দুলিতাম সেই ঝুলনায় ॥
কভুও বা মাতিতাম চড়ুইভাতিতে।
প্রথম দিনেতে সেই অনুষ্ঠানটিতে ॥
নিজহাতে ক'রেছিনু সকলি রন্ধন।
শ্রীঠাকুরও ক'রেছেন সে-সব গ্রহণ ॥
এমত ধারণা সদা আমার হিয়াতে।
শ্রীঠাকুর খান শুধু ব্রাহ্মণের হাতে ॥
এ ব্যবস্থা ছিল তাই ঠাকুরের জন্য।
মায়ের পূজাতে দেয় যেই ভোগ-অন্ন ॥
তাহার কিছুটা আনি' দানিব তাঁহায়।
তাহা শুনি' মোরে হেন কহিলেন রায় ॥
"তোর মনে অনুখন শুদ্ধসত্ত্ব রাজে।
তোর হাতে খেলে কোন দোষ হবে না যে ॥"
এবারে আরেক কথা করি নিবেদন।
নরেন্দ্রের ছিল যেই সহচরগণ ॥
ভবনাথ চাটুজ্যে একজন তার।
তার কথা আছে হেন গ্রন্থের মাঝার ॥
ভবনাথ ভক্তিমান প্রিয়দরশন।
বিনয় নম্রতা দিয়া ভরা তার মন ॥

তারি সাথে আছে তার সরলতা-আলো।
শ্রীঠাকুর তাই তাকে বাসিতেন ভালো ॥
রমণীর মতো তার কোমল স্বভাব।
নরেন্দ্রের সনে তার বড় বেশী ভাব ॥
ভবনাথে প্রভু তাই কহেন ঠাটিয়া*।
"জন্মান্তরে ছিলি তুই নরেন্দ্রের প্রিয়া ॥"
বরাহনগরে তার বাসগৃহখানি।
মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের নিজঘরে আনি' ॥
আহারাদি করাতেন বিবিধ প্রকার।
কতদিন দুজনার এইমত পার !!
সাতকড়ি, দাশরথি—এ-দুই নামেতে।
তাঁহাদের দুই বন্ধু ছিল সেখানেতে ॥
মাঝে মাঝে চারিবন্ধু এক সাথে মিশি'।
পুলকেতে কাটাতেন সারাদিবানিশি ॥
আঠারশ চুরাশির প্রথমভাগেতে।
নরেন্দ্র পড়িয়া যান ঘোর বিপাকেতে ॥
হাজির হইয়া তিনি বি. এ. পরীক্ষায়।
দিনগুলি যাপিছেন ফলের আশায় ॥
পিতৃদেব করিতেন পরিশ্রম অতি।
তাহাতে ঘটিল তাঁর স্বাস্থ্য-অবনতি ॥
অকস্মাৎ একদিন রাত্রি দশটায়।
কালরূপী ব্যাধি আসি' গ্রাসিতে তাঁহায় ॥
গোলমাল বাধাইল হৃদপিণ্ড যন্ত্রে।
তাহাতেই মৃত্যু তাঁর ক্ষণকাল অন্তে ॥
বরাহনগরে এক বন্ধুর বাসাতে।
ভকত নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে-রাতে ॥
সে-রাতের আহারাদি সমাপ্ত করিয়া।
সুখদায়ী শয্যামাঝে শায়িত থাকিয়া ॥
নিযুক্ত ছিলেন যবে বাক্য-আলাপনে।
হেমালী নামেতে বন্ধু ঠিক সেইক্ষণে ॥
সে-ঘোর বারতা দিল নরেনের কানে।
শ্রীনরেন চলিলেন কলিকাতা পানে ॥

* ঠাট্টা করিয়া

যথারীতি সমাপিত শ্রাদ্ধ-আদি ক্রিয়া।
ক্রমেতে নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন হইা॥
সংসার র'য়েছে ঘোর বিপাকেতে পড়ি'।
রাখিয়া যাননি পিতা তিল-অর্থকড়ি॥
উপরন্তু আছে তাঁর কিছু কিছু ঋণ।
আত্মীয়গণের এবে অতীব সুদিন॥
পিতার সাহায্য পেয়ে যে-স্বজনগণ।
করিয়াছে নিজেদের উন্নতিসাধন॥
সুযোগ বুঝিয়া তারা বিপদের ক্ষণে।
প্রবৃত্ত হইল সবে শত্রুতাসাধনে॥
এহেন কার্যেও তারা লিপ্ত এইক্ষণে।
উচ্ছেদ করিবে এবে নরেনাদিগণে॥
নরেন্দ্রের সংসারেতে পাঁচ-সাত প্রাণী।
অথচ এ সংসারেতে এত টানাটানি॥
দু'টি অন্নে মিটাবেন জঠরের ক্ষুধা।
তাতেও কৃপণা যেন জননী বসুধা*॥
বসুধার ভাণ্ডারেতে অফুরন্ত অন্ন।
তাহা থেকে নরেন্দ্রের সংসারের জন্য॥
বিলায়ে দিবেন মাতা স্বল্প দুটি দানা।
তাহাতেও তিনি যেন কুণ্ঠিতপরাণা॥
বিমূঢ় হইয়া তাই নরেন্দ্র মহান।
চাকুরীর খোঁজে রত নিশিদিনমান॥
নির্মম বিধাতা বুঝি বামেতে সদাই।
শতচেষ্টা করিয়াও বিফলতা তাই॥
কতটা দুর্দিনে গেল তিন-চারি মাস।
ভাষায় বুঝিবা তাহা হয়না প্রকাশ॥
দুর্দিনের অবসান—সুদূরেতে ঠিকই।
আশার সামান্যতম আলোর ঝিলিকি !!
তাহাও নিমেষ লাগি রাঙ্গালোনা তাঁরে।
জীবন পতিত হেন নিবিড় আঁধারে॥
নরেন্দ্র এসব কথা স্মরণ করিয়া।
আপনার সখাগণে কহিতেন ইয়া॥

"মৃতাশৌচ* যেইদিনে কাটিল আমার।
তারো আগে কর্ম লাগি হইলাম বার॥
অনাহারে নগ্নপদে হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
আবেদন পত্রগুলি হস্তমাঝে নিয়া॥
মধ্যাহ্নের সূর্যের প্রখর রৌদ্রেতে।
ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম নানা অফিসেতে॥
অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর ছিল যারা যারা।
সমব্যথী হ'য়ে মোর কেহ কেহ তারা॥
ঘুরিত আমার সাথে নগরীর পথে।
তবে সদা ফিরিতাম ব্যর্থমনোরথে॥
এভাব মনেতে তাই জাগিত কেবল।
স্বার্থশূন্য ভালবাসা জগতে বিরল॥
বিপদে পড়িয়া আমি বুঝিনু ইহাই।
দুর্বল দীনের স্থান এজগতে নাই॥
দুদিন আগেতে মোর যেসব সখারা।
মনেতে ভাবিত হেন—যদি কভু তারা
"স্বল্পতম সাহায্যও দিতে পারে মোরে।
কৃতার্থ হইবে তারা চিরদিন তরে॥"
এখন না দিয়ে কেহ বিন্দুমাত্র সাড়া।
নিজেরে লুকায়ে রেখে দূরে থাকে তারা॥
পথে ঘাটে হেরি' মোরে মুখটি বাঁকায়।
ক্ষমতা রেখেও তারা পিছু হ'টে যায়॥
এ-ধারণা এল তাই মনেতে আমার।
দানব-রচিত এই জগতসংসার॥"
ওকথা পড়িছে যবে নয়নের আগে।
এ-দীন দাসের মনে এই কথা জাগে॥
এভবসংসারখানা দানবেরি গড়া।
নহিলে জগত কেন অবিচারে ভরা॥
একদিন মা লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে।
লালিত পালিত যিনি ধরণীর বুকে॥
কী বিচারে মা কমলা সেই পুত্রবরে।
ফেলিয়া দিলেন হেন দুর্গতি সাগরে ??

* মৃতের অশৌচ

একদা মা সরস্বতী যে-পুত্রের 'পরে।
আপনার স্নেহসুধা ঢালি' অকাতরে॥
বাণীবিদ্যা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ—এই উপাধিতে।
পরিচিত করালেন এই পৃথিবীতে॥
নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁরে কোন সুবিচারে।
ফেলিয়া দিলেন হেন দুঃখের পাথারে ??
রামকৃষ্ণরূপে যিনি ব্রহ্ম সনাতন।
নরেন্দ্র কতনা তাঁর আদরের ধন॥
একদিন তিনিই তো এই পুত্রবরে।
তাঁহার সমান ব'লে বিঘোষিত ক'রে॥
পরিচিত করালেন গৌরবেতে অতি।
সে-শিষ্যের কেন তবে এতটা দুর্গতি ??
প্রারব্ধ ও কর্মফল—ইহা দিয়া জানি।
মানুষ নিজেই গড়ে নিজ ভাগ্যখানি॥
নরেনের বেলায় তো একথা অচল।
কারণ, তিনি যে এক সূর্য নিরমল॥
সপ্তক ঋষির মাঝে তিনি এক ঋষি।
এ-ভব সংসারে তিনি অমৃত মনীষী॥
তাইতো করমফল অথবা প্রারব্ধ।
তাঁহাকে করিতে নারে কোনরূপে বন্ধ॥
তাহ'লে কী অপরাধে কোন্ মহাপাপে।
দয়াহীন বিধাতার রুদ্র অভিশাপে॥
নির্মল সূর্যও আজি ম্লান অকারণে।
এ কি নহে অবিচার বিধির ভুবনে ??
তাহ'লে ব্রহ্মাণ্ড নহে বিচারের রাজ্য।
অনিয়ম অবিচার হেথা সদা গ্রাহ্য॥
তাই বুঝি দানবের অদৃশ্য ইঙ্গিতে।
অসম্ভব যাহা কিছু রয়েছে সৃষ্টিতে॥
তাহাও সম্ভবে কভু পরিণত হয়।
পশ্চিমেও হয় বুঝি ভানুর উদয়॥
পূরবদিকেতে বুঝি কভু ডুবে সূর্য।
আনন্দলোকেও বাজে বিষাদের তুর্য॥

দিবাভাগে কভু বুঝি রাত্রি এসে যায়।
চাতকের তৃষ্ণা হেরি' জলদ লুকায়॥
রাত্রিভাগে কভু বুঝি এসে থাকে দিন।
জলাভাবে কভু নষ্ট সমুদ্রের মীন॥
চন্দ্রেরও কখনো হয় অসিত* বরণ।
ব্রহ্মারও বুঝিবা হয় অনলে মরণ॥
পবনেরও কভু বুঝি গতিরোধ হয়।
অনাদিরও হ'য়ে থাকে মরণেতে লয়॥
দয়াময়ী মাতা কভু হন দয়াহীনা।
সুরহীনা হয় কভু সরস্বতী-বীণা॥
কমলা করেন কভু কুভক্ষ্য আহার।
সরস্বতী মা করেন বেদে অবিচার॥
যুধিষ্ঠিরও কভু বুঝি করিতেন পাপ।
পর্বত ডিঙ্গায় ভেকে দিয়ে এক লাফ॥
আদ্যাশক্তি জননীরও শক্তি নাহি রয়।
সিংহেরও কখনো হয় শৃগালের ভয়॥
গড়ুরে দংশিতে পারে যে-কোন ভুজঙ্গ।
পতঙ্গে নাশিতে পারে বিশাল মাতঙ্গ**॥
ভূমিকম্প হয় কভু কাশীতীর্থ ধামে।
সাধুরাও রুষ্ট হন রাধাকৃষ্ণ-নামে॥
আরো কত অসম্ভব হয় যে সম্ভব।
স্মৃতির ভাণ্ডারে মোর নাহিকো সে-সব॥
পরিশেষে এইকথা মনে জাগরিত।
এ ভব সংসার নহে দানবরচিত॥
নরেন্দ্র দুঃখেতে তবে পড়িলেন কেন।
তাহার কারণ বুঝি রহিয়াছে হেন॥
যদি তিনি অনুক্ষণ থাকিতেন সুখে।
কি ভীষণ বেদনা যে দরিদ্রের বুকে॥
বুঝিতে না পারিতেন সে-ব্যথার মর্ম।
তাইতো 'জীবের সেবা একমাত্র ধর্ম'॥
—ইহা তিনি বুঝিলেন দুঃখেতে পড়িয়া।
সারাটিজীবন তাই মনপ্রাণ দিয়া॥

* কালো ** হাতী

ঘুচাইতে চাহিলেন জীবদের ব্যথা।
সাথে সাথে ঘোষিলেন এইমত কথা॥
"পালন করিতে ঐ জীবসেবা ধর্ম।
সহস্রেকবার যদি লাহি আমি জন্ম॥
তাতেও আপত্তি মোর উঠিবেনা জাগি'।
মানুষের জীবন তো মানুষেরই লাগি॥
এ সেবায় মিলে যায় পরমঈশ্বর।
এ কথাই বুঝিয়াছে আমার অন্তর॥"
যাহোক এসব কথা এবে ছেড়ে দিয়া।
আগের কাহিনী এবে যাইব গাহিয়া॥
নরেন্দ্র পড়িয়া হেন নিদারুণ দুঃখে।
এইমত কয়েছেন আপনার মুখে॥
"চাকুরীর তরে আমি সমুদয় দিন।
তীব্র রোদে ঘুরিতাম পাদুকাবিহীন॥
একদিন ফোস্কা হ'ল পায়ের তলায়।
কাতরও হইনু বেশ তাহার ব্যথায়॥
এতই বেদনা ক্রমে উদিল সে-পায়ে।
বসিয়া পড়িনু আমি মনুমেণ্ট-ছায়ে॥
সেদিন দুজন বন্ধু ছিল মোর সনে।
স্বান্ত্বনা দানিতে মোর দুঃখপিষ্ট মনে॥
একজন যেই গান ধ'রেছিল মুখে।
তাহার প্রথম কলি গাঁথা এইরূপে॥
'বহিছে কৃপাঘন
ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে॥'
শুনিতেছিলাম যবে ঐ গীতখানি।
শিরমধ্যে দিতেছিল তীব্র ব্যথা আনি'॥
মনেতে এমতি চিন্তা উদিল তখন।
সংসারে আছেন মোর মাতাভ্রাতাগণ॥
কতখানি অসহায় অবস্থাতে পড়ি'।
এখনো র'য়েছে সবে প্রাণটিরে ধরি'॥
নিরাশার অভিমানে বিক্ষুব্ধ হিয়ায়।
সে-গান শুনিয়া আমি কয়েছিনু তায়॥
'নে, নে, চুপ কর্—গাহিস্ নে আর।
অন্ন লাগি যাহাদের নাই হাহাকার॥
স্বচ্ছন্দে করিছে যারা সব খাওয়া-দাওয়া।
তারি সাথে ভোগ করে টানাপাখা-হাওয়া॥
তাদেরি মধুর লাগে ও-কল্পনাবীণ।
আমিও তো ঐমত ছিনু একদিন॥
নিষ্করুণ সত্যে পড়ি' এবে এই গান।
ব্যঙ্গ ব'লে মনে হয় নিশিদিনমান॥'
হয়ত বা বন্ধুবর ঐ কথা শুনি'।
মনেতে ক্ষোভের জাল নিয়েছিল বুনি'॥
দারিদ্রের কী ভীষণ কঠোর পেষণে।
ওকথা কহিয়াছিনু সেই বন্ধুজনে॥
চিরসুখী সখা তাহা বুঝিবে কেমনে।
বুঝিতে তা পারে শুধু ক্ষুধাক্লিষ্টজনে *॥
যেটুকু খাইলে শুধু প্রাণটাই বাঁচে।
সেটুকও খাবার গৃহে আছে কিনা আছে॥
তাহাই দেখিতে আমি কাগভোরে জেগে।
খুঁজিতাম সব কিছু সন্দের আবেগে॥
খুঁজিয়া হইত যবে এই ধারণাই।
গৃহেতে খাবার, অর্থ—কোনো কিছু নাই
নিমন্ত্রণ আছে মোর—ইহা মাকে ব'লে।
গৃহ থেকে তৎক্ষণাৎ আসিতাম চ'লে॥
কোনদিন অতিক্রম সামান্য ভোজনে।
কোনদিন অবসান তীব্র অনশনে॥
অভিমানে মনটিরে ক'রেছিল গ্রাস।
বাহিরে কিছুই তাই করিনি প্রকাশ॥
আমার আছিল যেই ধনী বন্ধুগণ।
তাহারা এখনো কিন্তু আগেরি মতন॥
আমার মুখের গান শুনিবার তরে।
আমায় কহিত যেতে তাহাদের ঘরে॥
সতত সে-অনুরোধ এড়াতে না পেরে।
গানের আনন্দ দিতে সেই সখাদেরে॥

* যে ক্ষুধায় কাতর

মাঝে মাঝে যাইতাম তাহাদের ঘরে।
যে-ব্যথা আছিল তবে আমার অন্তরে ॥
কখনো না করিতাম সে-সব প্রকাশ।
তারাও জানিতে উহা করেনি প্রয়াস ॥
তাহাদের মধ্যে তবে দুই-একজন।
এমত কহিত মোরে কখন কখন ॥
"তোকে আজ হেরিতেছি বিষন্ন দুর্বল।
কি কারণে এইমত হ'য়েছিস্ বল্ ॥"
একজন বন্ধু তবে গোপন প্রয়াসে।
আমার অবস্থা জেনে কাহারো সকাশে ॥
বেনামী পত্রের মধ্যে টাকা গুঁজে দিয়া।
আমার মায়ের নামে দিত পাঠাইয়া ॥
সহায়তা দিয়ে হেন সে-ঘোর দুর্দিনে।
সে মোরে বাঁধিয়াছিল চিরায়ত ঋণে ॥
যে-সকল বাল্যসখা যৌবনে পড়িয়া।
অরথ আয়ের পথ খুঁজে না পাইয়া ॥
আপন চরিত্রধন বিসর্জন দিয়া।
অসৎপথের আয়ে আছিল মাতিয়া ॥
আমার অবস্থা তারা শুনিয়া সকলে।
টানিতে চাহিল মোরে তাহাদের দলে ॥
তখন এমত তারা কহিল আমাকে।
'তাহারাও পড়ি' নানা বেঘোরে বিপাকে ॥
অসৎ-আয়ের পথ নিয়েছে বাছিয়া।'
তাহাদের মুখে উহা শ্রবণ করিয়া ॥
এমত ধারণা মোর জাগিল মনেতে।
যথার্থ ব্যথিত তারা আমার দুঃখেতে ॥
পুনঃ হেন হেরিয়াছি সে-দুঃখের কালে।
মহামায়া থাকি' মোর পশ্চাৎ-আড়ালে ॥
অবিদ্যারূপেতে মোরে যখন তখন।
দেখাইতে লাগিলেন নানা প্রলোভন ॥
কোনো এক ধনবতী আমার উপরে।
নজর রাখিয়াছিল বহুদিন ধ'রে ॥
অবিদ্যারমণী এবে সময় বুঝিয়া।
এমত বারতা মোরে দিল পাঠাইয়া ॥
'তাহাকে বিবাহ করি' নিতে পারি ধন।
ইহাতে হইবে মোর দারিদ্রমোচন ॥'
বিষম অবজ্ঞা আর কঠোরতা দিয়া।
তাহাকে দিলাম আমি বিমুখ করিয়া ॥
আবার আসিয়াছিল একজন নারী।
সেও মোরে দেখাইল প্রলোভন ভারি ॥
কহিলাম তারে আমি "আরে শুনো বাছা!
ছাইভস্মে গড়া তব যেই দেহ-খাঁচা ॥
সে-দেহের কামনাদি পুরাবার তরে।
করিলে তো কত কিছু এতদিন ধ'রে ॥
কালরূপী মৃত্যু তব রয়েছে শিয়রে।
সম্বল রেখেছ কিছু সেই চিন্তা ক'রে?
হীনবুদ্ধি ত্যজি' এবে ভগবানে ডাকো।
তাঁর চিন্তা তাঁর ধ্যানে সদা এবে থাকো ॥"
যদিও চলিতেছিল হেন দুঃখ ঘোর।
বিলোপ হয়নি কভু আস্তিকতা মোর ॥
ঈশ্বর মঙ্গলময়—এমত কথায়।
সন্দেহ জাগেনি কভু আমার হিয়ায় ॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে স্মরিয়া তাঁহায়।
বক্ষখানি বাঁধি পুনঃ নবীন আশায় ॥
বাহিরেতে যাইতাম উপার্জন লাগি।
একদা যখন আমি ভোরবেলা জাগি' ॥
ঈশ্বরের পুণ্যনাম নিতেছিনু মুখে।
জননী শুনিয়া তাহা, আশাহত বুকে
মোরে হেন কহিলেন "থাম্ ছোড়া থাম্।
মুখেতে নিস্‌নে আর ঈশ্বরের নাম ॥
কততো ডাকিলি তাঁরে বাল্যকাল থেকে।
কি ফল লভিলি তুই এত ডাক ডেকে ॥"
মায়ের ওকথা শুনি' মনে পেনু ব্যথা।
সাথে সাথে চিন্তিলাম এইমত কথা ॥

"সত্যিই ঈশ্বর ব'লে কেহ কি আছেন ?
মোদের প্রার্থনা, ডাক তিনি কি শোনেন ?
কত তো প্রার্থনা করি তাঁহার সকাশে
কোনই জবাব তার কভু নাহি আসে ॥
এতটা অশিব* কেন শিবের সংসারে।
জগতে মঙ্গলময় সদা কহে যাঁরে ॥
তাঁহার রাজত্বে এত অমঙ্গল কেন।
তাইতো বিদ্যাসাগর ক'য়েছেন হেন ॥
"ঈশ্বর মঙ্গলময় দয়াময় হ'লে।
লাখো লাখো লোক পড়ি' দুর্ভিক্ষ-কবলে ॥
কেন বা মৃত্যুকে হেন করিছে বরণ।"
এইকথা যবে মোর হইল স্মরণ ॥
ঈশ্বরের প্রতি এল অভিমান অতি।
সন্দেহ জাগিল আর ঈশ্বরের প্রতি ॥
এমত অভ্যাস মোর বাল্যকাল থেকে।
কোন কিছু রাখিনাকো গোপনেতে ঢেকে ॥
মনের সকল কথা দেই প্রকাশিয়া।
তাইতো যেদিন আমি বুঝিলাম ইয়া ॥
'জগতে ঈশ্বর বলি' কোনজন নাই।
থাকিলেও তাঁকে ডাকা নিষ্ফল—বৃথাই ॥
যদিও বা কেহ তাঁকে ডাকে অবিরল।
তাহাতেও কোন কিছু হয়নাকো ফল ॥'
হাঁকিয়া ডাকিয়া আমি মনপ্রাণ খুলি'।
কহিতে লাগিনু সদা ঐ কথাগুলি ॥
এমত রটিল তাই স্বল্পদিন পরে।
"নাস্তিকতা উপস্থিত আমার অন্তরে ॥
যে সকল বন্ধু মোর চরিত্রবিহীন।
তাহাদের সঙ্গে নাকি থাকি নিশিদিন ॥
মদ্যপানে সদা নাকি চুর হ'য়ে থাকি।
বেশ্যালয়ে যেতে নাকি দ্বিধা নাহি রাখি ॥"
অসত্য রটনা হেন রটিল যখন।
ক্রোধ-অগ্নি হৃদয়েতে জ্বলিল তখন ॥

কহিতে লাগিনু তাই হাঁকিয়া ডাকিয়া।
"সংসারের দুঃখকষ্ট ভুলিবারে গিয়া ॥
সুরাপানে কেহ যদি হ'য়ে যায় মত্ত।
অথবা বেশ্যার প্রতি হইয়া আসক্ত ॥
সে যদি দুঃখকে ভুলে সুখী হয় সত্যি।
তাহ'লে ওসবে মোর নাহিকো আপত্তি ॥
আমিও একথা যবে বুঝিব মরমে।
দুঃখ কষ্ট ভোলা যায় ওসব করমে ॥
আমিও যাইব তবে ঐ করমেতে।
পিছু হ'টে আসিবনা কাহারো ভয়েতে ॥"
এমত প্রবাদ আছে 'কথা কানে হাঁটে।'
আমার ও-কথা তাই রটি' পথে ঘাটে ॥
মুখে মুখে ক্রমে তাহা বিকৃত হইয়া।
ঠাকুরের সকাশেতে পঁহুছালো গিয়া ॥
'রটনার কিছু নাকি সত্য—যথাযথ।'
বন্ধুরাও কেহ কেহ চিন্তি' ঐমত ॥
তাদের ধারণা মোরে জানালো ইঙ্গিতে।
তাই আমি চিন্তিলাম অভিমানী চিতে ॥
অন্তরঙ্গভাবে যারা আছে এতদিন।
তারাও ভাবিছে মোরে এতখানি হীন !!
ক্রোধেতে জ্বলিয়া উঠি' ওমতি চিন্তিয়া।
তাহাদের প্রতিজনে কহিলাম ইয়া ॥
'ঈশ্বরে বিশ্বাস করা শাস্তির ভয়েতে।
ঐভাব সদা থাকে দুর্বল মনেতে ॥
ঐ কথা ক'য়েছেন মিল, বেন, কোতে।
আমারো তো পুরাপুরি সায় আছে ওতে ॥'
পুনরায় তাহাদেরে কহিনু ইহাই।
পাশ্চাত্যের দার্শনিক আছেন যাঁরাই ॥
তাঁহাদের মতামত বিচার করিয়া।
যথার্থরূপেতে আমি বুঝিয়াছি ইয়া ॥
'ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাদি নাই।
তাই তাঁকে ডাকাডাকি নিষ্ফল—বৃথাই ॥

* অমঙ্গল

আমার মুখেতে উহা শ্রবণ করিয়া।
দৃঢ়ভাবে ইহা সবে লইল বুঝিয়া॥
নিশ্চয় গিয়েছি আমি অধঃপতনেতে।
এ ধারণা এল পুনঃ আমার মনেতে॥
ঠাকুরের কানে যদি ঐ কথা যায়।
তাঁহারো হয়তো হবে বিশোয়াস তায়॥
এমতি ধারণা যবে এল মোর প্রাণে।
অন্তর ভরিল আরো তীব্র অভিমানে॥
পরে হেন শুনিলাম স্তম্ভিত হইয়া।
ভক্তদের মুখে প্রভু ও-কথা শুনিয়া॥
প্রথমেতে 'হাঁ' বা 'না' কিছু নাহি ক'য়ে।
আছিলেন তিনি বেশ সুগম্ভীর হ'য়ে॥
একদিন ভবনাথ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ঠাকুরের কাছে যবে ক'য়ে দিল ইয়া॥
'নরেন্দ্রের যাহা এবে শুনিবারে পাই।
স্বপনেও তাহা মোরা কভু ভাবি নাই॥'
শ্রীঠাকুর ঐ কথা কানে নাহি ল'য়ে।
ভবনাথে কহিলেন উত্তেজিত হ'য়ে॥
"চুপ কর্ শালা তুই, চুপ ক'রে থাক্।
ভবনাথ উহা শুনি' সভয়ে নির্বাক॥
পুনঃ প্রভু কহিলেন সব ভক্তবৃন্দে।
"আবার করিলে কেহ নরেনের নিন্দে॥
তোদের ওমুখ দেখা ক'রে দেবো বন্ধ।
নরেন্দ্রের 'পরে নাই মোর কোনো সন্দ॥
মাতাই আশ্বাস দিয়ে ক'য়েছেন মোরে।
'নরেন্দ্র পড়িতে নারে কুকাজের ঘোরে॥"
এমতি কহিয়া পুনঃ সে-নরেন কন।
"দারিদ্রের অভিমানে যদিও তখন॥
নাস্তিকতা এসেছিল আমার অন্তরে।
সেই ভাব রহিলনা দীর্ঘদিন ধ'রে॥
ঠাকুরের সাথে মোর সাক্ষাতের পরে।
যে সকল অনুভূতি ল'ভেছি অন্তরে॥
উজ্জ্বল বরণে তাহা উদি' মনাকাশে।
এমত কহিল মোরে নবীন আশ্বাসে॥
"ভগবান র'য়েছেন—ইহা জেনে নাও।
তাঁহাকে লভিতে পথ? রহিয়াছে তাও॥
নতুবা এ জীবকুল সংসারে আসিয়া।
জীবন-ধারণে কেন রহিবে মাতিয়া॥
জীবনের দুঃখ কষ্টে হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত।
সে-পথ খুঁজিতে কভু হ'য়োনাকো ক্ষান্ত॥"
যদিও বা এ-আশ্বাসে ভরিল পরাণ।
তথাপি হয়নি মোর দুঃখঅবসান॥
গ্রীষ্মের পরেতে এল নবীন বরষা।
আমিও হৃদয়ে ল'য়ে নবীন ভরসা॥
করম লাগিয়া এবে বেড়াই একাকী।
একদা সারাটিদিন উপবাসে থাকি'॥
বৃষ্টিতে ভিজিনু আমি সারাদিনভোর।
তারি ফলে অবসন্ন পদযুগ মোর॥
তার চেয়ে বেশী ক্লান্তি আসিল মনেতে।
চলিতে নারিনু তাই বাটীর পানেতে॥
সে-পথ চলায় তাই দানিলাম ক্ষান্তি।
অতঃপর বিনাশিতে সে-বিষম শ্রান্তি॥
কাষ্ঠের পুত্তলি সম হইয়া তখন।
পাশের বাটীর রকে করিনু শয়ন॥
চেতনা আছিল কিনা শয়নের পরে।
সে-বিষয়ে সন্দ আছে আমার অন্তরে॥
এইটুকু তবে মোর র'য়েছে স্মরণে।
নানা চিন্তা নানাছবি বিবিধ বরণে॥
একে একে এল গেল আমার মাঝার।
সহসা এ উপলব্ধি হইল আমার॥
'মনখানি ঢাকা মোর নানা পরদায়।
কী যেন শকতি এক দৈবপ্রেরণায়॥
একে একে সব পর্দা সরাইয়া দিয়া।
এইমত বহু কিছু দিল বুঝাইয়া॥

অশিব র'য়েছে কেন শিবের সংসারে।
প্রথমেতে সে-কারণ বুঝালো আমারে ॥
ঈশ্বর কখনো হন অতীব কঠোর।
কখনো ঢালিয়া দেন করুণা অঝোর ॥
সামঞ্জস্য কিবা আছে এ-দু'য়ের মাঝে।
বুঝাইল তাহা মোরে স্পষ্ট করিয়া যে ॥
এসবের যবে আমি পেলাম কিনারা!
পুলকেতে আপনিই আপনাতে হারা ॥
অসীম শকতি আসি' ভ'রে দিল চিত্ত।
অপার শান্তিতে মোর মনাকাশ সিক্ত ॥
দেহেতে ক্লান্তির আর নাই লেশমাত্র।
গৃহপানে ফিরিবারে তুলিলাম গাত্র ॥
তৎক্ষণাৎ এ-ধারণা উঠিল উদ্ভাসি'।
সাধারণ নর-সম এজগতে আসি' ॥
আপনার পরিজনে করিব যতন।
আপনার সুখভোগে রহিব মগন ॥
জনম হয়নি মোর এ সবের তরে।
আরেক ধারণা হেন জাগিল অন্তরে ॥
পিতামহ-সম আমি লইব সন্ন্যাস।
পুরাবার লাগি তাই ঐ অভিলাষ ॥
গোপনে গোপনে আমি প্রস্তুত যখন।
মনেতে এমতি চিন্তা জাগিল তখন ॥
বারেকের তরে করি' গুরুদরশন।
চিরতরে ছেদিব এ সংসারবন্ধন ॥
ইতিমধ্যে এ-বারতা পঁহুছিল কানে।
শ্রীঠাকুর আসিছেন কলিকাতা পানে ॥
উঠিবেন তিনি কোনো ভকতের ঘরে।
আমিও গেলাম তাই দরশন তরে ॥
আমায় হেরিয়া প্রভু না জানি কি সন্দে।
কহিয়া দিলেন মোরে যেতে তাঁর সঙ্গে ॥
কতনা দেখানু তাঁরে ওজর* নানান।
তিনি কিন্তু সে-সবেতে নাহি দিয়া কান ॥

নিজগৃহে ফিরিলেন আমায় লইয়া।
ভকতের সনে সেথা রহিনু বসিয়া ॥
সহসা পড়িয়া তিনি ভাবের আবেশে।
আমার নিকটে আসি' কয়েক নিমেষে ॥
সস্নেহে জড়ায়ে মোরে বাহুর বন্ধনে।
এই গান গাহিলেন অশ্রুতলোচনে ॥

কথা কহিতেও ডরাই,
না কহিতেও ডরাই।
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমা হারাই, হা-রাই ॥

যে-প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ ধরি'।
সজোরে রাখিয়াছিনু' অবরুদ্ধ করি' ॥
সংবরিতে* নারিলাম সে-ভাবের তোড়।
ঠাকুরের মতো তাই বক্ষদেশ মোর ॥
প্লাবিত হইল ক্রমে নয়নধারায়।
হৃদয় বিনম্র আর এই ধারণায় ॥
যাহা যাহা ঘটিয়াছে ঘটিতেছে মম।
সকলি তা অবগত প্রভু প্রিয়তম ॥
আমাদের ভাব হেরি' সেথাকার সবে।
বিউভল হৃদয়েতে রহিল নীরবে ॥
দুজনার মাঝে এবে যা ঘটিয়া গেল।
কেহই তাহার কিছু বুঝিতে না পেল ॥
ক্ষণিকপরেতে যবে সে-ভকতগণ।
শ্রীঠাকুরে শুধাইল উহার কারণ ॥
শ্রীঠাকুর কহিলেন প্রশান্ত মেজাজে।
"ঐ কিছু হ'য়ে গেল দুজনার মাঝে ॥"
সেদিন নিশিতে প্রভু নিরালায় ডাকি'।
কহিয়াছিলেন মোরে হাতে হাত রাখি' ॥
"জানি তুমি আসিয়াছ মায়েরি করমে।
গৃহত্যাগে ইচ্ছা তব মরমে মরমে ॥
তথাপি যতটাদিন আমি রব ভবে।
তুমিও আমারি লাগি গৃহেতেই রবে ॥"

* আপত্তি—বাহানা

* থামাইতে

এমতি কহিয়া মোরে হৃদয়রঞ্জন।
পুনরায় করিলেন অশ্রুবিসর্জন ॥
বিদায় লইয়া আমি সে-দিনের তরে।
পুনঃ যবে ফিরিলাম আপনার ঘরে ॥
সংসারের শতচিন্তা পুনঃ এল মনে।
বাহির হইনু তাই কর্মঅন্বেষণে ॥
এটর্ণির অফিসেতে আমি এইক্ষণে।
নিয়োজিত হইলাম সামান্য বেতনে ॥
তারি সাথে পুস্তকের অনুবাদ ক'রে।
স্বল্প কিছু আনিতাম সংসারের তরে ॥
দিবস কাটিতেছিল ও-দুই আয়েতে।
সহসা এ-চিন্তা এল আমার মনেতে ॥
ঈশ্বর শোনেন সদা ঠাকুরের কথা।
ঘুচায়ে লইতে তাই আমার দীনতা ॥
প্রার্থনা জানাবো গিয়া প্রভুর সকাশে।
তিনি যদি কন উহা ঈশ্বরের কাছে ॥
দারিদ্র্য ঘুচিবে মোর—সন্দ নাই তায়।
অতেব প্রভুর কাছে গেলাম ত্বরায় ॥
নাছোরবান্দার মতো কহিলাম তাঁরে।
"মাতা আর ভ্রাতাদের কষ্ট নাশিবারে ॥
আপনি বলুন মাকে বারেকের তরে।"
তৎক্ষণাৎ তিনি হেন কহিলেন মোরে ॥
"আমি তো কহিতে নারি ও-সকল কথা।
তুই গিয়া জানা মাকে তোর মনোব্যথা ॥
মানিতে চাস্না তুই জগতের মাকে।
তাইতো পড়িলি হেন বেঘোর বিপাকে ॥"
ইহার জবাবে আমি কহিলাম তাঁকে।
"আমিতো জানিনা কভু জগতের মাকে ॥
আপনি জানান মাকে আমার লাগিয়া।"
ইহার জবাবে প্রভু কহিলেন ইহা ॥
"আমি তো ক'য়েছি মাকে কত শতবার।
দূর করো নরেন্দ্রের সব দুঃখভার ॥
যেহেতু মাতাকে তুই মানিতে না চাস্।
মাতাও দেননা তাই কোনই আশ্বাস ॥"
পুনঃ প্রভু কহিলেন বিগল হিয়াতে।
"আজিকে মঙ্গলবার এই শুভরাতে ॥
মায়ের মন্দিরে গিয়া প্রণমিয়া মাকে।
পার্থনা করিয়া যা-ই জানাবি তাঁহাকে ॥
তাহাই দিবেন তোকে—সন্দ নাই তায়।
সকলি ঘটিতে পারে মায়ের ইচ্ছায় ॥
চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি আপন ইচ্ছাতে।
জগৎ প্রসব করি' মাতেন লীলাতে ॥"
প্রভুর কথাতে এল দৃঢ় বিশোয়াস।
নিশ্চয় হইবে এবে দারিদ্র-বিনাশ ॥
এমতি চিন্তিয়া ছিনু প্রতীক্ষায় রত।
প্রথম প্রহর নিশি ক্রমে যবে গত ॥
ধীরে ধীরে চলিলাম মন্দিরের পানে।
পরমআনন্দ এবে আমার পরাণে ॥
কৃতার্থ হইব মার পুণ্যদরশনে।
মায়ের অমৃতবাণী পশিবে শ্রবণে ॥
এ-সুখ ভাবনা যবে উদিল মনেতে।
নাজানি কি অলৌকিক নেশার টানেতে ॥
আচ্ছন্ন হইল মোর সমুদয় অঙ্গ।
পদযুগে উপস্থিত টলন-তরঙ্গ ॥
সর্ব অঙ্গ হ'য়ে তাই টলমলমান।
আমারে করিয়া দিল বিউভল-প্রাণ ॥
অতঃপর দেউলেতে পশিনু যখন।
অপার বিস্ময়ে হেন পুণ্যদরশন ॥
"মাতা তো মৃন্ময়ী নন—সত্যিই চিন্ময়ী।
অনন্ত প্রাণের উৎসা চির প্রাণময়ী ॥
অনন্ত রূপের চির নির্ঝরিণী ধারা।
অনন্ত প্রেমের ইনি প্রেমময়ী তারা ॥
অনন্ত স্নেহের ছটা প্রকাশিয়া মুখে।
বিরাজিত র'য়েছেন দেউলের বুকে ॥"

এমতি বিস্ময়পূর্ণ দরশন লভি'।
ভকতি প্রেমেতে আমি হতবাক্-ছবি ॥
অতঃপর বারংবার প্রণমন-অন্তে ।
প্রার্থনা করিনু হেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ॥
"বিবেক বৈরাগ্য দাও, দাও জ্ঞান ভক্তি ।
তারি সাথে দাও মোরে এইমত শক্তি ॥
যা-দিয়ে অবাধে পাব তব দরশন।"
এমত প্রার্থনা যবে সুখে সমাপন ॥
সন্তোষে ভরিয়া গেল আমার পরাণ।
সকল চিন্তার আর চিরঅবসান ॥
মাতা শুধু রহিলেন হৃদয় ভরিয়া।
অপূর্ব পুলক তাই মনেতে ধরিয়া ॥
ঠাকুরের কাছে আমি ফিরিলাম যবে ।
শ্রীঠাকুর এইমত শুধালেন তবে ॥
"সংসারের অনটন মোচন লাগিয়া ।
মাকে সব ক'য়েছিস্ প্রার্থনা করিয়া ??"
চমকিয়া উঠে আমি তাঁহার কথায়।
তৎক্ষণাৎ এইমত কহিলাম তাঁয় ॥
"আজ্ঞে না, তাতো আমি ভুলে গেছি ঠায় !
তাইতো, এখন আমি কি করি উপায় !!"
অমনি ঠাকুর মোরে কহিলেন ইয়া ।
"যা—যা, পুনরায় মন্দিরেতে গিয়া ॥
প্রার্থনার কথা সব জানাইয়া আয়।"
আমিও আবার গিয়ে মার আঙ্গিনায় ॥
বিমুগ্ধ হইয়া পুনঃ জননীর প্রতি।
চাহিনু বৈরাগ্য জ্ঞান বিবেক ভকতি ॥
ফিরিয়া গেলাম যবে প্রার্থনার শেষে ।
শ্রীঠাকুর এইমত শুধালেন হেসে ॥
"এবারে নিশ্চয়ই তুই ব'লেছিস্ সব।"
জবাবেতে কহিলাম "ভারি তো তাজ্জব !!
এবারও তো পারিনি তা পার্থনা করিতে।
যখনি মন্দিরে যাই ওসব চাহিতে ॥
কী জানি শকতি এক দৈবপ্রেরণায় ।
ও-সকল কথা মোরে ভুলাইয়া দেয় ॥"
শ্রীঠাকুর কহিলেন "আরে দূর ছোঁড়া !
এবারেও সেথা হ'ল মিছিমিছি ঘোরা !!
জোয়ান মরদ তুই—বেশ জোর দিয়া ।
মনটাকে শক্ত ক'রে বেঁধে-সেঁধে নিয়া ॥
এবার সকলি কিন্তু বল্‌বিই মাকে ।
একথা বিশেষ ক'রে মনে যেন থাকে ॥
বারবার তিন বার—এই শেষ বার ।
এবার না হ'লে কিন্তু হবেনাকো আর ॥
যা —যা, না দাঁড়িয়ে যানা তাড়াতাড়ি।"
প্রভুর কথায় হ'য়ে উৎসাহিত ভারি ॥
নরেন্দ্র গেলেন যবে মন্দির ভবনে।
'জয় মা, 'জয় মা' বলি' আপনার মনে ॥
না জানি কি শ্রীঠাকুর কহিলেন মাকে ।
যাহাতে নরেন্দ্রনাথ বিপাকে না থাকে ॥
মাকে বুঝি শ্রীঠাকুর কহিলেন তাই ।
এদিকে নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে গিয়াই ॥
যেইমাত্র তাকালেন জননীর পানে।
দারুণ লাজের ছটা জাগিল পরাণে ॥
তারপরে এ বিষয়ে ঘটিয়াছে যাহা।
নরেন্দ্র নিজেই হেন ক'য়েছেন তাহা ॥
"এমত ভাবনারাশি এল মোর মনে।
মাতাকে এ-তুচ্ছ কথা কহিব কেমনে ॥
শ্রীঠাকুর এইমত সততই কন।
'নৃপতির প্রসন্নতা লভি' কোনজন ॥
তার কাছে লাউ-কুমড়ো যদি ভিক্ষা চায়।
তার চেয়ে মূর্খ আর কে আছে ধরায় ॥'
এতখানি হীনবুদ্ধি মম মনাকাশে।
অরথ মাগিয়া লবো মায়ের সকাশে !!
ঘৃণায় মরিনু যেন ওমতি চিন্তিয়া।
তাই মাকে বারংবার প্রণাম করিয়া ॥

এমতি প্রার্থনা শুধু জানালাম মাকে।
'বিবেক ভকতি জ্ঞান দাও মা আমাকে ॥'
যখন ফিরিনু পুনঃ সে-দেউল থেকে।
ঘটনার আদ্যপ্রান্ত চিন্তা ক'রে দেখে ॥
বুঝিলাম—এ সকল ঠাকুরেরি খেলা।
নহিলে মায়ের কাছে প্রার্থনার বেলা ॥
বারংবার পড়ি কেন ভ্রান্তির ভিতরে।
অতঃপর পঁহুছিয়া ঠাকুরের ঘরে ॥
অতিশয় জোর দিয়া কহিলাম তাঁয়।
"আপনিই দিতেছেন ভুলিয়ে আমায় ॥
সংসারে র'য়েছে মোর মাতাভ্রাতাগণ।
তাঁহাদের যাতে হয় গ্রাস-আচ্ছাদন ॥
আপনি করিয়া দিন ব্যবস্থা তাহার।"
জবাবেতে কহিলেন প্রেমঅবতার ॥
"আমিতো ওসব কথা পারিনা কহিতে।
তুই কেন পারিলিনা ওসব চাহিতে ??"
আমি তাঁরে কহিলাম "শুনিবনা তাহা।
কোনমতে যাতে হয় দৈন্যের সুরাহা ॥
করিতে হইবে তাহা আপনাকে এবে।
সুগভীর বিশোয়াসে দেখিয়াছি ভেবে ॥
আপনি মুখেতে যদি একবার কন।
নিশ্চয় রবেনা এই দৈন্য-অনটন ॥"
সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপি' প্রভুর উপরে।
তাঁহাকে ওকথা যবে কহিনু সজোরে ॥
কহিলেন তিনি হেন ক্ষণকাল অন্তে।*
"অসুখী হবেনা তাঁরা মোটা অন্নবস্ত্রে ॥"
যে কাহিনী কহিলেন নর-নারায়ণ।
তাঁহার জীবনে ইহা বিশেষ ঘটন ॥
ঈশ্বরের উপরেতে মাতৃভাব ধরা।
প্রতিমায় ঈশ্বরের উপাসনা করা ॥
নিগূঢ় অরথ এর রহিয়াছে যাহা।
নরেন্দ্রের কাছে ছিল অবিদিত** তাহা ॥
মন্দিরেতে দেবতার মুরতি হেরিয়া।
তাচ্ছিল্যে তাঁহার মন যাইত ভরিয়া ॥
ভকতি জাগিত নাকো হেরি' ও-সমস্ত।
এখন সেভাব তাঁর চিরতরে অস্ত ॥
৺জননীকে পূজাসেবা তপস্যার মাঝে।
আধ্যাত্মিক ভাবাদির যে-রহস্য রাজে ॥
ভকতির সহায়ে তা নিলেন বুঝিয়া।
নবীন আলোকে তাই উচ্ছলিত হিয়া ॥
কতখানি খুশী এতে শ্রীপ্রভু দয়াল।
বুঝিয়া নিলেন তাহা বৈকুণ্ঠ সান্যাল ॥
যে-রাতে নরেন্দ্রনাথ মন্দিরেতে গিয়া।
ভকতি, বৈরাগ্য, জ্ঞান নিলেন মাগিয়া ॥
তাহার পরের দিন মধ্যাহ্নবেলায়।
ঠাকুরের গৃহে গিয়া সান্যাল মশায় ॥
অতীব বিস্ময়ভরে হেরিলেন যাহা।
আপনারি মুখে হেন ক'য়েছেন তাহা ॥
"সেদিন প্রভুর গৃহে দ্বিপ্রহরে গিয়া।
দেখিলাম—শ্রীঠাকুর আছেন বসিয়া ॥
নরেন্দ্র আছেন সেই গৃহেতে শয়ান।
পুলকে উৎফুল্ল যেন প্রভু ভগবান ॥
তাঁহার সকাশে গিয়া প্রণমিনু যবে।
নরেন্দ্রে দেখায়ে প্রভু কহিলেন তবে ॥
'ওরে দ্যাখ্, ও-ছেলেটি ভাল অতিশয়।
নরেন্দ্র উহার নাম—জানো মনে হয় ॥
"আগে ও মানিতনাকো জগতের মাকে।
গতকাল ঠিকঠিক মানিয়াছে তাঁকে ॥
বিষম দারিদ্র্যে পড়ি' পাইতেছে ক্লেশ।
উহারে দিলাম আমি এই উপদেশ ॥
'টাকাকড়ি মাগিয়া নে মায়ের সকাশে।'
চাহিতে নারিল তাহা জননীর কাছে ॥
সে-সব চাহিতে নাকি লাজ এসে যায়।
ফিরিয়া আসিয়া তাই কহিল আমায় ॥

* পরে ** অজানা

'মা ত্বংহি তারা' নামে যেই গান আছে।
সে-গান শিখিব এবে আপনার কাছে॥'
সে-গান গেয়েছে কাল সারানিশি ধ'রে।
এখন র'য়েছে তাই সুখনিদ্রাঘোরে॥"
পুনঃ প্রভু কহিলেন হেসে মন্দমন্দ*।
নরেন্দ্র মেনেছে কালী—আহা কি আনন্দ !!
'নরেন্দ্র মেনেছে কালী'—শুধু একথাই।
পুলকে নানানভাবে কহিলেন সাই !!
সে-রাতে যে-গানখানি গাহা হ'ল তথা।
এইমত রহিয়াছে সে-গানের কথা॥

(আমার) মা ত্বংহি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা॥
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী।
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে।
তুমিই আদ্যমূলে গো মা।
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে,
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকুলের ত্রাণ-কর্ত্রী।
সদাশিবের মনোহরা॥

অপরাহ্নে শ্রীনরেন সুখনিদ্রাশেষে।
প্রভুর নিকটদেশে বসিলেন এসে॥
বিদায় মাগিয়া বুঝি প্রভুর সকাশে।
ফিরিবেন এইবার আপন আবাসে॥
ঠাকুর তখন কিন্তু ভাবের আবেশে।
বসিলেন নরেন্দ্রের গাত্রদেশ ঘেষে॥
এতখানি ঘেষিলেন ক্রমে স'রে স'রে।
বসিয়া আছেন যেন নরেন্দ্রেরি ক্রোড়ে॥
নরেনে দেখায়ে পরে অঙ্গুলী নির্দেশে।
কহিলেন মোরে প্রভু স্মিতহাসি হেসে॥

"আমিও যা, এটাও তা—কোনো ভেদ নাই।"
আবার জোরের সনে কহিলেন সাই॥
"সত্যি সত্যি কহিতেছি—কোনো ভেদ নয়।
গঙ্গার জলেতে যদি লাঠি ফেলা হয়॥
উপরে ও নীচে যেন দু'ভাগ দেখায়।
আসলেতে ভাগাভাগি কিছু নাহি তায়॥
একটি লাঠিই কিন্তু থাকে অনুখন।
আমি ও নরেন্দ্র যেন ঠিক সেমতন॥"
পুনরায় কহিলেন প্রভু প্রেমময়।
"মাতা ছাড়া এ জগতে কিবা আর রয়॥
বহু কিছু কহি' হেন সে-ভাবের ঘোরে।
'এখন তামাক খাব' কহিলেন মোরে॥
তামাক সাজায়ে নিয়া অতি ব্যস্তভরে।
তাঁহাকে দিলাম আমি হুঁকোটিকে ধ'রে॥
হুঁকোটি ধরিয়া হাতে প্রভু ভগবান।
তাহাতে মারিয়া দিয়া দুই এক টান॥
'কলকেতে খাব এবে' ইহা ক'য়ে দিয়ে।
হুঁকোটি আমার হাতে দিলেন ফিরিয়ে॥
কলকেতে মেরে তবে দু'চারিটি টান।
নরেন্দ্রেরে কহিলেন প্রভু ভগবান॥
"এই নে, আমার হাতে তামাক খেয়ে নে।"
এত কহি' শ্রীঠাকুর কলকেটে এনে॥
ধরিলেন নরেন্দ্রের মুখের নিকটে।
ইহা হেরি' নরেন্দ্রের লাজ পেল বটে॥
নরেন্দ্রের লাজ হেরি' শ্রীঠাকুর রায়।
ভর্ৎসনা করিয়া হেন কহিলেন তাঁয়॥
"তোর মধ্যে এতখানি হীনবুদ্ধি কেন।
বারংবার তোরে আমি কহিয়াছি হেন॥
তোর ও আমার মাঝে কোন ভেদ নাই।"
এমতি কহিয়া পুনঃ প্রেমময় সাই॥
কলকেটি ধরিলেন নরেন্দ্রের মুখে।
অগত্যা নরেন্দ্রনাথ স্বল্প কিছু ফুঁকে॥

* ধীরে ধীরে

ঠাকুরের হস্তোপরি মুখটি লাগিয়ে।
তামাকেতে কোনক্রমে দুই টান দিয়ে।
নীরবেতে বসিলেন লাজিত*হিয়াতে।
ঠাকুর তখন সেই এঁটো-সেঁটো হাতে।
আবার উদ্যত যবে তামাকু সেবায়।
নরেন্দ্র ব্যস্ততা ল'য়ে কহিলেন তাঁয় ॥
"আপনি হাতটি ধুয়ে খান এইবার।"
তাহা শুনি' কহিলেন প্রেমঅবতার ॥
দূর শালা! চুপ কর্—তোর হ'য়েছে কি ?
তোর সেই হীনবুদ্ধি যায়-ই নাতো দেখি ॥"
এমতি কহিয়া প্রভু সেই এঁটো হাতে।
সুখটান মারিলেন সেই কলিকাতে ॥
ইহা হেরি' এই চিন্তা এল মোর মনে।
খাবারের অগ্রভাগ দিলে কোনজনে।
এঁটো বলি' সেই খাদ্য খাননাকো রায়।
আজ কিন্তু শ্রীঠাকুর না পড়ি' দ্বিধায়।
নরেন্দ্রের এঁটো খেয়ে হইলেন তৃপ্ত।
তাইতো হইনু আমি বিস্ময়িত-চিত্ত।
আবার ভাবিনু হেন বিস্মিত অন্তরে।
কতখানি ভালবাসা নরেন্দ্রের 'পরে !!
আটটি ঘটিকা নিশি বাজিল যখন।
আমি ও নরেন্দ্রনাথ ফিরিনু তখন ॥
এইমত ঘটনার কিছুদিন পরে।
ভকত নরেন্দ্র হেন-কয়েছেন মোরে ॥
"ঠাকুরই কেবলমাত্র এই বসুধাতে**।
অবিচল বিশোয়াস রাখেন আমাতে ॥
প্রথম যেদিন আমি হেরিলাম তাঁয়।
সেদিন থেকেই তিনি অটল হিয়ায়।
মোর প্রতি রাখিছেন সম বিশোয়াস।
কোনদিন বিন্দুমাত্র হয়নি তা হ্রাস ॥
মাতা ভ্রাতা গৃহে মোর আছেন যাঁরাই।
তাঁদেরও আমার প্রতি অত আস্থা নাই ॥
তাঁর এই ভালবাসা বিশ্বাসের কাছে।
মোর মন চিরতরে বাঁধা পড়িয়াছে ॥
ভালোবাসা কাকে বলে, কিরূপে তা দানে।
ঠাকুর ব্যতীত তাহা কেহ নাহি জানে ॥
তিনিই বাসেন ভালো নিঃস্বার্থ অন্তরে।
বাকীরা কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধি তরে ॥
ভালবাসা দেখাইয়া করে শুধু ভান।
সে-ভালবাসাতে নাই তিলমাত্র প্রাণ ॥"
এ কাহিনী এইখানে সমাপ্ত করিয়া।
প্রভুর চরণপদ্মে নিতেছি নমিয়া ॥

ঠাকুরের ভক্তগণ ও নরেন্দ্রনাথ

যোগে থাকি' শ্রীঠাকুর কোন একক্ষণে।
হেরিয়াছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গগণে ॥
আঠারশ তিরাশির মধ্যভাগ থেকে।
উহারা প্রভুর কাছে এল একে একে ॥
আঠারশ চুরাশির মধ্যভাগ যবে।
উহাদের আগমন শেষ হ'ল তবে ॥
একালে নরেন্দ্রনাথ বেশ অনটনে।
শ্রীরাখাল গিয়েছেন মধু বৃন্দাবনে ॥
অন্তরঙ্গ কেহ যবে আসিত প্রথম।
তার আগে কহিতেন প্রভু প্রিয়তম ॥
"আজ কেহ আসিতেছে পূর্বদিক থেকে।"
বুঝিবা ভাবেতে উহা লইতেন দেখে ॥
হাজির হইত যবে সে-ভকতজন।
'এখানের লোক তুমি' কহি' এমতন ॥
সাদরে গ্রহণ করি' বসাতেন তায়।
আবার কারোরে হেরি' প্রভু প্রেমরায় ॥
তার সাথে ধর্মালাপ করিবার তরে।
অপেক্ষায় থাকিতেন ব্যাকুল অন্তরে ॥
নবীন ভকত এলে ধর্মলাভ তরে।
স্বভাব সংস্কার তার নিরীক্ষণ ক'রে ॥

* লজ্জিত ** পৃথিবীতে

ঐমত স্বভাবের কোন ভক্তসনে।
পরিচয় করাতেন নব ভক্তজনে ॥
অবসরকালে যাতে সেই দুইজন।
করিয়া লইতে পারে ধর্মআলাপন ॥
পরিচয় করাতেন তাহারি লাগিয়া।
আবার কখনো প্রভু করিতেন ইয়া ॥
আপনিই গিয়া কোন ভকত-আগারে।
বুঝাইয়া কহিতেন গৃহের সবারে।
তাহাদের ছেলে যদি তাঁর কাছে যায়।
গৃহের কেহই যেন বারেনাকো তায় ॥
অন্তরঙ্গ কেহ যবে আসিত প্রথম।
নিরজনে ডাকি' তারে প্রভু প্রিয়তম।
কহিতেন সে-ভকতে ধ্যান করিবারে।
ধ্যানকালে দিব্যাবেশে পরশিয়া তারে ॥
করিতেন সে-জনার অন্তর্মুখী মন।
তারি ফলে তৎক্ষণাৎ ঘটিত এহন ॥
ধরম-সংস্কার যাহা রহিয়াছে তাতে।
জাগিয়া উঠিত তাহা সে-দিব্য ছোঁয়াতে ॥
শ্রীপ্রভুর এইমত পরশের ফলে।
নানাকিছু লভিতেন ভকত সকলে ॥
কাহারো হইত তাতে জ্যোতিদরশন।
কাহারো বা জ্যোতির্ময় দেবদরশন ॥
কাহারো গভীর ধ্যান, কারো প্রেমানন্দ ॥
কাহারো বা ভাবাবেশে অশ্রুসিক্ত গণ্ড* ॥
কারো বা ঈশ্বর লাগি ব্যাকুলতা চিতে।
কোনজন নিমগন ভাবসমাধিতে ॥
কেহ বা কাটায়ে নিয়া মোহপাশ সবি।
নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস লভি'।
ধরমীয় জীবনেতে হইতেন ধন্য।
নরেন্দ্র কেবল সেই ভকত অনন্য ॥
আবার কখনো মোর প্রভু ভগবান।
আণবী** মন্ত্রের দীক্ষা করিতেন দান ॥

এর লাগি পূজা পাঠ কোষ্ঠির বিচার।
কিছু নাহি করিতেন প্রেমঅবতার ॥
জনম জনম ধ'রে ভকতের মাঝে।
মানসিক সংস্কার যা কিছু বিরাজে ॥
যোগদৃষ্টি সহায়েতে সেসব বুঝিয়া।
'তোর এই মন্ত্র'—ইহা দিতেন কহিয়া ॥
মহান পুরুষ যারা ধরার ভিতরে।
যে-দিব্য শকতি থাকে তাঁদের অন্তরে।
প্রবেশ করায়ে তাহা ভকতের চিতে।
ধরমের পথে তাকে পারেন টানিতে ॥
অন্তরঙ্গ ভকতেরা ভবে আসে যারা।
ও-কৃপায় ধন্য হয় সকলেই তারা ॥
গণিকা, দুষ্কৃতি যারা পাপী ব'লে গণ্য।
তারাও ও-কৃপালাভে কভু হয় ধন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য আর।
রামকৃষ্ণ-আদি সব ঈশ্বরাবতার।
সময়ে সময়ে আসি' ধরার মাঝারে।
অধর্মের গ্লানিরাশি দূর করিবারে ॥
অনন্য ভকতে দেন ও-দিব্য শকতি।
চিন্তিতেন এইমত প্রভু প্রাণপতি ॥
যে-ভাব রয়েছে সদা যাহার মাঝারে।
সে-ভাব বিনাশ করা কভু ঠিক নারে ॥
সংসারের ভাবে থাক্ সংসারানুরাগী।
তিয়াগের ভাবে থাক্ তিয়াগী বৈরাগী ॥
বালকেরা থাক্ সদা বালকের মতে।
যুবক বৃদ্ধরা থাক্ নিজ ভাবব্রতে ॥
সাকার বা নিরাকার যে-মতের যারা।
নিজস্ব মতেই সবে থাকুক্ তাহারা ॥
সময় হইলে পরে সমুদয় ভক্ত।
নিজেই বুঝিয়া নিবে—কিবা সত্যাসত্য ॥
ঠাকুর ছিলেন সদা ঐ চিন্তা নিয়া।
তাঁহার ভকতগণ উহারি লাগিয়া ॥

* গাল ** প্রচলিত মন্ত্রদীক্ষা

মনোমাঝে রাখিতেন এই বিশোয়াসা*।
প্রভুর আমারি প্রতি বেশী ভালবাসা॥
ইহার কাহিনী এক আছে এমতন।
"বলরাম বসু নামে যে-ভকতজন॥
বৈষ্ণব-বংশেতে তাঁর জনম জগতে।
পরমবৈষ্ণব তিনি সবাকার মতে॥
সংসারী হ'য়েও তিনি অসংসারীচিত্ত।
যদিও র'য়েছে তাঁর সুবিপুল বিত্ত॥
তবুও সতত তিনি অভিমানহীন।
অহিংসা-নীতিতে সদা মন তাঁর লীন॥
প্রথম দিনেতে প্রভু তাঁহাকে হেরিয়া।
'এখানের লোক ও যে' এমতি কহিয়া॥
সাদরে গ্রহণ করি' এ-ভকতবরে।
কহিয়াছিলেন হেন অতি খুশীভরে॥
"ভাবের আবেশে আমি একদা যখন।
হেরেছিনু চৈতন্যের মধুসংকীর্তন॥
বলরামে হেরেছিনু সে-কীর্তনে মত্ত।
সামান্য নহেকো তাই বলরাম ভক্ত॥
গৌরাঙ্গের ছিল যেই সাঙ্গপাঙ্গগণ।
বলরাম তাহাদেরি অন্যতমজন॥"
প্রথমে ছিলেন তিনি বৈধী-ভকতিতে।
পাঁচঘণ্টা কাটাতেন পূজা-স্তবাদিতে॥
যবে তিনি উপস্থিত প্রভুর নিয়ড়ে।
সে-বৈধী ভকতি ক্রমে অতিক্রম ক'রে॥
অধ্যাত্ম-জগতে হ'য়ে দ্রুত অগ্রসর।
নির্ভরতা স্থাপিলেন ঈশ্বরের 'পর॥
দারাপুত্র ধনজন যা ছিল তাঁহার।
ঈশ্বরের 'পরে দিয়া সে-সবের ভার॥
সংসারেতে থাকিতেন দাসের মতন।
এমতি চিন্তায় আর সতত মগন॥
"ঠাকুরের পূতসঙ্গে যথাসাধ্য থাকি'।
তাঁহারি চরণপদ্মে মন দিব রাখি'॥"

ওমতি চিন্তিয়া নিয়া বলরাম ভক্ত।
ঠাকুরের কৃপালাভে হ'লেন সমর্থ॥
প্রভুর কৃপাতে হেন প্রশান্তি লভিয়া।
নিজেই কেবলমাত্র তৃপ্ত না থাকিয়া॥
স্বজনগণেরও যাতে সেই শান্তি আসে।
তাদেরে নিলেন তাই প্রভুর সকাশে॥
অতঃপর তাঁর সব প্রিয় বন্ধুবরে।
প্রভুর চরণপদ্মে আনয়ন ক'রে॥
করিলেন তাহাদেরো শান্তির উপায়।
যেহেতু অহিংসানীতি তাঁহার হিয়ায়॥
মশকাদি কীটে তাঁরে করিলে দংশন।
মনেতে উদিত তাঁর এমতি চিন্তন॥
উহাদেরে বধ করা সমীচীন নহে।
তাইতো মশককুল উপাসনাক্ষণে॥
এমনি দংশিত তাঁরে—অঙ্গ যেত ফুলে।
তবু নাহি বধিতেন** সে-মশককুলে॥
যদিও কামড়ে তাঁর হৃদয় বিক্ষিপ্ত।
তবুও হিংসায় নাহি হইতেন লিপ্ত॥
পরিশেষে এ বিষয়ে ঘটিয়াছে যাহা।
বলরাম এইমত ক'য়েছেন তাহা॥
"একদা হইনু আমি এ-চিন্তায় লিপ্ত।
'আমার হৃদয়খানি নানাভাবে ক্ষিপ্ত॥
বিক্ষিপ্ত চিত্তকে তাই সমাহিত ক'রে।
রাখিতে হইবে তাহা ঈশ্বরের 'পরে॥'
মনে মনে ঐমত চিন্তা ক'রে নিয়া।
পুনরায় এ-চিন্তায় উঠিনু মাতিয়া॥
সমুদয় সাধনার উহা যদি লক্ষ্য।
মশক-নিধনে তবে কেন মোর বক্ষ।
অধর্ম হইবে ব'লে ওঠে শিহরিয়া।
তাইতো আবার যদি মশক আসিয়া॥
উপাসনা-কালে মোরে করেই বিরক্ত।
তাদেরে বধিব আমি মন করি' শক্ত॥

 * বিশ্বাস ** বধ করিতেন

যদিও নিলাম শেষে ওমতি সিদ্ধান্ত।
হৃদয় সংশয়ে তবু বিচল বিভ্রান্ত ॥
অহিংসা পালনে আমি আজীবন ব্রতী।
শেষে কি হিংসার কাছে জানাইব নতি !!
এ বিষয়ে মতামত জানিবার আশে।
একদিন চলিলাম প্রভুর সকাশে ॥
পথে যেতে মনে এল এই চিন্তা-প্রেক্ষা*।
"প্রেমময় শ্রীঠাকুর আমার অপেক্ষা ॥
অধিক অহিংস আর প্রেমানুরঞ্জন।
তাইতো একদা যবে কোন একজন ॥
সুকোমল শ্যামায়িত তৃণদল দলি'।
মন্দিরপ্রাঙ্গন দিয়া গিয়েছিল চলি' ॥
তৃণদেরও প্রাণ আছে—এমতি চিন্তায়।
কত ব্যথা পেয়েছেন প্রভু প্রেমরায় ॥
সামান্য কারণে যিনি ব্যথিত এমতি।
তিনি কি মশকবধে দিবেন সম্মতি !!
যাহোক সম্মতি তাঁর যদি না-ই মেলে।
বিশেষ মঙ্গল হবে সেইখানে গেলে ॥
বারেক লভিয়া তাঁর পুণ্যদরশন।
পবিত্র করিয়া লব প্রাণ তনু মন ॥"
এমতি ধারণা ল'য়ে মনের মাঝারে।
পঁহুছিনু যবে তাঁর গৃহের দুয়ারে ॥
অপার বিস্মিত আমি এইমত দেখে।
ছারপোকা বেছে বেছে উপাধান** থেকে ॥
সে-গুলিরে শ্রীঠাকুর করিছেন হত্যা।
তখন হারায়ে যেন আপনার সত্তা ॥
প্রভুর নিকটে যবে দাঁড়ালাম আমি।
বালিশ দেখায়ে মোরে কহিলেন স্বামী ॥
"বড় বেশী ছারপোকা এটার ভিতরে।
দিবারাত্র এ-গুলিতে কামড়ায় মোরে ॥
কামড়ে কখনো মোর দেহ ফুলে যায়।
ঘুমোতে পারিনা মোটে এদের জ্বালায় ॥
কাজের সময়ে ঘটে চিত্তের বিক্ষেপ।
তাইতো এগুলি আমি মেরে ফেলি স্রেফ ॥"
বাকী কিছু রহিলনা শুধাইতে তাঁয়।
সন্দেহ ঘুচিল মোর প্রভুর কথায় ॥
স্তম্ভিত হইনু তবে এমতি চিন্তায়।
দু'তিন বরষ ধরি' আসিছি হেথায় ॥
দিবসে নিশিতে হেথা রহিয়াছি কত।
তাঁহাকে হেরিনি কভু এইকার্যে রত ॥
নিজে নিজে পাইলাম মীমাংসা ইহার।
আগেই কখনো যদি প্রেমঅবতার ॥
ছারপোকা মারিতেন আমার সমুখে।
দারুণ বেদনা আমি পাইতাম বুকে ॥
বিনষ্ট হইত তাতে ভাবধারা মোর।
অশ্রদ্ধা আসিত তাই তাঁহার উপর ॥
সময় বুঝিয়া তাই প্রভু ভগবান।
সমুচিত শিক্ষা মোরে করিলেন দান ॥"
এমত পুঁথিতে আগে র'য়েছে লিখন।
শ্রীপ্রভুর যে-সকল অন্তরঙ্গজন ॥
তাঁরাই কেবলমাত্র কৃপাধন্য নয়।
সস্নেহে সবারে টানি' প্রভু প্রেমময় ॥
করোরে বা যতনেতে উপদেশ দিয়া।
কারোরে বা দিব্যাবেশে পরশ করিয়া ॥
চরিতার্থ করিতেন কল্পতরুসম।
বালক ভকতে তবে প্রভু প্রিয়তম ॥
দানিতেন সাতিশয় স্নেহ ভালবাসা।
সে-বিষয়ে ক'য়েছেন প্রভু তমোনাশা ॥
"ঈশ্বরে না দেয় যদি ষোলআনা মন।
লভিতে পারেনা তাঁর পুণ্যদরশন ॥
বালকের মন লীন আপনার মাঝে।
অপর কিছুতে তারা মন দেয় নাযে ॥
ধন, মান, যশ, বিত্ত, গৃহিণী, তনয়।
আরো আরো যে-সকল পার্থিব বিষয় ॥

* দৃষ্টি ** বালিশ

তাহাতে ছড়ায় নাকো বালকের মন।
তাইতো করিলে তারা ঈশ্বরসাধন॥
ষোলআনা মন তাঁহে পারিবে দানিতে।
সুনিশ্চিত সাফল্যও পারিবে লভিতে॥
এমতি ধারণা ল'য়ে প্রভু প্রাণধন।
বালক ভকতে করি' অধিক যতন॥
ধেয়ান যোগের যেই উচ্চ উচ্চ অঙ্গ।
তাদেরে শিখায়ে তাহা দিতেন আনন্দ॥
নির্জনে ডাকিয়া নিয়া সে-বালকগণে।
ঐ শিক্ষা দানিতেন অধিক যতনে॥
অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের তরে।
যাহাতে তাহারা কেহ বিবাহ না করে॥
উপদেশ দানিতেন তাহার লাগিয়া।
পুনঃ হেন করিতেন প্রভু দরদিয়া॥
দাস্য, মধুর, শান্ত—যে-সকল ভাব।
কোন্ ভাবে কার হবে ইষ্টদেবলাভ॥
করিয়া দিতেন সেই ভাব-নির্বাচন।
ইহাতে হইত দ্রুত উন্নতিসাধন॥
এ-চিন্তা সতত গাঁথা প্রভুর অন্তরে।
উচ্চাঙ্গ সাধন নহে গৃহীদের তরে॥
তাদেরে দিতেন তাই এ-শিক্ষা—মন্ত্রণ।
"যেমতি ধনীর গৃহে দাসদাসীগণ॥
স্বজনের মমতায় না থাকিয়া লিপ্ত।
সে-গৃহের কর্মগুলি ক'রে থাকে নিত্য॥
তেমতি মমতা ত্যজি' গৃহীভক্তগণ।
সংসারের কর্মগুলি করিবে পালন॥
একটি অথবা দুটি লভিলে সন্ততি*।
ভ্রাতাভগ্নী-সম রবে জায়া** আর পতি॥
তখন হৃদয় সঁপি' বিভুর চরণে।
নিযুক্ত রহিবে তারা ধর্মআলাপনে॥
সবাকার সনে করি' সরল ব্যভার।
সত্যপথ আঁকড়িয়া রবে অনিবার॥

মনেপ্রাণে বিলাসিতা বিরাগ করিয়া।
মোটাঅন্ন মোটাবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিয়া॥
ঈশ্বরের পানে রাখি' একনিষ্ঠ মন।
দু'বেলা করিবে তাঁর স্মরণ মনন॥
'নারদীয় ভক্তিপথ' কলিযুগ তরে।
এমতি ধারণা ল'য়ে নিবিষ্ট অন্তরে॥
সাধ্যমত নামগান করিবে তাঁহার।
এতেই সকল জীব লভিবে উদ্ধার॥
পূজা, জপ, সংকীর্তন—এ সকল দিয়া।
ঈশ্বরে দুইটি বেলা লইবে ভজিয়া॥
সময় অভাবে যদি কোন গৃহীভক্ত।
ঐরূপ ভজনেতে না হয় সমর্থ॥
সে যেন সাঁঝের-বেলা নির্জনে বসিয়া।
'হরিবোল হরিবোল' মুখেতে কহিয়া॥
আত্মীয় বান্ধব নিয়া করে সংকীর্ত্তন।
এতেই হইবে তার ঈশ্বরভজন॥"
পুনঃ হেন কহিতেন প্রেমিক প্রভুজী।
"সন্ন্যাসী ডাকিবে তাঁরে বাহাদুরী কি॥
ঈশ্বরে সাধন ধ্যান ভজন লাগিয়া।
সংসারের সমুদয় দায়িত্ব ত্যজিয়া॥
সন্ন্যাসী-বৈরাগীগণ ভগবানে ডাকে।
ইহাতে কীইবা আর বাহাদুরী থাকে॥
সংসার-সাগরে থাকি' যে-ভকতজন।
পিতামাতা সবাকারে সেবি' অনুক্ষণ॥
দিনান্তে স্মরিছে তাঁরে বারেকের জন্য।
এভব সংসারে সে-ই চরিতার্থ—ধন্য॥
ঈশ্বর তাহার প্রতি অতি তুষ্ট হ'য়ে।
করুণা করেন তারে এ-ধারণা ল'য়ে॥
'এত বড় ভারী বোঝা যাহার মাথায়।
সেও কিনা এত ক'রে স্মরিছে আমায়॥
স্বল্পমাত্র বাহাদুরী প্রাপ্য নহে ওর।
আমার সংসারে ও-ই বীরভক্ত মোর॥'

* সন্তান ** স্ত্রী

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভকত যাঁহারা।
ঠাকুরেরি বিচারেতে সম নন তাঁরা ॥
কতক ঈশ্বরকোটি উঁহাদের মাঝে।
নিযুক্ত থাকিতে তাঁরা ঈশ্বরীয় কাজে ॥
আবির্ভূত হয়েছেন ধরার মাঝার।
নরেন্দ্র এঁদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
সহস্রদলের পদ্ম ভকত নরেন্দ্র।
সমুদয় ভকতের তিনি প্রাণকেন্দ্র ॥
ঈশ্বরকোটির মধ্যে আর বাকী যাঁরা।
যদিও পদ্মেরই মতো প্রস্ফুটিত তাঁরা ॥
কেহ তাঁরা দশদল কেহবা পনরো।
বিশদল তিনি—যিনি সবাকার বড় ॥"
তাই হেন ক'য়েছেন প্রভু প্রেমরায়।
"কতনা ভকত এল মা'র আঙ্গিনায় ॥
কেহই এলনা আর নরেন্দ্রের মতো।"
আমরাও জ্ঞানালোকে হেরি এইমত ॥
প্রভুর বাণীর যেই মর্ম সারমধু।
আস্বাদ পায়নি তার কোন ভক্তবঁধু* ॥
নরেন্দ্রই শুধু সেই আস্বাদন লভি'।
মোদেরে দিলেন সেই বাণীর সুরভি** ॥
সে-বাণী শুনিয়া মোরা বিস্ময়িত স্তব্ধ।
একটি কাহিনী তার হেন লিপিবদ্ধ ॥
"আঠারশ' চুরাশির কোন একক্ষণে।
পুলকে বসিয়া প্রভু আপন ভবনে ॥
ধরমীয় আলাপনে সবিশেষ মত্ত।
বৈষ্ণবধর্মের কথা ক্রমে এল তত্র ॥
নরেনাদি ভক্তগণ উপস্থিত তথা।
তাঁদেরে লখিয়া প্রভু কন এইকথা ॥
"বৈষ্ণব-মতের যেই সেরা তিন বাণী।
সকল বৈষ্ণব তাহা লইবেই মানি' ॥
'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন।'
বৈষ্ণব এতিন ব্রতে রহিবে মগন ॥

যেই নাম সেই রাম—এ দুই অভেদ।
নামী আর নামে নাই বিভেদের ক্লেদ ॥
মনেতে গাঁথিয়া রাখি' ওমতি মন্ত্রণ।
যথাসাধ্য করিবেক নামসংকীর্ত্তন ॥
ভক্ত আর ভগবান বিভেদবিহীন।
অভেদ বৈষ্ণব, কৃষ্ণ—চিন্তি' নিশিদিন ॥
বন্দনা করিবে সব সাধুভক্তগণে।
সন্তুষ্ট হবেন কৃষ্ণ এমতি পূজনে ॥
আরাধ্য কৃষ্ণেরি এই জগত-ব্রহ্মাণ্ড।
এ-চিন্তায় পূর্ণ করি' হৃদিপদ্ম-ভাণ্ড* ॥
'সর্বজীবে দয়া' দিবে থাকি' মোহশূন্য।
ঈশ্বরের আরাধনা তাহাতেই পূর্ণ ॥"
অত কথা কন নাই প্রভু প্রেমহরি।
'সর্বজীবে দয়া'—শুধু উচ্চারণ করি' ॥
গভীর সমাধি মাঝে নিমগ্ন সহসা।
অতঃপর লভি' পুনঃ অর্ধবাহ্যদশা ॥
'জীবে দয়া, জীবে দয়া' কহিয়া মুখেতে।
না জানি কি কহিলেন আপন-মনেতে ॥
অতঃপর কহিলেন প্রভু প্রেমপীঠ**।
"দূরশালা, দূরশালা, কীট অনুকীট ॥
'জীবে দয়া'—ইহা বলা কভু ঠিক নারে।
কে তুই কীটস্য কীট 'দয়া' করিবারে !!
না-না ঐকথা কহিতে না হয়।
'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—'জীবে দয়া' নয় ॥"
গূঢ় অর্থ কিবা এর বুঝিলনা কেউ।
নরেন্দ্রের প্রাণে শুধু লাগিল সে-ঢেউ ॥
ভাবাবেশ থেকে প্রভু ফিরিলেন যবে।
নরেন্দ্র বাহিরে আসি' কহিলেন তবে ॥
"ঠাকুরের বাণী আজ শ্রবণ করিয়া।
অপূর্ব জ্ঞানেতে গেল হৃদয় ভরিয়া ॥
'বিশুষ্ক বেদান্তজ্ঞান' কঠোর নির্মম।
লালিত্য তাহার মাঝে অতিশয় কম ॥

** সুগন্ধ বন্ধু

* পাত্র ** প্রেমের তীর্থ

তারি সাথে মিশাইয়া ভকতির সুর।
প্রভু তাকে করিলেন সহজ মধুর ॥
'বিশুষ্ক বেদান্তজ্ঞান' লভিবার তরে।
লোকসঙ্গ, সংসারাদি পরিত্যাগ ক'রে ॥
বাছাই করিয়া লয় বনাশ্রম-পথ।
সাধনেতে তবে হয় সিদ্ধমনোরথ ॥
বেদান্ত সাধনব্রতে সাধকেরা আসি'।
অন্তরের ভালবাসা ভক্তিসুধারাশি ॥
সাধনার প্রথমেতে ধুয়ে মুছে ফেলে।
বেদান্ত শাস্ত্রের মাঝে ঐকথা মেলে ॥
তাইতো বেদান্তজ্ঞান লভিবারে গিয়া।
সাধক সতত থাকে এ-ধারণা নিয়া ॥
যতসব জীব বস্তু এমর্ত জগতে।
উহারাই অন্তরায় এ সাধন-পথে ॥
এইমত প্রশ্ন তবে জাগিছে হেথায়।
এভাব সত্যিই যদি মনে এসে যায় ॥
'জীব বস্তু অন্তরায় ঐ জ্ঞানলাভে।'
তবেতো জীবের 'পরে ঘৃণা এসে যাবে ॥
তাই আজি কহিলেন প্রভু জ্ঞানময়।
"শিবজ্ঞানে জীবে সেবা'—'জীবে দয়া' নয় ॥"
বনের বেদান্তখানি গৃহকোণে আনি'।
যথার্থরূপেতে মেনে সে-শাস্ত্রের বাণী ॥
যত সব কর্ম আছে সংসার-জগতে।
সবি তাহা করা যায় বেদান্তের পথে ॥
অপরের যাহা ইচ্ছা করুক তাহাই।
মোদের মনেতে রবে এই ধারণাই ॥
'সমুদয় জীব আর জগতের রূপে।
ভগবান প্রকাশিত সবার সমুখে ॥
ঈশ্বরেরি অংশ এই জগৎ সংসার।
এমতি ধারণা ল'য়ে মনের মাঝার ॥
সকল জীবেরে যদি শিবজ্ঞান করে।
'নিজে বড়'—এইভাব রবেনা অন্তরে ॥

হিংসা দ্বেষ, দয়াভাব ক্রোধ অহংকার।
এসব রহিবেনাকো মনের মাঝার ॥
এইমত শিবজ্ঞানে জীবসেবা ক'রে।
শুদ্ধ-মুক্ত-বুদ্ধ ভাব লভিবে অন্তরে ॥
তখন হইবে তার এভাব উদয়।
ঈশ্বর সতত চির চিদানন্দময় ॥
আমি সে-আনন্দময় ঈশ্বরের অংশ।
যাঁহার ঘটেনা কভু বিলুপ্তি বা ধ্বংস ॥
ভকতি-পথেও পায় ঐমত জ্ঞান।
'সর্বভূতে বিরাজিত বিভু-ভগবান' ॥
ভকতের এই জ্ঞান যদি নাহি আসে।
পরাভক্তি* নাহি আসে তার মনাকাশে ॥
কর্মযোগে রাজযোগে—যে যোগেই যাক্।
ও-চিন্তায় ভরা রবে মনপ্রাণ-শাঁখ ॥
তাহার কারণ তবে রহিয়াছে ইয়া।
কর্মীরা কভুনা থাকে করম ছাড়িয়া ॥
তাইতো থাকিতে গিয়া কর্মের ভিতরে।
এ-চিন্তা রহিবে সদা কর্মীর অন্তরে ॥
"শিবজ্ঞানে করি আমি জীবগণে সেবা।
করম করিতে আমি এই ভবে কেবা ॥
ঈশ্বর আপন-কর্ম করেন আপনি।
আমি শুধু যন্ত্র তাঁর—ইহা মনে গণি' ॥
করম করিব আমি গর্বহীন বক্ষে।
তা হ'লেই পঁহুছিব আপনার লক্ষ্যে ॥"
নরেন্দ্র ওমতি কহি' পুনঃ হেন কন।
"আজিকে শুনিনু যেই অপূর্ব বচন ॥
তাহাতে বিমুগ্ধ মোর হৃদিপদ্মখানি।
সবাকার কানে তাই দিব এই বাণী ॥
পণ্ডিত, মূরখ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ।
মেথর, চণ্ডাল-আদি যত নরগণ ॥
সবাকারে এই বাণী শুনাইয়া দিয়া।
তাহাদেরে দিব আমি মোহিত করিয়া ॥"

* শ্রেষ্ঠভক্তি

ঠাকুরের কথা তাই কে বুঝিতে পারে।
আমরা অজ্ঞানজন জগত-সংসারে ॥
বুঝিতে পারিনা কিছু সে-কথার সার।
কেবল নরেন্দ্রনাথ ভকত মাঝার ॥
সে-সকল দেববাণী বুঝি' বর্ণে বর্ণে।
পৌঁছায়ে দিতেন তাহা সবাকার কর্ণে ॥
হেথায় সমাপ্ত এই মধুর বচন।
জয় নর-নারায়ণ কহ সর্বজন ॥

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে আরো কিছু কথা, পানিহাটির উৎসব

স্বজনের দুঃখকষ্ট ঘুচাবার তরে।
নরেন্দ্র গমন করি' প্রভুর নিয়ড়ে ॥
'মোটা অন্নবস্ত্রে কভু হবেনা অভাব।'
এইমত বরখানি করিলেন লাভ ॥
যেইদিনে লভিলেন ঐ বরামৃত*।
দারিদ্র সেদিন থেকে ক্রমে অস্তমিত ॥
যদিও আসেনি এবে বেশী স্বচ্ছলতা।
তথাপি নাহিকো সেই পূর্বের দীনতা ॥
বৃহৎনগরী এই কলিকাতাধামে।
কোন এক পল্লী আছে চাঁপাতলা নামে ॥
এ শহরে স্কুল আছে—'মেট্রোপলিটন'।
তাহার একটি শাখা করিতে স্থাপন ॥
চাঁপাতলা পল্লীখানি এবে নির্বাচিত।
আর যবে সেই শাখা হইল স্থাপিত ॥
নরেন্দ্র নিযুক্ত তার শিক্ষক প্রধান।
কিন্তু যবে চারিমাস ক্রমে অবসান ॥
আঠারশ' পঁচাশির অগাষ্ট মাসেতে।
ইস্তফা দিলেন তিনি ঐ করমেতে ॥
বিখ্যাত পণ্ডিত যিনি 'বিদ্যার সাগর'।
অনুগ্রহ করি' তিনি নরেন্দ্রের 'পর ॥
বসায়েছিলেন তাঁরে ঐমত কাজে।
সে-কাজে থাকিতে তবে পারিলেন নাযে ॥

তাহার কারণ তবে আছে এইমত।
নরেন্দ্রের জ্ঞাতিবর্গ রহিয়াছে যত ॥
সুযোগ বুঝিয়া তারা ঈর্ষা ল'য়ে মনে।
শত্রুতা বাঁধায়ে দিল নরেন্দ্রের সনে ॥
নরেন্দ্রের ছিল যেই পৈতৃক আগার।
মনোরম কক্ষ যত তাহার মাঝার ॥
সুকৌশলে গেল তাহা জ্ঞাতির দখলে।
এইমত বেদখল হইবার ফলে ॥
নরেন্দ্র আপাত সেই বেদখল মেনে।
দিদিমার গৃহে রন রামতনু লেনে ॥
তবে তিনি লভিবারে ন্যায্য অধিকার।
নিশ্চেষ্ট হইয়া নাহি থাকিলেন আর ॥
বিখ্যাত এটর্ণি যিনি নিমাইচরণ।
তাঁহারি সাহায্য তিনি করিয়া গ্রহণ ॥
হাইকোর্টে করিলেন মামলা দায়ের।
তদারকি করিবারে ঐ করমের ॥
অধিক সময় তাঁর যাইত লাগিয়া।
বি. এল. পরীক্ষা পুনঃ এল ঘনাইয়া ॥
বিদায় নিলেন তাই ও-চাকুরী থেকে।
আরেক কারণ এর হেথা যাই এঁকে ॥
গলরোগে শ্রীঠাকুর ভুগিছেন এবে।
তাই তিনি এইমত লইলেন ভেবে ॥
ঠাকুরের চিকিৎসাদি যতনের তরে।
থাকিতে হইবে তাঁকে প্রভুর নিয়ড়ে ॥
আঠারশ পঁচাশীর গ্রীষ্মসমাগমে।
ঠাকুরের গলাব্যথা বৃদ্ধি পেল ক্রমে ॥
তখন বরফ খেয়ে পানীয়ের সাথে।
কৃতকার্য হইলেন সে-ব্যথা কমাতে ॥
এইভাবে গত যবে আরো দুই মাস।
বরফে হইত নাকো যাতনা বিনাশ ॥
এখন সে-ব্যাধি নিল নূতন আকার।
তারি ফলে যাতনাও বাড়িল তাঁহার ॥

* অমৃত বর

কণ্ঠ আর তালুদেশ ক্রমেতেই স্ফীত* ।
তখন তাঁহার যদি সমাধি ঘটিত ॥
কিংবা যদি কহিতেন বেশী কথাবার্তা ।
অমনি বাড়িত সেই যাতনার মাত্রা ॥
ভকতেরা স্ফীত স্থানে প্রলেপ লাগায় ।
তাহাতেও সেই ব্যথা কমেনাকো হায় !!
এমত যুকতি তাই হ'ল সঙ্গে সঙ্গে ।
রাখাল ডাক্তারে ডাকি' অনতিবিলম্বে ।
তাহাকেই দিতে হবে চিকিৎসার ভার !
চিকিৎসাতে রহিয়াছে সুখ্যাতি তাহার ॥
কোনজন গিয়া তাই বহুবাজারেতে ।
বৈদ্যকে আনিল ত্বরা প্রভুর গৃহেতে ॥
দ্বিবিধ ঔষধ দিল রাখাল ডাক্তার ।
একটি মালিশ ছিল তাহার মাঝার ॥
অপর ঔষধখানি 'লাগাবার' তরে ।
গলদেশে লাগাবে তা—বাহিরে ভিতরে ॥
প্রভু যাতে বেশী কথা কভু নাহি কন ।
বারবার সমাধিস্থ যাতে নাহি হন ॥
ভকতেরা দেখে তাহা তাঁর কাছে বসি' ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে সমাগত শুক্লা ত্রয়োদশী ॥
যেথায় রয়েছে এই কলিকাতা ধাম ।
তাহার কিছুটা দূরে পানিহাটি গ্রাম ॥
পেনেটির মহোৎসব—এইমত নামে ।
ও-তিথিতে মেলা হয় পানিহাটি গ্রামে ॥
বৈষ্ণবেরা মিলি' সবে করে এই মেলা ।
রঘুনাথ দাস এক চৈতন্যের চেলা ॥
জ্বলন্ত বৈরাগ্য যাহা আছিল তাঁহায় ।
এই মেলা সে-কথাই স্মরণ করায় ॥
পরমাসুন্দরী ভার্যা গৃহেতে তাঁহার ।
বিপুল সম্পত্তি ধন তাঁহার পিতার ॥
রঘুনাথই একমাত্র বংশের প্রদীপ ।
হৃদয়-আকাশে তাঁর বৈরাগ্য অতীব ॥

লভিবারে চৈতন্যের পুণ্যতম সঙ্গ ।
রঘুনাথ শান্তিপুরে গেলেন যখন গো ॥
রঘুনাথে কহিলেন চৈতন্য আরাধ্য ।
"গৃহে যাও—এ তোমার মর্কট বৈরাগ্য ॥"
আদেশ মানিয়া নিয়া অবনত শিরে ।
রঘুনাথ গৃহপানে আসিলেন ফিরে ॥
অতঃপর পিতৃসনে যাপিছেন দিন ।
এ-প্রবল বাসনায় মন তবে লীন ॥
চৈতন্যের যে-সকল সাঙ্গপাঙ্গগণ ।
লভিবেন তাঁহাদের পুণ্যদরশন ॥
মনেতে সতত তাঁর ওমতি উচ্ছ্বাস ।
পিতার আদেশ পেয়ে রঘুনাথ দাস ॥
মাঝে মাঝে ভক্তদের পূতসঙ্গ নিয়া ।
যথার্থ বৈরাগ্য ক্রমে নিলেন লভিয়া ॥
মহাপ্রভু রয়েছেন নীলাচলে গিয়া ।
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়া ॥
অবস্থান করিছেন খড়দহ গ্রামে ।
সেথায় নিযুক্ত তিনি প্রচারের কামে ॥
খড়দহ গ্রামটিকে কেন্দ্র ক'রে নিয়া ।
বঙ্গদেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥
বৈষ্ণব-ধরম তিনি করেন প্রচার ।
তাঁহারি উপরে এই প্রচারের ভার ॥
সাঙ্গপাঙ্গ সাথে ল'য়ে নিত্যানন্দ প্রভু ।
পানিহাটি গ্রামটিতে আসিলেন কভু ॥
রঘুনাথ সে-প্রভুর দরশন আশে ।
সবিনয়ে উপস্থিত তাঁহার সকাশে ॥
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে ইহা দেন বলি' ।
"দধি, দুগ্ধ, চিড়ে আর শর্করা, কদলী ।
সবিনয়ে দেবতাকে নিবেদন করি' ।
ভকতগণেরে দাও প্রসাদ বিতরি' ॥"
সানন্দে গ্রহণ করি' ওমতি প্রস্তাব ।
রঘুনাথ মনে ল'য়ে দীনহীনভাব ॥

* ফুলিয়া উঠিল

ওসকল দ্রব্য আনি' যত্নসহকারে।
নিবেদন করিলেন পূজ্য দেবতারে ॥
অতঃপর পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে।
উপস্থিত শত শত ভক্ত বেকাতিরে ॥
পরিতৃপ্ত করিলেন প্রসাদ-ভোজনে।
আপনিও তৃপ্ত হ'য়ে ব্রতসমাপনে ॥
নিত্যানন্দ প্রভুজীরে নিলেন নমিয়া।
প্রভু তাঁরে কহিলেন আলিঙ্গন দিয়া ॥
"তব কাল পূর্ণ এবে—হেরিছি ইহাই।
সংসার-ধরম তুমি ত্যাগ করি' তাই ॥
নীলাচলে যাও এবে প্রভুর সকাশে।
আশ্রয় পাইবে তুমি এবে তাঁর কাছে ॥
সনাতন গোঁসাইজী নিবে তব ভার।"
রঘুনাথ চ'লে গেল ত্যজিয়া সংসার।
সেদিন থেকেই সব ভকত বৈষ্ণব ॥
পেনেটিতে করে এই 'চিড়ার উৎসব'।
শ্রীঠাকুর বহুবার গিয়েছেন এতে।
এবারেও যাইবেন এই উৎসবেতে ॥
ভকতগণেরে তাই কহিলেন রায়।
"কত যে আনন্দ এই আনন্দমেলায় ॥
'ইয়ং বেঙ্গল' তোরা—জানিবি কেমনে।
এবার সেখানে চল্ মেলাদরশনে ॥"
ব্যাধিতে আছেন এবে শ্রীঠাকুর রায়।
তাই তাঁরে নিয়ে গেলে আনন্দমেলায় ॥
হয়ত ব্যাধিটা তাঁর বেড়ে যাবে আরো।
মেলায় যাইতে তাই ইচ্ছা নাই কারো ॥
শ্রীঠাকুর কহিলেন সবারে বুঝিয়ে।
"সকাল সকাল দু'টো খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ॥
ক্ষণিক সে-মেলা দেখে ফিরিব ত্বরায়।
কী আর এমন ক্ষতি ঘটিবে তাহায় ॥"
উহা যবে কহিলেন শ্রীজগদ্গুরু।
সে-মেলায় যাইবার আয়োজন সুরু ॥

রমণী ভকত এক এ-সময়ে এসে।
শুধালেন এইমত প্রভু পরমেশে ॥
'জননী কি যাইবেন মেলা হেরিবারে ?'
ঠাকুর শুনিয়া তাহা কহিলেন তারে ॥
'যেতে পারে ওর যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে'।
রমণী একথা যবে কহিলেন মাকে ॥
সে-কথার অর্থ মাতা বুঝিয়া নিয়াই।
সে-মেলা দেখিতে তিনি আর যান নাই ॥
দশটি ঘটিকা বেলা বাজিল যখন।
যাত্রীগণ সবে করি' নৌকা-আরোহণ ॥
পানিহাটি পৌঁছিলেন দ্বিতীয় প্রহরে।
সেখানে এমতি দৃশ্য পড়িল নজরে ॥
প্রাচীন অশোথবৃক্ষ গঙ্গাতীরে যেথা।
লোকের যথেষ্ট ভীড় যদিও বা সেথা ॥
যাহারা করিছে সেথা সংকীর্ত্তন গান।
তাদের ভিতরে নাই ভকতির প্রাণ ॥
সেথার ভকত যিনি 'মণি সেন' নামে।
ঠাকুর প্রথমে যান সে-ভকতধামে ॥
রাধাকান্ত-দেবালয় রয়েছে সেথায়।
শ্রীঠাকুর নমিলেন সে-দেবের পায় ॥
একদল কীর্ত্তনীয়া আসি 'সেইখনে।
মাতিয়া উঠিল বেশ হরিসংকীর্তনে ॥
ইহা হেরি' ভকতেরা বুঝে নিল ইয়া।
এ-পুণ্য মেলাতে আসে যত কীর্ত্তনীয়া।
প্রথমে তাহারা সবে আসিয়া হেথায়।
রাধাকান্ত মন্দিরেতে গীত গেয়ে যায় ॥
হেনকালে এল এক ভকত 'ফক্কর'।
কপালে অঙ্কিত তার তিলক চক্কর ॥
শিখাসূত্র বেশধারী বয়সেতে পৌঢ়।
অঙ্গের বরণ তার অতিশয় গৌর ॥
উড়ানি রয়েছে তার দীর্ঘ স্থূলঅঙ্গে।
একটি ঝুলিও তার রহিয়াছে সঙ্গে ॥

জপমালা রহিয়াছে সেই ঝুলিটিতে।
অঙ্গখানি ঢাকা তার সুন্দর ধুতিতে ॥
যে সে ধুতি নহে ইহা—রেলি থানধুতি।
এমনি গুছিয়ে পরা—যেন তা নিখুঁত-ই ॥
পয়সাও এক গোছা রহিয়াছে ট্যাকে।
সাতিশয় অর্থলোভী—ইহা মনে ঠ্যাকে ॥
তাহারি লাগিয়া বুঝি এ 'পরমভক্ত'।
তাণ্ডব নর্তনে হেথা হইলেন মত্ত ॥
কী নাচ নাচন তার অঙ্গভঙ্গী করি'।
মেদিনীর বক্ষ বুঝি যায়গো বিদরি' ॥
শ্রীঠাকুর কহিলেন হেরিয়া সে-সং।
"দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌ কিবা নাচের ভরং ॥"
প্রভুর মুখের এই পরিহাস শুনি'।
হাসিতে উতাল সব সুধীভক্ত গুণী ॥
আবার এমতি হেরি' সকলে নিশ্চিন্ত।
এখনো অবধি প্রভু ভাবাবেশহীন তো ॥
আপনাকে সামালিয়া প্রভু পরমেশ।
সবাকার সাথে সাথে চলিছেন বেশ ॥
কিন্তু ইহা দেখা গেল চক্ষের নিমেষে।
শ্রীঠাকুর মগ্ন হ'য়ে ভাবের আবেশে ॥
অতিশয় দ্রুতবেগে এক লম্ফ দিয়া।
কীর্তনদলের মধ্যে পশিলেন* গিয়া ॥
এতই ঘ'টেছে তাঁর ভাবের প্রকোপ।
কভুও বা তার ফলে বাহ্যসংজ্ঞা লোপ ॥
তখন দাঁড়ায়ে তিনি সুস্থির ভাবেতে।
না জানি থাকেন কোন্‌ সুখ-সায়রেতে ॥
আবার সেভাব তিনি কাটায়ে সহসা।
লভিছেন পুনরায় অর্ধবাহ্যদশা ॥
তখন নর্তনে মাতি' জোরালো কদমে।
নাচিতে থাকেন তিনি সিংহের বিক্রমে ॥
দ্রুতপদে তালে তালে অগ্রসর হ'য়ে।
পশ্চাতে পিছিয়ে আসি' একই তাল ল'য়ে ॥

এমনি ভঙ্গীতে তিনি করিছেন নৃত্য।
তাহা হেরি' সকলেই বিমোহিত-চিত্ত ॥
জানিনা তখন তিনি কী সুখে মাতিয়া।
মীনসম মহানন্দে সন্তরণ দিয়া ॥
নানাভাবে দোলাইয়া লঘু অঙ্গটিরে।
ছুটাছুটি করিছেন জনসিন্ধুনীরে ॥
এই নৃত্যে বিদ্যমান প্রেমরস-রং।
এ নহে লোক-দেখানো মনগড়া ঢং ॥
তাইতো কীর্তনদলে উপস্থিত যারা।
গোস্বামীর পানে কেহ না তাকায়ে তারা ॥
প্রভুকে ঘিরিয়া সবে নর্তনে উতাল।
এইভাবে অবসান অর্ধঘণ্টাকাল ॥
অতঃপর প্রভু যবে নর্তনে বিরত।
তাঁহাকে কহিল হেন সকল ভকত ॥
"গৌরাঙ্গের পারিষদ রাঘব পণ্ডিত ॥
তাঁহার বাটীতে এবে হ'য়ে উপস্থিত ॥
সেথায় র'য়েছে যেই যুগল মূরতি।
তাঁহাতে জানায়ে মোরা সশ্রদ্ধ প্রণতি ॥
গৃহেতে ফিরিব সবে নৌকা-আরোহণে।"
শ্রীঠাকুর সুসম্মত ওমতি শ্রবণে ॥
বিলম্ব না করি' তাই সবে ধীরে ধীরে।
মণির ভবন থেকে চলিলেন ফিরে ॥
কীর্তনের সেই দল থাকি' সঙ্গে সঙ্গে।
এগান ধরিল মুখে নাচি' নানা রঙ্গে ॥
"সুরধনীর তীরে হরি বলে কে রে।
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ॥
ওরে হরি বলে কে রে।
জয় রাধে বলে কে রে ॥
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে ॥
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে

* প্রবেশ করিলেন

শেষের ছত্রটি তাঁরা গাহিলেন যবে।
প্রভুরে দেখায়ে তাঁরা কহিলেন তবে ॥
"আমাদের প্রেমদাতা এই, এই, এই"।
এত কহি' নাচিলেন ধেই, ধেই, ধেই ॥
ক্রমেতেই বৃদ্ধি সেথা জনতার ভীড়।
প্রভুরে হেরিতে যেন সকলে অস্থির ॥
নানান দলের আরো বহু কীর্ত্তনীয়া।
নাচিছে গাহিছে সবে প্রভুকে ঘিরিয়া ॥
শ্রীপ্রভু থাকিয়া হেন ভকতের ভীড়ে।
রাঘবের বাটীপানে চলিলেন ধীরে ॥
প্রাচীন অশোথবৃক্ষ গঙ্গাতীরে যেথা।
শ্রীগৌরাঙ্গে নিত্যানন্দে পূজা করে সেথা ॥
কতিপয় নারীভক্ত মালসাতে ভরি'।
বেশ কিছু ফলাহার আনয়ন করি' ॥
সে-পূজায় ঐ সব নিবেদন ক'রে।
ফিরায়ে আনিতেছিল রাঘবের ঘরে ॥
প্রভুকে দানিবে তারা ঐ দ্রব্যরাজি।
পথিমধ্যে কোন এক বৈষ্ণব বাবাজী ॥
কোথা থেকে যেন ত্বরা ছুটিয়া আসিয়া।
একটি মালসা নিল সজোরে কাড়িয়া ॥
অতঃপর প্রেমে যেন গদগদ হ'য়ে।
কিছুটা প্রসাদীদ্রব্য নিজ হাতে ল'য়ে ॥
প্রভুর শ্রীমুখে দিল দন্তস্ফুট হর্ষে।
কিন্তু সেই ভেকধারী বাবাজীর স্পর্শে ॥
শিহরি' উঠিল জোরে ঠাকুরের অঙ্গ।
সাথে সাথে তাঁর সেই ভাবাবেশ ভঙ্গ ॥
থুথু ক'রে তাই প্রভু সে-দ্রব্য ফেলিয়া।
মুখখানি ভাল ক'রে নিলেন ধুইয়া ॥
ভেকধারী বাবাজী যে একজন ভণ্ড।
সেকথা বুঝিতে কারো রহিলনা সন্দ ॥
তাইতো সকলে কহি' নানা কটুবাক্য।
তাহাকে ছুঁড়িল নানা বিদ্রূপ কটাক্ষ ॥
বাবাজী পালিয়ে গেল বেগতিক দেখে।
অতঃপর শ্রীঠাকুর অন্য কারো থেকে ॥
প্রসাদকণিকা ল'য়ে আপন মুখেতে।
বাকী অংশ সবাকারে কহিলেন খেতে ॥
এইরূপে তিন ঘণ্টা পথে হাঁটি' হাঁটি'।
ক্লান্তদেহে পঁহুছিয়া রাঘবের বাটী ॥
শ্রীঠাকুর লভি' তথা দেবদরশন।
ক্ষণতরে করিলেন বিশ্রামগ্রহণ ॥
আধঘণ্টা থাকি' হেন রাঘবের বাটে।
সকলেই ফিরিলেন তটিনীর ঘাটে ॥
সেথা যবে করিলেন নৌকা-আরোহণ।
তখনি ঘটিল হেন অপূর্ব ঘটন ॥
শ্রীনবচৈতন্য মিত্র কোন্নগরবাসী।
না জানি সে কোথা থেকে দ্রুতবেগে আসি'
প্রেমময় শ্রীঠাকুরে হেরি' সে-নৌকায়।
তরীতে উঠিল ত্বরা উন্মত্তের প্রায়* ॥
অতঃপর 'কৃপা দিন' এমতি কহিয়া।
প্রভুপদে পড়িলেন আছাড় খাইয়া ॥
প্রাণের আবেগে ভক্ত ক্রন্দনে উতাল।
ভাবের আবেশে তাই শ্রীপ্রভু দয়াল ॥
ভকতে দিলেন যবে প্রেম-পরশন।
না জানি হইল তার কিবা দরশন ॥
সকলে বিস্মিত তবে হেন দরশনে।
আর না মাতিয়া থাকি' ব্যাকুল ক্রন্দনে ॥
অসীম উল্লাস-সুখে শ্রীনবচৈতন্য।
বাহ্যজ্ঞান হারালেন ক্ষণিকের জন্য ॥
তাণ্ডব নর্তনে তিনি মাতি' তারপরে।
তার সাথে নানাবিধ স্তব পাঠ ক'রে ॥
শ্রীঠাকুরে উদ্দেশিয়া ভক্তিভরে অতি।
বারংবার জানালেন সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥
পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া প্রভু প্রাণকান্ত।
উপদেশদানে তারে করিলেন শান্ত ॥

* পাগলের মতো

ইতিপূর্বে যদিওবা মিত্র মহাশয়।
ঠাকুরের কৃপা মাগি' বার কতিপয় ॥
প্রতিবারই পুরাপুরি হ'য়েছেন ব্যর্থ।
এবার তাহাতে কিন্তু হইয়া কৃতার্থ ॥
পুত্রের উপরে দিয়া সংসারের ভার।
ত্যজিয়া এলেন তিনি অসার সংসার ॥
আপনার গাঁয়ে যেই ভাগীরথীতীর।
সেথায় বাঁধিয়া এক পাতার কুটির ॥
বানপ্রস্থ-সম সেথা থাকি' সমাসীন।
ঠাকুরের নামগানে যাপিতেন দিন ॥
এইমত গত তাঁর বাকীটা জীবন।
সেথা যবে করিতেন নামসংকীর্ত্তন ॥
নিমগন হইতেন ভাবের আবেশে।
সে-সময়ে অনেকেই কুটীরেতে এসে ॥
নমিয়া যাইত তাঁরে ভকতি সম্মানে।
শ্রীমিত্র কৃতার্থ হেন অমৃতসন্ধানে ॥
এ-কাহিনী এইখানে সমাপ্ত করিয়া।
পরের কাহিনী এবে যাইব গাহিয়া ॥
ঠাকুরের কৃপালাভে হ'য়ে হেন ধন্য।
গৃহপানে গেল যবে শ্রীনবচৈতন্য ॥
তরণী ছাড়িয়া দিয়া প্রভুর আদেশে।
চলিতে লাগিল তাহা বাটীর উদ্দেশে ॥
কিছুদূর আসিতেই সূর্যদেব পাটে।
অতঃপর শ্রীঠাকুর রাত্রি সাড়ে আটে ॥
ভক্তসহ উপস্থিত নিজ-নিকেতনে।
সেথায় ভকতবৃন্দ নমি' শ্রীচরণে ॥
নিজ নিজ গৃহপানে ফিরিবার তরে।
আবার উঠিল সেই নায়ের ভিতরে ॥
জনেক* ভকত তবে পাদুকা-সন্ধানে;
পুনরায় উপস্থিত প্রভুর বিতানে ॥
পরিহাসে প্রভু তারে কহিলেন ইয়া ॥
"ভাগ্যিস্ তরণীখানি যায়নি ছাড়িয়া ॥
নহিলে তো আজিকার মেলার আনন্দ।
পাদুকার দুঃখেতেই হ'য়ে যেত পণ্ড ॥"
যুবক হাসিয়া তবে প্রণমিল তাঁয়।
ভকতেরে শুধালেন প্রভু প্রেমরায় ॥
"কেমন দেখিলি আজ মেলার সম্ভার।
শ্রীহরি নামের যেন আনন্দবাজার ॥"
যুবকও ওকথা শুনি' দিল তাতে সায়।
শ্রীঠাকুর পুনঃ হেন কহিলেন তায় ॥
"মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি কেলে* ছোড়াটারে।
এইতো কদিন হ'ল এল এ আগারে ॥
এখনি সে মাঝে মাঝে ভাবে মাতোয়ারা।
কভুবা তাহার ফলে বাহ্যজ্ঞানহারা ॥
আবার তাহার মুখে এও শুনে থাকি।
নিরাকারে মন তার লীন হয় নাকি ॥"
পুনঃ হেন কহিলেন শ্রীপ্রভু অধরা।
আহা কিবা চমৎকার এই কেলে ছোঁড়া !!
একদিন গিয়া তুই কেলের ভবনে।
কথাবার্তা ব'লে আয় ছেলেটির সনে ॥"
যুবক প্রভুর বাক্যে যদিও সম্মত।
শ্রীঠাকুরে নিবেদিয়া কহিল এমত ॥
"যতখানি ভাল লাগে বড় নরেনেরে।
তত ভাল লাগেনাকো অন্য ভক্তদেরে ॥
কেলের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা নাই তাই।"
একথা শুনিবামাত্র শ্রীঠাকুর সাই ॥
যুবকের পানে চাহি' অতি বিরাগেন।
তিরস্কার করি' তারে কহিলেন হেন ॥
"একঘেয়ে ভাব তোর সকল সময়।
হীনবুদ্ধি হইতেই ও-ভাব উদয় ॥
ঈশ্বরের সাজিখানি** নানা ফুলে ভরা।
বিবিধ ভকতে পূর্ণ তাঁর এই ধরা ॥
মিলেমিশে হেসেখেলে সকলের সাথে।
না যদি পারিস্ তুই জীবন কাটাতে ॥

* জনৈক ** ফুলের ডালা * ছোট নরেন

তবেতো সে-কাজ হবে হীনবুদ্ধিসম।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রভু প্রিয়তম ॥
"অবশ্যই যাবি তুই কেলের বাড়িতে।"
যুবক সম্মতি দিল দ্বিধাহীনচিতে ॥
এইমত আলাপের কিছুদিন পরে।
যুবক গমন করি' কেলের আগরে* ॥
আলাপ করিল যবে সে-কেলের সাথে।
আশ্চর্য সুফল এক লভিল তাহাতে ॥
জটিল সমস্যা এক মিটিল তাহার।
পরের কাহিনী হেথা গাহি এইবার ॥
পুরুষ ভকতগণ মেলা থেকে এসে।
নিশিতে চলিয়া গেল নিজ গৃহদেশে ॥
রমণী ভকতগণ বাটীতে না ফিরে।
রহিয়া গেলেন সবে নহবত-নীড়ে ॥
দেবীর প্রতিষ্ঠাতিথি আগামীকালেতে।
এ-উৎসবে থাকি' তারা ফিরিবে গৃহেতে ॥
নিশিতে আহারে বসি' প্রভু প্রাণধন।
কোনো এক রমণীরে এইমত কন ॥
"দেখেছো তো কত ভীড় ঐ মেলাটিতে।
সেথা যবে যাইতাম ভাবসমাধিতে ॥
সবাই লখিতেছিল চাহি' মোর পানে।
ভালই ক'রেছে 'ও' ** না গিয়ে সেখানে
ওকে যদি মোর সাথে দেখিত সকলে।
'আরে এযে হংসহংসী' ইহা দিত ব'লে ॥
ও যে খুব বুদ্ধিমতী—বুঝা নাহি শক্ত।
তাইতো যখন এক মাড়োয়ারী ভক্ত ॥
দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল মোরে।
আমি যেন ডুবেছিনু দুঃখের সাগরে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাই ক'য়েছিনু ৺মাকে।
'এতখানি প্রলোভন দেখালি আমাকে !!'
সে-সময়ে ওর মন বুঝিবার তরে।
উহাকে ডাকায়ে আনি' ক'য়েছিনু ওরে ॥
"ওগো মোরে এই টাকা দিতে চায় ও।
জানোতো এসব আমি নিই না কখনো ॥
তাইতো তোমাকে নাকি এই টাকা দেবে।
ভেবে ছাখো, এই টাকা নেবে কিনা নেবে ॥"
ও কিন্তু জবাব দিয়ে কহিল ইহাই।
"তোমার নেয়াও যা, মোর নেয়া তাই ॥
কোনই পার্থক্য নাই দুইয়ের ভিতরে।
ওটাকা এখন যদি দিয়ে যায় মোরে ॥
তাহা তো খরচ হবে তোমারি সেবায়।
প্রয়োজন নাই মোর ওমত টাকায় ॥
তুমি অতি ত্যাগীজন ইহা মনে ক'রে।
সকলেই ভক্তি রাখে তোমার উপরে ॥
কিছুতেই ঐ টাকা লওয়া নাহি হবে।"
ওর মুখে ঐ কথা শুনিলাম যবে ॥
অপার শান্তিতে মোর ভ'রে গেল মন।
আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচিনু তখন ॥"
এমতি শুনিয়া নারী নহবতে গিয়া।
মাতাকে কহিল সবি বিস্তার করিয়া ॥
জননী শুনিয়া উহা রমণীরে কন।
"মেলাতে যাইব আমি ভাবিনু যখন ॥
আর যবে ঐ ইচ্ছা জানালাম তাঁয়।
তিনি কিন্তু মনেপ্রাণে না দিলেন সায় ॥
সম্মতি থাকিত যদি যাইবার তরে।
তাহ'লে তো এইমত জানাতেন মোরে ॥
'নিশ্চয় যাইতে পারে কিবা বাধা তায়।'
উনি কিন্তু না কহি' তা সুস্পষ্ট ভাষায় ॥
সব ভার ছাড়িলেন আমারি উপরে।
আমিও যাবার ইচ্ছা দিনু ত্যাগ ক'রে ॥"
সে-নিশিতে প্রভু যবে গেলেন শয্যায়।
ভয়ানক গাত্রদাহ উপস্থিত তাঁয় ॥
কতনা অসৎ লোক সে-মেলার ভীড়ে।
ছুঁইয়া ফেলেছে এই দেবঅঙ্গটিরে ॥

* ঘরে ** মা সারদা

এ দেহ তাদের পাপ লইয়াছে টানি'।
তাইতো দেহেতে এত জ্বালানি-পোড়ানি ॥
আজিকে অতীব শুভ স্নানযাত্রা দিন।
ঠাকুর কিছুটা যেন আনন্দবিহীন ॥
কোথা থেকে এক নারী আসি' এ দিবসে।
সতত মাতিয়া আছে বিষয়ের রসে ॥
সে-নারী এখন নাকি শ্রীপ্রভুরে দিয়া।
বিষয়ের বন্দোবস্ত নিবে করাইয়া ॥
প্রভু যবে বসিলেন আহারের লাগি।
তাঁর কাছে বসিল তো সে-বিষয়ী মাগী ॥
অতৃপ্তিতে শেষ তাই মধ্যাহ্ন-ভোজন।
অতঃপর আচমনে গেলেন যখন ॥
জনেক রমণী গেল হাতে জল দিতে।
প্রভু তাকে কহিলেন সেই সুনিভৃতে ॥
"বিষয়ের বন্দোবস্তে মোরে নেয় টানি'।
বলো দেখি, এ সবের আমি কিবা জানি ॥
সন্দেশ এনেছে মাগী কামনা করিয়া।
মুখে দিতে নারিলাম সে-দ্রব্য তুলিয়া ॥
স্নানযাত্রা দিন আজি—এ পুণ্য দিনেতে।
বরাবর থাকিতাম ভাবসমাধিতে ॥
দু'তিন দিবস পরে হইত তা ভগ্ন।
এবার তাহাতে আমি না হইনু মগ্ন।"
নিশিতেও সেই মাগী থাকিল হেথায়।
সবিশেষ ক্ষোভ তাই প্রভুর হিয়ায় ॥
নিশিকালে শ্রীঠাকুর ভোজনে বসিয়া।
কোন এক রমণীকে কহিলেন ইহা ॥
"নারীদের ভীড় হেথা বেশী ভাল নয়।
শ্রীযুত ত্রৈলোক্যবাবু মথুর-তনয় ॥
হয়ত অনেক কিছু ভাবিতেও পারে।
নারীদের হাওয়া মোর অত সহে নারে ॥
হয়ত হেথায় আসি' দুই একজন।
এক কিংবা অর্দ্ধদিন করিবে যাপন ॥
তারপরে নিজগৃহে যাইবে চলিয়া।
হেথায় রহিবে কেন ভীড় জমাইয়া ॥"
একথা পশিল যবে নারীদের কানে।
তাহারা সকলে অতি বিষণ্ণ পরাণে ॥
উৎসবে আর না থাকি' চ'লে গেল ভোরে।
এইদিকে সবিশেষ সমারোহ ক'রে ॥
৺মায়ের প্রতিষ্ঠতিথি উপলক্ষ্য করি'।
যাত্রাগানে শ্রীদেউল উঠিল মুখরি' ॥
নারীগণ সে-আনন্দ পাইলনা হায়!
তাহারা কেহই আজি নাহিকো হেথায় !!
নারীগণে লক্ষ্য করি' করুণানিধান।
কেনই বা ছুঁড়িলেন ঐ বাক্যবাণ ॥
তাহার কারণ তবে এইমত রয়।
ভকতের অমঙ্গল যাতে নাহি হয় ॥
উচ্চভাবে অনুক্ষণ থাকিয়াও তিনি।
ঐ লক্ষ্য রাখিতেন সদা নিশিদিনি ॥
হেথায় থামিয়ে এই কাহিনীর সুর।
তিরপিতে ভরপুর হঠাৎঠাকুর ॥

দশম অধ্যায়

ঠাকুরের কলিকাতা আগমন

পেনেটির মহোৎসবে যোগদান করি'।
অধিক অসুস্থ এবে প্রভু প্রেমহরি।
বরষা ঝরিয়াছিল মেলার দিনেতে।
তাহাতে ভিজিয়া প্রভু আদ্রচরণেতে * ॥
ভাবাবেশে থাকি' কভু বহুক্ষণ ধরি'।
কভুও বা কীর্ত্তনেতে প্রেমনৃত্য করি' ॥
করিয়াছিলেন সেই মেলা-উপভোগ।
তাতেই বাড়িয়া গেল এই গলরোগ ॥
বৈদ্যজন আসি' তাই প্রভুরে দেখিয়া।
বারংবার কহিলেন সতর্ক করিয়া ॥
"আবার করেন যদি এই অত্যাচার।
বেয়াধি ধরিবে তবে ভীষণ আকার ॥"

* ভিজা পায়ে

বালকস্বভাব প্রভু উহা শুনি' কন।
"রাম-আদি সবে যদি করিত বারণ ॥
তবে নাহি যাইতাম উৎসবের পানে।
একথা পশিল যবে সবাকার কানে ॥
মনের ভিতরে ল'য়ে তীব্র অসন্তোষ।
রামের উপরে সবে চাপাইল দোষ ॥
এ কারণে তার প্রতি সকলে বিরক্ত।
ক্যাম্বেল কলেজে পড়ি' রামচন্দ্র দত্ত ॥
চিকিৎশাস্ত্রেতে গেছে উত্তীর্ণ হইয়া।
তবে কেন রামচন্দ্র প্রয়াস করিয়া ॥
প্রভুরে মেলায় যেতে করিলনা মানা।
এমত র'য়েছে বুঝি সে-কারণখানা ॥
বৈষ্ণবীয় অনুরাগ রামের হিয়ায়।
শ্রীঠাকুর গেলে তাই বৈষ্ণবমেলায় ॥
রামের হইবে তাতে বিশেষ আনন্দ।
ঠাকুরের যাওয়া তাই করিলনা বন্ধ ॥
যাহোক এখন থেকে সে-ভকতগণ।
দৃঢ়ভাবে এই মত করিল পোষণ ॥
ভবিষ্যতে আর যাতে নাহি ঘটে ইহা।
থাকিতে হইবে তাই সতর্ক হইয়া ॥
যখন হইয়াছিল ঐ আলোচন।
শ্রীঠাকুর নীরবেতে ছিলেন তখন ॥
বালকেরে কোন কাজে করিলে বারণ।
বালক বিষণ্ণ মনে মানে সে-শাসন ॥
সেমত বিষণ্ণ মনে প্রভু প্রেমহরি।
বসিয়া ছিলেন তাঁর তক্তপোশ 'পরি ॥
হেনকালে আসি' তথা কোন এক ভক্ত।
প্রভুরে নমিল যবে ল'য়ে আনুগত্য ॥
গলার প্রলেপ তারে দেখাইয়া রায়।
বালকের সম ছেন কহিলেন তায় ॥
"এই ছাখ্ গলাব্যাথা গিয়াছে বাড়িয়া।
অধিক কথায় নাকি বৃদ্ধি পাবে ইহা ॥
বেশী কথা কহিবারে মানা আছে তাই।
রামের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তো জানাই ॥
তবে কেন সে আমারে নিয়ে সে-মেলায়।
সারাদিন ধ'রে সেথা নাচালো আমায় ॥
উপরেও জলধারা নীচেতেও জল।
বরষা ঝরিতেছিল প্রায় অবিরল ॥
কাদা জলে সেই রাস্তা গিয়েছিল ভ'রে।
রাম কিনা তারি মাঝে নাচাইলো মোরে !!"
এত শুনি' সেই ভক্ত কহিলেন তাঁয়।
"রামের তো হইয়াছে ভীষণ অন্যায় ॥
তবুও এখন যদি সাবধান হন।
তবে আর নাই কোন ভয়ের কারণ ॥
ক্রমে ক্রমে এই ব্যাধি যাইবে সারিয়া।"
খুশী হ'য়ে কন প্রভু ওমতি শুনিয়া ॥
"তা ব'লে কি একেবারে চুপ থাকা যায়।
কতদূর থেকে তুই আসিলি হেথায় ॥
এ সময়ে তোর সঙ্গে কথা নাহি ক'য়ে।
যদি থাকি একেবারে চুপচাপ হ'য়ে ॥
সেই কাজ কখনো তো ভাল না দেখায়"।
ভকত এমত শুনি' কহিলেন তাঁয় ॥
"আপনারে দেখিলেই সুখ আসে প্রাণে।
তাহারি কারণে মোরা আসি এইখানে ॥
আবার গলার ব্যাধি সারিবে যখন।
আপনার কথা পুনঃ শুনিব তখন ॥"
এরপরে অবসান মাসাধিক কাল।
আগেরি মতন তবে বেয়াধির হাল ॥
একাদশী, অমাবসী আর পূর্ণিমায়।
ব্যাধির প্রকোপ যেন বেশী বৃদ্ধি পায় ॥
এ সময়ে নাহি খান কঠিন খাবার।
সুজির পায়স খান দুধ-ভাত আর ॥
এই ব্যাধি পরখিয়া সব বৈদ্যগণ।
কহিলেন এইমত ব্যাধির কারণ ॥

"ধরমের উপদেশ দানিবার তরে।
বাক্যন্ত্র চালাইয়া নিশিদিন ধ'রে॥
সমধিক* কথা প্রভু কয়েছেন ব'লে।
তীবর বেদনা হেন হইয়াছে গলে॥
তারি ফলে গলদেশ উঠেছে ফুলিয়া।
চিকিৎসা শাস্ত্রের মাঝে লেখা আছে ইয়া॥
ধরমের প্রচারক জগতের যাঁরা।
এ ব্যাধিতে কভু কভু প'ড়ে যান তাঁরা॥"
এইমত কহি' তবে সেই বৈদ্যগণ।
ঔষধ পথ্যের লাগি সব কিছু কন॥
মানিয়া চলেন সবি প্রভু প্রিয়তম।
একটি বিষয়ে তবে সদা ব্যতিক্রম॥
সংসার জ্বালায় জ্বলে যেই জীবগণ।
তাহাদের সেই জ্বালা করিতে মোচন**॥
রাখিতে পারেন নাকো কথার সংযম।
উপদেশকালে তাই প্রভু প্রিয়তম॥
কভুবা ডুবিয়া যান সমাধির মাঝে।
পুরাপুরি কথা বন্ধ সম্ভব না যে॥
ভকতের আগমন কিছু কমে নাই।
তাহাদের সনে প্রভু থাকেন সদাই॥
আহার বিশ্রামে তাই নিয়মাদি ভগ্ন।
কভুও বা শ্রীঠাকুর মহাভাবে মগ্ন॥
এর ফলে স্বল্প নিদ্রা প্রতি রাতে প্রায়।
কখনো কখনো পুনঃ শ্রীঠাকুর রায়॥
নিশিতে শয্যাতে গিয়া সুখনিদ্রা তরে।
শয্যা ছাড়ি' উঠিতেন ক্ষণকাল পরে॥
অতঃপর ভাবাবেশে পায়চারি করি'।
পুনরায় শুইতেন সুখশয্যা 'পরি॥
পুনঃ হেন করিতেন প্রেমঅবতার।
উত্তরে, পশ্চিমে যেই গৃহের দুয়ার॥
বাহিরেতে যাইতেন সে-দ্বার খুলিয়া।
পুনরায় আসিতেন শয্যাতে ফিরিয়া॥

এমত করিতে গিয়া তিন-চারিবার।
বিনিদ্র রজনী তাঁর ক্রমে ক্রমে পার॥
চারিটি ঘটিকা রাতে প্রভু প্রাণপতি।
ঈশ্বরের পুণ্যনামে হইতেন ব্রতী।
এইমত প্রাই তাঁর নিশিঅবসান।
এর ফলে অবসন্ন প্রভু ভগবান॥
শ্রীঠাকুর এইমত অবসন্ন মনে।
তক্তপোশ 'পরি বসি' কোন কোনক্ষণে॥
মাকালীকে সম্বোধিয়া কহিতেন হেন।
"এত এত এঁদো লোক আনছিস্ কেন॥
একসের দুধে কিনা পাঁচসের জল।
ফুঁ লাগিয়ে কত আর জ্বাল ঠেলি বল্॥
চোখ দু'টি গেল মোর মাটি হ'ল হাঁড়।
এ সকল কাজ আমি পারবো না আর॥
তোর যদি সখ থাকে, তুই জ্বাল দে গে।
এরূপ ভকত কিছু আমায় এনে দে॥
যাদের চৈতন্য হবে দু'এক কথায়।"
আরেক দিবসে পুনঃ শ্রীঠাকুর রায়॥
ভকতগণের মাঝে বসিয়া থাকিয়া।
কহিতেছিলেন হেন তাঁদেরে লখিয়া॥
"প্রার্থনা করেছি হেন শ্রীচরণে মার।
বিজয়, গিরিশ, রাম, মাস্টার, কেদার॥
এদেরে শকতি দে মা কিছু কিছু ক'রে।
নূতন আসিবে যারা ধর্মলাভ তরে॥
তাহারা ওদের কাছে কিছু শিক্ষা নিয়া।
তারপরে শিক্ষা নিবে হেথায় আসিয়া॥
লোকশিক্ষাপ্রদানেতে সহায়তা তরে।
কোন এক রমণীকে কৃপাদান ক'রে॥
কহিলেন তারে হেন প্রভু প্রেমহরি।
"জল ঢেলে দেতো তুই, আমি কাদা করি॥"
এদিকে নানান ভক্ত ধর্মলাভআশে।
প্রতিদিন আসিতেছে প্রভুর সকাশে॥

* অত্যন্ত বেশী ** দূর করিতে

গলার ব্যথাও তাঁর এ সময়ে সুরু।
চিন্তিত হইয়া তাই শ্রীজগতগুরু ॥
ভাবাবিষ্ট হ'য়ে মাকে কহিলেন হেন।
"এত লোক এ সময়ে আনছিস্ কেন ॥
এত ভীড় এঁর কাছে লাগাতে কি হয়!
খাইতে নাইতে আমি পাইনে সময় ॥"
নিজেরে দেখায়ে পুনঃ কন এই বাক্।
"এটাতো একটা ফুটো পুরাতন ঢাক ॥
রাতদিন এত ক'রে বাজালে এটাকে।
কদিন টিক্‌বে এটা—বল্‌তো আমাকে ॥"
আঠারশ' পঁচাশীর জুলাই মাসেতে।
ঠাকুর আক্রান্ত এই গলার রোগেতে ॥
তার আগে আসিয়াছে কতশত ভক্ত।
সে-সংখ্যা নির্ণয় করা অতিশয় শক্ত ॥
সেই ভীড় ক্রমেতেই বাড়িছে এখন।
তাহা হেরি' ভয়াকুল অন্তরঙ্গগণ ॥
তাই তাঁরা ভাবিছেন বিষণ্ণ অন্তরে।
বুঝিবা প্রভুর বাণী ফলিবে সত্বরে ॥
তাহার কারণ হেন রহিয়াছে লুকে।
ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এই ঠাকুরের মুখে ॥
বারংবার এই কথা শুনিয়াছে সবে।
"অনেক অনেক লোক দেবজ্ঞানে যবে ॥
ভকতি শ্রদ্ধায় শির অবনত ক'রে।
মানিয়া লইবে এঁকে মনপ্রাণ ভ'রে ॥
তখনি হইবে এঁর দেহঅবসান।"
আবার একদা মোর প্রভু ভগবান ॥
শ্রীমাতাকে ক'য়েছেন এমতি বচন।
"এইমত হালচাল দেখিবে যখন ॥
'যাহার তাহার হাতে খাইতেছি আমি।
কলিকাতা গিয়া আমি যাপিতেছি যামি* ॥
খাবারের অগ্রভাগ কাহাকেও দিয়া।
অবশিষ্ট অংশ আমি নিতেছি খাইয়া ॥
সেইদিন মনে মনে বুঝিবে ইহাই।
দেহরক্ষা করিবারে আর দেরী নাই ॥"
বাস্তবেও ঐ কথা ফলিয়াছে ঠিক।
ব্যাধিতে আক্রান্ত যবে প্রভু প্রাণাধিক ॥
তাহার আগেতে বেশ কিছুদিন ধরি'।
কী যেন বিচিত্রভাবে মগ্ন নরহরি ॥
অনেক লোকের বাটী নিমন্ত্রিত হ'য়ে।
অন্ন বই সব কিছু অতীব আগ্রহে ॥
যাহার তাহার হাতে নিতেন খাইয়া।
আবার ঘটনাচক্রে কলিকাতা গিয়া ॥
বলরাম-বাটে থাকি' হৃদয়রঞ্জন।
মাঝে মাঝে করিতেন রজনীযাপন ॥
তৃতীয় ঘটনা এর রয়েছে এমত।
অজীর্ণ রোগেতে পড়ি' নরেন্দ্র ভকত ॥
'পথ্য তাঁর মিলিবে না'—করি' এই সন্দ।
দেবালয়ে যাতায়াত ক'রেছেন বন্ধ ॥
দীর্ঘদিন এইমত উত্তীর্ণ হওয়াতে।
প্রভু তাঁকে ডাকালেন একদিন প্রাতে ॥
ঝোলভাত তৈরী ছিল প্রভুর লাগিয়া।
শ্রীঠাকুর তাহা থেকে অগ্রভাগ নিয়া ॥
নরেনেরে খাওয়ালেন সকাল সকাল।
বাকী খাদ্য খাইলেন শ্রীপ্রভু দয়াল ॥
এইমত ভোজনের ঠিক পূর্বক্ষণে।
বিষম আপত্তি তুলি' আশঙ্কিত মনে ॥
মা সারদা শ্রীঠাকুরে ক'য়েছেন হেন।
"এইমত খাদ্য তুমি খাইতেছ কেন ??
আবার রাঁধিয়া দিব ঝোল আর ভাত।"
তাহা শুনি কহিলেন প্রভু প্রাণনাথ ॥
"এইমত খাদ্যদ্রব্য খাইবার লাগি।
কোনই সঙ্কোচ মনে উঠিছেনা জাগি' ॥"
ইহাতে ঘটিবে নাকো কোন দোষ—তাই
আবার রাঁধিতে তব প্রয়োজন নাই ॥"

* রাত্রি

শ্রীমাতা প্রভুর কথা স্মরণ করিয়া।
ভকতগণেরে কভু কহিতেন ইয়া॥
"ঠাকুর ওমত মোরে বুঝিয়ে দিলেও।
হৃদয়ে সোয়াস্তি আমি পাইনি মোটেও॥
তাঁহার পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া।
প্রবল শংকায় আমি গেছিনু ডুবিয়া॥"
যদিও বা শ্রীঠাকুর দেহে মনে ক্লান্ত।
লোকশিক্ষাদানে তিনি কভু নন ক্ষান্ত॥
তাঁর গৃহে ভকতের উপস্থিতিমাত্র।
উপদেশদানে কিংবা পরশিয়া গাত্র॥
আধ্যাত্মিক ভাব তার দিতেন জাগায়ে।
অন্তিম সময় তক এ-কৃপা বিলায়ে॥
জীবের ভিতরে শিব—চিন্তিয়া এমতি।
লোকশিক্ষাদানে তিনি আছিলেন ব্রতী॥
একথা পুঁথির মাঝে গাঁথা বারবার।
যে সকল ভাব থাকে যাহার মাঝার॥
তিনি কিন্তু লইতেন সকলি জানিয়া।
তবে ইহা জানিতেন যে-শকতি দিয়া॥
তাহা নাহি চাহিতেন প্রকাশ করিতে।
যাহার মঙ্গল হবে যেটুকু শক্তিতে॥
সেটুকু শকতি শুধু দেখাইয়া তায়ে।
সে-ভকতে উচ্চপথ দিতেন দেখায়ে॥
পুনঃ হেন করিতেন প্রভু গুণধর।
যাহার যেটুকু আস্থা তাঁহার উপর॥
সেটুকু তাহার যাতে অবিচল থাকে।
তার লাগি সে-শকতি দেখাতেন তাকে॥
যে-শকতি দেখে শিষ্য বুঝিত ইহাই।
জানেন পারেন সবি শ্রীঠাকুর সাই॥
ইহার কাহিনী এক এইখানে আঁকি।
প্রভুর বেয়াধিজ্বালা বাড়িয়াছে নাকি॥
জনেক রমণী উহা শুনি' কারো মুখে।
দেখিতে যাইবে এবে পীড়িত প্রভুকে॥

আঠারশ' পঁচাশীর শ্রাবণের শেষে।
সে-নারী চলিল যবে হেরিতে প্রাণেশে*॥
আরেক ভকত নারী আসি' তাড়াতাড়ি।
তাহারে কহিল হেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি'॥
"প্রভুরে দিবার মতো মোর কিছু নাই।
এক ঘটি দুধ আছে, নিয়ে যাবি ভাই ??"
আগের রমণী এতে রাজী না হইয়া।
পরের রমনীটিকে ক'য়ে দিল ইহা॥
"দুধের অভাব নাই দখিণেশ্বরেতে।
এই কথা জানা মোর বিশেষরূপেতে॥
দুধের বরাদ্দ আছে ঠাকুরের তরে।
কিবা আর লাভ তাই এ-ঝামেলা ক'রে॥"
এমতি কহিয়া নারী চলিল সেথায়।
সেথা গিয়ে এইমত জানিবারে পায়॥
প্রভুর বরাদ্দ দুধ আসে নাই আজি।
চিন্তায় মগন তাই সারদা মাতাজী॥
শুধুমাত্র দুধভাত প্রভুর আহার।
কেমনে হইবে আজি ভোজন তাঁহার॥
ভকত রমণী এতে অনুতপ্তা বেশ।
তাহার মনেতে এল এ ভাবনা-ক্লেশ॥
"তাঁর লাগি আনি নাই ভকতের দান।
সে-সব জানিয়া বুঝি প্রভু ভগবান॥
মোরে নিয়ে খেলিছেন এইমত খেলা।
কী-ই বা করিতে পারি আমি এই বেলা॥"
একথা চিন্তিয়া তবে ভকত রমণী।
কাছের পাড়ায় গিয়া তখনি তখনি॥
মনে প্রাণে খুঁজিলেন দুগ্ধের লাগিয়া।
খুঁজিতে খুঁজিতে তবে জানিলেন ইয়া॥
হিন্দুস্তানী নারী আছে 'পাড়ে গিন্নী' নামে।
হয়ত বা দুগ্ধ আছে সে-নারীর ধামে॥
রমণী সেখানে গিয়া জানিল ইহাই।
দেড় পোয়া দুগ্ধ আছে তার বেশী নাই॥

* প্রাণের কর্তা—প্রভু

অতএব সেটুকুই আনিল কিনিয়া।
প্রভুর আহার হ'ল ঐ দুগ্ধ দিয়া॥
আহারান্তে শ্রীঠাকুর আচমনে এলে।
সে-নারী প্রভুর হাতে জল দিল ঢেলে॥
শ্রীপ্রভু এমত তবে কহিলেন তায়।
"বড়ই ভীষণ ব্যথা মোর গলাটায়॥
তুমি যে মন্ত্রটি* জানো তাহা উচ্চারিয়া।
আমার গলাতে দাও হাত বুলাইয়া॥"
বিস্মিত হৃদয়ে নারী উচ্চারিয়া মন্ত্র।
ধীরহস্তে বুলাইল ঠাকুরের কণ্ঠ॥
তারপরে সেই নারী নহবতে গিয়া।
জননী সারদামাকে শুধাইল ইয়া॥
"আমি যে এমত মন্ত্র শিখেছিনু কভু।
কি করিয়া সেই কথা জানিলেন প্রভু ??
কর্তাভজা সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া।
এইমত মন্ত্র আমি নিয়েছি শিখিয়া॥
তাচ্ছিল্য করেন প্রভু কর্তাভজাগণে।
একথা নেইনি তাই তাঁহার শ্রবণে॥"
মা সারদা কহিলেন হাসিতে হাসিতে।
"উনি তো সকল কিছু পারেন জানিতে॥
কোন কিছু ভাল কার্য করিবার তরে।
মন মুখ এক ক'রে যেই যাহা করে॥
তাচ্ছিল্য থাকেনা তাঁর তাদের উপর।
আমিও তো নিয়েছিনু ওরূপ মন্তর॥
সে-কথা তাঁহাকে আমি জানানু যখন।
তিনি মোরে কহিলেন এমতি বচন॥
"অপরাধ হয় নাই ঐ মন্ত্র নিয়া।
এখন ইষ্টের পদে দাও তা স'পিয়া॥"
শ্রাবণের অবসানে উপস্থিত ভাদ্র।
গলার বেদনা কিন্তু কমেনি তিলার্ধ॥
উপরন্তু সে-বেয়াধি বাড়িতেছে যেন।
অবশেষে বিস্ময়েতে দেখা গেল হেন॥

বেয়াধির স্থান দিয়া ঝরিতেছে রক্ত।
তাইতো প্রভুর সব অন্তরঙ্গ ভক্ত॥
তৎক্ষণাৎ এইমত নিলেন চিন্তিয়া।
কলিকাতা একখানি বাড়িভাড়া নিয়া॥
প্রভুর চিকিৎসা এবে চালাইবে তথা।
নরেন্দ্র বিষণ্নমনে কন এই কথা॥
"যাঁহাকে লইয়া মোরা এত স্ফূর্তি করি।
বুঝিবা শীঘ্রই তিনি যাইবেন সরি'॥
চিকিৎসক বন্ধু মোর রহিয়াছে যারা।
এইমত মোরে কিন্তু কহিয়াছে তারা॥
ক্যান্সার হইতে পারে এই রোগ থেকে।
আমারও সেরূপ সন্দ সব কিছু দেখে॥
রক্তও ঝরিল আজি কণ্ঠ থেকে তাঁর।
তাহাতে বাড়িলো আরো সেই সন্দভার*
এইমত চিন্তিয়াও ভয়েতে অস্থির।
ঔষধপত্তর নাই এই বেয়াধির॥"
শ্রীদুর্গাচরণ ষ্ট্রীট বাগবাজারেতে।
সেইখানে একখানি ভাড়াটে গৃহেতে॥
ব্যাধিগ্রস্ত শ্রীঠাকুরে রাখিল সবাই।
সেথায় থাকিতে তাঁর মোটে ইচ্ছা নাই॥
গৃহখানি অতি ছোট—তাই অপছন্দ।
সেখানে থাকিতে তাঁর দম যেন বন্ধ॥
মন্দিরে ছিলেন সুখে প্রভু ভগবান।
সেথায় মুকুত বায়ু প্রশস্ত উদ্যান॥
ভাগীরথীতীরে তিনি ভ্রমিতেন সেথা।
তাইতো কেমনে এবে রহিবেন হেথা॥
এখান হইতে তাই হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
বলরাম-গৃহে প্রভু উঠিলেন গিয়া॥
প্রভুরে গ্রহণ করি' অতি সমাদরে।
বলরাম কহিলেন সব ভক্তবরে॥
"যতদিনে না মিলিবে উপযুক্ত বাড়ি।
এখানেই থাকিবেন প্রভু অবতারী॥"

* ঐ মন্ত্র দিয়া নানান সকামকর্মে সিদ্ধ হওয়া যায়

* সন্দেহ

একথা শ্রবণ করি ভকত সমস্ত।
চিকিৎসার করিলেন সব বন্দোবস্ত ॥
চারিজন কবিরাজ একদিন এল।
এইমত তাহাদের নাম জানা গেল ॥
শ্রীগোপীমোহন আর শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ।
শ্রীনবগোপাল আর শ্রীদ্বারিকানাথ ॥
পরীক্ষা করিয়া তারা কহিল এহন।
"রোহিনী ব্যাধির হ'ল এসব লক্ষণ ॥
ক্যান্সার ইহার নাম এলোপ্যাথ মতে।
নিরাময় অসম্ভব এ-বেয়াধি হ'তে ॥"
ভকতেরা তাই সবে নিলেন এ-ইচ্ছা।
হোমিওপ্যাথির মতে চলিবে চিকিৎসা।
এমতি চিন্তিয়া নিয়া ভকত সমস্ত।
গৃহের সন্ধান নিতে হইলেন ব্যস্ত ॥
অচিরে সফল তাঁরা গৃহসন্ধানেতে।
গোকুল ভচ্চার্য থাকে শ্যামপুকুরেতে ॥
তাহারি বৈঠকখানা লইলেন ভাড়া।
এইমত যুকুতিও করিলেন তাঁরা ॥
মহেন্দ্র* নামেতে যেই খ্যাত বৈদ্যজন।
তাঁকেই চিকিৎসাভার দিবেন এখন ॥
প্রভু যবে আছিলেন বলরামবাসে।
অগণন ভক্ত আসি' দরশন-আশে ॥
সে-গৃহ করিল যেন উৎসবের স্থল।
প্রভুও তাদের সনে থাকি' অবিরল ॥
কভুওবা নিয়োজিত ধর্মআলাপনে।
কভুওবা আমোদিত সঙ্গীতশ্রবণে ॥
ভকতেরা পায় যাতে সত্যের সন্ধান।
তার লাগি করিতেন উপদেশ দান ॥
প্রভুর অধিক কথা কহিতে বারণ।
তথাপি ভকতে দিতে উপদেশ-ধন ॥
কভুওবা এত মত্ত প্রভু গুণধাম।
দ্বিপ্রহরে পাইতেন সামান্য বিশ্রাম ॥

ইহা হেরি' এইকথা জাগিছে মনেতে।
যাইতে পারেনি যারা দখিণেশ্বরেতে ॥
ধর্মের আলোক দিতে তাদের অন্তরে।
হেথা তিনি আসিলেন স্বল্পদিন তরে ॥
সপ্তদিন আছিলেন এ গৃহেতে আসি'।
এরি মাঝে ধন্য কত প্রেমের পিয়াসী ॥
একদা ঘটিল হেন গোধুলির আগে।
গিরিশ ও কালীপদ* অতি অনুরাগে ॥
মহানন্দে ধরিলেন একখানি গান।
লোকজনে পরিপূর্ণ পুণ্য গৃহখান ॥
অধরে অপূর্ব হাসি প্রসন্নতা নিয়া।
সমাধিস্থ হ'য়ে প্রভু আছেন বসিয়া ॥
উত্থিত** রয়ে'ছে তাঁর দখিন চরণ।
প্রেমেতে আকড়ি' তাহা কোন একজন ॥
স্থাপিয়া সে-পদখানি আপনার বক্ষে।
নীরবে বসিয়া আছে প্রভুর সমক্ষে ॥
জলভরা আঁখি তার রহিয়াছে বুজি'।
সে-জল প্রভুর পদে পড়ি' সোজাসুজি ॥
বুঝি সে-চরণপদ্ম নিতেছে পুজিয়া।
উপস্থিত ভকতেরা ওমতি বুঝিয়া ॥
সকলেই একেবারে স্তব্ধ বাকশূন্য।
যেন এক দিব্যাবেশে গৃহখানি পূর্ণ।
তখন চলিতেছিল যেই গীতখানি ॥
এইমত রহিয়াছে সে-গানের বাণী ॥
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।
আমায় ধর নিতাই ॥
(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে।
উঠ্‌ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে ॥
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত্ লিখেছি আপন হাতে।
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে।
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।

* মহেন্দ্র সরকার

* কালিপদ ঘোষ

** উপরের দিকে তোলা

আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল।
তবু ঋণের শোধ না হ'ল ॥
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।
আমায় ধর্ নিতাই ॥
প্রেমের গীতিকাখানি ক্রমে যবে সাঙ্গ ॥
অর্ধবাহ্যভাবে থাকি' শ্রীপ্রভু গৌরাঙ্গ ?
শ্রীচরণধৃত' ঐ ভকতেরে কন ॥
"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' তুই বল্ তো এখন।
তিনবার এই নাম উচ্চারণ কর্।
ঐমত করিলেন ভকতপ্রবর ॥
শ্রীনৃত্যগোপাল** ঐ ভকতের নাম।
তিনি অতি ভক্তিমান দেখিতে সুঠাম* ॥
ঢাকার কলেজে তিনি অধ্যাপনে রত।
প্রভুর ব্যাধির কথা শুনি' এ ভকত ॥
হেথা আসি' লভি' তাঁর প্রেমপরশন।
চরিতার্থ করিলেন আপন জীবন ॥
যেটুকু শকতি দীনে দিয়েছেন রায়।
তাহা দিয়া এ-কাহিনী সমাপ্ত হেথায় ॥

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান —প্রথম পাদ

আঠারশ' পঁচাশির সেপ্টেম্বর মাস।
এ সময়ে ত্যজি' প্রভু বলরাম-বাস ॥
উপস্থিত হইলেন শ্যামপুকুরেতে।
তিন মাস আছিলেন এই ভবনেতে ॥
এইস্থানে শ্রীঠাকুর আগমন ক'রে।
থাকিতেন এ-বাটীর দ্বিতলের ঘরে ॥
চারিখানি গৃহযুক্ত সুন্দর দ্বিতল।
একঘরে বসিতেন ভকত সকল ॥
তারি সাথে একখানি সুপ্রশস্ত ঘর।
সেই গৃহে থাকিতেন প্রভু প্রেমধর ॥
একখানি ছোট ঘর জননীর তরে।
শয়ন করেন মাতা তাহার ভিতরে ॥
আরো এক ছোট ঘর ভক্তদের তরে।
প্রয়োজনে তারা সেথা রাত্রিবাস করে ॥
ইহা ছাড়া আছে এক প্রশস্ত চাতাল।
সেথায় কাটিত মা'র দিবাভাগকাল ॥
আড়েপাশে চারি হাত এ-চাতালখানি।
দিবসে হেথায় থাকি' মাতা ঠাকুরাণী ॥
করিতেন ঠাকুরের পথ্যাদি রন্ধন।
চাতালের ছিল বেশ স্থায়ী আচ্ছাদন ॥
আর না থাকিয়া এই গৃহ-বিবরণে।
নিয়োজিত হইতেছি পরের কীর্ত্তনে ॥
হেথা যবে উপস্থিত প্রেমঅবতার।
তারপরে স্বল্পদিন ক্রমে যবে পার ॥
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নামে খ্যাত বৈদ্য যিনি।
প্রভুর চিকিৎসা লাগি আসিলেন তিনি ॥
মথুরের পরিচিত বৈদ্য মহাশয়।
এভাবে ঘটিয়াছিল ঐ পরিচয় ॥
মথুরের গৃহে যেই পরিজনগণ।
তাদের চিকিৎসা লাগি এই বৈদ্যজন ॥
দেবালয়ে আসিতেন সময় সময়।
প্রভুর সঙ্গেও তাই ছিল পরিচয় ॥
তবে সেই পরিচয় অতিশয় ক্ষীণ।
চিকিৎসার লাগি তবে আসি' এই দিন।
প্রভুকে হেরিবামাত্র চিনিলেন বৈদ্য।
অতঃপর শ্রীঠাকুরে পরখিয়া সদ্য ॥
ঔষধ তালিকাখানি প্রস্তুত করিয়া।
প্রয়োজনমত সবি দিলেন কহিয়া ॥
অতঃপর বসি' সেথা ঠাকুরের সনে।
ক্ষণকাল রহিলেন ধর্মআলাপনে ॥
তারপরে যথারীতি দরশনী* নিয়া।
সেদিনের মতো তিনি গেলেন চলিয়া ॥
পরদিন এইমত কানে গেল তাঁর।
ভকতেরা বহিতেছে চিকিৎসার ভার ॥

* সুশ্রী ** নৃত্যগোপাল গোস্বামী

* ভিজিট (১) পা'ধরা

তাই তিনি প্রীত হ'য়ে ভক্তদেরে কন।
"আর আমি করিবনা ভিজিট-গ্রহণ ॥
যথাসাধ্য সহায়তা দিব তোমাদেরে।
কখনো যাইব নাকো এ-চিকিৎসা ছেড়ে।"
ইহা শুনি' যদিও বা সে-ভকতগণ।
চিকিৎসার বিষয়েতে নিশ্চিন্ত তখন ॥
আরেক বিষয়ে এল এমতি চিন্তন।
শ্রীঠাকুর যেইরূপ পীড়িত এখন ॥
শুশ্রূষার প্রয়োজন র'য়েছে সদাই।
তাহারি লাগিয়া কিছু লোকজন চাই ॥
আরেক ভাবনা হেন জাগিল অন্তরে।
ঠাকুরের পথ্য-আদি প্রস্তুতের তরে ॥
কারোর হেথায় থাকা খুবই প্রয়োজন।
কেইবা করিতে পারে সে-ভার গ্রহণ ॥
এ দু'য়ের সমাধান করিবার তরে।
ভকতেরা লইলেন এ-যুকুতি ক'রে ॥
মা সারদা লইবেন পথ্যাদির ভার।
বালক ভকত যারা রহিয়াছে আর ॥
শুশ্রূষা করিবে তারা প্রভু প্রাণধনে।
যদিও বা ও-যুকুতি উপস্থিত মনে ॥
এমতি চিন্তাও পুনঃ করিলেন তাঁরা।
বালক ভকত হেথা রহিয়াছে যারা ॥
তাহারা করিলে হেথা রাত্রিজাগরণ।
রুষ্ট হবে তাহাদের পিতামাতাগণ ॥
এমত চিন্তাও মনে উঠিল যে বাজি'।
জননী কি একথায় হইবেন রাজী !!
অতিশয় লাজময়ী শ্রীমাতা জননী।
নহবতে রন তিনি দিবসরজনী ॥
কেবল বালকভক্ত দুই চারিজন।
লভিয়াছে শ্রীমাতার পুণ্যদরশন ॥
ঠাকুরের আদেশেই সে-সকল ভক্ত।
ঐমত দরশনে হইল সমর্থ ॥

ইহা ছাড়া কোনজন বারেকেরও জন্য।
শ্রীমাতার দরশনে হয় নাই ধন্য ॥
অতিশয় ক্ষুদ্র এই নহবতখানা।
এইকথা হেথাকার সকলেরই জানা ॥
শ্রীঠাকুর আর তাঁর ভক্তদের তরে।
খাদ্যাদি প্রস্তুত হয় নহবত ঘরে ॥
এইমত কথা তবে কারো জানা নাযে।
শ্রীমাতাই নিয়োজিত ঐমত কাজে ॥
তিনটি ঘটিকা নিশি বাজিত যখনি।
তখনি জাগিয়া উঠি' সারদা জননী ॥
শৌচ আর সিনানাদি সমাপন ক'রে।
পশিতেন এই ক্ষুদ্র নহবত ঘরে ॥
বাহিরে না আসি' তিনি আর কোনকালে
থাকিতেন সবাকার দৃষ্টির আড়ালে ॥
সমুদয় কার্য করি' অতীব নীরবে।
অবসরে বসিতেন পূজাধ্যান-জপে ॥
নহবত গৃহখানি আছে যেখানেতে।
বকুলতলার ঘাট তারি সমুখেতে।
একদা আঁধার রাতে সেই ঘাটে গিয়া।
নামিতেছিলেন মাতা সোপান* বাহিয়া ॥
বিরাট কুম্ভীর ছিল সেই সোপানেতে।
মাতাকে হেরিয়া সেটা পড়িল জলেতে ॥
তদবধি মা সারদা আলো হাতে নিয়া।
সেইঘাটে যাইতেন সিনান লাগিয়া ॥
দিষ্টির আড়ালে সদা রহিছেন যিনি।
কি ক'রে শ্যামপুকুরে থাকিবেন তিনি ॥
অথচ জননী যদি না আসেন এবে।
প্রভুকে কেইবা তবে পথ্য-আদি দেবে !!
ভকতেরা গিয়া তাই প্রভুর সকাশে।
কহিলেন সব কিছু উপদেশ-আশে ॥
শ্রীঠাকুর কহিলেন প্রকাশিয়া দ্বিধা।
"হেথায় হইবে তার নানা অসুবিধা ॥

* সিঁড়ি

সেসব জানিয়া যদি আসিতে সে চায়।
তবে গিয়া একবার শুধাও তাঁহায় ॥"
জনৈক ভকত গেল দখিণেশ্বরেতে।
মাতা হেন চিন্তিলেন নিবিষ্ট মনেতে ॥
"শ্রীঠাকুর এইমত ক'য়েছেন মোরে।
দেশ-কাল-পাত্র ভেদ বিবেচনা ক'রে ॥
যাইতে হইবে সব সংসারের কাজে।
প্রশান্তি লভিবে তবে হৃদয়ের মাঝে ॥
সফলও হইবে তুমি সকল করমে।
একথা সতত তুমি রাখিবে মরমে ॥
'দেশ-কাল-পাত্র'-এর অর্থ এমতন ।
'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ॥
যখন যেমন, তখন তেমন।
যাহাকে যেমন, তাহাকে তেমন ॥'
একথা স্মরণে রেখে করমেতে গেলে।
অপার আনন্দ শান্তি সে-করমে মেলে ॥"
ওকথা স্মরণে রাখি' শ্রীমাতা সারদা।
ঐমত আচরণই করিতেন সদা ॥
কতটা সমর্থা তিনি ঐ আচরণে।
তাহার কাহিনী এক গাহি এইক্ষণে ॥
রাণীর বাগানে রন প্রভু গুণমণি।
কামারপুকুর থেকে সারদা জননী ॥
পদব্রজে চলিলেন ঠাকুরের কাছে।
পথের বর্ণন তবে এইমত আছে ॥
প্রথমে আরামবাগে পঁহুছায় গিয়া।
ক্ষণিকের তরে সেথা বিশ্রাম করিয়া ॥
তেলো-ভেলো মাঠখানি পার হ'য়ে যায়।
দৈর্ঘ্যেতে এ-মাঠখানি পাঁচ ক্রোশ প্রায় ॥
এমাঠ পেরিয়ে যায় তারকেশ্বরেতে।
কৈকালার মাঠখানি তাহার পরেতে ॥
অতঃপর এই মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া।
যাত্রীগণ বৈদ্যবাটী পঁহুছায় গিয়া ॥

তারপরে গঙ্গানদী অতিক্রম করে।
মাঠের কাহিনী কিছু গাহি এরপরে ॥
ঐযে পথের মাঝে মাঠ দু'টি রয় ॥
ঐ মাঠে রহিয়াছে ডাকাতের ভয়।
সেথায় র'য়েছে নানা ডাকাতের ঘাঁটি ॥
তাইতো সাঁঝের আগে অতি দ্রুত হাঁটি'।
যাত্রীরা ও-দুটি মাঠ অতিক্রম করে।
তবুও নানানজন সে-বিপদে পড়ে ॥
কতশত প্রাণ গেছে ডাকাতের হাতে।
কেহই সক্ষম নয় সেই গণনাতে ॥
পথের কাহিনী আরো হেন জানা যায়।
দুইখানি গাঁও আছে পাশাপাশি প্রায় ॥
তেলো-ভেলো নামে হ'ল ঐ গ্রামদ্বয়।
ইহাদের আয়তন মোটে বড় নয় ॥
এ-দুটি গেরাম থেকে এক ক্রোশ দূরে।
তেলো-ভেলো প্রান্তরের মধ্যভাগ জুড়ে ॥
রহিয়াছে ডাকাতের কালীর মূরতি।
করালবদনা আর ভয়ংকরা অতি ॥
এঁকেই 'ডাকাতকালী' কহে সর্বজন।
ডাকাতেরা করে এঁর ভজন পূজন ॥
এ-মূরতি পূজা করি' সে-ডাকাতগণ।
নৃশংস ডাকাতি কাজ করিত তখন ॥
তাইতো পথিককুল ডাকাতের ভয়ে।
এমাঠে চলিত সদা দলবদ্ধ হ'য়ে ॥
এ পথে গেলেন যবে শ্রীমাতা বিধাত্রী।
তাঁহার সঙ্গেতে ছিল আরো কিছু যাত্রী ॥
তাদের কাহিনী হেন সংক্ষেপেতে গাঁথা।
রামেশ্বর নামে যিনি শ্রীপ্রভুর ভ্রাতা ॥
তাঁহার দুহিতা আর কনিষ্ঠ তনয়।
জননীর পূতসঙ্গে ছিল সে-সময় ॥
আরো কিছু যাত্রী ছিল তাঁহার সঙ্গেতে।
তাঁহারা এলেন যবে আরামবাগেতে ॥

তখনো অনেক দেরী ঘনাইতে রাত্রি।
তাই হেন চিন্তিলেন সমুদয় যাত্রী॥
অধিক সময় হেথা না থাকিয়া আর।
ঘনাতে না ঘনাতেই সাঁঝের আঁধার॥
অতিক্রম করিবেন তেলোভেলো মাঠ।
নহিলে হইবে নানা দুর্ভোগ-ঝঞ্ঝাট॥
জননীর দেহে তবে নামিয়াছে ক্লান্তি।
তাঁর যেন সহিছেনা চলার ভোগান্তি॥
তবে তাহা না কহিয়া কাহারো সকাশে।
ধীরে ধীরে চলিছেন কঠোর প্রয়াসে॥
অনেক পশ্চাতে তিনি পড়িছেন তাই।
দেখিতে পাইয়া উহা যাত্রীরা সবাই॥
তাহাদের দ্রুতগতি থামাইয়া দিয়া।
অপেক্ষা করিতে থাকে মাতার লাগিয়া॥
বারংবার ঐমত ঘটিতে থাকায়।
বিলম্ব হইতেছিল সে-পথ চলায়॥
যাত্রীরা মাতাকে হেন কহিলেন তাই।
"সাঁঝের পূর্বেই যদি অমরা সবাই॥
পার হ'তে নাহি পারি এই মাঠখান।
ডাকাতের হাতে সবে হারাইব প্রাণ॥"
জননী সবারে তবে কহিলেন ইয়া।
"বিলম্ব না করি' কেহ আমার লাগিয়া॥
ত্বরায় চলিয়া যাও তারকেশ্বরেতে।
সেথায় মিলিব আমি সবার সঙ্গেতে॥"
দ্রুতসারে গেল তাই যাত্রীরা সমস্ত।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে সূর্যদেব অস্ত॥
মাতার শ্রীঅঙ্গখানি এত অবসন্ন।
তিলেক শকতি নাই চলিবার জন্য॥
অকস্মাৎ হেরিলেন কম্পিত হিয়ায়।
দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ এক অতি কৃষ্ণকায়॥
জনেক সঙ্গীকে রাখি' অনেক পশ্চাতে।
ধাইয়া আসিছে বেগে যষ্টি* ল'য়ে হাতে
পলায়ন, চীৎকার—এ সকল বৃথা।
ওমতি চিন্তিয়া মাতা না হইয়া ভীতা॥
সেথায় দাঁড়ায়ে থাকি' রহিলেন স্থির।
কয়েক নিমেষমধ্যে সে-লোক হাজির॥
অতঃপর সে-পুরুষ মা'র কাছে আসি'।
রুক্ষস্বরে শুধাইল মাতাকে সম্ভাষি'॥
"কে গা, হেথা এ সময়ে দাঁড়ায়ে র'য়েছ?"
একথা শুনিয়া মাতা না পড়ি' ভয়ে চ।
স্নেহের কন্যার সম অসঙ্কোচে ধীরে॥
কহিলেন এইমত সে-পুরুষটিরে।
"বাবা, মোর সাথীগণ আমায় ফেলিয়া॥
তাদের চলার পথে গিয়াছে চলিয়া।
তাইতো পড়িয়া আমি বিপদের মাঝে॥
পথের নিশানা খুঁজে পাইতেছি না যে।
আমাকে এখন তুমি সঙ্গে ক'রে নাও॥
তাদের নিকটে আর পঁহুছিয়ে দাও।
দক্ষিণেশ্বরেতে যেথা দেবী কালীমাতা॥
সেইখানে রহিছেন তোমার জামাতা।
আমি এবে যাইতেছি তাঁহার নিয়ড়ে॥
তুমি যদি সেইখানে পঁহুছাও মোরে।
তোমার উপরে তিনি হইবেন খুশী॥"
উহা যবে কহিলেন শ্রীমাতা বিদুষী।
পশ্চাতের সেই লোক হাজির তখনি॥
তবে সে পুরুষ নহে, সে-এক রমণী।
ইহারা যে পতিপত্নী বুঝা গেল ইয়া॥
জননী ওমতি বুঝি' আশ্বাসিত-হিয়া।
তাই তিনি রমণীর এক হস্ত ধরি'॥
'মা' বলিয়া সে-নারীকে সম্বোধন করি'।
কহিলেন তারে হেন ঢুলু ঢোখে চেয়ে।
"আমি যে সারদা মাগো, তোমারি তো মেয়ে
সাথীরা চলিয়া গেল হেথা রাখি' মোরে।
তাইতো পড়িয়াছিনু বিপদের ঘোরে॥

* লাঠি

এতই নীরবে তিনি করিতেন সেবা।
মানুষ তো ছাড়, বুঝি জানিতনা দেবা:* ॥
সেথায় থাকিয়া হেন সারাদিবারাত্রি।
প্রভুর সেবায় রতা শ্রীমাতা বিধাত্রী ॥
সমস্যা মিটিল হেন পথ্য-প্রভৃতির।
এবারে নরেন্দ্রনাথ করিলেন স্থির ॥
তিনিই প্রভুর কাছে রহিবেন রাতে।
তবে এ বারতা সেথা প্রচার হওয়াতে ॥
প্রবল বাসনা ল'য়ে কিছু অন্তরঙ্গ।
রজনী যাপিতে নিল নরেনের সঙ্গ ॥
গোপাল, কালী ও শশী আরো কিছুজন।
শ্রীপ্রভুর প্রেমে এত আকৃষ্ট তখন ॥
এমতি শপথ যেন লইলেন তাঁরা।
গুরুর সেবাতে থাকি' সদা মাতোয়ারা ॥
দ্বিধা না করিয়া কভু তিল-একমাত্র।
ত্যজিবেন আপনার সমুদয় স্বার্থ ॥
জনকজননী যাঁরা তাহাদের গৃহে।
তাঁহারা ছিলেন কিন্তু এ-ধারণা নিয়ে ॥
তাঁহাদের ও-সকল ভক্তিমান পুত্র।
শ্রীগুরুর সেবাকার্যে হইয়া নিযুক্ত ॥
সাধারণভাবে তাতে রহিবে সদাই।
তাই তাঁরা পুত্রদেরে বাধা দেন নাই ॥
তাপরে** এমতি হেরি' চিন্তিত সকলে।
ঠাকুরের সে-বেয়াধি বাড়িবার ফলে ॥
কলেজ ও লেখাপড়া ছাড়ি' এ-সমস্ত।
পুত্রগণ দিবানিশি সেবাকাজে ব্যস্ত ॥
এমন কি আহারেও আসিছেনা ঘরে।
এ-শঙ্কা জাগিল তাই তাঁদের অন্তরে ॥
বুঝিবা এ-পুত্রগণ ত্যজিল সংসার।
এমতি আতঙ্কে যবে তীব্র জেরবার ॥
গৃহপানে ফিরাইতে পুত্রদের মন।
ব্যাকুলিত হইলেন পিতামাতাগণ ॥

তাই তাঁরা আঁটিলেন নানাবিধ ফন্দি।
পুত্রেরা সংসারে তবে হইলনা বন্দি ॥
শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ ঐ পুত্রগণে।
নানাবিধ উপদেশ জ্ঞানবিতরণে ॥
উজ্জীবিত রাখিছেন সেবাব্রত-ধর্মে।
তাইতো অটল তারা তাহাদের কর্মে ॥
শ্রীঠাকুর এ বাটীতে ছিলেন যখন।
সে-সময়ে শুধুমাত্র চারি-পাঁচজন ॥
পরাণ সঁপিয়াছিল প্রভুর সেবায়।
কিন্তু যবে কাশীপুরে আছিলেন রায় ॥
অনেকে করিয়াছিল এ-ব্রত গ্রহণ।
সে-কথা পুঁথিতে পরে করিব কীর্ত্তন ॥
এ কাহিনী এইখানে সমাপ্ত করিয়া।
প্রভুর চরণপদ্মে নিতেছি নমিয়া ॥

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান
দ্বিতীয় পাদ

ঔষধ পথ্যের আর সেবা শুশ্রূষার।
যদিও বা বন্দোবস্ত হইল এবার ॥
ভকতেরা নন তাতে মোটেই নিচিন্ত*।
এমতি চিন্তায় তাঁরা ম্লান নিশিদিন তো ॥
এইমত ক'য়েছেন সব বৈদ্যগণ।
যে-রোগে আক্রান্ত এবে হৃদয়রঞ্জন ॥
যদি কভু এ-বেয়াধি নিরাময়ও হয়।
ইহাতে লাগিবে কিন্তু সুদীর্ঘ সময় ॥
তাইতো এ-চিন্তা এল সবার মাথার।
কেইবা বহিতে পারে এই ব্যয়ভার ॥
সুরেন্দ্র, গিরিশ, শ্রীম, রাম, বলরাম।
যাঁহারা প্রভুরে নিয়া কলিকাতা-ধাম ॥
বহিছেন চিকিৎসার সবকিছু ভার।
কেহই তো ধনী নন তাঁদের মাঝার ॥
স্বজনেরে দান করি' ভরণপোষণ।
কতটা করিবে আর এ-ব্যয় বহন !!

* দেবতারা ** তারপরে

* নিশ্চিন্ত

এমতি দুশ্চিন্তা যবে আসিত ঘনায়ে ।
পুনঃ তাঁরা জাগিতেন নবীন উৎসাহে ॥
কোথা থেকে আসি' যেন সে-নব উল্লাস ।
মুহূর্তে দুশ্চিন্তারাশি করিত বিনাশ ॥
দিব্যালোকে তাঁরা যেন হেরিতেন ইহা ।
"তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ যাঁহার লাগিয়া ॥
অধ্যাত্ম-জীবনলাভে তিনিই তো সব ।
তিনি তো নহেন শুধু মহান মানব ॥
তিনিই আশ্রয়স্থল তিনি পরমার্থ ।
তিনি বিনে এ-জীবন বিড়ম্বনামাত্র ॥
তিনিই পরমগতি জীবের উদ্ধারে ।
এ-ব্যাধি তাঁহার মধ্যে থাকিতে কি পারে !!
যোগ, ধ্যান, তপস্যাদি, আহার, বিহার ।
জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ আর ॥
এসব তাঁহার মাঝে বিদ্যমান যাহা ।
জীবের কল্যাণ লাগি সমুদয় তাহা ॥
বেয়াধিতে পড়ি' কেন আছেন হেথায় ।
তাহার কারণও হেন স্পষ্ট বুঝা যায় ॥
তিনি যবে আছিলেন দখিনেশ্বরেতে ।
সক্ষম হয়নি যারা সেইখানে যেতে ॥
তাহাদেরে দানিবারে কৃপাসুধাবিন্দু ।
স্থানে স্থানে রহিছেন এই কৃপাসিন্ধু ॥"
এ ধারণা এল তাই ভক্তদের মনে ।
"যে-মানব আবির্ভূত কৃপাবিতরণে ॥
আর যিনি দিয়াছেন সেবা-অধিকার ।
অর্থাভাব ঘটিবে না তাঁহার সেবার ॥
কীর্তিত হইল যাহা পুঁথির ভিতরে ।
গ্রথিত হয়নি তাহা ভাবাবেগভরে ॥
গ্রন্থমাঝে এইকথা লেখা আছে স্পষ্ট ।
অচিরেই অর্থাভাবে হ'তে পারে কষ্ট ॥
এমতি চিন্তিয়া যবে সেবকাদি ভক্ত ।
সবিশেষ আলোচনে হইতেন মত্ত ॥
অপূর্ব প্রেরণা তাঁরা লভিয়া অচিরে ।
পরম পুলকে গৃহে যাইতেন ফিরে ॥
ফিরিবার-কালে কেহ কহিতেন হেন ।
"মিছিমিছি চিন্তা মোরা করিতেছি কেন ॥
নিজে তিনি করিবেন নিজের যোগাড় ।
যদি তিনি না করেন কিবা ক্ষতি আর ॥"
কেহবা নিজের বাটী দেখাইয়া দিয়া ।
পরম উৎসাহভরে কহিতেন ইহা ॥
"ইটের উপরে ইট আছে যতক্ষণ ।
ততক্ষণ ভাবনার কিবা প্রয়োজন ॥
এ বাটী বন্ধক দিয়া চালাইব সেবা ।
সে-কাজ করিতে মোরে বাধা দিবে কেবা ॥"
পুনঃ হেন কহিতেন কোন ভক্তজন ।
"এর লাগি ভাবনার কীইবা কারণ ॥
পুত্র কিংবা কন্যাদের বিবাহ হইলে ।
অথবা গৃহের কেহ ব্যাধিতে পড়িলে ॥
যে উপায়ে বহি মোরা সেই ব্যয়ভার ।
এখানেও নাই কিছু ব্যতিক্রম তার ॥
পত্নীর গহনা-গাঁটি আছে যতক্ষণ ।
ততক্ষণ নাই কোনও চিন্তার কারণ ॥"
কেহবা প্রকাশ্যভাবে কিছু না কহিয়া ।
সংসার-খরচ কিছু কমাইয়া দিয়া ॥
নীরবেতে বহিতেন এই ব্যয়ভার ।
ইহাতে আসিত নাকো কাতরতা তার ॥
বাড়িভাড়া বহিতেন ভকত সুরেন্দ্র ।
বলরাম, রাম আর গিরিশ, মহেন্দ্র
চালাতেন বাকী সব খরচের অর্থ ।
সাধ্যমত দানিতেন বাকী সব ভক্ত ॥
এইমত মিলেমিশে থাকিবার ফলে ।
এতখানি দিব্যোল্লাস লভিল সকলে ॥
সবাই সবার প্রতি প্রেমবন্ধ যেন ।
রামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘ অঙ্কুরিত* হেন ॥

* গজিয়া ওঠা

বুঝিবা শ্রীপ্রভু ইহা স্থাপিবার তরে।
এ-বেয়াধি আনিলেন আপনার 'পরে ॥
কখন কী লীলা প্রভু খেলিছেন ভবে।
সেকথা বুঝিয়া নেয়া কভু না সম্ভবে ॥
অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের যাঁরা।
বিবিধ জল্পনা হেন করিতেন তাঁরা ॥
একদল কহিতেন এমতি বয়ান।
"ঠাকুরের এ-বেয়াধি শুধুমাত্র ভান ॥
উদ্দেশ্য সাধিতে কিছু নিয়েছেন ইয়া।
ইচ্ছামত এ-বেয়াধি যাইবে সারিয়া ॥"
ও-দলের নেতৃপদে ভকত গিরিশ।
একদল এইমত কহিত অনিশ* ॥
"জগজ্জননী মাতা খেলায় মাতিয়া।
নবলীলা স্থাপিছেন শ্রীঠাকুরে দিয়া ॥
এখন বুঝিবা তিনি এইমত চান।
সাধিবেন মানবের বিশেষ কল্যাণ ॥
শ্রীঠাকুরে এ-বেয়াধি দিয়েছেন তাই।
তবে এই বেয়াধির উদ্দেশ্য যাহাই ॥
সম্যকরূপেতে তাহা কে বুঝিতে পারে।
মায়ের সে-লীলা বুঝা সম্ভবও না রে ॥
সাধিত হইবে যবে সে-উদ্দেশ্য মার।
ঠাকুরের এই ব্যাধি থাকিবেনা আর ॥"
এবিষয়ে কেহ কেহ কহিতেন এও।
"জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এ নিয়েই দেহ।
দেহখানি থাকিলেই থাকিবে এসব।
এ নিয়ে কেনবা এত বৃথা কলরব ॥
যদিও বা থাকে এর বিশেষ কারণ।
সে-সব ভাবিতে এবে কিবা প্রয়োজন ॥
মোদের কর্ত্তব্য শুধু ব্যাধি-নিরাময়।
তাঁহার সেবায় যেন ত্রুটি নাহি হয় ॥
সুউচ্চ আদর্শ যাহা স্থাপিছেন তিনি।
সমুখে রাখিয়া তাহা সারানিশিদিনি ॥
সে-ছাঁচে জীবনখানি গড়িয়া লইতে।
প্রয়াস করিব মোরা একনিষ্ঠ চিতে ॥"
ঐমত কহিতেন যে-সকল ভক্ত।
তাহাদের নেতৃপদে শ্রীনরেন দত্ত ॥
একথা ছাড়িয়া এবে অন্য কথা পাড়ি।
অসুস্থ ছিলেন যবে প্রেমঅবতারী ॥
তাঁহাতে হইত যেই অধ্যাত্ম-প্রকাশ।
তাহাই গাহিতে এবে করিব প্রয়াস ॥
মহেন্দ্র নামেতে যিনি খ্যাত চিকিৎসক।
প্রভুর চিকিৎসাভার গ্রহণপূর্ব্বক ॥
নিত্য তিনি আসিতেন ঠাকুরের ঘরে।
কভুও বা তিনবার দিনের ভিতরে ॥
ঔষধপত্তর তিনি স্থির ক'রে দিয়া।
ধার্মালাপে বসিতেন শ্রীঠাকুরে নিয়া ॥
অনেক সময় তাঁর এতে চ'লে যায়।
তাইতো একদা প্রভু কহিলেন তাঁয় ॥
"অতিশয় মূল্যবান তোমার সময়।
এভাবে থাকিলে, তব কত ক্ষতি হয় !!"
ইহার জবাবে বৈদ্য কহিলেন হেন।
"নিজস্বার্থে থাকি হেথা—এইটুকু জেনো।
এমত আলাপে যবে মত্ত থাকি ভারি।
কতনা আনন্দ-ছটা ওঠে গুলজারি' ॥
সত্য-প্রতি সদা তুমি খুবই অনুরক্ত।
সতত সজাগ তুমি পালিতে সে-সত্য।
সত্য ব'লে যাহা তুমি ভাবো একবার।
চুলমাত্র তাহা থেকে নড়নাকো আর ॥
চলিতে বলিতে তাহা সদা ঠিক রাখো।
অপর অপর স্থানে উহা দেখিনাকো ॥
মুখে তারা বলে যাহা, করেনা তা কাজে।
ঐটে আদৌ মোর সহ্য হয় নাযে ॥
তবে তুমি এইকথা ভাবিওনা যেন।
খোশামোদ করি' তোমা কহিতেছি হেন ॥

* দিবারাত্রি

আমি কিন্তু কভু নহি সেইমত চাষা।
বাপের কুপুত্র আমি, স্পষ্ট মোর ভাষা ॥
পিতাও কখনো যদি করেন অন্যায়।
প্রতিবাদ করি তার সুস্পষ্ট ভাষায় ॥
দুর্মুখ বলিয়া তাই সবে মোরে কয়।"
একথা শ্রবণ করি' প্রভু প্রেমময় ॥
বৈদ্যজনে কহিলেন মৃদু হাস্যভরে।
"শুনিয়াছি তাহা, কিন্তু এতদিন ধ'রে ॥
এই যে হেথায় আসো সময় সময়।
এখনো তো পাইনিকো সেই পরিচয় ॥"
জবাবেতে কহিলেন বৈদ্য মহাশয়।
"মোদের সৌভাগ্য সেটা—অন্য কিছু নয় ॥
নহিলে কখনো যদি কোনই অন্যায়।
আমার নয়নপাতে পড়িত হেথায় ॥
তাহ'লে দেখিতে তুমি—'এ মহেন্দ্র বান্দা।
মনেতে না রাখি' কোনো তোষণের ধান্দা ॥
অন্যায়ের প্রতিকারে উঠেছে মাতিয়া।'
যাহোক কখনো তুমি ভাবিওনা ইয়া ॥
মোদের সত্যের প্রতি অনুরাগ নাই।
সত্য ব'লে এ জীবনে বুঝিয়াছি যা-ই ॥
শুধুমাত্র সেই সত্য প্রতিষ্ঠার তরে।
আজীবন চলিতেছি ছুটাছুটি ক'রে ॥
তাইতো আরম্ভ করি' হোমিও[১] চিকিৎসা।
বিজ্ঞান-চর্চারি আমি লইয়াছি ইচ্ছা ॥
তাহারি লাগিয়া এই মন্দির[২] নির্মাণ।
বিজ্ঞানের ভিতরেই সত্য বিদ্যমান ॥
একথা নিশ্চয় তুমি লইবে মানিয়া।"
ইহা শুনি' কোন ভক্ত কহিলেন ইয়া ॥
"আপনি মগন সদা অপরাবিদ্যায়*।
পরাবিদ্যা** ল'য়ে রন শ্রীঠাকুর রায় ॥"
ডাক্তার কহিল তবে উত্তেজিতরূপে।
"ঐ সেই একই কথা তোমাদের মুখে ॥
বিদ্যার ভিতরে নাই অপরা ও পরা।
বিদ্যাকে কেনবা হেন উঁচু নীচু করা ॥
সত্যের প্রকাশ হয় যেসব বিদ্যায়।
কিছুমাত্র ভেদাভেদ থাকেনাকো তায় ॥
তবু যদি ভাগ করে কল্পনা করিয়া।
একথা তো সকলেই লইবে মানিয়া ॥
অপরাবিদ্যার জ্ঞান প্রথমেতে লভি'।
তারপরে মনে আঁকে পরাবিদ্যা-ছবি ॥
বিজ্ঞানের সাধনায় হইয়া মগন।
যে-সব সত্যের পায় প্রত্যক্ষ-দর্শন ॥
সে-সব সত্যের যেই অভিজ্ঞতা-আলো।
তা দিয়া ধর্মীয় কথা বুঝা যায় ভালো ॥"
এমত কহিয়া তিনি কহিলেন পরে।
"নাস্তিক বিজ্ঞানী যারা ধরার ভিতরে ॥
তাহাদের কথা কিছু বোধগম্য নয়।
নয়ন থাকিতে তারা অন্ধ হ'য়ে রয় ॥
তবে যদি কোনজন এইমত কয়।
'অন্তহীন ঈশ্বরেতে যাহা কিছু রয়।
বুঝিয়া নিয়েছি আমি সবটুকু তার।'
তবে তিনি মিথ্যাবাদী জুয়াচ্চোর আর ॥
পাগলা গারদ হ'ল সে-লোকের স্থান।"
একথা শুনিয়া মোর প্রভু ভগবান ॥
বৈদ্যপানে চাহিলেন প্রসন্ন দিষ্টিতে।
অতঃপর কহিলেন হাসিতে হাসিতে ॥
"কহিয়াছ যাহা তুমি—সত্য অতিশয়।
ঈশ্বরের ইতি করা কভু ঠিক নয় ॥
ওমত কহিয়া থাকে হীনবুদ্ধি যার।
ওকথা কখনো কিন্তু সহেনা আমার ॥"
এহেন কহিয়া তবে প্রভু ভগবান।
কোন ভক্তে কহিলেন গাহিতে এ গান ॥
'কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দর্শন ॥'—ইত্যাদি

* জাগতিক বিদ্যা ** আধ্যাত্মিক বিদ্যা

(২) গবেষণা গৃহ (১) হোমিওপ্যাথি

এখানে সে-গৃহ যবে উঠিল মুখরি'।
মাঝখানে শ্রীঠাকুর বাধাদান করি' ॥
গায়কেরে কহিলেন এইমত বাণী।
"উল্টো-পাল্টা হইতেছে এই লাইনখানি* ॥"
এমত কহিয়া মোর প্রভু প্রাণধন।
সেথাকার সবাকারে এইমত কন ॥
"ঈশ্বরে লভিতে যদি কেহ মন দেয়।
মনখানি সহজেই ইহা বুঝে নেয় ॥
অনাদি ঈশ্বরে কভু পাওয়া নাহি যায়।
প্রাণ কিন্তু ঐ কথা মানিতে না চায় ॥
সে কিন্তু সতত কহে ব্যাকুল অন্তরে।
'কেমন করিয়া আমি লভিব ঈশ্বরে ॥"
একথা শুনিয়া বৈদ্য বিমোহিত-হিয়া।
তাই তিনি শ্রীঠাকুরে কহিলেন ইহা ॥
"তুমি এবে কহিয়াছ যথার্থ কথাটা।
যে কোন করমে গিয়া ঐ মন ব্যাটা ॥
সামান্য প্রয়াস করি' ক'য়ে দেয় ইয়া।
'পারিব না এই কাজ, হইবে না ইহা ॥'
প্রাণ কিন্তু সে-কথায় সায় নাহি দেয়।
সত্যের প্রকাশ ঘটে প্রাণেরি চেষ্টায় ॥"
যখন চলিতেছিল ঐমত গান।
ভাবের আবেশে পড়ি' কিছু ভক্তিমান ॥
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া হইলেন স্তব্ধ।
বিস্ময়ে হেরিয়া উহা শ্রীমহেন্দ্র বৈদ্য ॥
পরখিয়া লইলেন উহাদের নাড়ী।
অতঃপর কহিলেন মুখ করি' ভারী ॥
"এরূপ অবস্থা কিন্তু মুরছা-সমান।
এদের নাহিকো এবে বাহিরের জ্ঞান ॥"

*ঠাকুর গায়কেরে বাধা দিয়া বলিলেন ঃ— 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না'—ইহা হইবে না। 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এইমত হবে।

মৃদুস্বরে উহাদেরে নাম শুনাইয়া।
তারি সাথে বক্ষোপরি হাত বুলাইয়া ॥
ফিরানো হইল যবে ওদের চেতন।
শ্রীঠাকুরে কহিলেন বৈদ্য মহাজন ॥
"এসব তোমারি খেলা—মনে হয় ইয়া।"
ঠাকুর হাসিয়া তবে কহিলেন ইহা ॥
"আমার নয়গো ইহা—তাঁহারি ইচ্ছায়।
দারাপুত্র মান, যশ, টাকা পয়সায় ॥
ছড়াইয়া পড়ে নাই ইহাদের মন।
তাইতো শ্রবণ করি' নামসংকীর্তন ॥
তন্ময় হইয়া এরা চেতনা হারায়।"
যাহোক্ এসব কথা ত্যজিয়া হেথায় ॥
আগের প্রসঙ্গ ল'য়ে পুনঃ গান গাহি।
বৈদ্যজন কহিলেন ভক্তপানে চাহি' ॥
কেহবা বুঝিতে গিয়া বিভুর মরম।
দেখাইয়া থাকে তার বিদ্যার গরম ॥
হয়ত বা বুঝিয়াছে দু'চারিটি কথা।
অমনি এমতি কথা কহে যথা তথা ॥
'ঈশ্বর আছেন শুধু এই এই রূপে।'
'ইহাই র'য়েছে শুধু ব্রহ্মাণ্ডের বুকে ॥'
'ইহার অধিক কিছু ঘটেনাকো আর।'
মূর্খের মতন যেন সবি জানা তার ॥"
ওদের মতের কাছে আমি নাহি ঘেষি।
পড়িয়াছে বেশী যারা দেখিয়াছে বেশী ॥
তাহারা এমত কথা কভু নাহি কহে।
'ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি এর বেশী নহে ॥"
এত শুনি' কহিলেন প্রভু প্রেমময়।
"বিদ্যালাভে ঐমত অহংকার হয় ॥
আমি যাহা জানিয়াছি, সব কিছু ঠিক তা।
অপরে যাহাই কয়, সব কিছু মিথ্যা ॥
এইমত নানাবিধ অহংকার আছে।
মানুষ আবদ্ধ থাকে নানাবিধ পাশে ॥

তার মাঝে এক হ'ল—বিদ্যা-অভিমান।
যদিও বা তুমি বেশ পণ্ডিত—বিদ্বান ॥
অহংকার নাই তব মনের ভিতরে।
ঈশ্বরের কৃপা আছে তোমার উপরে ॥"
এতেক শুনিয়া বৈদ্য কহিলেন ইয়া।
"গরব করিব আমি কেমন করিয়া ॥
জানিয়াছি যাহা, তাহা স্বল্প অতিশয়।
জানিবার তরে আছে কতনা বিষয় ॥
আমি ইহা দেখিতেছি সদা দিবাযামি।
'অনেকেই যাহা জানে, জানিনা তা আমি ॥'
তাইতো শিখিতে কিছু কাহারো সকাশে।
তিলমাত্র দ্বিধা মোর কভু নাহি আসে ॥"
এতেক কহিয়া বৈদ্য অতি বিনয়েন।
ভক্তদেরে দেখাইয়া কহিলেন হেন ॥
"এদের কাছেও আছে কত শিখিবার।
এ-হিসাবে তারা কিন্তু আচার্য আমার ॥
এ কারণে ইহাদের পদধূলি নিতে।
তিলেক দ্বিধাও কিন্তু নাই মোর চিতে ॥"
শ্রীঠাকুর কহিলেন "কহিয়াছ ঠিকই।
'যতদিন বাঁচি, সখি, ততদিন শিখি ॥'
সবাকারে কহি আমি ঐমত বাণী।"
বৈদ্যকে দেখায়ে পরে শ্রীঠাকুর জ্ঞানী ॥
"ভক্তগণে শুনালেন এ বচন-বীণ।
"দেখেছিস্ কি রকম অভিমানহীন !!
ভিতরে যে 'মাল' আছে তাই এই বুদ্ধি।
নহিলে কি মনে আসে এতখানি শুদ্ধি !!"
সেদিনের এইমত আলাপন-শেষে।
বৈদ্যবর চলিলেন নিজ গৃহদেশে ॥
এরপরে ক্রমে ক্রমে যতদিন গত।
ডাক্তার প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধানত তত ॥
প্রভুও বৈদ্যকে নানা উপদেশ দানি'।
ধরমের পথে তাঁকে নিতেছেন টানি' ॥

নরেন্দ্র, গিরিশ, শ্রীম প্রভুর আজ্ঞায়।
বৈদ্যের বসত-গৃহে যাইতেন প্রায় ॥
এইমত মেলামেশা করিবার ফলে।
একাত্মতা লভিলেন তাঁহারা সকলে ॥
একদা ডাক্তারবাবু রঙ্গালয়ে গিয়া।
গিরিশের অভিনয় দেখিয়া শুনিয়া ॥
তাঁহার প্রশংসাবাদে মুখরিত হন।
একদা আবার এই খ্যাত বৈদ্যজন ॥
আলাপন করিলেন নরেন্দ্রের সনে।
বিমুগ্ধ হইয়া আর সেই আলাপনে ॥
আপনার আলয়েতে নরেন্দ্রেরে নিয়া।
তুষ্টিমত করালেন ভোজনাদি-ক্রিয়া ॥
একদিন নরেন্দ্রের ভজন-শ্রবণে।
এতই আনন্দ তিনি পাইলেন মনে ॥
পুত্রসম নরেন্দ্রেরে স্নেহাশীষ দিয়া।
আলিঙ্গন করি' তাঁরে নিলেন চুম্বিয়া ॥
তারপরে কহিলেন প্রভু প্রেমধরে।
"এই ছেলে আসিয়াছে ধর্মলাভ তরে !!
ইহাকে হেরিয়া আমি বিমোহিত-প্রাণ।
দুর্লভ রতন এযে বহু মূল্যবান ॥
এ-যুবক কোনো কাজে কখনো না দমবে।
সর্বকাজে কৃতকাম* হবে অবিলম্বে ॥"
ঠাকুর এমতি কথা শ্রবণ করিয়া।
নরেন্দ্রের পানে চাহি' কহিলেন ইয়া ॥
অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গোরা প্রেমরায়।
আসিয়াছিলেন নাকি এই নদীয়ায় ॥
সেইমত সকলি তো নরেন্দ্রের তরে।"
সেদিনের কথা শেষ এ-কথার পরে ॥
শারদীয়া মাতৃপূজা ক্রমে সমাগত।
ঠাকুরের সে-বেয়াধি আগেকার মত ॥
কভুও বা কমে কিছু, কভু কিছু বাড়ে।
সম্যকরূপেতে তাহা কভু নাহি সারে ॥

* সফল

একদিন এ-ব্যেধি বৃদ্ধি পেল যবে।
মহেন্দ্র প্রভুরে হেন কহিলেন তবে ॥
"আহারেতে অনিয়ম ঘটিয়াছে বুঝি।"
জবাবেতে কহিলেন অসুস্থ প্রভুজী ॥
কিছুটা ভাতের মণ্ড, ঝোল, দুধ—প্রাতে।
সন্ধ্যায় যবের মণ্ড, দুধ তার সাথে ॥
এ তো সবি হাল্কা খাদ্য—এ-ই আমি খাই।"
ডাক্তার ওমতি শুনি' শুধালো ইহাই ॥
"এ-ঝোল রাঁধিয়াছিল কী আনাজ দিয়া?"
জবাবেতে শ্রীঠাকুর কহিলেন ইয়া ॥
"কাঁচকলা, বেগুন ও আলু ছিল তাতে।
সামান্য ফুলকপিও ছিল তার সাথে ॥"
এত শুনি' কহিলেন মহেন্দ্র ডাক্তার।
"ফুলকপি খাইয়াছ? এ তো অত্যাচার !!
ফুলকপি সাতিশয় দুষ্পাচ্য—গরম।"
জবাবেতে কহিলেন শ্রীপ্রভু পিতম ॥
"ঝোলে কপি ছিল বটে—আমি তা খাই নি।"
ডাক্তার কহিল তবে এই বাক্যবীণ-ই ॥
"কপি তুমি না-ই খেলে, কি হইল তাতে।
কপির সত্তা তো ছিল সে-ঝোলের সাথে ॥
হজমেতে গেছে তাই ব্যাঘাত ঘটিয়া।
তারি লাগি এ-ব্যেধি গিয়াছে বাড়িয়া ॥"
শ্রীঠাকুর কহিলেন—"তুমি বলো কী গো!
কপি আমি খেলাম না, ঝোল খেয়েছি গো !!
পেটেও আমার কোনো ব্যাধি হয় নাই।
একটু কপির রস ঝোলে ছিল—তাই
আমার গলার ব্যাধি গিয়াছে বাড়িয়া।
একথা কেমন ক'রে লইব মানিয়া ॥"
বৈদ্যবর কহিলেন প্রেম অবতারে।
"একটুতে কত ক্ষতি হইতে যে পারে ॥
তোমাদের সে-বিষয়ে ধারণাই নাই।
একটি ঘটনা কহি শুনহ সবাই ॥

হজম শকতি মোর মোটে ভাল না যে।
অজীর্ণ রোগেতে তাই ভুগি মাঝে মাঝে ॥
সতর্ক হইয়া সদা খাই-দাই তাই।
দোকানের কোন খাদ্য কভু নাহি খাই ॥
তেল ঘিও নিজগৃহে প্রস্তুত করাই।
খাদ্যের বিষয়ে হেন সতর্ক সদাই ॥
একদা পড়িনু তবু ব্রণকাইটিসে।
অকস্মাৎ এ-ব্যেধি হইল যে কিসে ॥
তাহার কারণ আমি না পাইনু খুঁজে।
এইমত কথা তবে লইলাম বুঝে ॥
খাবারে নিশ্চিত কিছু ঘটিয়াছে দোষ।
যাহা হোক এ-বিষয়ে না করি' আপোষ ॥
নিযুক্ত হইনু আমি কারণ-সন্ধানে।
অকস্মাৎ একদিন পড়িল নয়ানে ॥
যে-গাভীর দুগ্ধ খেয়ে বেঁচে রয়েছি রে!
আমার চাকর বেটা সেই গাভীটিরে ॥
খৈল খড় মিশিয়ে যে জাব খেতে দিল।
তাহাতে মাষকড়াইও বেশ কিছু ছিল ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিনু ইহাই।
কোন এক স্থান থেকে এ-মাষকড়াই ॥
মিলিয়া গিয়াছে নাকি কতিপয় মণ।
সর্দির ভয়েতে তবে কভু কোনজন ॥
এ-কড়াই কিছুতেই খাইতে না চায়।
তাই এ-কড়াইগুলি গাভীরে খাওয়ায়।
এ-খাদ্য দিতেছে নাকি কিছুদিন ধ'রে।
একথা মিলিয়ে নিয়ে বুঝিনু সত্বরে ॥
গাভীরে যেদিন থেকে কড়াই দিতেছে।
সেদিন থেকেই মোর সর্দি লেগেছে ॥
কড়াই খাওয়ানো তাই বন্ধ করিলাম।
ব্যাধির হইল তাতে কিছুটা আরাম ॥
সম্পূর্ণ আরোগ্য তবে হয়নি সহজে।
ইহাতে অনেকদিন লেগে গেছিল যে ॥

এমন কি গিয়েছিনু হাওয়া বদলেও।
পাঁচ হাজার টাকা কিনা খরচ তাতেও॥"
একথা শুনিয়া যবে হাসিল সবাই।
পুনরায় কহিলেন সে-বৈদ্য মশাই॥
এমত কাহিনী কিন্তু আরো র'য়েছে হে।
পাইকপাড়া বাবুদের ছ'মাসের মেয়ে॥
একদা পড়িয়া গেল ঘুংড়ি কাশিতে।
তাহার কারণ আমি লাগিনু খুঁজিতে॥
অনেক সন্ধান ক'রে জানিলাম পরে।
ও-মেয়েটি যে-গাধার দুগ্ধপান করে॥
একদিন সে-গাধাটা গিয়েছিল ভিজে।
তাহাতে দুধের দোষ ঘ'টেছিল কী যে॥
সে-কথা গৃহের কেহ ভাবিয়া না দেখে।
যে-দুগ্ধ মিলিল ঐ ভিজে গাধা থেকে॥
তাহাই খাওয়ালো ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে।
ঘুংড়ি কাশিতে তাই ধরিল তাহাকে॥"
রসিক ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া।
বৈদ্যবরে কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
"বলো কি! তুমি যে মোরে অবাক করিলে!
তোমার কথার সঙ্গে ইহাও যে মিলে॥
তেঁতুলতলায় কেহ গিয়েছিল ব'লে।
সে নাকি পড়িয়াছিল সর্দি অম্বলে॥"
এ সকল পরিহাস শুনি' কান পাতি।'
ভকতেরা উচ্চ হাস্যে উঠিলেন মাতি'॥
অতঃপর সকলেই বিচিন্তিলেন ইয়া।
"কপির রসেতে ব্যাধি গিয়াছে বাড়িয়া॥
ইহাকে সঠিক ব'লে যায়নাকো ধরা।
ডাক্তারের ঐমত অনুমান করা,
বাড়াবাড়ি বলিয়াই মন হয় যেন।"
যাহোক তাঁহারা পুনঃ লখিলেন হেন॥
ডাক্তারের সে-বিষয়ে দৃঢ় বিশোয়াস।
তাইতো সকলে শুনি' ঐ পরিহাস॥
কোন কিছু কন নাই প্রতিবাদ ক'রে।
কপিও দেয়নি আর ঝোলের ভিতরে॥
ঠাকুরের ভালবাসা সরল ব্যভারে।
এ-ধারণা উপস্থিত বৈদ্যের মাঝারে॥
"শ্রীঠাকুর যে-সময়ে করিছেন যাহা।
লোকজনে দেখাইতে না করেন তাহা॥
প্রভুর সেবকগণও শ্রীঠাকুরে নিয়া।
কোনকিছু করিছেনা হুজুক করিয়া॥
একটি বিষয়ে তবে এই বৈদ্যজন।
মাঝে মাঝে করিতেন এমতি চিন্তন॥
"যেইরূপ বিশোয়াস প্রগাঢ় ভকতি।
ভকতেরা রাখিছেন ঠাকুরের প্রতি॥
বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয় তাহা।"
এ বিষয়ে ডাক্তারের মনোভাব যাহা॥
তাহা তিনি এইমত গেলেন কহিয়া।
"অসামান্য ঐশী শক্তি ধারণ করিয়া॥
ধরায় আসেন যেই মনীষীমণ্ডলী।
তাঁহাদেরে গুরু কিংবা অবতার বলি'॥
শিষ্যগণ তাঁহাদের পূজাসেবা করে।
আবার কখনো সেই পূজ্য গুরুবরে॥
বসাইয়া একেবারে সর্ব উচ্চ স্থানে।
পূজাসেবা করে তাঁরে ভগবান-জ্ঞানে॥
আবার সে-শিষ্যগণ উচ্ছ্বাসে মাতিয়া।
গুরুর মহিমাগীতি গাহিবারে গিয়া॥
এতই রঞ্জিত ক'রে সে-মহিমা গায়।
মহিমার সত্যরূপ ঢাকা পড়ে তায়॥
যথার্থ স্বরূপ তাই শ্রীগুরুর যাহা।
অপরে পারেনা কিন্তু বুঝে নিতে তাহা॥
মহিমা রঞ্জিত করা ঠিক নয় তাই।"
পুনঃ হেন কহিলেন সে-বৈদ্য মশাই॥
"ঈশ্বরে ভকতি, পূজা যেভাবেই করে।
সবি তা বুঝিতে পারি দ্বিধায় না প'ড়ে॥

অনন্ত ঈশ্বর তবে মানুষের রূপে।
অবতীর্ণ হন এই ধরণীর বুকে ॥
এইকথা বলিলেই যত গোল বাঁধে।
তাইতো এমত আমি কহি প্রতিবাদে ॥
যশোদানন্দন আর শচীর নন্দন।
কৌশল্যানন্দন আর মেরীর নন্দন ॥
এইমত এত সব নন্দনের রূপে।
ঈশ্বর আসেন এই ধরণীর বুকে ॥
মানিয়া লইতে নারি এ 'গল্প' সকল।
দেশেরে উচ্ছন্নে দিল নন্দনের দল ॥"
এত শুনি' কহিলেন শ্রীপ্রভু অধরা।
"ভকতের মাঝে যারা অতিশয় গোঁড়া ॥
তারাই গুরুর প্রতি অতি শ্রদ্ধা নিয়া।
গুরুর মহিমা গায় রঞ্জিত করিয়া ॥"
ডাক্তারের সন্দ আছে 'অবতার-বাদে'।
নরেন্দ্র, গিরিশ-আদি তার প্রতিবাদে ॥
বিতর্কেতে মাতিলেন সে-বৈদ্যের সঙ্গে।
তথাপি সে-বৈদ্যবর থাকিত সে-সন্দে ॥
মীমাংসা হইত নাকো ঐ তর্ক দিয়া।
বৈদ্যের সে-সন্দ দূর প্রভুরে হেরিয়া ॥
প্রভুর মাধুর্য প্রেম উচ্চভাব দেখে।
বৈদ্যের ওমতি সন্দ গেল মন থেকে ॥
একদা শ্রীপ্রভু যবে সন্ধিপূজাক্ষণে।
ভকত-বেষ্টিত হ'য়ে আপন ভবনে ॥
নিমগন আছিলেন সমাধি মাঝার।
সেখানে ছিলেন ঐ বৈদ্য সরকার ॥
চিকিৎসক বন্ধু এক ছিল তাঁর সনে।
প্রভুর সমাধি তাঁরা হেরিয়া নয়নে ॥
শ্রীঠাকুরে পরখিল যন্ত্রপাতি দিয়া।
চিকিৎসক বন্ধু পরে ক্ষণিক ভাবিয়া ॥
ঠাকুরের চোখ মেলা—ইহা দেখিয়া যে।
অঙ্গুলী দিলেন ঐ নয়নের মাঝে ॥
তবুও আঁখিতে নাহি পড়িল পলক।
হতবুদ্ধি হ'য়ে তাই সেই চিকিৎসক ॥
দ্বিধা না রাখিয়া মনে কহিল এমতি।
"সমাধিতে মৃতসম প্রভু প্রাণপতি ॥
যে-অবস্থা বিদ্যমান সমাধি মাঝারে।
বিজ্ঞান তাহার কথা বুঝিতে না পারে ॥
বুঝিতে পারিবে কিনা কোনদিন আর।
যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাহার মাঝার ॥"
আবার এমত মোরা হেরি অনুক্ষণ।
সমাধিতে ঘটে যেই দিব্য দরশন ॥
বর্ণে বর্ণে মিলে তাহা বাস্তবের সঙ্গে।
কখনো পড়েনা তাহা অমিলের দ্বন্দ্বে ॥
একথা পুঁথিতে আগে রহিয়াছে গাঁথা।
সমাধির মাঝে থাকি' প্রভু প্রেমদাতা ॥
হেরিয়াছিলেন যাহা সন্ধিপূজাক্ষণে।
সবি তা মিলিয়াছিল বাস্তবের সনে ॥
আশ্বিন অতীত এবে কার্ত্তিক আগত।
কালিকামাতার পূজা ক্রমে সমাগত ॥
প্রভুর ব্যাধির কিছু নাহিকো উন্নতি।
ক্রমে ক্রমে তাহা যেন বাড়িতেছে অতি ॥
ঠাকুরের প্রসন্নতা আনন্দ-প্রকাশ।
ব্যাধির লাগিয়া কিছু না পাইয়া হ্রাস ॥
অধিক মাত্রায় তাহা উঠিতেছে ভাসি'।
মহেন্দ্র আগেরি মতো ঘন ঘন আসি' ॥
পুনঃ পুনঃ দিতেছেন ঔষধ বিভিন্ন।
তবুও না দেখা যায় আরোগ্যের চিহ্ন ॥
তাই হেন চিন্তিলেন ভকত সকল।
যেহেতু ঘটিছে এবে ঋতুর বদল ॥
সুফল মিলিছে নাকো তাহারি লাগিয়া।
শীতের পরশে ব্যাধি যাইবে কমিয়া ॥
এমত চিন্তিল যবে ভক্ত সমুদয়।
ভকত দেবেন্দ্রনাথ ঠিক সে-সময় ॥

অকস্মাৎ করিলেন এইমত উক্তি।
"গড়াইয়া নিয়া এবে মা কালীর মূর্তি॥
ষোড়শোপচারে মাকে নিবেন পূজিয়া।"
অপর ভকতগণ সেকথা জানিয়া॥
সে-পূজা করিতে তাঁরে করিল বারণ।
বারণের রহিয়াছে এমতি কারণ॥
সে-পূজার উত্তেজনা উৎসাহের জন্য।
হয়ত প্রভুর দেহ হবে অবসন্ন॥
ব্যাধির হইবে তাতে আরো অবনতি।
দেবেন্দ্র শ্রবণ করি' ওমতি যুকতি॥
তৎক্ষণাৎ ত্যজিলেন সংকল্প তাঁহার।
আরেক ঘটনা হেন ঘটিল আবার॥
পূজার আগের দিনে কী যেন ভাবিয়া।
ভকতগণেরে প্রভু কহিলেন ইয়া॥
"সংক্ষেপে করিয়া নিস্ পূজা-আয়োজন।
নিশিতে হইবে কাল মায়ের পূজন॥
যদিও প্রফুল্ল সবে ওমতি শুনিয়া।
সাথে সাথে এইমত নিলেন চিন্তিয়া॥
কিরূপ হইবে এই পূজা-আয়োজন।
তাহা নাহি কহিলেন প্রভু প্রাণধন॥
পূজা তো হইতে পারে বিবিধ প্রকারে।
ষোড়শোপচারে কিংবা পঞ্চ উপচারে॥
ভোগান্নও এ-পূজায় দেয়া হয় কভু।
সে-সব বিষয়ে কিছু কননি তো প্রভু॥
বুঝিতে না পারি' তাই পূজার বিধান তো।
সবে মিলি' করিলেন এমতি সিদ্ধান্ত॥
"গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মিষ্টান্ন, ফলার।
এসব আমরা এবে করিব যোগাড়॥
পরে যাহা কহিবেন হৃদয়রঞ্জন।
সে-সব আনিয়া দিব তখন তখন॥"
পূজার দিনেও তবে প্রভু প্রেমময়।
কিছু না কহিয়া দিয়া সে-সব বিষয়॥

শয্যাপরি স্থিরভাবে রহিলেন বসি'।
উদাস দৃষ্টিতে ভরা নয়ন সরসী॥
সাতটি ঘটিকা নিশি বাজিল যখন।
গৃহের কিছুটা স্থান মুছিয়া তখন॥
ভকতেরা পূজাদ্রব্য রাখিলেন তথা।
তারপরে চিন্তিলেন এইমত কথা॥
দখিনেশ্বরেতে যবে আছিলেন রায়।
৺মায়ের প্রতীক* তিনি—এই ধারণায়॥
গন্ধে পুষ্পে আপনারে পূজিতেন কভু।
কখনো বা এইমত চিন্তিতেন প্রভু॥
মাতা ও তাঁহার মাঝে ব্যবধান নাই।
শাস্ত্রমতে আত্মপূজা করিতেন তাই॥
ভকতেরা এইমত চিন্তা ক'রে নিয়া।
শয্যাপাশে পূজাদ্রব্য দিলেন রাখিয়া॥
তৎপরে মঙ্গলদীপে গৃহ আলোকিত।
ধূপের সৌরভে গৃহ ফুল্ল—আমোদিত॥
শ্রীঠাকুর নির্বিকার—আগেকারি স্থানে।
ভকতেরা কেহ আছে চাহি' তাঁর পানে॥
কেহবা মগন সেথা ৺মায়ের চিন্তায়।
এতই নীরব সবে ধ্যান-ভাবনায়॥
যদিও ভকত সেথা প্রায় ত্রিশজন।
জনশূন্য মনে হয় সে-পুণ্য ভবন॥
'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশোয়াস নিয়া।
ভকত গিরিশ সেথা আছেন বসিয়া॥
প্রেমময় ঠাকুরের ও-ভাব হেরিয়া।
অবিলম্বে তিনি হেন নিলেন ভাবিয়া॥
"সর্বসিদ্ধ শ্রীঠাকুর—তাঁর তরে তাই।
মাকালী পূজার আর প্রয়োজন নাই॥
আর যদি এ-যুকতি ধ'রে নেয়া যায়।
অহেতুকী করুণার তীব্র প্রেরণায়॥
শ্রীঠাকুর এ-পূজায় হইবেন ব্রতী।
তাহ'লে কেন বা তিনি উদাস এমতি !!

* চিহ্ন

অতএব তাহাও তো বোধ হয় না যে।
একারণই আছে তবে এ-পূজার মাঝে॥
'তাঁহার শ্রীঅঙ্গরূপ জ্যান্ত প্রতিমায়।
জগদম্বা মাকে পূজি' ভকতি শ্রদ্ধায়॥
চরিতার্থ হইবেন সকল ভকত।"
গিরিশ এমতি চিন্তা গ্রহণকরত॥
উচ্ছলিত হইলেন তীবর উল্লাসে।
অতঃপর শ্রীঠাকুরে পূজিবার আশে॥
হাতে ল'য়ে সম্মুখস্থ কুসুম চন্দন।
'জয় মা, জয় মা'- হেন করি' উচ্চারণ॥
অঞ্জলিতে ভরালেন শ্রীচরণ দুটি।
এমত অঞ্জলি যবে প'লো মুঠি মুঠি॥
শিহরি' উঠিয়া প্রভু সমাধিতে মগ্ন।
সার্থক হইল হেন এ-পূজার লগ্ন॥
অপরূপ জ্যোতির্ময় ঠাকুরের আস্য*।
ওষ্ঠদ্বয়ে প্রস্ফুটিত স্মিত দিব্য হাস্য॥
হস্তদ্বয়ে বিরাজিত বরাভয় মুদ্রা।
দু'নয়নে বিকশিত কৃপাদৃষ্টি শুদ্ধা॥
জগদম্বা জননীর প্রেমালু আবেশ।
ধারণ করিয়া হেন প্রভু পরমেশ॥
সবাকারে করিছেন প্রেমাভক্তি দান।
এ-মুরতি হেরি' সবে বিমুগ্ধপরাণ॥
অমনি কেহবা দিল সপুষ্প অঞ্জলি।
কেহবা উচ্ছল-রবে জয় মাগো বলি'॥
কেহবা কুসুম ল'য়ে দুই হস্ত ভরি'।
ইচ্ছামত মন্ত্র সব উচ্চারণ করি'॥
ঠাকুরের পাদপদ্মে দানিলেন অর্ঘ্য।
অতপর* ধীরে ধীরে শ্রীঠাকুর ভর্গ(১)॥
তিয়াগ করিয়া ঐ শুদ্ধা সমাধিরে।
অর্ধবাহ্যদশামাঝে আসিলেন ফিরে॥
অতঃপর ব্যস্তভরে সে-ভকতকুল।
শ্রীঠাকুরে নিবেদিল কিছু ফলমূল॥

তা থেকে কিছুটা ল'য়ে প্রভু ভগবান।
বাকীটা ভকতগণে করিলেন দান॥
ভকতেরা এ-প্রসাদে কৃতার্থ হইয়া।
গভীর রজনী তক সকলে জাগিয়া॥
প্রাণের উল্লাসে করি' দুর্দম নর্তন।
করিলেন জননীর মহিমা-কীর্ত্তন॥
এ-পুণ্যদিবসে সবে যে-আনন্দ পেল।
সারাটিজীবন তাহা দীপ্ত র'য়ে গেল॥
সহিতে সহিতে নানা দুঃখ দৈন্যরাশ।
ভকতেরা কভু যদি হইত হতাশ॥
বরাভয়রূপে প্রভু সমুখে দাঁড়ায়ে।
তাঁদেরে দিতেন হেন স্মরণ করায়ে॥
তাঁদের জীবন সদা 'দেবতা-রক্ষিত'।
এইরূপে ভকতেরা সোয়াস্তি লভিত॥
দিব্যশক্তি 'দেবভাব' ঠাকুরেতে যাহা।
ভকতেরা অনুক্ষণ নিরখিয়া তাহা॥
প্রভুরে বিশ্বাস করি' 'দেবনর' ব'লে।
সে-ভাব সুদৃঢ় ক'রে লইত সকলে॥
যে-সব ঘটনা থেকে ওভাব উদয়।
তাহার কাহিনী কিছু এইমত রয়॥
বলরাম নামে যিনি ঠাকুরের ভক্ত।
যেহেতু প্রভুতে তিনি সদা অনুরক্ত॥
আত্মীয়রা তাঁর প্রতি বিরূপ সদাই।
তাহার কারণ তবে র'য়েছে ইহাই॥
"পবিত্র বৈষ্ণব-বংশে তাঁহার জনম্।
পালিতে হইবে তাই বৈষ্ণব-ধরম॥
তবে কেন 'সর্বধর্মে বিশ্বাসের' রীতি!
ঠাকুরের কাছে গিয়া শেখে নিতিনিতি;
বৈষ্ণব ধর্মের মতে উহা নাহি চলে।
তাইতো সে ধর্মহীন এ-কাজের ফলে॥
কত তাঁর ধন, মান, আভিজাত্য আর!
সকলের সনে মেশা সাজেনাকো তাঁর॥

* অতঃপর * মুখ (১) শিব

বলরাম গিয়া এবে প্রভুর ভবনে।
নির্বিচারে মিশিতেছে সবাকার সনে॥
বংশের মর্যাদাটাও ভুলি' অহরহ।
ঠাকুরের কাছে যায় পরিবারসহ॥
আত্মীয়রা হেরি' তাঁর ঐ ভাবগতি।
সকলেই অতিশয় ক্ষুব্ধ তাঁর প্রতি॥
ওপথ হইতে তাঁকে ফিরাইতে তাই।
এমতি চিন্তিয়া নিল তাহারা সবাই॥
সদুপায়ে তাঁকে যদি ফিরানো না যায়।
লইতে হইবে তবে অসৎ উপায়॥
প্রথমে এ-পথ তারা বেছে নিল তাই।
ভগবান* নামে যিনি বৈষ্ণব গোঁসাই॥
কাল্‌নাতে রহিছেন আশ্রম স্থাপিয়া।
তাঁহার গুণের কথা কীর্তন করিয়া॥
বলরামে শুনাইল নানা স্তুতিগান।
তিনি কিন্তু সে-কথায় না দিলেন কান॥
অতএব ঠাকুরের নিন্দা গাহিয়াই।
বলরামে এইকথা কহিল সবাই॥
"সদাচারহীন প্রভু নিষ্ঠা নাই তাঁর।
সুখাদ্যে অখাদ্যে তাঁর নাহিকো বিচার॥
মানেনা 'তিলক কণ্ঠী ধারণের' রীতি।"
এমত গাহিল আরো কত নিন্দাগীতি॥
ইহাতেও যবে কিছু ফলিলনা ফল।
মিলিত হইয়া সেই আত্মীয় সকল॥
শ্রীঠাকুর, বলরাম—দু'জনারে নিয়া।
বিবিধ বিকৃত কথা তৈয়ার করিয়া॥
বলরাম ভকতের ক্ষুল্লভ্রাতাগণে।
ওসব বিকৃত কথা কহিল গোপনে॥
শ্রীহরিবল্লভ আর নিমাইচরণ।
ইহারা হইল ঐ খুল্লভ্রাতাগণ॥
ভ্রাতারা শুনিয়া ঐ নিন্দা—যশোহানি।
কীসব কহিয়াছিল যদিও না জানি॥

এইকথা জানিবার ঘটিল সৌভাগ্য।
বলরামে এল ক্রমে তীব্র বৈরাগ্য॥
বৈরাগ্য আসিল তাঁর এই চিন্তা ক'রে।
"বিষয়-আশয়-আদি রক্ষিবার তরে॥
কখনো থাকিতে হয় নির্মম হইয়া।
কভুও বা যায় এতে হাঙ্গামা বাঁধিয়া॥
ভকতি ভাবের এতে আসে নানা বিঘ্ন।
ওমতি ধারণা তাঁর হ'ল যবে তীক্ষ্ণ॥
বিষয়ের ভার দিয়া নিমাইয়ের' পরে।
মাসোহারা নেন তিনি খরচের তরে॥
এ-টাকা পর্যাপ্ত নহে সংসারের জন্য।
তবুও উহাতে তিনি সতত প্রসন্ন॥
একদা অজীর্ণ রোগে হইয়া বিপন্ন।
দ্বাদশ বরষকাল তিয়াগিয়া অন্ন॥
কিছুটা যবের মণ্ড, দুগ্ধপানে আর।
যাপিয়াছিলেন ঐ দিনগুলি তাঁর॥
সে-সময়ে কিছুকাল পুরীধামে থাকি'।
পূজা, পাঠ, সাধুসঙ্গে মনখানি রাখি'॥
পুলকেতে আছিলেন নিশিদিনমান।
তখন হইল তাঁর আরেক কল্যাণ॥
বৈষ্ণব নামেতে যেই ধর্মসম্প্রদায়।
তাহাদের সঙ্গে তিনি মিলিয়া তথায়॥
ভালমন্দ যাহা কিছু তাহাদের আছে।
জানিয়া নিলেন তাহা এই অবকাশে॥
সেথা থেকে কলিকাতা ফিরিয়া আবার তো।
প্রভুর দরশপুণ্যে হইয়া কৃতার্থ,
তাঁহারি নিকটদেশে করিতেন বাস।
কীভাবে পূরিল তবে ঐ অভিলাষ॥
তাহা ল'য়ে এবে হেথা গাহিছি এ-গান তো।
অজীর্ণ রোগেতে তিনি যখন আক্রান্ত॥
কাটায়ে উঠিতে ঐ বেয়াধির ধর্ষ*।
পুরীতে ছিলেন তিনি একাদশ বর্ষ॥

* ভগবান দাস

* পীড়ন

এরি মাঝে একবার কলিকাতা এসে।
কয়েক সপ্তাহ থাকি' নিজ গৃহদেশে ॥
প্রথমা কন্যার তিনি দিলেন বিবাহ।
অতঃপর গত যবে সে-কয় সপ্তাহ ॥
পুনরায় গিয়া তিনি পুণ্য পুরীধামে।
রহিয়াছিলেন তথা আনন্দে বিশ্রামে ॥
সেথায় থাকিতে তবে নারিলেন আর।
এমতি কারণ আছে তাহার মাঝার ॥
রমাকান্ত বসু স্ট্রীটে কলিকাতা-মাঝে।
শ্রীহরি* নিলেন এক বাটী কিনিয়া যে ॥
সাতান্ন নম্বর গৃহ এ-ভবনখান।
পরের কাহিনী এর হেন বিদ্যমান ॥
"বলরাম পুরীধামে থাকিয়া আনন্দে।
মেলামেশা করিতেছে সাধুদের সঙ্গে ॥
একথা জানিয়া তাঁর পিতাভ্রাতাগণ।
একত্তরে করিলেন এই আলাপন ॥
"বলরাম সাধুসঙ্গে সতত থাকিয়া।
হয়ত বা সাধুদের যুকতি লইয়া ॥
ত্যজিয়া যাইতে পারে আপন সংসার।
তাইতো সেথায় থাকা ঠিক নহে আর ॥"
গ্রহণ করিয়া তারা এ-যুকুতিখানি।
বলরামে পুরী থেকে ফিরাইয়া আনি' ॥
থাকিতে কহিল ঐ নূতন বাটীতে।
বলরামও পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে ॥
সে-বাটীতে করিলেন বসতিস্থাপন তো।
ইহার ফলেতে তবে বলরাম সন্ত।
ঠাকুরের কাছাকাছি করিতেন বাস।
আনন্দে পূর্ণিত তাই হৃদয়আকাশ ॥
তবে তিনি রহিছেন এই আশঙ্কায়।
'এতখানি সুখ মোর সহিবে কি হায় !!'
এমতি শংকার ছিল দুইটি কারণ।
একটি কারণ তার আছে এমতন ॥

শ্রীহরিবল্লভ কভু খেয়াল খুশিতে।
কহিয়া দিবেন তাঁরে এ-বাড়ি ছাড়িতে ॥
আরেক কারণ এর এইমত রয়।
কোঠারে*রয়েছে যেই বিষয়-আশয় ॥
সে-সকল যথাযথ রক্ষা করিবারে।
নিমাইচরণ বুঝি পাঠাইবে তাঁরে ॥
মনেতে জাগিল যবে আশঙ্কা এমতি।
বুঝিবা জানিল তাহা নির্মম নিয়তি ॥
তাইতো প্রভুর সঙ্গ কাড়িয়া লইতে।
এমত ঘটনাখানি লাগিল ঘটিতে ॥
"বলরাম নিতেছেন ঠাকুরের সঙ্গ।
আত্মীয়বর্গের উহা নহেকো পছন্দ ॥
তাইতো তাদের নানা গুপ্ত প্রেরণায়।
শ্রীহরিবল্লভবাবু বিচল হিয়ায় ॥
এইমত ক্রমে ক্রমে নিলেন ভাবিয়া।
'কিছুদিন তরে তিনি কলিকাতা গিয়া ॥
বসবাস করিবেন বলরাম সনে।'
অতএব তিনি ঐ উদ্দেশ্যসাধনে ॥
বলরামে জানালেন তাঁর ঐ কথা।
বলরাম পত্রমাঝে জানি' ও-বারতা ॥
তৎক্ষণাৎ পড়িলেন এইমত সন্দে।
"যাহাতে না থাকি আমি ঠাকুরের সঙ্গে ॥
তাহারি লাগিয়া করি' ঘোর ষড়যন্ত্র।
আমাকে এখান থেকে সরাবে এখন তো ॥"
এমতি আশঙ্কা তাঁর জাগিবার জন্য।
মনে মনে হইলেন ক্লিষ্ট অবসন্ন ॥
তবে তিনি করিলেন এইমত চিন্তা।
সমস্যা আসেই যদি—হোকনা কঠিন তা ॥
ব্যাধিগ্রস্ত শ্রীঠাকুরে পরিত্যাগ করি'।
দূরান্তরে যাইবনা কারো ভয়ে পড়ি' ॥
সেবিয়া যাইব তাঁর চরণপল্লব।
ইতিমধ্যে উপস্থিত শ্রীহরিবল্লভ ॥

শ্রীহরিবল্লভ

* ইহা উড়িষ্যায় অবস্থিত

ভ্রাতার না হয় যাতে অসুবিধা কষ্ট ।
তাহার লাগিয়া করি' সব বন্দোবস্ত ॥
বলরাম চলিলেন প্রভুর সেবাতে ।
কিছুটা দুশ্চিন্তা তবে রহিয়াছে তাঁতে ॥
মুখ-ই মনের এক প্রকৃষ্ট দর্পণ ।
বলরামে হেরি' তাই দেহীনারায়ণ ॥
এইকথা বুঝিলেন অতীব সত্বরে ।
কী যেন ভীষণ এক দুশ্চিন্তার ঝড়ে ॥
আলোড়িত হইতেছে ভক্ত বলরাম ।
সেকথা বুঝিয়া নিয়া প্রভু গুণধাম ॥
বলরামে শুধালেন দুশ্চিন্তার কথা ।
অতঃপর জানি' তাঁর মনের বারতা ॥
পুনঃ তাঁরে শুধালেন প্রভু প্রেমার্ণব ।
"কেমন মানুষ ঐ শ্রীহরিবল্লভ ??
বারেক তাহাকে হেথা পারো কি আনিতে ?"
বলরাম কহিলেন জবাবদিহিতে ॥
"তিনি তো ভালই লোক—দয়ার্দ্রহৃদয় ।
ভক্তিমান বুদ্ধিমান খুবই সদাশয় ॥
পরোপকারীও তিনি বিশেষ বিদ্বান ।
নানান বিষয়ে তাঁর রহিয়াছে দান ॥
তবে যেই দোষ থাকে ধনীদের মনে ।
—কান পাতলা, তাই নানা কান-কথা শোনে ॥
আপনার কাছে আমি আসিছি সদাই ।
তাহাতে আমার 'পরে ক্ষোভ আছে—তাই
আমার কথায় তিনি আসিবেন কিনা ।
সে-কথা সঠিক ক'রে কহিতে পারিনা ॥"
এত শুনি' কহিলেন প্রেমঅবতার ।
"তবে থাক্, তুমি তাকে কহিওনা আর ॥
গিরিশ এখানে যদি কাছে-পিঠে থাকে ।
তুমি গিয়ে একবার ডেকে আনো তাকে ॥"
গিরিশ প্রভুর মুখে সকলি শুনিয়া ।
সানন্দে সে-কার্যভার গ্রহণ করিয়া ॥
শ্রীঠাকুরে কহিলেন এমত কথাটি ।
"শ্রীহরিবল্লভ মোর বন্ধু-সহপাঠী ॥
কটকে এখন তিনি র'য়েছেন স্থায়ী ।
সেথা তিনি সরকারী আইন-ব্যবসায়ী* ॥
বাল্য থেকে তাঁকে আমি বড় ভালবাসি ।
কলিকাতা আসিলেই দেখা ক'রে আসি ॥
অদ্যই একথা আমি জানাইব তাঁয় ।"
পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় ॥
গিরিশ তাঁহাকে আনি' প্রভুর ভবনে ।
পরিচয় করালেন ঠাকুরের সনে ॥
শ্রীহরিবল্লভে প্রভু নিকটে বসায়ে ।
অতিশয় সমাদরে কহিলেন তাঁয়ে ॥
"তব কথা শুনিয়াছি অনেকেরি কাছে ।
তোমাকে দেখিতে তাই ইচ্ছা জাগিয়াছে ॥
তবে আমি আছিলাম এই আশঙ্কাতে ।
পাটোয়ারী বুদ্ধি বুঝি র'য়েছে তোমাতে ॥
তোমাকে হেরিয়া তবে বুঝিনু এবার ।
ঐমত বুদ্ধি নাই তোমার মাঝার ॥
সহজ সরল তুমি বালকের ন্যায় ।
তোমার নয়নই উহা বুঝাইয়া দেয় ॥
ভকতিতে মন যদি পূর্ণ নাহি রয় ।
ওমত নয়ন তবে কভু নাহি হয় ॥"
তাপরে১ পরশি' তাঁরে কহিলেন হেন ।
"তোমাকে আত্মীয় ব'লে মনে হয় যেন ॥
শ্রীহরিবল্লভবাবু প্রভুকে নমিয়া ।
'আপনার কৃপা সেটা'—কহিলেন ইয়া ॥
ভকত গিরিশচন্দ্র কহিলেন অথ ।
"নিশ্চয়ই হইবে এরা পরম ভকত ॥
ইহাদের বংশে কত সুসন্তান প্রসূ** ।
এ-বংশেই আবির্ভূত ৺কৃষ্ণরাম বসু ॥
নানাবিধ কীর্ত্তি তাঁর দেশ জুড়ে গাঁথা ।"
একথা শ্রবণ করি' প্রভু প্রেমদাতা ॥

(১) তারপরে

* উকিল ** উৎপন্ন

হরিকে* দিলেন নানা জ্ঞান উপদেশ।
একালে প্রভুতে এল ভাবের আবেশ ॥
অর্ধবাহ্যদশা মাঝে অবশেষে মগ্ন।
ভজন কীর্তনে তাই মুখর সে-লগ্ন ॥
হরির বহিল তাতে প্রেম-আঁখিধারা।
বুঝিবা প্রভুর কার্য এখানেই সারা ॥
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ঘনাইল সন্ধ্যা।
বিদায় নিলেন হরি অতি মন্দা মন্দা** ॥
এমত সতত পড়ে আমাদের চক্ষে।
যেজন যখনি আসে প্রভুর সমক্ষে ॥
প্রেমময় শ্রীপ্রভুর হাতের পরশে।
সেজন চলিয়া যায় ঠাকুরের বশে ॥
সবারে না দেন তবে এই পরশন।
এ-পরশ পায় শুধু ভাগ্যবানজন ॥
এ-প্রসঙ্গে কহিতেন প্রেমঅবতার।
"অনেকের মনে থাকে এই অহংকার ॥
'সে যেন কাহারো চেয়ে কিছু কম নয়।'
তাই সে কাহারো কথা মানিয়া না লয় ॥"
নিজেরে দেখায়ে পুনঃ কন অবতারী।
এ দেহেতে আছে এক দিব্যশক্তিধারী ॥
এতই প্রভাব সেই দিব্যশক্তির।
সকলে তাঁহার কাছে নত করে শির ॥
ওষধির[১] পরশনে ভুজঙ্গ যেমতি।
নিজফণা সম্বরিয়া মেনে নেয় নতি ॥
এ দেহের পরশেও সবাকার গর্ব।
বিচূর্ণ হইয়া শেষে একেবারে খর্ব ॥"
এ-বিষয়ে পুনঃ প্রভু কহিতেন ইয়া।
"কাহারো সঙ্গেতে আমি আলাপনে গিয়া
এমনি কৌশল নিয়া স্পর্শ করি তারে।
সেজন মোটেই তাহা বুঝিতে না পারে ॥"
প্রভুর সকাশে হরি আগমন করি'।
এমতি ধারণা এক মনে নিল গড়ি' ॥

"বলরাম আসিতেছে ঠাকুরের কাছে।
ইহাতে তাহার কিছু দোষ নাহি আছে ॥"
ওমতি ধারণা ল'য়ে মনের মাঝার।
বলরামে কোন কিছু কন নাই আর ॥
শ্রীপ্রভু আছেন এবে শ্যামপুকুরেতে।
ব্যোধি বাড়িছে যেন দিনেতে দিনেতে ॥
ভকতের আগমনও বাড়িতেছে বেশ।
প্রভুও তাদেরে দেন জ্ঞান উপদেশ ॥
যতন করিয়া আর যোগাদি শেখান।
একদা ওমতি শিক্ষা করিবারে দান ॥
কোন এক যুবকেরে নিকটে বসায়ে।
নানাবিধ ধ্যানাসন দিলেন দেখায়ে ॥
সাকার ধ্যানের যেই আসন প্রশস্ত।
সে-বিষয়ে শ্রীঠাকুর কন এ-সমস্ত ॥
"ইহাতে বসিতে হয় পদ্মাসন ক'রে।
বামকরতলখানি প্রসারিয়া* পরে ॥
তাহাতে রাখিতে হয় ডান-করপৃষ্ঠ।
অতঃপর ধ্যান লাগি হ'য়ে একনিষ্ঠ ॥
একত্রে সে-করযুগ সংস্থাপিয়া বক্ষে।
ধ্যানেতে বসিতে হয় নিমীলিত চক্ষে ॥
সাকার ধ্যানের উহা প্রকৃষ্ট আসন।"
নিরাকার ধ্যান লাগি এইমত কন ॥
"ইহাতেও পদ্মাসনে বসিতে যে হয়।
তাপরে দখিন আর বাম করদ্বয় ॥
রাখিবে দক্ষিণ আর বাম জানু'পরে।
হাতের অঙ্গুলী পরে প্রসারিত ক'রে ॥
অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগদ্বয়।
পরস্পরে ছোঁয়াইয়া রেখে দিতে হয় ॥
অপর অঙ্গুলীগুলি সোজা করি' পরে।
দু-ভুরুর মাঝখানে দৃষ্টি স্থির ক'রে ॥
সুস্থির করিতে হয় এলোমেলো মন।
নিরাকার ধ্যানে ইহা প্রকৃষ্ট আসন ॥

* শ্রীহরিবল্লভকে ** ধীরে ধীরে

(১) ঔষধ * মেলিয়া

যুবকেরে এইমত উপদেশ দিয়ে।
প্রভু যবে সে-আসন দিলেন দেখিয়ে॥
ক্রমে তিনি হইলেন সমাধিতে মগ্ন।
ক্ষণপরে সে-সমাধি পুন* হ'ল ভগ্ন॥
সমাধিতে বায়ু ওঠে ঊর্ধ্বদিক পানে।
তারি ফলে ব্যথা লাগে বেয়াধির স্থানে॥
তাইতো সমাধি ঘটে যে-সকল কাজে।
প্রভুর যাইতে নাই সে-সবের মাঝে॥
তাই সে আসন শিক্ষা তৎক্ষণাৎ বন্ধ।
যুবকও ওমতি শুনি' হ'য়ে নিরানন্দ॥
প্রভুরে কাতরকণ্ঠে ইহা দিল ব'লে।
"ঐ সব আপনার সহ্য নাহি হ'লে॥
কেনবা গেলেন উহা দেখাইয়া দিতে।
আমি তো চাহিনি কভু ওসব দেখিতে॥"
জবাবেতে কহিলেন প্রভু প্রেমময়।
"তা তো বটে, কহিয়াছো সত্য অতিশয়॥
একটু-আধটু তবে যদি না দেখাই।
তাহ'লে আমি যে মোটে শান্তি নাহি পাই॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আর থাকিতে না পারি।"
এত শুনি' সে-যুবক বিস্ময়িত ভারি॥
বিমুগ্ধ হইয়া পুনঃ নিল সে চিন্তিয়া।
'আহা কি করুণাময় প্রভু মরমিয়া !!'
ঠাকুরের নিত্যকার—ব্যভারের মাঝে।
এতই মাধুরী-মাখা বাৎসল্য বিরাজে॥
যাহা হেরি' নবাগত ভক্ত—ভক্তিমান।
কভুও বিস্মিত, কভু বিমুগ্ধপরাণ॥
ইহার কাহিনী এক আছে এইমত।
গিরিশ নামেতে যিনি পরম ভকত॥
তাঁহারি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলের মুখে।
বিচিত্র এ কাহিনীটি গাহা এইরূপে॥
"মোর এক প্রিয় সখা উপেন্দ্র নামেতে।
মুন্সেফী চাকুরীতে ছিল বিদেশেতে॥
একদা লিপিকা লিখি' জানাইনু তায়।
'এবারে যখন তুমি আসিবে হেথায়॥
অপূর্ব জিনিস এক দেখাবো তোমায়।'
কিন্তু যবে বন্ধুবর আসিল হেথায়॥
তাহাকে কহিনু 'ভাই ! কী কহিব এবে।
ভেবেছিনু—দেখাইব রামকৃষ্ণদেবে॥
কিন্তু তিনি এতখানি অসুস্থ এখন।
কথাবার্তা কহিতেই রয়েছে বারণ॥
আমরাই সদা সেথা ঢুকিতে না পাই।
তুমিতো নূতন লোক—কী করিয়া তাই
তোমারে লইয়া যাই তাঁহার নিকটে।
তাই আমি পড়িয়াছি—ভীষণ সঙ্কটে॥'
মেজদা গিরিশবাবু একথা শুনিয়া।
কহিলেন মোরে হেন ভরসা দানিয়া॥
"ওকে নিয়ে তাঁর কাছে যানা একবার।
ভাগ্যে যদি থাকে ওর—দেখা পাবে তাঁর॥"
মেজদার এ-কথায় ভরসা পাইয়া।
মনে মনে শ্রীঠাকুরে প্রণাম করিয়া,
অবিলম্বে চলিলাম উপেনেরে নিয়ে।
দুজনাতে হেরিলাম সেইখানে গিয়ে॥
ঠাকুরের বিছানার অতিশয় কাছে।
একঘর লোক ব'সে গল্পে মাতিয়াছে॥
আজে-বাজে কথা সব চলিতেছে তথা।
একটি তাহার মাঝে ছবি-আঁকা কথা॥
অন্য এক আলাপন সোনারূপা ল'য়ে।
উহা ছাড়া সেইদিন প্রভুর আলয়ে॥
কোনোকিছু ছিলনাকো ভাল কথা-গল্প।
উহা যবে শুনিলাম অতি অল্প-স্বল্প॥
এ-শঙ্কা আমার মনে উঠিল যে বাজি'।
নূতন বন্ধুকে ল'য়ে আসিলাম আজি॥
আজিকেই হেথা কিনা এ-ভকতগণ !
করিতেছে যত সব বাজে আলাপন !!

২৭ * পুনঃ

প্রভুর সম্বন্ধে তাই এই বন্ধুবর।
নাজানি কীভাব নিবে মনের ভিতর ॥
এ-সব চিন্তিয়া যবে মুখ মোর শুকো।
ভাবিলাম—হায় মোর প্রভু আজি রুগ্ন !!
তাই হেথা বাজে কথা কহিতেছে লোকে।
এমতি চিন্তিয়া আমি আড়চোখে-চোখে ॥
তাকাইতেছিনু মোর বন্ধুটির পানে।
তবে তার হাব-ভাব হেরিয়া নয়ানে ॥
কয়েক নিমেষে আমি বুঝিলাম হেন।
বন্ধুটির মুখখানি সুপ্রসন্ন যেন ॥
আনন্দই পাইতেছে এই আলাপনে।
তাইতো আমিও বেশ স্বস্তি লভি' মনে ॥
বন্ধুকে ডাকিয়া আনি' ইশারা করিয়া।
দু'জনে বাহিরপানে গেলাম চলিয়া ॥
অতঃপর শুধাইনু মোর বন্ধুবরে।
"হাঁ ক'রে কী শুনছিলে এতক্ষণ ধ'রে ?
ওসব কথার মধ্যে র'য়েছেটা কী ?
সাধে কি তোমারে আমি 'বাঙাল' ডাকি !!"
এ সকল কথা যবে কহিলাম তাহে।
বন্ধুটি কহিল মোরে "আরে নাহে নাহে ॥
যা কিছুই আলাপন হোক না হেথা রে।
বিস্মিত হইনু আমি একটি ব্যাপারে ॥
অনেকেরি মুখে শুনি এইমত ভাষা।
'সবাকার প্রতি রাখো সম ভালবাসা ॥'
কোথাও দেখিনি তবে উহার প্রকাশ।
ঠাকুরে হেরিয়া আজি মিটিল সে-আশ' ॥
সকল বিষয় ল'য়ে সকলের সঙ্গে।
মাতিয়া আছেন তিনি পরম আনন্দে ॥
আবার যেদিন আমি আসিব হেথায়।
কেবল তিনটি প্রশ্ন শুধাইব তাঁয় ॥"
একদিন প্রাতে পুনঃ বন্ধুবরে ল'য়ে।
উপস্থিত হইলাম প্রভুর আলয়ে ॥

তখন ছিলনা সেথা বেশী লোকজন।
বন্ধুটি প্রভুরে তাই শুধালো এহন ॥
"মহাশয়, এই প্রশ্ন জাগে নিশিদিনি।
ঈশ্বর সাকার কিংবা নিরাকার তিনি ॥
আর যদি দুই-ই হন—তবে কী করিয়া।
একসঙ্গে বিপরীত দুই ভাব নিয়া ॥
বিরাজিত র'য়েছেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে।
এইকথা কিছুতেই বোধে আসে নাযে ॥"
জবাবেতে কহিলেন অজ্ঞাননাশন।
"সাকার বা নিরাকার দুই-ই তিনি হন ॥
জলই বরফ হয় অবস্থা বিশেষে।"
বন্ধুবর ঐমত জবাবের শেষে।
প্রণিপাত জানাইয়া প্রভুর চরণে।
বাহিরে চলিয়া এল পুলকিত মনে ॥
তখন বন্ধুকে আমি শুধাইনু হেন।
"বাকী দুই প্রশ্ন তুমি শুধালেনা কেন ?"
বন্ধুবর এইমত কহিল আমায়।
"আর কিছু বাকী নাই শুধাইতে তাঁয় ॥
সকলি মিলিয়া গেল একটি উত্তরে।
অপার আনন্দ আজি লভিনু অন্তরে ॥"
শ্রীঠাকুর, বন্ধুবর—এরা দুইজনে।
নিযুক্ত ছিলেন যবে ঐ আলাপনে ॥
রাম দত্ত অকস্মাৎ হাজির সেখানে।
ও-সকল আলাপনও গেল তাঁর কানে ॥
অতঃপর আমি যবে বন্ধুবরে নিয়া।
ঠাকুরের গৃহ থেকে এলাম চলিয়া ॥
রামদত্ত এইমত কহিলেন মোরে।
"এদিকে লইয়া আসো তব বন্ধুবরে ॥
শ্রীঠাকুর এইক্ষণে কয়েছেন যাহা।
তোমার বন্ধুটি বুঝি বুঝে নাই তাহা ॥
পড়িতে হইবে ওঁকে মোর গ্রন্থখানি।
বুঝিতে পারিবে তবে ঠাকুরের বাণী ॥"

এ-কথা কহিল যবে রামচন্দ্র দত্ত।
তাঁহাকে কহিনু আমি ক্রোধে হ'য়ে মত্ত ॥
"রামদাদা তুমি নাকি আমাদের চেয়ে।
সপ্তবর্ষ আগে থেকে ঠাকুরের গেহে,
আসা-যাওয়া করিতেছ প্রতিদিন প্রায়।
এখন এভাব এল তোমার হিয়ায় ॥
'শ্রীঠাকুর বুঝালেন যেই কথাটাকে।
উপেন সেকথা যদি না বুঝিয়া থাকে ॥
তবে তা বুঝিয়া নিবে তব গ্রন্থ প'ড়ে।
তার মানে—এইকথা কহিতেছ মোরে ॥
ঠাকুরের বাণী যত সোজা প্রাণবন্ত।
তাহার চেয়েও সোজা তব লেখা গ্রন্থ ॥
এইকথা তুমি আর শুনিওনা মোরে।
বইখানি যদি তুমি দিতে চাও ওরে ॥
তাহা তুমি দিতে পারো—দোষ নাই তাতে।"
রামদত্ত অপ্রস্তুত ওমত কথাতে ॥
অতঃপর তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থখান।
উপেন ভকতবরে করিলেন দান ॥

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান
তৃতীয় পাদ

প্রভু যবে আছিলেন শ্যামপুকুরেতে।
হেরিয়াছিলেন হেন এক দিবসেতে ॥
তাঁহার স্থূলাঙ্গ* থেকে সূক্ষ্মদেহ আসি'।
ভ্রমিতে লাগিল তাঁর খুবই কাছাকাছি ॥
ঐ সূক্ষ্মদেহটির পিঠে ও গলায়।
কতগুলি ক্ষত আছে—হেরিয়া শ্রীরায়
চিন্তিতেছিলেন যবে গম্ভীর হইয়া।
জননী দিলেন তাঁরে এমতি কহিয়া ॥
"কুকর্ম করিয়া নানা পাপী হীনাদর্শ।
তব এই অঙ্গখানি করিয়াছে স্পর্শ ॥
তোমার পরশে তারা হইল পবিত্র।
তাদের পাপেতে তবে তুমি হ'লে লিপ্ত ॥"

একথা শ্রবণ করি' শ্রীঠাকুর আর্ত।
বিচলিত না হইয়া তিল-একমাত্র ॥
কহিয়াছিলেন হেন তাঁর নানা ভক্তে।
"লক্ষ লক্ষ বার আমি জনমিয়া মর্তে ॥
দুঃখকে বরিয়া লবো লোকহিত জন্য।
কাতর না হ'য়ে তাতে রহিব প্রসন্ন ॥"
এ-প্রয়াসে মত্ত তবে সব ভক্তগণ।
যতদিনে শ্রীঠাকুর সুস্থ নাহি হন ॥
আর যেন কেহ তাঁরে পরশিতে নারে।
সতর্ক প্রহরা তাই থাকিত আগারে ॥
যুবক ভকত-মাঝে যেই যেইজন।
কুকর্মেতে কাটায়েছে প্রথম জীবন ॥
শপথ করিল তারা করি' পরামর্শ।
ঠাকুরের অঙ্গ আর করিবেনা স্পর্শ ॥
যদিওবা ঠাকুরের সকল ভকত।
যুকতি শপথ-পণ করিল ওমত ॥
গিরিশ দিলেন এই বাণী—উপদেশটা।
"যতই সকলে মিলি' করুন না চেষ্টা ॥
এই ছোঁয়া পুরাপুরি যাইবেনা থামি'।
ইহার ভিতরে আছে এ-কারণ দামী ॥
'প্রভুর পরশপুণ্যে পাপীতাপী নানা।
উত্তীর্ণ হইবে* এই ভবসিন্ধুখানা ॥
তাহারি লাগিয়া প্রভু 'প্রেমময়রূপে'।
অবতীর্ণ হ'য়েছেন এ ধরার বুকে ॥'
এখন হইতে তাই এ নিয়ম হোক।
হেথাকার ভকতের পরিচিত লোক ॥
পরশিতে পারিবেন ঠাকুরের অঙ্গ।
বাকীদের স্পর্শদান একেবারে বন্ধ ॥
পূর্ব থেকে তাহাদেরে ক'য়ে দিব হেন।
শ্রীঠাকুরে তারা গিয়া নাহি ছোঁয় যেন ॥"
একদিন এ-নিয়মও হইল যে ভঙ্গ।
এইমত রহিয়াছে সে-কাহিনী—রঙ্গ ॥

* স্থূল দেহ—যেমন মানুষের দেহ

* পার হইবে

রাণীর বাগানে যবে আছিলেন প্রভু।
গিরিশের রঙ্গালয়ে যাইতেন কভু॥
একদিন সেথা থেকে ফিরিছেন তিনি।
সে-সময়ে মূল নটী 'নটী বিনোদিনী'॥
প্রভুরে প্রণাম করি' শ্রীচরণ ধরি'।
মনে মনে নিয়েছিল এ-কামনা করি'॥
সাক্ষাৎ দেবতারূপে সম্মুখে যেজন।
পুনঃ যেন পাই তাঁর পুণ্যদরশন॥
এবে সেই দেবতার নিদারুণ পীড়া।
তাঁহাকে হেরিতে নটী হইল অধীরা॥
অনেক চিন্তিয়া তাই নটী বিনোদিনী।
এ-উপায় পাইলেন কোন একদিনি॥
কালীপদ ঘোষ নামে যে-ভকতজন।
তিনি এই নটিনীর পরিচিতজন॥
কালীপদ নটিনীরে কহিল গোপনে।
নটীরে নিবেন তিনি প্রভুদরশনে॥
কালীপদ গিরিশের অনুগামী ভক্ত।
এমতি চিন্তায় তিনি সততই মত্ত॥
শ্রীঠাকুর হইলেন যুগঅবতার।
কিছুতেই নাহি হয় কোন ক্ষতি তাঁর॥
একদা সাঁঝেতে তাই নটী বিদ্যাধরী।
অতীব সুন্দরভাবে হ্যাট কোট পরি'॥
কালীপদ ভকতকে সাথে ক'রে ল'য়ে।
পুরুষের বেশে গেল প্রভুর আলয়ে॥
কালীপদ সবাকারে কহিল এমতি।
"সাথীটি তাঁহারি বন্ধু—ভক্তিমান অতি॥"
এইভাবে নটীরাণী বেশ অনায়াসে।
উপস্থিত হইলেন প্রভুর সকাশে॥
অতঃপর সুচতুরা নটী মহারাণী।
আপনার যথাযথ পরিচয় দানি'॥
বসিয়া পড়িল যবে প্রভুর সম্মুখে।
হাসির ফোয়ারা এল ঠাকুরের মুখে॥

নটীর দক্ষতা আর ভকতি হেরিয়া।
প্রভু তার নানাবিধ প্রশংসা করিয়া॥
শুনালেন তারে কিছু ভকতির কথা।
নটিনী হইল তাতে অশ্রুতে সিকতা॥
অতঃপর সে-রমণী বিগলিত মনে।
নিজ শির ঠেকাইয়া রাতুল চরণে॥
ধীরে ধীরে করিলেন বিদায় গ্রহণ।
এইরূপে প্রতারিত সব ভক্তগণ॥
'ভকতেরা প্রতারিত'—হেরিয়া এমতি।
পুলকেতে মাতিলেন প্রভু প্রাণপতি॥
সাথে সাথে করিলেন পরিহাস রঙ্গ।
ভকতেরা হেরি' তাঁর উলাস*—আনন্দ॥
কালীপদে কেহ কিছু কহিলনা আর।
পরের কাহিনী হেথা গাহি এইবার॥
ঠাকুরের সঙ্গলাভ সেবা ও যতন।
নিশিদিন করিছেন সব ভক্তগণ॥
এরি ফলে তাঁহাদের বিশ্বাস ভকতি।
যদিও বা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল অতি॥
কঠোর তিয়াগ আর ত্যাগের সংযম।
এবে যেন এইস্থানে দেখা যায় কম॥
একটি বিষয় শুধু এবে লক্ষ্যণীয়।
ভাবের উচ্ছাস এবে সবাকার প্রিয়॥
এই চিন্তা তাহাদের কভুও না আসে।
রিপুজয় হয়নাকো ভাবের উচ্ছ্বাসে॥
ধরমের পথে যারা করয়ে গমন।
তাহাদের মাঝে কিন্তু অধিকাংশজন॥
'ত্যাগ, ভোগ'—দুই-ই সদা রাখিবারে চায়।
কেবল ত্যাগের পানে তারা নাহি ধায়॥
স্বল্প কিছু ভাগ্যবান ধার্মিক বেকতি।
মনের ভিতরে রাখে এমত সুমতি॥
"আলোক-আঁধার সম এই ত্যাগ, ভোগ।
ত্যাগেতেই রাখা চাই মনের সংযোগ॥"

* উল্লাস

অতএব ত্যাগীজন ভোগ নাহি চায়।
দুদিক রাখিলে কভু বেশী নাহি পায় ॥
অনেক ভকতজনই ক'রে থাকে ইয়া।
তিয়াগের সীমা এক ঠিক ক'রে নিয়া ॥
মনে লয় এ ধারণা—এই অনুভব।
'এর বেশী ত্যাগ করা নহেগো সম্ভব ॥'
নোঙর ফেলিয়া তারা সংসারেতে বসে।
সীমার বাহিরে আর কভু নাহি পশে* ॥
তাই হেন করিতেন দেহীনারায়ণ।
ভকতেরা তাঁর কাছে আসিত যখন ॥
তাদেরে পরখ করি' বুঝিতেন ইয়া।
কে কোথায় বসিয়াছে নোঙর ফেলিয়া ॥
যতটুকু ত্যাগ আছে যাহার মাঝারে।
সেইমত উপদেশ দানিতেন তারে ॥
এইমত কহিতেন সাধারণ নরে।
"নারদীয় ভক্তি' শুধু কলিযুগ তরে ॥
করিতে হইবে শুধু নামসংকীর্ত্তন।"
ইহার মরম তবে বুঝে কয়জন ॥
সর্ব্বস্ব তিয়াগ করা ঈশ্বর-প্রেমেতে।
এমত কথাই আছে নামকীর্ত্তনেতে ॥
ঐকথা বুঝেনাকো অধিকাংশজন।
ভাবের উচ্ছাসে তাই সতত মগন ॥
এমতি উচ্ছাস কেন ভক্তদের রাজে।
ত্যাগমাত্রা কম কেন তাহাদের মাঝে ॥
তাহার কারণ তবে এইমত আছে।
'ভকতেরা এল যবে ঠাকুরের কাছে ॥
ঠাকুরের ত্যাগব্রত কঠোর সাধন।
দেখিতেই পায় নাই সে-ভকতগণ ॥
তাই তারা না বুঝিয়া প্রেমের ঠাকুরে।
তিয়াগ, সাধন থেকে র'য়ে গেল দূরে ॥
এই ভাব অনুক্ষণ সবার মাঝার।
শ্রীঠাকুর হইলেন যুগ-অবতার ॥
অতএব তাঁতে যদি মন রাখা যায়।
একে একে সব কিছু আসিবে মুঠায় ॥
তাইতো সংযম, ত্যাগ, সাধনাদি যা-ই।
এসবের আর কোন প্রয়োজন নাই ॥
এ ধারণা বদ্ধমূল হইল তখন।
ভকত গিরিশ হেন কহিল যখন ॥
"ধরামাঝে অবতীর্ণ যুগঅবতার।
ধরার নরের তাই কিবা ভয় আর ॥"
আবার কহিল হেন বিজয় গোস্বামী।
"ঢাকায় একদা যবে ধ্যানে ছিনু আমি ॥
সহসা লভিয়াছিনু হেন দরশন।
সশরীরে উপস্থিত প্রভু প্রেমধন ॥
দরশন ঠিক কিনা—ঘুচাতে সে-সন্দ।
পরশি' লইয়াছিনু ঠাকুরের অঙ্গ ॥
অতঃপর সেই সন্দ রহিলনা আর।"
উহা যবে কানে গেল ভক্ত সবাকার ॥
অগ্নিতে হইল যেন ইন্ধন* সংযোগ।
তাইতো বাড়িয়া গেল ভাবুকতা-রোগ ॥
নিশিদিন এইমত ভাবিত সকলে।
প্রেমময় ঠাকুরের দৈবশক্তিবলে ॥
ঘটিয়া যাইবে কভু অপূর্ব ঘটন।
তিয়াগ সংযমে তাই নাই প্রয়োজন ॥
তিয়াগ, সংযম-পানে তাই নাহি গিয়া।
তাহারা রহিল সবে নিশ্চিন্ত হইয়া ॥
কহিতেন সদা ইহা প্রভু গুণময় ॥
"ভাবুকতা ধর্মপথে বেশী কিছু নয়।
তিয়াগ, সংযম, নিষ্ঠা সবাকার শ্রেষ্ঠ।"
নরেন্দ্র উহার লাগি সতত সচেষ্ট ॥
তবে কেন সে-নরেন সকলি বুঝিয়া।
এ সময়ে আছিলেন নীরব হইয়া ??
সবাকারে এইমত কন নাই কেন ?
'তিয়াগ, সংযম, নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠধন—জেনো ॥'

* প্রবেশ করে ⠀⠀⠀⠀ * জ্বালানি

সে-বিষয়ে নরেন্দ্রের এ-বাণী বিরাজে।
'সময় না হ'লে পরে কিছু হয় নাযে ॥'
কিছুদিন বাদে তিনি বুঝিলেন হেন।
সে-সময় এইক্ষণে উপস্থিত যেন ॥
তাই তিনি কহিলেন ভকত সবারে।
"ভাবোচ্ছ্বাস আসে যদি কাহারো মাঝারে ॥
তাহা যদি নাহি আনে কোন স্থায়ী ফল।
সে-ভাব লভিতে তবে হ'য়োনা চঞ্চল ॥
এই আসে কত ভাব ঈশ্বরের লাগি।
কামিনীকাঞ্চনে পুনঃ ভাব ওঠে জাগি' ॥
এমত ভাবের মাঝে গভীরতা নাই।
তাইতো ওমতি ভাব ত্যজিবে সদাই ॥
ভাবের প্রভাবে দেহে আসে যে বিকার।
তাহাতে পুলক কারো কারো অশ্রুধার ॥
কাহারো বা বাহ্যসংজ্ঞা কিছু লোপ পায়।
স্নায়ুর দৌর্বল্য হেতু উহা ঘ'টে যায় ॥
মনের শকতি দিয়া ওসব দমাও।
বিফল হইলে তাতে চিকিৎসা করাও ॥"
পুনঃ তিনি কহিতেন ভক্ত সবাকারে।
বাহ্যসংজ্ঞা লোপ কিংবা অঙ্গের বিকারে ॥
অনেকে আনিয়া থাকে বেশ কৃত্রিমতা।
তাহারা চিন্তিয়া লয় এইমত কথা ॥
'ভাব যদি কারো মাঝে সুগভীর হয়।
নানান অঙ্গের ভঙ্গী ঘটে সে সময় ॥'
ও-ধারণা ল'য়ে তারা মনের ভিতরে।
মনেতে গভীর ভাব আনিবার তরে ॥
স্বেচ্ছায় করিয়া থাকে অঙ্গভঙ্গী নানা।
স্নায়ুর দৌর্বল্য এতে ক্রমে দেয় হানা ॥
এরফলে চিরতরে বেয়াধিতে পায়।
ধরমসাধনে তাই ইহা দেখা যায় ॥
শতকরা আশীজন শঠ জুয়াচোর।
পনের জনেতে আসে উন্মত্ততা ঘোর ॥
শুধুমাত্র পাঁচজন হ'য়ে আগুয়ান।
পরম সত্যের পায় যথার্থ সন্ধান ॥"
পুনঃ তিনি কহিতেন এইমত বাদ*।
সুদৃঢ় হইবে যত সংযমের বাঁধ ॥
গভীর হইবে তত মানসিক ভাব।
একদা ক্রমেতে হয় এ-অবস্থালাভ ॥
'সুকঠিন সংযমের দৃঢ় বাঁধখান।
ভাবের প্রবল তোড়ে ভেঙ্গে খান খান ॥
তখন দেহেতে আসে যে-সকল ভঙ্গী।
সে-সকল সবি সত্য—অধ্যাত্মের সঙ্গী ॥
ধরার মাঝারে কিন্তু অতি অল্পজন।
ঐমত ভাবাদির অধিকারী হন ॥"
নরেন্দ্র যাকিছু হেন দিলেন কহিয়া।
অনেকেই সে-কথায় আস্থা না রাখিয়া ॥
মনেতে গভীর ভাব আনিবার তরে।
স্বেচ্ছায় নানানরূপ অঙ্গভঙ্গী করে ॥
কিছুদিন পরে তাই দেখা গেল ইয়া।
কোন এক ভক্তজন নির্জনে বসিয়া ॥
পদাবলী গান গাহি' ভাব-সহকার।
নাড়িতে-চাড়িতে আছে অঙ্গখানি তার ॥
অঙ্গের ভঙ্গিমাগুলি আনিবার তরে।
প্রয়াস করিছে যেন অতি নিষ্ঠাভরে ॥
ভকতের মাঝে ছিল একজন কেহ।
ভাবের উচ্ছ্বাস ল'য়ে নাচিতেন তেঁহ ॥
কিছুদিন পরে তবে জানা গেল ইয়া।
শিখিয়া নিয়েছে উহা অভ্যাস করিয়া ॥
আবার ঘটনাচক্রে দেখা গেল ইয়া।
সে-লোকের ঐ নৃত্য দেখিয়া দেখিয়া ॥
অভ্যাস করিছে উহা অন্য একজন।
নরেন্দ্র তাহাকে ডাকি' এইমত কন ॥
"ভাবের সংযম কিন্তু ভাল অতিশয়।
তাহাতেই ভাব আরো সুগভীর হয় ॥

* কথা

স্নায়ুর দৌর্বল্য তব আসিয়াছে এবে।
পুষ্টিকর খাদ্য কিছু রোজ খেয়ে নেবে ॥
তবেই এ-ভাব তব হইবে সংযত।"
ভকতও কিছুদিন করিল সেমত ॥
তার ফলে ঐরূপ নাচিতনা আর।
তখন এমতি চিন্তা উদিল সবার ॥
"নরেন যা কহিয়াছে—সবি তাহা সত্য।
এ বিষয়ে তাই মোরা রহিব সতর্ক ॥"
নরেন্দ্র কেবলমাত্র যুকতি দিয়াই।
ভাবোচ্ছ্বাস নাশিবারে* ক্ষান্ত হন নাই ॥
ভাবে যদি হেরিতেন কোনো কৃত্রিমতা।
তাহা ল'য়ে করিতেন ব্যঙ্গ-রসিকতা ॥
সখীভাব নিলে কেহ বৈষ্ণবের মতো।
'সখী সখী' বলি' তাকে ডাকিয়া সতত ॥
পরিহাস করিতেন সে-জনার সনে।
এ-চিন্তা সতত গাঁথা নরেন্দ্রের মনে ॥
"ধর্মলাভে করিবারে উন্নতিসাধন।
ওজস্বিতা কভু নাহি দিব বিসর্জন ॥
যেটুকু পুরুষকার আছে মোর মাঝে।
ধরম-সাধনে তাহা লাগাইব কাজে ॥
ছাড়িবনা কভু আমি তত্ত্বানুসন্ধান।
শুনিতে শুনিতে আর পদাবলী গান ॥
কাঁদিবনা কভু আমি নারীদের সম।
সখী-সখী ভাব কভু সহেনাকো মম ॥"
ঐমত কহিতেনও 'সখীভক্তগণে'।
কভুও বা মাতিতেন এ-কার্যসাধনে ॥
কাহারো থাকিত যদি 'মন-গড়া' ভাব।
বিনাশ করিয়া সেই ভাবের প্রভাব ॥
অন্যভাব আনিবারে তাহার মাঝারে।
নানাবিধ উপদেশ দিতেন তাহারে ॥
সংসারের অনিত্যতা বৈরাগ্য, তিয়াগ।
এসবে তাদের যাতে আসে অনুরাগ ॥
তারি লাগি উপদেশ করিতেন দান।
কভুও বা শুনাতেন ভকতির গান ॥
প্রভুরে হেরিতে আসি' ভকত নানান।
শ্রবণ করিয়া ঐ সুমধুর গান ॥
পেমপূর্ণ আঁখিলোরে ভাসাইয়া গণ্ড।
গৃহপানে ফিরিতেন বৈরাগ্যে প্রচণ্ড ॥
কখনো কখনো সেই নর-নারায়ণ।
করিতেন ঠাকুরের সাধনকীর্ত্তন ॥
ঈশ্বরেতে অনুরাগ কতখানি তাঁর।
ভক্তমাঝে করিতেন সেসব প্রচার ॥
স্তম্ভিত হইত তাতে সব ভক্তগণ।
কভু কভু পড়িতেন ঈশানুসরণ ॥
সেই গ্রন্থে এইমত লেখা রহিয়াছে।
'প্রভুরে যথার্থরূপে যে-ই ভালবাসে ॥
তাহার জীবন হয় প্রভুরই মতন।'
এইমত পাঠ করি' নরেন্দ্র সুমন ॥
ভক্তগণে কহিতেন ঠিক এইমত।
"আমরাও এ-গ্রন্থের উপদেশ মতো ॥
শ্রীঠাকুরে ভালবেসে হৃদয় ভরিয়া।
তাঁহার আদর্শ ল'য়ে উঠিব গড়িয়া ॥"
কখনো কখনো পুনঃ নরেন্দ্র মহান।
কহিতেন ঠাকুরের এমতি বয়ান ॥
'আঁচলে বাঁধিয়া নিয়া অদ্বৈতের জ্ঞান।
যাহা ইচ্ছা তাহা তুমি করো অনুষ্ঠান ॥"
একথা কহিয়া দিয়া সে-ভকতগণে।
বুঝাতেন এইমত অতীব যতনে ॥
"ঐ জ্ঞান থেকেই তো ভাবুকতা জাগে।
ও-জ্ঞান লভিতে তাই চেষ্টা করো আগে ॥"
আবার ধ্যানের কথা উল্লেখ করিয়া।
একদা ভকতগণে কহিলেন ইয়া ॥
"বেয়াধি সারানো যায় ধ্যানের সাহায্যে।
নিযুক্ত হইয়া তাই ঐমত কার্যে ॥

বিনাশ করিতে

ঠাকুরের এ-বেয়াধি যাতে হয় নাশ।
তাহারি লাগিয়া মোরা করিব প্রয়াস ॥"
এত কহি' একদিন সবারে ডাকিয়া।
রুদ্ধদ্বার গৃহমাঝে মিলিত হইয়া ॥
ঠাকুরের এ-বেয়াধি নিরাময় তরে।
ধ্যানমগ্ন আছিলেন বহুক্ষণ ধ'রে ॥
ভকতগণেরে পুনঃ কহিতেন হেন।
"আড়ম্বর করি' কিছু করিওনা যেন ॥
কেহবা আবেগভরে করে ঐমত।
তোমরা সেসবে কিন্তু থাকিবে বিরত ॥"
এ-বিষয়ে রহিয়াছে যেসব দৃষ্টান্ত।
তাহাই লইয়া এবে গাহি কিছু গান তো ॥
মহিমাচরণ নামে ভকতসুজন।
নানাবিধ সদ্‌গুণ করিত ধারণ ॥
লোকমান্য তরে তবে লালায়িত তিনি।
তাই হেন চিন্তিতেন সদা নিশিদিনি ॥
'অতীব ধার্মিক আমি অতীব বিদ্বান।
আমি অতি দানশীল অতি বুদ্ধিমান ॥
কেমনে লভিতে পারি ও-সকল খ্যাতি !'
এমতি চিন্তিয়া তিনি খ্যাতিলাভে মাতি' ॥
নিয়োজিত হইলেন বিদ্যাদান-কামে।
'প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ' নামে ॥
একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলি'।
ছাত্রগণে বিলাতেন পাণ্ডিত্যের বুলি ॥
'শ্রীমান মৃগাঙ্ক মৌলী পুততুণ্ডী' নামে।
একমাত্র পুত্র তাঁর গৃহাশ্রমধামে ॥
একটি হরিণ ছিল তাঁহার কুটীরে।
'কপিঞ্জল' ডাকিতেন ঐ পশুটিরে ॥
তিনি যে বিখ্যাত লোক মানব সমাজে।
ছোটখাটো নাম রাখা তাঁহার কি সাজে !!
বিবিধ পুস্তক তাঁর পাঠের আগারে।
জনৈক ভকত কভু শুধাইল তাঁরে ॥
"এই যে এতটা গ্রন্থে পাঠাগার ভরা।
সমুদয় গ্রন্থই কি আপনার পড়া ?"
মহিমাচরণ তাতে দানিলেন সায়।
নরেন্দ্রও সে-সময়ে ছিলেন তথায় ॥
ক্ষণিক পরেই তিনি কিছু গ্রন্থ নিয়া।
সে-সবের কিছু কিছু পাতা উল্টাইয়া ॥
দেখিলেন কোনটির পাতা কাটা নাই।
বিস্মিত হইয়া তিনি শুধালেন তাই ॥
"এ-গ্রন্থের পাতাগুলি কাটা নাই কেন ?"
মহিম জবাবে তার কহিলেন হেন ॥
"কতলোক হেথা থেকে গ্রন্থ নিয়ে নিয়ে।
সেগুলি আমায় আর দেয়নি ফিরিয়ে !!
তাইতো আবার আমি সে-গুলি কিনিয়া।
আগেকার স্থানে তাহা দিয়েছি রাখিয়া ॥
এখন পুস্তক দেয়া করিয়াছি বন্ধ।"
বাস্তবে ফলিল এবে নরেন্দ্রের সন্দ ॥
গৃহশোভা বাড়াইতে পুস্তকের পুঁজি।
নরেন্দ্র স্পষ্টই তাহা লইলেন বুঝি' ॥
কহিতেন এইমত মহিমাচরণ।
'জ্ঞানমার্গ' ল'য়ে তিনি করেন সাধন ॥'
দখিনেশ্বরেতে তিনি কভু কভু গিয়া।
পঞ্চবটে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া নিয়া ॥
গৈরিক বসন তিনি ধরিতেন অঙ্গে।
রুদ্রাক্ষ পরিয়া নিয়া বসনের সঙ্গে ॥
হাতে ল'য়ে একখানি একতারা যন্ত্র।
আড়ম্বরে করিতেন সাধন ভজন তো ॥
সাধনের শেষে তিনি ব্যাঘ্রাজিনখানি।
ঠাকুরের আলয়েতে যতনেতে আনি' ॥
টাঙ্গাইয়া রাখিতেন দেয়ালের গায়।
প্রভু কিন্তু সহজেই চিনেছেন তাঁয় ॥
তাই তিনি কহিতেন এই বিষয়েতে।
"এ-কারণে ব্যাঘ্রাসন রাখে এখানেতে ॥

'কাহার আসন এই ব্যাঘ্রজিনখানি।'
আমি যদি মহিমের পরিচয় দানি ॥
বুঝিয়া লইবে তবে সে সকল লোক।
মহিমাচরণ এক প্রকাণ্ড সাধক ॥"
দীক্ষার প্রসঙ্গ ল'য়ে মহিমাচরণ।
অতীব গরবভরে কখন কখন ॥
ভকতগণের কাছে কহিত এসব।
"বিখ্যাত আগমাচার্য ডমরুবল্লভ
দীক্ষাদান করি' মোরে ক'রেছেন ধন্য।
আরেক গুরুও মোর র'য়েছেন অন্য ॥
পশ্চিমে গেছিনু যবে তীর্থপর্যটনে।
সাক্ষাৎ হইয়াছিল তোতাজীর সনে ॥
তিনিও তখন মোরে দীক্ষামন্ত্র দিয়া।
উপদেশদান-কালে ক'য়েছেন ইয়া ॥
"জ্ঞানমার্গে থাকি' তুমি করিবে সাধন।"
তাইতো সেপথে আমি সাধনে মগন ॥
শ্রীঠাকুরে ক'য়েছেন ভক্তিপথ নিতে।
দু'জনারে কহিলেন দু'পথে থাকিতে ॥"
এসকল কথা তাঁর কতখানি সত্য।
ঈশ্বরই কেবল তাহা জানিতে সমর্থ ॥
সাধনার কালে তিনি নানান ভঙ্গীতে।
একতারা যন্ত্রটির সুরের সহিতে ॥
নিজসুর মিলাইয়া কখন কখন।
উচ্চৈস্বরে করিতেন প্রণবোচ্চারণ* ॥
কভুওবা শ্লোকপাঠ উত্তরগীতার।
তারি সাথে মাঝে মাঝে গম্ভীর হুঙ্কার ॥
এ বিষয়ে কহিতেন মহিমাচরণ।
"সনাতন জ্ঞানমার্গে" উহাই সাধন ॥
এ সাধন করে যদি—তবে আর তার।
প্রয়োজন করেনাকো অন্য সাধনার ॥
এমত সাধনপথ লইবেন যিনি।
জাগিয়া উঠিবে তাঁর কুলকুণ্ডলিনী ॥

তখনি তখনি আর সে-সাধকজন।
লভিবেন ঈশ্বরের পুণ্যদরশন ॥"
অনুমান করে হেন কোন কোনজন।
শেষের জীবনে বুঝি মহিমাচরণ ॥
নিয়োজিত আছিলেন শক্তি-সাধনায়।
তাহার কারণ তবে ইহা জানা যায় ॥
ছোট এক গাড়ি ল'য়ে ভ্রমণেতে গিয়া।
মাঝে মাঝে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া ॥
কহিতেন তিনি হেন সে-গাড়িতে বসি'।
"তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তারা তত্ত্বমসি ॥"
স্বল্পকিছু ছিল তাঁর জমিদারি আয়।
তাহাতেই মিটাতেন সংসারের ব্যয় ॥
ঠাকুর ছিলেন যবে শ্যামপুকুরেতে।
তিনবার গিয়া তিনি সেই ভবনেতে ॥
ঠাকুরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া ॥
যে-গৃহ নির্দিষ্ট ছিল সবার লাগিয়া।
সে-গৃহে বসিয়া তিনি উচ্চারিয়া মন্ত্র।
মাঝে মাঝে বাজাতেন একতারা যন্ত্র ॥
সেথা বসি' করিতেন ধর্মআলাপন।
এভাবে সেথায় তাঁর সময় যাপন ॥
গৈরিক বসন তাঁর সুবিশাল অঙ্গে।
দেহটি উজ্জ্বল তাঁর স্বর্ণসম রঙ্গে* ॥
বাক্যের ছটাও তাঁর মনোমুগ্ধকর।
বিমুগ্ধ হইয়া তাতে নানা ভক্তবর ॥
আধ্যাত্মিক নানা কথা শুধাইত তাঁয়।
একদা ডাকিয়া তাঁকে শ্রীঠাকুর রায় ॥
উৎসাহ দিলেন তাঁরে এইমত ব'লে।
"তুমি যে পণ্ডিত লোক—জানে তা সকলে ॥
তাই তুমি উপস্থিত ভকত সবারে।
উপদেশ দাও কিছু যত্নসহকারে ॥"
ঐমত শ্রীঠাকুর কহিলেন কেন।
তাহার কারণ তবে রহিয়াছে হেন ॥

* 'ওঁ' উচ্চারণ

* বর্ণে

অন্তর্যামী ঠাকুরের জানা এই তথ্য।
"সংগ্রহ করিয়া কিছু শিষ্য আর ভক্ত॥
মহিম হইতে চায় ধর্ম-উপদেষ্টা।
তাহারি লাগিয়া সদা করিছে সে চেষ্টা॥
মহিম আসিয়া কভু শ্যামপুকুরেতে।
এইমত কহিলেন কথার ছলেতে॥
"তাঁহার সাধনপথ ভাল অতিশয়।
অপর সাধনপথ মোটে ভাল নয়॥"
যুবক ভকতগণ ওকথা শুনিয়া।
যদিও বা রহিলেন চুপটি করিয়া॥
নরেন্দ্রের ঐকথা সহিলনা আর।
তাই তিনি কহিলেন প্রতিবাদে তার॥
"হাতে ল'য়ে একখানি একতারা যন্ত্র।
তার সাথে সুর দিয়া কহে যদি মন্ত্র॥
তাহাতেই ভগবান আসিবেন কাছে।
এ কথার প্রমাণাদি কোথা রহিয়াছে ??"
জবাবেতে কহিলেন মহিমাচরণ।
"নাদব্রহ্ম'—এইকথা জানে সর্বজন॥
সুরে যদি করে তাই নাম উচ্চারণ।
নিশ্চয় হইবে তার বিভু-দরশন॥"
শ্রীনরেন কহিলেন গম্ভীর মেজাজে।
"আপনি ও ভগবান—দু'জনার মাঝে॥
ঐমত লেখাপড়া হইয়াছে নাকি?"
পুনঃ হেন কহিলেন ক্ষণচুপ থাকি'॥
"ভগবান বুঝি এক সর্প—বিষদন্ত।
হুম্-হাম্ করি' তাই পড়ি' মন্ত্র-টন্ত্র।
বশীভূত করিবেন সেই ভগবানে।
এ-ইচ্ছাই জাগে বুঝি আপনার প্রাণে॥"
একথা শ্রবণ করি' মহিম 'সুবিজ্ঞ'।
সেদিন সেখান থেকে চ'লে গেল শীঘ্র॥
নরেন্দ্রের মন তবে এ-চিন্তায় যুক্ত।
"সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত॥
যথার্থ সাধক যারা বিদ্যমান আছে।
তারা যেন ঠাকুরের ভক্তদের কাছে।
সকল সময়ে পায় সম্মান ও সখ্য।
সকল ভকতগণ রাখিবে সে-লক্ষ্য॥
তাহাদের হয় যদি মর্যাদার হানি।
'যত মত তত পথ'—ঠাকুরের বাণী
যথাযথ মর্যাদায় রবেনা সমৃদ্ধ।
ঠাকুর হবেন তাতে উপহাসে বিদ্ধ॥"
প্রভু যবে আছিলেন শ্যামপুকুরেতে।
এ-ঘটনা ঘটিয়াছে সে-পুণ্য স্থানেতে॥
"শ্রীপ্রভুদয়াল মিশ্র—এইমত নামে।
খৃষ্টান এলেন এক ঠাকুরের ধামে॥
প্রভুর দরশ লাগি এই আগমন।
পরিধানে ছিল তাঁর গৈরিক বসন॥
'গেরুয়া বসন কেন আপনার গায়?'
ভকতেরা উহা যবে শুধালেন তাঁয়॥
কহিলেন তিনি হেন হ'য়ে অতি নম্র।
"যদিও ব্রাহ্মণ-গৃহে লভিয়াছি জন্ম॥
ঈশাতে রাখিয়া আমি আস্থা একনিষ্ঠ।
তাঁহাকেই মনেপ্রাণে মানিয়াছি ইষ্ট॥
তা বলিয়া ত্যজি নাই কুলের আচার তো।
বিশোয়াস করি আমি যোগ-আদি শাস্ত্র॥
ঈশার চিন্তাতে আমি থাকিয়া বিলগ্ন *।
যোগমাঝে প্রতিদিন হই আমি মগ্ন॥
জাতিভেদে বিশোয়াস নাই তিলমাত্র।
এ-ধারণা তবু মোর মনে দিবারাত্র॥
সবাকার হাতে যদি খাই আমি অন্ন।
যোগের ব্যাঘাত বুঝি হবে তার জন্য॥
নিজহাতে রেঁধে তাই খাই হবিষ্যান্ন।
সাত্ত্বিক আহার ছাড়া খাই আমি নান্য** ॥
যদিও খৃষ্টান, তবু কখন কখন।
যোগাভ্যাসে হয় মোর জ্যোতিদরশন॥

 * সংযুক্ত ** অন্যকিছুই না

ঈশ্বর প্রেমিক যোগী ভারতের যাঁরা।
সনাতন-কাল থেকে সর্বজন তাঁরা ॥
গৈরিক বসন দিয়ে ঢাকিছেন অঙ্গ।
তাইতো আমারও উহা অতীব পছন্দ ॥"
একের পরেতে এক নানা প্রশ্ন ক'রে।
নরেন্দ্র চিনিয়া নিয়া এ-ভকতবরে ॥
এ-ধারণা করিলেন বিনাশিয়া সন্দ।
যথার্থই সাধু ইনি—ইনি নন ভণ্ড ॥
বিশেষ সম্মান তাই দানিয়া তাঁহারে।
কহিলেন এইমত ভকত সবারে ॥
"এমত সাধুরে সদা করিবে সম্মান।"
একথা শুনিয়া সব ভক্ত ভক্তিমান ॥
সাধুজীরে জানালেন শ্রদ্ধা ও ভকতি।
কেহ কেহ জানালেন সশ্রেদ্ধ প্রণতি ॥
সাধুজী প্রভুকে হেরি' কহিল ইহাই।
"সাক্ষাৎ শ্রীঈশা ইনি—কোন সন্দ নাই ॥"
এভাবে নরেন্দ্রনাথ সকল ভকতে।
অতীব যতনভরে চালান সুপথে ॥

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের কাশীপুরে গমন

ঔষধে প্রভুর ব্যাধি কমিছেনা—তাই
বৈদ্যবর ভক্তগণে কহিল ইহাই ॥
"দূষিত বায়ুতে ভরা এ-সহরখানি।
তারি লাগি বাড়িতেছে বেয়াধির গ্লানি ॥"
পুনঃ তিনি কহিলেন আশাআলো দিতে।
"শহর ছাড়িয়া কোন বাগানবাটীতে ॥
শ্রীঠাকুরে অবিলম্বে নিয়ে যাওয়া চাই।"
একথা শ্রবণ করি' ভকত সবাই ॥
চিন্তিলেন এইমত ব্যাকুল হিয়ায়।
আঘন* মাসের এবে শেষাশেষি প্রায় ॥
পছুষ মাসেতে কিন্তু প্রেমঅবতারী।
কোথাও না যাইবেন এই বাড়ি ছাড়ি' ॥

এমতি চিন্তিয়া তাঁরা, অতি দ্রুতসার।
নূতন বাটীর খোঁজে হইলেন বার ॥
অতঃপর কেহ তারা কাশীপুরে গিয়া।
একটি বাগানবাটী পাইল খুঁজিয়া ॥
বাজার র'য়েছে এক বরানগরেতে।
প্রশস্ত সড়ক আছে সে-বাজারে যেতে ॥
মতিঝিল সে-সড়কে মিশিয়াছে যেথা।
একটি উদ্যানবাটী রহিয়াছে সেথা ॥
অতীব বিখ্যাতা রাণী ৺কাত্যায়নী মাতা।
প্রয়াত গোপাল ঘোষ তাঁহার জামাতা ॥
তাহারি উদ্যানবাটী মিলিল তলাসে[১]।
আশি টাকা ভাড়া এর প্রতি মাসে মাসে ॥
সুরেন্দ্র নামেতে যিনি ভকত বাবাজী।
এ-ব্যয় বহিতে তিনি হইলেন রাজী ॥
আঘন মাসের যবে শুভ সংক্রান্তি।
তাহার আগের দিনে প্রভু প্রাণকান্তি ॥
হেথা আসি' হইলেন খুশী অতিশয়।
তাহার কারণ তবে এইমত রয় ॥
পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হেথাকার বৃক্ষ।
পাখির কূজন আর খোলা অন্তরীক্ষ*
এতই সুশোভা হেথা করিয়াছে সৃষ্টি।
তাতেই প্রেমিক প্রভু লভিলেন হৃষ্টি** ॥
কত পাখি গাহে হেথা গীতি সুমধুর।
ঘুঘু পাখি গাহে হেথা 'ঘুঘুর ঘুঘুর' ॥
কতনা রঙের ঘুঘু এ-বাগানে আছে।
প্রানমনে ডাকে তারা বসি' নানা গাছে ॥
চূড়াধারী ঘুঘু আছে এ-বাগানটিতে।
আহা! কি আনন্দ হয় এ-পাখি দেখিতে !!
সাদা কালো ডোরা রঙে আঁকা ডানা দুটি।
বুলবুলি-সম শিরে রহিয়াছে ঝুঁটি ॥
পাঁড় বা তিলিয়া ঘুঘু হেথা দেখা যায়।
ফুটকি ফুটকি দাগ তাদের ডানায় ॥

* অগ্রহায়ণ

(১) খোঁজে * আকাশ ** আনন্দ

রাম ঘুঘু ডাকে হেথা মাতাইয়া কর্ণ ।
টুকটুকে গাঢ় লাল ইহাদের বর্ণ ॥
শ্যাম ঘুঘু ডাকিতেছে বনের ওধারে ।
এদের খয়েরি রঙ কালো বেড় ঘাড়ে ॥
আরো আছে স্বর্ণ ঘুঘু—রঙ যেন স্বর্ণ ।
হরিয়াল ঘুঘু আছে সুসবুজ বর্ণ ॥
রাম ঘুঘু, শ্যাম ঘুঘু কভু একত্তরে ।
একই সুরে ডাকে বসি' একই শাখা 'পরে ॥
রাম আর শ্যামরূপে অবতার যিনি ।
এ-বাগানে রহিবারে এসেছেন তিনি ॥
তাই বুঝি সমস্বরে তুলি' 'ঘুঘু' তান ।
প্রভুরে জানায় তারা সাদরাহবান ॥
এই যে রয়েছে হেথা এত রঙা ঘুঘু ।
কারো ডাক এর কভু না করিয়া গুগু* ॥
পরস্পরে এরা বুঝি কথা কহে ডেকে ।
আরো আরো কত পাখি এ-বাগানে থেকে ।
কেহ ডাকে দিবসেতে কেহ ডাকে রাতে ।
এ-ডাকে কাহার মন খুশীতে না মাতে ॥
আবার কখনো ঐ কালো বাজ পাখি ।
শিকার ছাড়িয়া যেন কি নেশায় থাকি' ॥
দূরের আকাশে ঐ অতিশয় উচে ।
স্থিরভাব রাখি' তার ডানায় ও পুচ্ছে** ॥
নিশ্চিন্তে আপন মনে ওড়ে গোলাকারে ।
তখন বসিয়া খোলা জানালার ধারে ॥
এ-পাখি দেখিলে জাগে এই ভাবুকতা ।
আহা ! আহা ! এ-পাখির কিবা স্বাধীনতা ।
পার্থিব জগত থেকে হ'য়ে যেন মুক্ত ।
পরম আনন্দলোকে লভিছে সে সুখ তো ॥
কোনই বাঁধনে যেন বাঁধিত নয় সে ।
একথা বুঝিয়া বুঝি কিশোর বয়সে ॥
আকাশে হংসের হেরি' স্বাধীন ভ্রমণ ।
হারায়েছিলেম প্রভু বাহির চেতন ॥

সাথের নারীরা তাঁর ভাব বুঝে নিয়া ।
তাঁহার শ্রবণে ত্বরা কালীনাম দিয়া ॥
ফিরায়ে আনিয়াছিল পুনঃ তাঁর সংজ্ঞা ।
এই কালী মাতাই তো মায়া বহিরঙ্গা ॥
ইনিই সবারে করি' মায়াসনে যুক্ত ।
সবারে করেন পুনঃ মায়া থেকে মুক্ত ॥
তাইতো আজিকে এই চৌদ্দশ দু' সালে ।
সাতই ফাল্গুন দিনে প্রভাতের কালে ॥
ঠাকুরের পুণ্যতম জনম তিথিতে ।
সংসারের মায়াজাল ছেদন করিতে ॥
আকুল প্রার্থনা করে এই দীন দাস ।
"ওগো মা ! কাটায়ে দিয়া মায়ামোহ পাশ ॥
আজিকে এ-বরদানে করো দাসে ধন্য ।
যদি তব কোনরূপ করমের জন্য ॥
এ-দাসেরে দাও তুমি পুনরায় জন্ম ।
তবে যেন এই দাস সাধিতে সে-কর্ম ॥
পুলকে আসিতে চাহে এই মায়ারাজ্যে ।
নতুবা এ-সংসারের মায়ারূপ কার্যে ॥
আর যেন না জড়ায় এ-দীন অধম ।
এই যেন হয় তার শেষের জনম ॥"
যাহোক অনেক কথা গাহিনু আবেগে ।
সবিনয়ে ক্ষমা মাগি' এ-কাজের লেগে ॥
পরের কাহিনী-গীতি যা রয়েছে গ্রন্থে ।
তাহাই গাহিছি এবে এ-লেখনী যন্ত্রে ॥
অতিশয় রমণীয় এ-খোলা উদ্যান ।
চতুর্দশ বিঘাজমি এর পরিমাণ ॥
প্রাচীর বেষ্টিত এই প্রশস্ত উদ্যান ।
ছোট ছোট ঘর হেথা তিন-চারিখান ॥
এগুলি রন্ধন আর ভাঁড়ারের তরে ।
ইহারি সমুখে এক দুই তালা ঘরে ॥
উপরে দু'খানি ঘর নীচে চারিখানি ।
নীচেতেই থাকিতেন মাতা ঠাকুরাণী ॥

* হীন ** লেজে

ছয়খানি গৃহ যাহা এ-বাটীতে রাজে।
দুইখানি হলঘর সেগুলির মাঝে ॥
উপরের হলঘরে থাকিতেন রায়।
ভকতেরা বসিতেন নীচেরখানায় ॥
বারশত একানই¹ বঙ্গসাল যবে।
শ্রীঠাকুর এইস্থানে আসিলেন তবে ॥
আট মাস ধরি' হেথা ছিলেন শ্রীরায়।
দিনে দিনে তাঁর ব্যাধি বাড়িছে হেথায় ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ছিল সুঠাম বলিষ্ঠ।
এখন কঙ্কালসার সে-অবতারিষ্ঠ *॥
ব্যাধির শাসনে তবু না হইয়া গ্রস্ত।
ভক্তসংঘ নিরমানে সদা তিনি ব্যস্ত ॥
শিক্ষা-দীক্ষা তার লাগি প্রয়োজন যাহা।
ভকতগণেরে তিনি দিতেছেন তাহা ॥
লখিছেন এইমত সকল ভকত ॥
দখিনেশ্বরেতে বসি' প্রভু তথাগত।
কথাছলে মাঝে মাঝে কহিতেন যাহা ॥
কাশীপুরে একে একে ফলিতেছে তাহা।
কভুওবা শ্রীঠাকুর কহিতেন শ্লাঘে** ।
"হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিব যাইবার আগে ॥"
যে-গূঢ় অরথ আছে এ-কথার মাঝে।
সরল আকারে তাহা এমত বিরাজে ॥
"আমার দেবত্ব আর মানবত্ব যাহা।
দেহান্তের আগে আমি প্রকাশিব তাহা ॥"
এমত রয়েছে তাঁর অন্য এক বাণী।
"যেদিন অনেক লোকে এঁকে নিবে জানি' ॥
তা ল'য়ে করিবে আর কানাকানি নানা।
সেদিন রবেনা আর এই খোলখানা ॥
মায়ের ইচ্ছায় ইহা যাইবে ভাঙ্গিয়া।"
কভুও বা শ্রীঠাকুর কহিতেন ইয়া ॥
"অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ—কে কীরূপ ভক্ত।
শেষের সময়ে তাহা হইবে সুব্যক্ত ॥"

নরেন্দ্রে এমত কভু কহিতেন রায়।
"আমায় ছাড়িয়া তুই যাইবি কোথায় ॥
থাকিতে হইবে তোরে আমারি পশ্চাতে।
জগদম্বা মাতা তোকে আনি' এ ধরাতে ॥
করায়ে নিবেন তাঁর আপনারি কর্ম।
সে-কর্ম করাই তোর জীবনের ধর্ম ॥
বালক ভকতগণ হেথাকার যারা।
হোমাপাখিছানা সম সর্বজন তারা ॥
হোমাপাখী ডিম পাড়ে অতি উচ্চে উঠি'।
সে-গুলি প্রবলবেগে ধরাপানে ছুটি' ॥
নামিয়া আসিতে থাকে যেই সময়েতে।
তখন এ-ভয় কিন্তু থাকেই মনেতে ॥
হয়ত বা ডিমগুলি ভূমিতে পড়িয়া।
তখনি যাইবে তাহা বিচূর্ণ হইয়া ॥
তবে তাহা না ঘটিয়া ঘটে কিন্তু এই-ই।
ধরার কঠিন মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই ॥
ভিতরের ছানাগুলি বেগগতিক দেখে।
বাহিরে চলিয়া আসে ডিম্বকোষ থেকে ॥
অতঃপর ডানা দুটি মেলি' সঙ্গে সঙ্গে।
আকাশে উড়িয়া যায় পুলকের রঙ্গে ॥
বালক ভকতগণও ঠিক সেইমত।
হোমাপাখিছানা সম রহিবে সতত ॥
মায়ার সংসারে তারা না হইয়া যুক্ত।
ধরমের পথে যেতে হবে ইচ্ছুক তো ॥"
যে-শিক্ষা পাইয়া তবে ও-ভকতগণ।
বিদীর্ণ করিয়া এই সংসার বন্ধন ॥
এগিয়ে যাইবে ত্বরা ধরমের পথে।
সে-শিক্ষা দিলেন প্রভু নরেন্দ্র ভকতে ॥
নরেন্দ্রই ভক্তগণে ঐ শিক্ষা দিয়া।
তাদেরে ধরম-পথে নিবেন টানিয়া ॥
কাশীপুরে থাকাকালে প্রভু ভগবান।
নরেন্দ্রেরে সেই শিক্ষা করিলেন দান ॥

* অবতার শ্রেষ্ঠ (১) একানব্বই

** নিজ মহিমা ব্যাখ্যায়

তাইতো আমরা হেন হেরিবারে পাই।
কাশীপুরে থাকি' প্রভু করিলেন যা-ই ॥
তাহার গুরুত্ব-ছটা কিছু-কমু'নারে।
তাই সে-পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিবারে ॥
প্রভুর ভকতগণ যুকতি করিয়া।
পবিত্র উদ্যানবাটী নিলেন কিনিয়া ॥
ইহারি ফলেতে আজো অগণিত ভক্ত।
হেথাকার পুণ্য স্মৃতি হেরিতে সমর্থ ॥
তবে সেই পুণ্যস্মৃতি হেরি' আঁখিয়ায়।
বিমল আনন্দ-স্রোতে কেহ ভেসে যায়।
কেহবা সে-স্মৃতি হেরি' ব্যথিত অন্তরে।
তখনি ডুবিয়া যায় দুঃখের সাগরে ॥
যাহোক ঘুচাতে এই সুখদুঃখ-দ্বন্দ্ব।
স্মৃতির গীতিকাখানি এখানেই বন্ধ ॥
পরের কাহিনী তাই গাহিবারে এবে।
প্রণমিয়া লইতেছি প্রাণময়দেবে ॥

কাশীপুরে সেবাব্রত

এইকথা গাহিয়াছি পুঁথির মাঝার।
কাশীপুরে আসি' মোর প্রেমঅবতার ॥
প্রাকৃতিক শোভা এর দরশন করি'।
মনপ্রাণ পুলকেতে লইলেন ভরি' ॥
কলিকাতা-মাঝে সদা জন-কোলাহল।
নিরজন স্থান সেথা অতীব বিরল ॥
হেথার উদ্যানবাটী বেশ নিরজন।
সমধিক প্রশস্তও এ-বাসভবন ॥
বৃক্ষরাজি সুশোভিত সবুজ পাতায়।
বিবিধ কুসুম, ফল বিরাজিছে তায় ॥
রাণীর বাগানখানি মনোরম যত।
ইহার সৌন্দর্য-ছটা যদিও না তত ॥
তবুও হেথায় আসি' কলিকাতা হ'তে।
শ্রীঠাকুর ভাসিলেন পুলকের স্রোতে ॥

মাতাও যে পুলকিতা—ইহা বুঝা গেল।
তবে কিছু অসুবিধা সমুখেতে এল ॥
কলিকাতা থেকে ইহা বেশী দূরে—তাই
লোকবল, অর্থবল হেথা বেশী চাই ॥
সুরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, শ্রীম, বলরাম।
ইঁহারাই চালাবেন অরথের কাম ॥
লোকবল তবে হেথা বেশ বেশী চাই।
সেকথা গভীরভাবে ভাবিয়া নিরাই ॥
স্থির ক'রে লইলেন নরেন্দ্র প্রচেতা*।
তিনিই অধিকক্ষণ রহিবেন হেথা ॥
প্রভু যবে আছিলেন শ্যামপুকুরেতে।
অনেক ভকতগণ নিজ আলয়েতে
আহারাদি শেষ করি' আসিয়া সেথায়।
নিয়োজিত হইতেন প্রভুর সেবায় ॥
ওমত সম্ভব নহে হেথায় থাকিয়া।
নরেন্দ্র এমত তাই নিলেন চিন্তিয়া ॥
"আমিই ভকতগণে টানিলে এ পথে।
হয়ত আসিবে তারা এই সেবাব্রতে ॥"
বি. এল. পরীক্ষা তাঁর এ-বৎসরে—ভেবে
তাহারও প্রস্তুতি তিনি নিতেছেন এবে ॥
জ্ঞাতিরা তাঁহার সনে শত্রুতায় মত্ত।
নিরুপায় হ'য়ে তাই শ্রীনরেন দত্ত ॥
হাইকোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া।
নিযুক্ত আছেন তার তদারকি নিয়া ॥
কলিকাতা থাকা তাই প্রয়োজন তাঁর।
কিন্তু তিনি এ-ধারণা করিলেন সার ॥
"মোকদ্দমা-আদি যাহা দূরে যাক্ সব।
কলিকাতা থাকা মোর নহেকো সম্ভব ॥
শ্রীগুরুর সেবাব্রতে মগন থাকিয়া।
পরীক্ষার পুস্তকাদি হেথায় আনিয়া ॥
পড়িয়া লইব তাহা অবসরক্ষণে।"
এ চিন্তাই অবশেষে বদ্ধমূল মনে ॥

* সুবিজ্ঞ

কেন তিনি বসিবেন ঐ পরীক্ষায়।
তাহার কারণখানি হেন জানা যায়॥
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঐ পরীক্ষায়।
করিয়া নিবেন কিছু অর্থকড়ি আয়॥
যাহা দিয়া জননী ও সহোদরগণ।
করিবেন তাঁহাদের গ্রাস-আচ্ছাদন॥
অতঃপর সংসারেতে না থাকি' বিলগ্ন*।
ঈশ্বরের সাধনাতে রহিবেন মগ্ন॥
হায় প্রভু! তব খেলা কে বুঝিতে পারে!
কত তো সংকল্প জাগে মনের মাঝারে॥
বাস্তবে কতটা তাহা রূপায়িত হয়।
যে-লীলা চলিছে তব ওগো লীলাময়!!
তাহার আবর্ত্তে পড়ি' সংকল্প সকল।
হাবুডুবু খাইতেছে কেবল কেবল॥
অসীম কৃপার পাত্র নরেন্দ্র কেশরী।
তাঁর এই সংকল্পও লীলাচক্রে পড়ি'॥
বিধ্বস্ত হইবে কিনা কেইবা তা জানে।
যাহোক এসব কথা ত্যজিনু এখানে॥
এবারে এ-প্রশ্নখানি মনোমাঝে জাগে।
ঠাকুরের যে সময়ে যাহা কিছু লাগে॥
সে সকল প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া।
তিনি কি ভকত পানে থাকেন চাহিয়া??
ইহার জবাবে আসে এইমত কথা।
যে-মাতার 'পরে তাঁর চির নির্ভরতা॥
এখনো তাঁহারি 'পরে নির্ভরতা তাঁর।
এ-ধারণা সদা তবে তাঁহার মাঝার॥
"ভকতের সেবা লওয়া কর্তব্য আমার।
এমতনই ইচ্ছা যেন ইচ্ছাময়ী মার॥
তাদের হইবে এতে বিশেষ কল্যাণ।"
তাই হেন করিতেন প্রভু ভগবান॥
যে-সেবা দিতেন তাঁরে ভকত সকলে।
তার মাঝে কোন কিছু অপছন্দ হ'লে॥
তিনি তাহা কহিতেন এমনি ভাষায়।
ভকতেরা যাতে মনে ব্যথা নাহি পায়॥
চিকিৎসার তরে মোর প্রভু গুণধাম।
আসিয়াছিলেন যবে কলিকাতা-ধাম॥
সেথা এসে বলরামে কহিলেন ইহা।
"দশজনে চাঁদা তুলে আমার লাগিয়া॥
ব্যবস্থা করিবে মোর রসদের তরে।
এইমত রুচি নাই আমার অন্তরে॥
ঐমত কখনো তো থাকি নাই আমি।"
পুনরায় কহিলেন প্রেমময় স্বামী॥
"রাণীর বাগানে আমি ছিলাম যখন।
সেথাও চাঁদাতে মোর হয়নি ভোজন॥
যবে আমি পূজিতাম জগদম্বা মাকে।
সাত টাকা মাহিয়ানা দানিত আমাকে॥
সে-বরাদ্দ আছে মোর আজীবন ধ'রে।
এমত ব্যবস্থা পুনঃ আছে মোর তরে॥
যতদিন এ জীবনে রহিব সেথায়।
মায়ের প্রসাদী অন্ন দানিবে আমায়॥
পেন্সিলে* সেথায় যেন যাপিতাম দিন।
সে-বিষয়ে কখনো তো ঘটেনি বিঘিন॥
অতএব শ্রীদেউল পরিত্যাগ ক'রে।
যেহেতু এসেছি হেথা চিকিৎসার তরে॥
আমার ভোজন লাগি ব্যয় হবে যাহা।
তুমি কিন্তু বরাবর দিয়ে যেও তাহা॥"
কাশীপুরে শ্রীঠাকুর গেলেন যখন।
তখনও জাগিল তাঁর এমতি চিন্তন॥
এক মাসে এ বাড়ির আশি টাকা ভাড়া।
কি করিয়া দিবে ইহা 'ছাপোষা' যাহারা॥
সুরেন্দ্র নামেতে যিনি ভকতসুজন।
চাকুরীতে ছিল তাঁর ভাল উপার্জন॥
মুৎসদ্দী** আছিলেন ভট্ট কোম্পানীতে।
তাঁহাকে একদা প্রভু কহেন নিভৃতে॥

* সংযুক্ত

* পেন্সন ** তত্ত্বাবধায়ক

"কেরাণী-মেরানী আর ছাপোষা যাহারা।
কেমনে চাঁদার টাকা যোগাইবে তারা ॥
তুমিই ভাড়ার ব্যয় করিও বহন।"
প্রসন্ন হইয়া এতে সে-ভকতজন ॥
করজোড়ে কহিলেন এমত কথাই।
"যে আজ্ঞে, আমার তাতে অসুবিধা নাই ॥"
আবার গেলেন প্রভু এ-চিন্তায় পড়ি'।
"এখন বাহিরে গিয়া শৌচ-আদি করি ॥
কিছুদিন আরো যবে যাইবে চলিয়া।
দুর্বল হইবে দেহ ব্যাধির লাগিয়া ॥
শৌচ-আদি কি করিয়া সারিব তখন।"
যুবক ভকত লাটু শুনি' ওমতন ॥
করজোড়ে ক'য়ে দিল এবাক্য-বিনয়।
"এর লাগি কিবা চিন্তা আজ্ঞে মহাশয় !!
আমি তো মেস্তর* আছি আপনার তরে।"
এইকথা গেল যবে সবার গোচরে ॥
যদিও ছিলেন সবে ব্যথাভরা চিতে।
কেহ নাহি পারিলেন হাসি সংবরিতে ॥
এইমত সদা মোরা হেরিবারে পাই।
ঠাকুরের যে-সময়ে প্রয়োজন যা-ই ॥
ভক্তদের মনে কোন ব্যথা নাহি দিয়ে।
নিজেই সকলি তাহা নিতেন করিয়ে ॥
প্রভুরি সাহায্যে হেন ভকত সমস্ত।
একে একে করিলেন সব বন্দোবস্ত ॥
যুবক ভকত যারা আসিল হেথায়।
প্রভুরে সেবিছে তারা অতীব শ্রদ্ধায় ॥
নরেন্দ্র তাদেরে পুনঃ কহিলেন ইয়া।
"অবসর সময়েতে সকলে মিলিয়া ॥
করিবে ভজন ধ্যান সৎ-আলাপন।
কভুও বা শাস্ত্রপাঠে রহিবে মগন ॥"
ভকতেরা নরেন্দ্রের ঐ কথামৃত।
সেবা ছাড়া নিল আরো ও-সকল ব্রত ॥

পরম উৎসাহে হেন দিবা অবসান
এ ধারণা তাহাদের নিশিদিনমান ॥
তারা যেন রহিয়াছে একি পরিবারে।
পৃথক নাহিকো কিছু তাদের মাঝারে ॥
যদি কেহ গৃহে যায় কোন প্রয়োজনে।
আবার ফিরিয়া আসে সন্ধ্যা-আগমনে ॥
কেহ আসে পরদিন ভোরের বেলায়।
হেথায় আসিতে তবে ভুলিয়া না যায় ॥
সংসার ত্যজিয়া হেন এসব ভকত।
উদ্‌যাপন করিছেন সেবাধর্ম ব্রত ॥
সংখ্যাতে দ্বাদশজন[১] এ ভকতদল।
গুরুগতপ্রাণ এঁরা করমকুশল ॥
কাশীপুরে আসিবার স্বল্পদিন পর।
একদা নীচেতে আসি' প্রভু প্রেমধর।
উদ্যানেতে ভ্রমিলেন স্বল্প কিছুক্ষণ।
দুর্বল হইল দেহ ইহারি কারণ ॥

(১) পাঠকদের অবগতির জন্য ঐ দ্বাদশজনের নাম দেওয়া হইল, যথা—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপাল দাদা (যুবক ভক্তগণের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং (হুটকো) গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই একদিনমাত্র থাকিতে সক্ষম হইত। হরিশের কয়েক দিন আসিবার পর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত। ইহা ছাড়া অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

* মেথর

শীতল বায়ুর স্পর্শে ঘটিল ওমতি।
ঐমত চিন্তা করি' প্রভু প্রাণপতি ॥
আর নাহি যাইতেন ভ্রমিবারে তথা।
তথাপি কমিল নাকো ঐ দুর্বলতা ॥
বৈদ্যবর শুনি' উহা কহিলেন ইহা।
"নরম পাঠার মাংসে সুরুয়া করিয়া
শ্রীঠাকুরে খাওয়াইলে কতিপয় দিন।
দুর্বলতা ক্রমে ক্রমে হইবে বিলীন ॥"
ভকতেরা পালিলেন ঐ উপদেশ।
তারি ফলে অবসান দুর্বলতা-ক্লেশ ॥
স্বাস্থ্যের হইল তাঁর বিশেষ উন্নতি।
বৈদ্যবর হেরি' উহা পুলকিত অতি ॥
কেমন থাকেন নিত্য শ্রীপ্রভু শরণ্য।
চিকিৎসকে সে-বারতা দানিবার জন্য ॥
প্রভাতেই কেহ যান কলিকাতা পানে।
কেহবা সেথায় যান মাংসের সন্ধানে ॥
কেহবা বাজারে যান বরাহনগরে।
কেহ কেহ গৃহ-আদি পরিষ্কার করে ॥
এরি মাঝে পালাক্রমে সে-ভকতগণ।
ঠাকুরের সকাশেতে দিবানিশি রন ॥
নরেন্দ্র সবারে দিয়া ভালবাসা সখ্য।
সবার কার্যের প্রতি রাখিছেন লক্ষ্য ॥
জটিল সমস্যা কিছু হাজির যখনি।
তিনিই মিটান তাহা তখনি তখনি ॥
পথ্য-আদি যা'হা লাগে প্রভুর লাগিয়া।
জননীই দেন 'াহা প্রস্তুত করিয়া ॥
নূতন পথ্যাদি যদি কিছু দিতে হয়।
প্রস্তুত প্রণালী তার যেইমত রয় ॥
বৈদ্যের সকাশে তাহা কেহ শিখে নিয়া।
শ্রীমাতাকে সে-রন্ধন দেন শিখাইয়া ॥
শ্রীযুত গোপাল দাদা আরো স্বল্পজন।
শিখাইয়া দেন মাকে ওসব রন্ধন ॥

মা সারদা প্রয়োজনে নিঃসঙ্কোচ-মনে।
আলাপন করিতেন তাঁহাদের সনে ॥
তাইতো তাঁহারা গিয়া মায়ের বিতানে।
সহায়তা দানিতেন পথ্য-নিরমানে ॥
মধ্যাহ্নের পূর্বে আর সাঁঝের পরেতে।
এ-সকল পথ্য ল'য়ে আপন করেতে* ॥
ঠাকুরের গৃহে গিয়া শ্রীমাতা শ্রেয়সী।
প্রভুরে তা খাওয়াতেন সেথা বসি' বসি' ॥
সকল করমে মাকে সহায়তা দিতে।
সঙ্গিনীর অনটন মোচন করিতে ॥
ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দিদিমণি।
মার কাছে থাকিতেন দিবস রজনী ॥
আবার রয়েছে কিছু রমণী ভকত।
নহবতে আগে যারা আসিত সতত ॥
কেহ কেহ তারা এবে আসিয়া হেথায়।
কতিপয় ঘণ্টা থাকি' গৃহে চ'লে যায় ॥
দু'এক দিবসও তারা থাকে মাঝে মাঝে।
বিশেষ শৃঙ্খলা তাই সমুদয় কাজে ॥
নীরব নহেকো কিন্তু গৃহীভক্তগণ।
তাঁহাদেরও মনে সদা এমতি চিন্তন ॥
"ঠাকুরের সেবাব্রত যাপন করিতে।
কে কেমন সহায়তা পারেন দানিতে ॥"
তাইতো গিরিশ কিংবা রামের আলয়ে।
ওসব ভকতগণ একত্তর হ'য়ে ॥
তাঁদের সুবিধামত যুকতি করিয়া।
সেবাব্রত পালিছেন অর্থকড়ি দিয়া ॥
এইরূপে গৃহী আর ব্রহ্মচারীগণ।
ঠাকুরের সেবাব্রতে আছেন মগন ॥
সুশৃঙ্খলা বিরাজিত সমুদয় কাজে।
এবারে এ চিন্তা এল নরেন্দ্রের মাঝে ॥
গমন করিয়া এবে আপনার ঘরে।
সেথা তিনি রহিবেন দু'দিবস তরে ॥

* হাতে

রাত্রিকালে ভক্তগণে ও-বারতা দিয়া।
আপনার শয্যামাঝে শুইলেন গিয়া॥
যদিও রজনী ক্রমে নীরব নিঝুম।
তাঁহার নয়নপাতে এলনাকো ঘুম॥
ক্ষণপরে উঠি' তাই নিশিশয্যা থেকে।
গোপালাদি কিছু ভক্তে উঠালেন ডেকে॥
অতঃপর কহিলেন এমত কথাই।
"চল্ মোরা বাহিরেতে ভ্রমণেতে যাই॥
তামাকও খাইব মোরা সেথায় বসিয়া।"
এত কহি' চলিলেন তাহাদেরে নিয়া॥
সেথা গিয়া কহিলেন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
"ঠাকুর আক্রান্ত এবে যে-তীব্র ব্যাধিতে॥
এমতি সংকল্প বুঝি জাগিয়াছে তাঁর।
দেহরক্ষা করিবেন অতি দ্রুতসার॥
সময় থাকিতে তাই সব ভক্তগণ।
সাধ্যমত করি' তাঁর সেবা ও যতন॥
যে যত করিতে পার অধ্যাত্ম-উন্নতি।
তাহার পানেতে এবে দাও সবে মতি॥
নতুবা যখন তিনি যাইবেন সরি'।
বিদগ্ধ হইব মোরা আপশোসে পড়ি'॥
একাজ সমাপ্ত ক'রে ঈশ্বরে ডাকিব।
ওকাজ সমাপ্ত ক'রে ধ্যানেতে বসিব॥
আমাদের দিনগুলি যাইতেছে হেন।
বাসনার জালে আর পড়িতেছি যেন॥
বাসনাই সর্বনাশ ঘনাইয়া আনি'।
অচিরে মৃত্যুর কোলে ফেলে দেয় জানি॥
সকল বাসনা তাই ত্যজহ সবাই।
নহিলে মোদের কিন্তু আর রক্ষা নাই॥"
পছষের শীতরাতি অতীত নীরব।
ঝিমঝিম করিতেছে উত্থানের সব॥
সবুজ তৃণেতে ঢাকা বৃক্ষরাজিতল।
তারি তলে বসিলেন ভকত সকল॥
উপরেতে অন্তহীন নীলাকাশকুঞ্জ।
গরবে শোভিছে সেথা কোটি তারাপুঞ্জ॥
তাহাদের মাঝে থাকি' সপ্তর্ষিমণ্ডলী।
ভক্তগণে ইহা যেন দিতেছেন বলি'॥
"ওরে তোরা চেয়ে ছাখ্ আমাদের পানে।
সাধনা করিয়া মোরা একনিষ্ঠপ্রাণে॥
রহিয়াছি এমতন চির-সমুজ্জ্বল।
তোরাও সাধনমার্গে থাকি' অবিচল॥
সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাক্ আমাদেরি মতো।"
উহা বুঝি শুনিলেন নরেন্দ্র ভকত॥
শুনিবার সুনিশ্চিত কারণও ইহা যে।
তিনিই তো একজন সপ্তর্ষির মাঝে॥
তাই তিনি চীরদীপ্ত চির-ঝলমল।
সখারাও যাতে হয় চির-সমুজ্জ্বল॥
তাহারি লাগিয়া তিনি ক্ষণিক চিন্তিয়া।
কোন এক ভকতকে কহিলেন ইহা॥
"ঐ যে হোথায় প'ড়ে শুষ্কবৃক্ষশাখা।
শুষ্ক তৃণ, পল্লবেতে রহিয়াছে ঢাকা॥
ঐ স্তূপে দাও এবে আগুন লাগিয়ে।
সাধুগণ এ-সময়ে ধুনি জ্বেলে নিয়ে॥
বৃক্ষতলে মগ্ন থাকে ধ্যানের মাঝারে।
মোরাও বাসনারিপু দগ্ধ করিবারে॥
জ্বালাইয়া নিব এই কাষ্ঠাগ্নির ধুনী।"
ভকতেরা সাগ্রহেতে ঐকথা শুনি'॥
কাষ্ঠগুলি তৎক্ষণাৎ জ্বালাইয়া দিয়া।
তাহাতে দিলেন আরো জ্বালানি আনিয়া॥
অতঃপর বসি' তাঁরা অগ্নির সকাশে।
চিন্তিলেন এইমত গভীর প্রত্যাশে॥
"হোম-অগ্নি প্রজ্বলিত মোদের সমুখে।
মনেতে যাকিছু আছে বাসনার রূপে॥
সে-সবের হয় যাতে চিরঅবসান।
তারি লাগি করিতেছি আহুতি প্রদান॥"

এমতি চিন্তিয়া নিয়া সে-ভকতগণ।
অপূর্ব উল্লাস যেন লভিল তখন ॥
এইমত ভাব আর মনেতে উদয়।
আগুনে বিনষ্ট হ'য়ে বাসনানিচয় ॥
মন যেন সুনির্মল পুষ্পসম ফুটি'।
ঈশ্বরের পাদপদ্মে পড়িতেছে লুটি' ॥
এ-চিন্তা ধ্বনিত পরে হৃদয়ের শাঁখে।
"এতটা আনন্দ যদি এ করমে থাকে ॥
তবে কেন এ করম আগে করি নাই।
আবার কখনো যদি এ সুযোগ পাই ॥
অমনি বসিব মোরা ধুনি জ্বালাইয়া।
সকল বাসনা তাতে যাইবে পুড়িয়া ॥"
দুই-তিন ঘন্টা যবে ক্রমে হেন পার।
জ্বালানিও সেথা যবে মিলিল না আর ॥
ভকতেরা সে-আগুন নিভাইয়া দিয়া।
যে যাহার শয্যামাঝে শুইলেন গিয়া ॥
চারিটি ঘটিকা নিশি ক্রমঅবসানে।
পাখিরা মুখর যবে প্রভাতের গানে ॥
এই ধুনী জ্বালাইতে পারে নাই যারা।
অভিমান প্রকাশিল সকলেই তারা ॥
তাদেরে সান্ত্বনা দিয়া নরেন্দ্র সুমন।
কহিলেন এইমত মধুর বচন ॥
"ঐ কার্য পূর্ব থেকে ছিলনাকো স্থির।
ও-কাজের আনন্দ যে এতটা গভীর ॥
পূর্ব থেকে সেই কথা জাগে নাই মনে।
আবার করিব উহা অবসরক্ষণে ॥"
নরেন্দ্র এসব কথা কহিবার পরে।
তৎক্ষণাৎ চলিলেন আপনার ঘরে ॥
আইনের গ্রন্থ কিছু সঙ্গে ক'রে নিয়া।
একদিন পরে পুনঃ এলেন ফিরিয়া ॥
এ-কাহিনী এইখানে সমাপন ক'রে।
পরের কাহিনী এবে আনিব গোচরে ॥

আত্মপ্রকাশে অভয়দান

পুঁথির ভিতরে আগে গাহিয়াছি ইহা।
একদা শ্রীপ্রভু মোর বাগানে ভ্রমিয়া ॥
পড়িয়াছিলেন খুবই দুর্বল হইয়া।
পক্ষকালমাঝে তবে গেল তা কমিয়া ॥
সেদিন হইতে তবে শ্রীপ্রভু সুধীর।
আর কভু হন নাই গৃহের বাহির ॥
এ সময়ে আসিলেন আরেক ডাক্তার।
সে-বিষয়ে রহিয়াছে এ-বৃত্তান্তসার ॥
শ্রীযুত রাজেন্দ্র দত্ত—এমতি নামেতে।
ধনিক* ছিলেন এক বহুবাজারেতে ॥
অক্রুর দত্তের বংশে জনম তাঁহার।
এমত বাসনা ছিল তাঁহার মাঝার ॥
হোমিওপ্যাথির মতে যে চিকিৎসা রয়।
তাহার প্রচার যেন এ সহরে হয় ॥
পরিশ্রম করিতেনও তাহার লাগিয়া।
অর্থও তাহার লাগি দিতেন ঢালিয়া ॥
ইহারি নিকট থেকে প্রেরণা লভিয়া।
হোমিওপ্যাথির মতে চিকিৎসা করিয়া ॥
খ্যাতিমান হইলেন মহেন্দ্র ডাক্তার।
প্রচারও হইল বেশ এই চিকিৎসার ॥
ঠাকুরের এ-বেয়াধি অতিশয় শক্ত।
ইহা যবে শুনিলেন শ্রীরাজেন দত্ত ॥
এ-ধারণা মনে তাঁর উঠিল উজাড়ি'।
ঠাকুরের ব্যাধি যদি সারাইতে পারি ॥
হোমিওপ্যাথির তবে হইবে সুখ্যাতি।
অধ্যয়ন করি' তাই সারা দিবারাতি ॥
ব্যাধির ঔষধ এক নির্বাচন ক'রে।
অতুলেরে** এ বারতা দিলেন সত্বরে ॥
"মহেন্দ্রকে জানাইবে এ বারতা মোর।
প্রয়াস চালায়ে আমি নিশিদিনভোর ॥

* ধনী ** গিরিশের কনিষ্ঠ ভাই।

এমনই ঔষধ এক পাইয়াছি খুঁজি' ।
যাহাতে আরাম লভি' অসুস্থ প্রভুজী ॥
হয়তবা পুরাপুরি উঠিবেন সারি' ।
মহেন্দ্র সম্মতি দিলে উহা দিতে পারি ॥"
অতুলের কাছে উহা শুনি' একমনে ।
মহেন্দ্র আলাপ করি' ভক্তদের সনে ॥
সে-ঔষধ প্রয়োগেতে দিলেন সম্মতি ।
অতেব রাজেনবাবু উৎসাহেতে অতি ॥
শ্রীঠাকুরে হেরিলেন কাশীপুরে গিয়া ।
অতঃপর আদ্যোপান্ত—সকলি শুনিয়া ॥
ঔষধ দিলেন তিনি লাইকোপেডিয়াম* ।
প্রভু এতে লভিলেন বিশেষ আরাম ॥
একপক্ষকাল ধরি' প্রভু গুণময় ।
এ ঔষধে র'য়েছেন সুস্থ অতিশয় ॥
চিন্তিলেন তাই হেন সকল ভকত ।
বুঝিবা আগের মতো প্রভু তথাগত ॥
অতিশয় তাড়াতাড়ি হইবেন সুস্থ ।
একথা চিন্তিয়া সবে পুলকিত—খুশ্‌ তো ॥
এইমত ঘটনাটি ঘটিল যখন ।
আঠারশ' ছিয়াশির হ'ল আগমন ॥
এই নব বরষের প্রথম দিবসে ।
কল্পতরুরূপ ধরি' অপূর্ব মানসে** ॥
যা-কিছুই করিলেন প্রভু প্রেমদাতা ।
পুঁথির প্রথম খণ্ডে আছে তাহা গাঁথা ॥
পুরাপুরি তাহা পুনঃ না গাহিয়া তাই ।
তাহার কিছুটা অংশ হেথা গেয়ে যাই ॥
রাম-আদি কিছু কিছু ভকতসুজন ।
নয়নে নেহারি' এই অপূর্ব ঘটন ॥
'কল্পতরু শ্রীঠাকুর'—এ আখ্যান দিয়া ।
এ দিনের ঘটনাকে নিলেন ভূষিয়া ॥
শরতাদি কহিলেন এমতি বচন ।
প্রেমিক প্রভুর ইহা 'আত্মপ্রকাশন' ॥

নিজেকে প্রকাশি' হেন প্রভু ভগবান ।
সবাকারে করিলেন 'অভয় প্রদান' ॥
নানালোকে দেয় একে নানা আখ্যা অন্য ।
তবে যারা এদিনের কৃপালাভে ধন্য ॥
শ্রীযুত হারান দাস—এ ভকতজন ।
সবাকার মাঝে বুঝি ভাগ্যবানজন ॥
প্রভুরে নমিল যবে ঐ ভক্তিমান ।
ভাবাবেশে থাকি' মোর প্রভু ভগবান ॥
আপন চরণপদ্ম উত্তোলন করি' ।
স্থাপিলেন হারানের মস্তক উপরি ॥
প্রভুর এমতি কৃপা স্বল্পজনে পায় ।
ওমত করিতে তাঁকে কম দেখা যায় ॥
ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল যিনি ।
ঠাকুরের কৃপাস্পর্শে ধন্য হ'য়ে তিনি ॥
কোন এক ভকতকে কহিলেন ইয়া ।
"ইতিপূর্বে যবে আমি ধ্যানেতে বসিয়া ॥
ইষ্টের মূরতিখানি করিতাম ধ্যান গো ।
হেরিতাম সে-ইষ্টের কিছু কিছু অঙ্গ ॥
হেরিতাম যবে আমি ইষ্টের চরণ ।
হেরিতে না পাইতাম তাঁহার বদন ॥
আবার সে-ইষ্টের কটি* থেকে মুখ তো ।
হেরিতাম যদি আমি ধ্যানে থাকি' যুক্ত ॥
হেরিতে না পাইতাম চরণ তাঁহার ।
এইমত দরশন ঘটিত আমার ॥"
পুনঃ হেন কহিলেন তৃপিতপরাণে ।
"ইষ্টের যাকিছু আমি হেরিতাম ধ্যানে ॥
সজীব বলিয়া তাহা হইত না মনে ।
তবে আজি ঠাকুরের পুণ্যপরশনে ॥
আরাধ্যের ইষ্টমূর্তি পূর্ণরূপ ল'য়ে ।
আমার হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত হ'য়ে
ঝলমলি' উঠিলেন নড়িয়া-চড়িয়া ।
আজিকে কৃতার্থ তাই ওরূপ হেরিয়া ॥"

* লাইকোপেডিয়াস (২০০) ** ইচ্ছায়

* কোমর

সেদিনেতে যাঁরা যাঁরা ছিলেন সেথায়।
তাঁহাদের কিছু নাম হেন জানা যায় ॥
গিরিশ, অতুলকৃষ্ণ, শ্রীনবগোপাল।
হারান, কিশোরী, রাম, বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল ॥
অক্ষয়, শ্রীরামলাল, শ্রীহরমোহন।
ইহারা ব্যতীত আরো ছিল নানাজন ॥
শ্রীমও সেদিন নাকি আছিলেন তথা।
এমত র'য়েছে তবে বিস্ময়ের কথা ॥
সেখানে ছিলনা কোন সন্ন্যাসী ভকত।
তাহার কারণ তবে আছে এইমত ॥
রজনী জাগিয়া তাঁরা করেন সাধন।
তাই তাঁরা এ সময়ে নিদ্রায় মগন ॥
যদিও শরৎ লাটু ছিলেন জাগিয়া।
স্বেচ্ছায় দুজনে তাঁরা সেথা নাহি গিয়া ॥
নীরবে দাঁড়ায়ে থাকি' দ্বিতলের ছাদে।
হেরিয়াছিলেন উহা পরম আহ্লাদে ॥
তবে তাঁরা সেখানেতে যান নাই কেন।
তাহার কারণখানি রহিয়াছে হেন ॥
ঠাকুর গেছেন নীচে বাসগৃহ ছাড়ি'।
এইমত অবকাশে বেশ তাড়াতাড়ি ॥
রৌদ্রেতে আনিয়া দিল বিছানাটি তাঁর।
করিয়া নিলেন আর গৃহের সংস্কার ॥
কর্ত্তব্য করম রাখি' অর্ধসমাপন।
উৎসবেতে যান নাই তাঁরা দুইজন ॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্বরূপ

লীলাক্ষেত্রে আছিলেন যে-ভকতগণ।
বৈকুণ্ঠ তাদের মাঝে অন্যতমজন ॥
লীলায় হইল তাঁর যেই অনুভব।
সে-বিষয়ে এইক্ষণে গাহিছি এসব ॥
বৈকুণ্ঠ এলেন যবে প্রভুর আগারে।
শ্রীঠাকুর নানা শিক্ষা দান করি' তাঁরে ॥
অবশেষে করিলেন মন্ত্রদীক্ষাদান।
এতখানি কৃপা লভি' এই ভাগ্যবান ॥
ইষ্টের দরশআশে প্রয়াসী হইয়া।
সাধনেতে আছিলেন মগন হইয়া ॥
এমতি ধারণা তবে আছিল তাঁহার।
কৃপা যদি না করেন প্রেমঅবতার ॥
সফলতা আসিবেনা ইষ্ট-দরশনে।
মাঝে মাঝে গিয়া তাই প্রভুর ভবনে ॥
সে-কৃপা মাগিয়াছিল দুই-তিনবার।
শ্রীঠাকুর ক'য়েছেন জবাবেতে তার ॥
"বেয়াধি হইতে আমি আরোগ্য লভিয়া।
তোর সব প্রয়োজন দিব মিটাইয়া ॥"
আজিকার উৎসবেতে দেহীনারায়ণ।
করিতেছিলেন যবে কৃপা-বিতরণ ॥
প্রথমেতে তিনজন সে-কৃপায় ধন্য।
বৈকুণ্ঠ তাহার পরে হ'য়ে অগ্রগণ্য
শ্রীঠাকুরে কহিলেন নমি' আঁখিলোরে।
"প্রেমময়, দয়া ক'রে কৃপা দিন মোরে" ॥
জবাবেতে কহিলেন প্রভু প্রেমরবি।
"যাহা তব প্রয়োজন হইয়াছে সবি ॥"
বৈকুণ্ঠ আবার হেন কহিলেন তাঁকে।
"আমার সকলি যদি হ'য়ে গিয়ে থাকে ॥
তাহার সামান্য যাতে উপলব্ধি হয়।
তাহাই করিয়া দিন ওগো দয়াময় ॥"
'আচ্ছা তবে তাই হোক্'—কহি' হেন মুখে।
পরশ দিলেন প্রভু ভকতের বুকে ॥
সে-সময়ে বৈকুণ্ঠের অনুভব যাহা।
ভকত আপনি হেন ক'য়েছেন তাহা ॥
"প্রেমময় ঠাকুরের পুণ্য পরশনে।
অলৌকিক ভাবান্তর এল মোর মনে ॥
আকাশ, মানুষ, বাড়ি, গাছপালা আর।
যেদিকেই আঁখি দুটি পড়িল আমার ॥

সেদিকেই হেরিলাম প্রভুর মূরতি।
সে-মূরতি হাস্যোদীপ্ত সুপ্রসন্ন অতি ॥
প্রবল পুলকে আমি উচ্ছ্বাসে মাতিয়া।
উচ্চৈস্বরে সবাকারে কহিনু ডাকিয়া ॥
'কে কোথায় র'য়েছিস্, ওরে চ'লে আয়।'
এমতি কহিয়া আমি বিমুগ্ধহিয়ায় ॥
লীলাশেষে নিজগৃহে করিনু গমন।
সেখানেও মোর ঐ ভাবদরশন
জাগ্রত রহিয়া গেল মানস নয়নে।
তখন কৃতার্থ আমি হেন দরশনে ॥
'সকল বস্তুর মাঝে প্রেমিক ঠাকুর।'
আবার এমতি হেরি' স্তম্ভিত বিমূঢ় ॥
শ্রীঠাকুর বিরাজিত জগৎ জুড়িয়া।
তাই আমি আপনার অফিসেতে গিয়া ॥
অথবা কোথাও গিয়া অন্যকার্য তরে।
হেরিতাম প্রেমময় প্রভু প্রেমধরে ॥
এমতি দরশ যবে লভিতাম মর্মে।
মন দিতে নারিতাম অন্য কোন কর্মে ॥
করমে হইতে থাকে নানা ক্ষতি তাই।
তাই এই দরশন যাতে নাহি পাই ॥
মনেপ্রাণে তার লাগি হইনু প্রয়াসী।
তবে সে প্রয়াস গেল বিফলেতে ভাসি' ॥
সহসা বাজিল মনে এ-চিন্তার ভেরী।
ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ হেরি' ॥
কহিয়াছিলেন হেন বিমূঢ় হইয়া।
"কৃষ্ণ! তব বিশ্বরূপ নাও সম্বরিয়া"* ॥
এমতি প্রার্থনা কেন করিলেন পার্থ।
আমি তার পাইলাম স্বল্পাভাসমাত্র** ॥
আরো এক অভিজ্ঞতা লভিলাম চিতে।
মুকত পুরুষ যারা এই ধরণীতে ॥
তাহারা সতত থাকে এক রস ল'য়ে।
তবে তারা কতখানি নির্বাসনা হ'য়ে ॥

সক্ষম হইয়া থাকে ওমত থাকিতে।
তাহারও আভাস পেনু এ-ঘটনাটিতে ॥
যেজন থাকেনা কোনও বাসনার মোহে।
সেজনই থাকিতে পারে একরসী হ'য়ে ॥
ভাবান্তরে কিছুদিন যবে হেন পার।
এমত ধারণা এল আমার মাথার ॥
এই একই দরশন এই ভাবান্তর।
সুখকর নহে ইহা—অতি কষ্টকর ॥
কখনো কখনো পুনঃ চিন্তিলাম ইয়া।
পাগল হইব নাকি এ-ভাবে থাকিয়া ॥
ভয়ে ভয়ে গিয়া তাই ঠাকুরের কাছে।
যাচনা করিনু হেন তাঁহারি সকাশে ॥
প্রভু! তব বিশ্বরূপ নাও সম্বরিয়া।
ঐ রূপ হেরিতেছি যে-ভাবে থাকিয়া।
সে-ভাব যাহাতে ত্বরা দূর হ'য়ে যায়।
তাহাই করিয়া দাও ওগো প্রেমরায় ॥"
এমতি প্রার্থনা যবে জানাইনু তাঁয়।
ক্ষণপরে পড়িলাম এই ভাবনায় ॥
হায়রে! মানুষ কত দুর্বল অবোধ!
তাইতো করিনু তাঁরে ঐ অনুরোধ ॥
যে-চরম পরিণতি এই ভাবান্তরে।
পুরাপুরি তাহা সব জানিবার তরে ॥
ঠাকুরের 'পরে আমি বিশ্বাস স্থাপিয়া।
কেন নাহি রহিলাম ধৈরজ ধরিয়া ॥
না হয় উন্মাদগ্রস্ত হইতাম ওতে।
না হয় ভাসিয়া আমি দুর্ভোগের স্রোতে ॥
শেষাবধি মরণেরে বরণ করিয়া।
যাইতাম ভবনদী উত্তীর্ণ হইয়া ॥
তাহাতে হইত মোর কতটুকু ক্ষতি!
কেনবা হইল মোর এহেন দুর্মতি ॥"
যাহোক পরের কথা আছে এমতন।
ওমতি প্রার্থনা আমি করিনু যখন ॥

* ফিরাইয়া ** সামান্য আভাস

ভাবান্তর মমমাঝে রহিল না আর।
এমত ধারণা তবে জাগিল আমার ॥
যে-ভাব লভিয়াছিনু যাঁহার কৃপায়।
সে-ভাবের অবসানও তাঁহারি ইচ্ছায় ॥
সবটুকু ভাব তবে নাশিলেন না যে।
যখন তখন তাই দিবসের মাঝে ॥
প্রসন্ন মুরতি তাঁর নয়নে হেরিয়া।
পুলকেতে হইতাম বিউভল-হিয়া ॥
স্তম্ভিত হইয়া আর ভাবিতাম কভু।
কে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমময় প্রভু ॥"
প্রভুরই কণ্ঠেতে গাহি' এ-কথা মধুর।
কৃতার্থ হইল এই 'হঠাৎঠাকুর' ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাসমাধি

যে-গান গাহিলে পরে বিদরে এ প্রাণ।
এ-যন্ত্র গাহিছে সেই মর্মন্তুদ গান ॥
যন্ত্রের হৃদয় প্রাণ কঠিন পাষাণ।
তাহার থাকিতে নাই দুঃখ অভিমান ॥
যন্ত্রীর আদেশে সদা করিবে সে কর্ম।
তাইতো পালিছে এবে তার সেই ধর্ম ॥
নবধর্মসম্প্রদায় স্থাপনের জন্য।
ধরণীতে আবির্ভূত শ্রীপ্রভু বরণ্য ॥
তিয়াগী সন্তান আর শ্রীমাতার হাতে।
সে-ভার অর্পণ করি' জীবন-সন্ধ্যাতে ॥
কাশীপুরে রয়েছেন প্রেমঅবতার।
তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি অস্থিচর্মসার ॥
শ্রীমাতা নয়নে হেরি' তাঁহার অবস্থা।
ভয়েতে অধীরপ্রাণা দুঃখিত তটস্থা ॥
এচিন্তা জাগিছে এবে শ্রীমা জননীর।
"কতই না কৃপা সেই ৺সিংহবাহিনীর ॥
কতই না স্নেহ দয়া জগদম্বা মা'র।
যাঁহার প্রসাদপুণ্যে একদিন তাঁর ॥
অবসান হইয়াছে নানান বিঘিনী।
আরো আরো কত দিকে কৃত কার্যে তিনি।
বিভুর মঙ্গলহস্ত হেরি' মনশ্চক্ষে।
সোয়াস্তি লভিয়াছেন দুখদীর্ণ বক্ষে ॥
আজি কি ঈশ্বর এই সঙ্কট অকূলে।
চাহিবেন নাকো তাঁর মুখখানি তুলে ॥
এ-প্রার্থনা পারিবেনা তাঁর পদ ছুঁতে।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সতীর অশ্রুতে ॥
বিগলিত হইবে না তাঁহার হৃদয়!"
এমতি নানান কথা চিন্তি' এসময় ॥
শ্রীমাতা জননী এবে করিলেন স্থির।
তারকেশ্বরেতে যেথা ৺শিবের মন্দির ॥
সেইখানে হত্যা দিয়া রহিবেন এবে।
তুষিয়া নিবেন হেন দেব-আদিদেবে ॥
অতঃপর বুঝিবেন শ্রীসারদা মাতা।
আর্তের ক্রন্দন হেরি' ভোলা কৃপাদাতা ॥
ব্যর্থ ক'রে দেন কিনা নিয়তির গতি।
নাকি এই নিয়তিই সর্বত্র জয়তি* ॥
মাতার পরাণে এবে এই কথা জাগে ॥
"এখন হইতে ঠিক পঞ্চবর্ষ আগে।
কহিয়াছিলেন হেন হৃদয়রঞ্জন।
"যাহার তাহার হাতে খাইব যখন ॥
রজনী যাপিব যবে কলিকাতা গিয়া।
আহারের অগ্রভাগ অপরেরে দিয়া ॥
অবশিষ্ট অংশ যবে খাইব তৃপ্তিতে।
তখন যাইব আমি মহাসমাধিতে ॥"
এগানও ধ্বনিত এবে মা'র মনবীণে।
আঠরশ' পঁচাশির রথযাত্রাদিনে ॥
এইমত কথা প্রভু ক'য়েছেন মাকে।
"নানাবিধ লোকজন যবে এঁজনাকে ॥
দেবজ্ঞানে পূজিবেক শ্রদ্ধাভকতিতে।
সেদিন এঁজন যাবে মহাসমাধিতে ॥"

* জয়লাভ করে।

ঠাকুরের সব বাণী ফলিতেছে এবে।
মাতা তাই ব্যাকুলিতা ও-সকল ভেবে ॥
এমতি ফলিয়া গেল শেষের লক্ষণ।
যাহাতে জননী আরো বিচলিতমন ॥
ভকত আসিল কিছু দখিনেশ্বরেতে।
মিষ্টান্ন ফলার ছিল তাদের সঙ্গেতে ॥
প্রভুরই লাগিয়া তারা আনিয়াছে উহা।
কিন্তু হেথা নাই এবে প্রাণের বঁধূয়া ॥
একথা শুনিয়া সেই ভকত সকল।
প্রভুর পটের কাছে দিল মিষ্টি ফল ॥
ক্ষণপরে সে-প্রসাদ করিল গ্রহণ।
একথা শ্রবণ করি' ভক্তামুরঞ্জন ॥
এ-বিষয়ে দিয়েছেন এইমত সাড়া।
"মা কালীকে ও-সকল নাহি দিয়া তারা ॥
কেনবা ওসব দিল এঁর ছবিটিকে।"
একথা আঘাত দিল শ্রীমা জননীকে ॥
মাতাকে বিহ্বলা হেরি' দুঃখবিনাশন।
কহিলেন তাঁকে হেন সুসান্ত্ব বচন ॥
"তোমরা ইহার লাগি ভাবিওনা কিছু।
এমত দেখিয়া নিও কিছুদিন পিছু ॥
ঘরে ঘরে এ-ছবিকে পূজিবে অনেকে।
মাইরি, বাপান্ত দিব্যি—পূজিবেই এঁকে ॥"
একথা শ্রবণ করি' বুঝিলেই মাই।
বিধিই কেবলমাত্র বাম হন নাই ॥
ঠাকুরও প্রস্তুত এবে লীলাসংবরণে।
তবে তিনি নাজানি কি চিন্তা করি' মনে ॥
শ্রীমাতাকে হত্যা দিতে বারিলেন নাযে।
অধিক উৎসাহ তাই ল'য়ে মনোমাঝে ॥
চলিয়া গেলেন মাতা তারকেশ্বরেতে।
জানিনা কাহারা ছিল তাঁহার সঙ্গেতে ॥
হয়ত বা লক্ষ্মীদি ও দাসী একজন।
মাতার সহিতে সেথা করিল গমন ॥

সেখানে দু'দিন ধ'রে শ্রীমাতা শ্রেয়সী।
হত্যা দিয়া রহিলেন নিরম্বু* উপোসী ॥
তথাপি মিলিল নাকো কৃপার আভাস।
করুণাপ্রার্থিনী তবু মিটাইতে আশ ॥
পরবর্তী নিশীথেও ঠিক একইরূপে।
হত্যা দিয়া রহিলেন দেউলের বুকে ॥
ভীষণ আওয়াজ এক হইল তখন।
সে-শব্দের বিবরণ ঠিক এমতন ॥
একটির উপরেতে আরেকটি তুলি'।
সাজাইয়া রাখে যদি হাঁড়ি কতগুলি ॥
নীচের হাঁড়িকে পরে ভাঙ্গিলে ঘা' মারি'।
উপরেতে অবস্থিত বাকী সব হাড়ি
পড়্‌পড়্‌ শব্দ করি' পড়ে যেমতন।
এ-আওয়াজও হ'ল যেন ঠিক সেমতন ॥
এ-শব্দে জাগিয়া মাতা ভাবিলেন মনে।
"কে কাহার স্বামী এই নশ্বর ভুবনে ॥
কাহার লাগিয়া আমি এইখানে আসি'।
প্রাণহত্যা করিবারে হ'য়েছি প্রয়াসী ॥"
এযেন রুদ্রের এক প্রলয় বিষাণ
অস্ফুট নিনাদ তুলি' ঝাঁঝাইল কান ॥
এই শব্দে মন থেকে মায়া মোহরাশি।
নাজানি কোথায় গেল সুদূরেতে ভাসি' ॥
অতঃপর শূন্যমন পূর্ণ করিবারে।
অসীম বৈরাগ্য-দীপ্তি আসি' দ্রুতসারে ॥
মনেতে সুন্দররূপে রহিল ফুটিয়া।
অতঃপর মা সারদা সে-হত্যা ছাড়িয়া ॥
নাজানি কী চিন্তা ল'য়ে মনের মাঝারে।
হাতড়াতে লাগিলেন রাতের আঁধারে ॥
এইরূপে ৺শংকরের গৃহের পশ্চাতে।
স্থানীয় জলের কুণ্ড পাইলেন হাতে ॥
সেখান হইতে নিয়া গণ্ডুবেক জল।
দু'দিনের পিপাসার্ত শুষ্ক কণ্ঠতল ॥

* নির্জলা

সিক্ত ক'রে লইলেন বিকম্পিত হাতে।
ইহাতে সোয়াস্তি এল ক্লিষ্ট দেহপাতে ॥
অতঃপর পরদিনই ভগ্নমনোরথে।
ফিরিয়া এলেন তিনি সেইখান হ'তে ॥
বিখণ্ড মানব-মন দুঃখের বেলায়।
ঈশ্বর প্রদত্ত দিব্য অনুপ্রেরণায় ॥
জাগতিক সসীমতা ছাড়াইয়া গিয়া।
বিরাট মনের সনে একাত্ম হইয়া ॥
এমনি অখণ্ড এক দৃষ্টিভঙ্গী পায়।
যে-দৃষ্টির অলৌকিক প্রভাব-ছটায়।
সে-মন না থাকি' আর অজ্ঞানেতে অন্ধ।
কাটাইয়া নেয় সব মায়িক সম্বন্ধ ॥
সমষ্টির মধ্যে এই ব্যষ্টির নিলয়*
বৈরাগ্য বলিয়া ভবে অভিহিত হয় ॥
সে-বৈরাগ্য লভি' মাতা ব্যর্থকাম দিলে।
কাশীপুর উদ্যানেতে ফিরিয়া আসিলে ॥
সকলি বিশেষভাবে বুঝিয়া নিয়াও।
রহস্য করিয়া মাকে শুধালেন রাও** ॥
"কিগো কিছু হ'ল সেথা !—কিছুই হয়নি।"
একথায় স্তব্ধপ্রাণা মা সারদামণি ॥
চিকিৎসা শাস্ত্রকে করি' ব্যর্থ নাজেহাল।
প্রেমময় ঠাকুরের তিরোধান কাল
ঘনাইয়া আসিতেছে বাধাহীন বেগে।
শ্রীমা ও ভকতকুল আরোগ্যের লেগে ॥
কত চেষ্টা করিছেন পরাণ সঁপিয়া।
সকল প্রয়াসই যায় বিফল হইয়া ॥
ঠাকুরের এ ব্যাধির কী কারণ রহে।
তাহা বুঝা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে ॥
মা সারদা তবে এর আভাস পাইয়া।
ভকতগণেরে কভু কয়েছেন ইয়া ॥
"শ্রীঠাকুর কভু হেন কয়েছেন মোরে।
একদা নিশিতে তিনি সুনিদের ঘোরে ॥
হেরিয়াছিলেন এই স্বপন-আভাতি।
'ঔষধ আনিতে গিয়া কোন এক হাতি।
মৃত্তিকা* খুঁড়িছে হাতি ঔষধের তরে।'
এটুকু স্বপন তবে দেখিবার পরে ॥
গোপাল আসিয়া ঐ স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে।'
ঠাকুর ওমত মোরে কহি' নিরিবিলে** ॥
শুধালেন মোরে হেন না ভাবি' ক্ষনেকও।
'স্বপন-টপন তুমি কখনো কি দেখ ?'
জবাবেতে শ্রীঠাকুরে কহিলাম হেন।
"একদিন স্বপনেতে হেরিলাম যেন ॥
মা কালিকা রয়েছেন ঘাড় কাত ক'রে।'
শুধালাম তাই মাকে অতি ব্যগ্রভরে ॥
'মা তুমি অমন ক'রে রহিয়াছ কেন ?'
জবাবেতে মা কালিকা অতীব স্নেহেন
তোমার গলার ঘাঁটি দেখাইয়া দিয়া।
অতিশয় দুঃখভরে কহিলেন ইয়া ॥
'এ-ভীষণ ব্যাধি ওর হইয়াছে ব'লে।
আমিও পড়িনু এই ব্যাধির কবলে ॥"
এ-স্বপন হেরি' মাতা বুঝিলেন হেন।
ঠাকুরের ব্যথা হেরি' মা কালীও যেন।
অনুভব করিছেন অতি তীব্র ব্যথা।
এ-ব্যাধি নাশিতে তবে দয়াময়ী মাতা ॥
মনে নাহি নিতেছেন তিল-অভিলাষ।
এ রোগ কেমনে তবে হইবে বিনাশ ॥
মানুষের এ বিষয়ে কোন সাধ্য নাই।
আবার প্রভুর মুখে এমত কথাই ॥
একদিন শুনিলেন মা সারদা লক্ষ্মী*।
"রোগভোগ যাহা কিছু বিপদের ঝক্কী ॥
ইঁহার উপর দিয়া সবি গেল চ'লে।
আর কেহ পড়িবেনা ইহার কবলে ॥"
শ্রীমারও হইল এই সত্য অনুভব।
জগতকল্যাণে যাঁর ধরাতে উদ্ভব ॥

 * নিঃশেষে লয় ** রাজা, প্রভু ** নির্জনে * মাটি

তাঁহার ব্যাধির ব্যাখ্যা কেবল উহাই।
কোনই কারণ আর এ ব্যাধির নাই ॥
নহিলে অপাপবিদ্ধ যেই দেহখানি।
তাহাতে কেনবা এত বেয়াধির গ্লানি !!
আঠারশ ছিয়াশির শ্রাবণ মাসেতে।
সকল ভকতগণে নানান সঙ্কেতে ॥
কহিছেন যেন ইহা শ্রীপ্রভু দয়াল।
তাঁহার অমৃতধামে প্রয়াণের কাল ॥
এবে প্রায় সমাগত—আর দেরী নাই।
সেই কথা বুঝিয়াও ভকত সবাই ॥
প্রিয়তম শ্রীগুরুর বিচ্ছেদ চিন্তায়
নিমেষের লাগিয়াও থাকিতে না চায় ॥
ভগবানও যেন এই নির্মম সত্যকে।
ক্ষণতরে দেখাইয়া সব ভকতকে ॥
আবার সে-সত্যটিকে তখনি লুকিয়ে।
ভক্তগণে রাখিছেন মায়ায় ভুলিয়ে ॥
একদা শশীকে* প্রভু কহিলেন ইয়া।
"তোমার মাতাকে হেথা আনো তো ডাকিয়া ॥"
শ্রীমাতা এলেন যবে বারতা পাইয়া।
ঠাকুর তাঁহাকে যেন নিরাশ করিয়া ॥
অতিশয় ধীরে ধীরে কহিলেন হেন।
"দেখগো আমার মন কী কারণে যেন ॥
ব্রহ্মভাবে উদ্দীপিত হইতেছে সদা।"
একথা শ্রবণ করি' জননী সারদা ॥
পতির কঙ্কালসার দেহপানে চেয়ে।
অসীম যন্ত্রণাদাহ মনোমাঝে পেয়ে ॥
সামান্য প্রবোধবাক্য কহিলেন মুখে।
অনন্তর বেদনার্ত আশাহীন বুকে ॥
নীরবেতে করিলেন অশ্রু বিসর্জন।
সাথে সাথে করিলেন এমতি চিন্তন ॥
যে-মন ব্রহ্মের পানে ধায় একবার।
সেই মন কিছুতেই ফিরেনাকো আর ॥

শরীর ত্যাগের দিন প্রভু প্রেমশশী।
বালিশেতে ভর দিয়া রয়েছেন বসি' ॥
চিরতরে অবসান আশালোক-মায়া।
চৌদিকে বিরাজে তাই বিষাদের ছায়া ॥
সকলে করিয়াছিল এইমত সন্দ।
শ্রীমুখের বাণী বুঝি হইয়াছে বন্ধ ॥
সে-সন্দ ঘুচিল তবে ক্ষণিক পরেই।
শ্রীমাতা ও লক্ষ্মীদিদি সেথা আসিতেই ॥
শ্রীমাতাকে লখি' প্রভু কহিলেন হেন।
"দেখগো, কোথায় আমি যাইতেছি যেন ॥
জলের ভিতর দিয়া যাইতেছি দূরে।"
এ কথায় জননীর অশ্রু প'ল ঝুরে ॥
পুনঃ প্রভু কহিলেন গভীর আশ্বাসে।
"তোমাদের ভাবনার কি কারণ আছে ॥
তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে।
নরেন্দ্রাদি তোমাকেও সেবা যত্ন দিবে ॥
তাহারা আমার লাগি করিয়াছে যত।
তোমার লাগিও তারা করিবে সেমত ॥
আরেকটি কথা—তুমি লক্ষ্মীটিকে দেখো।
সকল সময়ে তাকে কাছে কাছে রেখো ॥"
পূর্ব থেকে বিপদের ছায়া অবলোকি'*।
যে শঙ্কা উঠিতেছিল চমকি' চমকি' ॥
নিবিড় হইল সেই বিপদের ছায়া।
তাইতো আজিকে যবে শ্রীঠাকুর-জায়া**
খিচুড়ি রাঁধিতে ব্যস্ত সবার লাগিয়া।
তাহার নীচের অংশ গেল যে পুড়িয়া ॥
সেবক-সন্তানগণ রয়েছেন যাঁরা।
তাঁহাদের সবাকারে মা সারদা তারা ॥
উপরের অংশখানি যতনে খাইয়ে।
নিজক্ষুধা মিটালেন পোড়া অংশ দিয়ে।
ছাদের উপরে আজি মাতা ঠাকুরাণী।
শুকাইতে দিয়েছেন দেশী শাড়ীখানি ॥

* রামকৃষ্ণানন্দ

* দেখিয়া ** পত্নী

না জানি কেমনে তাহা গেল হারাইয়া।
আবার জলের কুঁজা তুলিবারে গিয়া ॥
সহসা পড়িয়া তাহা ভেঙ্গে চুরমার।
এ সবেতে আশঙ্কিতা জননী আমার ॥
একত্রিশে শ্রাবণের মহানিশাখানি।
সেই মহাপ্রয়াণেরে দিল হাতছানি ॥
ক্রমে ক্রমে অবসান দ্বিপ্রহর রাতি।
ধরার সবত্র যেন শোকের আভাতি* ॥
তাইতো সকল কিছু নিস্তব্ধ নীরব।
কেবল তাদের মধ্যে ভকতেরা সব ॥
ঠাকুরের পানে স্থাপি' নয়নের মণি।
যাপন করিতেছিল বিনিদ্র রজনী ॥
সে-রাতি একটা বেজে দুই মিনিটেতে।
সকলে হেরিল হেন অপার দুঃখেতে ॥
শ্রীঠাকুর নিমগন মহাসমাধিতে।
তারপরে সেই ঘোর কালরজনীতে ॥
উথলি' উঠিল যেই শোকের সাগর।
সে-কথা লিখিতে এই দাসের অন্তর ॥
কাঁপিয়া উঠিছে যেন থরথর করি'।
এ-দাসের লেখনীও মরমেতে মরি'।
পরের কাহিনী আর লিখিতে না চায়।
তথাপি এ-দাস বাধ্য লিখিবারে তায় ॥
তাইতো গাহিছে হেন পরের কহানী।
পরের দিবসে সেই পূত অঙ্গখানি ॥
কাশীপুর শ্মশানেতে চিতার অগ্নিতে।
ভস্মিত হইয়া গেল দেখিতে দেখিতে ॥
অতঃপর তাহা থেকে অস্থিভস্ম নিয়া।
একটি তামার পাত্রে যতনে পূরিয়া ॥
কাশীপুর উদ্যানেতে আনয়ন ক'রে।
রাখিলেন ঠাকুরের শয্যার উপরে ॥
এদিন সন্ধ্যায় মাতা নিজ অঙ্গ থেকে।
অলঙ্কারগুলি সব খুলি' একে একে ॥

খুলিতে গেলেন যবে স্বর্ণময় বালা।
বিস্ময়ে উতাল তাঁর হৃদয় পেয়ালা ॥
ঠাকুর নিরোগকালে ছিলেন যেমতি।
সে-রূপ ধারণ ক'রে প্রভু প্রাণপতি ॥
জননীর হস্ত দুটি চাপিয়া ধরিয়া।
মাতাকে মধুরস্বরে কহিলেন ইয়া ॥
"আমি কি ম'রেছি নাকি—তা ভাবিছ কেনে!
এয়োতির চিহ্ন কেন খোলো টেনে টেনে ॥
ওসব না খুলে তুমি অঙ্গেতেই রাখো।"
মাতা তাই সেই বালা খুলিলেন নাকো ॥
ইতিমধ্যে বলরাম সাদা থান আনি'।
গোলাপ-মাতার হস্তে সেই থান দানি'।
মাতাকে দিবার লাগি দিলেন কহিয়া।
গোলাপ-জননী এতে আতঙ্ক' উঠিয়া ॥
কহিলেন এইমত আর্তিক চীৎকারে।
"বাপরে, এ-থান বস্ত্র কে দিবে তাঁহারে !!"
অতঃপর গিয়া তিনি মায়ের নিকটে।
হেরিলেন এইমত স্তব্ধ আঁখিপটে ॥
নিজ বস্ত্র হাতে ল'য়ে মাতা কল্পতরু।
পাড়গুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে করেছেন সরু ॥
এ সময় থেকে মাতা অন্য বেশ ছেড়ে।
পরিতেন সাদা বস্ত্র সরু লালপেড়ে ॥
প্রভুর লীলার কভু ঘটেনা বিরতি।
তাই চিরসিমন্তিনী মা সারদা সতী ॥
তৃতীয় দিবসে ঠিক মধ্যাহ্নকালেতে।
ভস্মপূর্ণ কলসীর সমুখপানেতে।
শ্রীঠাকুরে ভোগ-অন্ন নিবেদন করি'।
প্রণমি' নিলেন সবে হৃদয় উজোড়ি' ॥
অতঃপর না করিয়া তিল গড়িমসি।
প্রবীণ ভকতগণ একত্তরে বসি'।
আলাপন করি' হেন করিলেন স্থির।
প্রয়োজন নাই আর উদ্যানবাটীর ॥

* ছায়া

* সধবার বেশ

নরেন্দ্রাদি এই চিন্তা করিলেন সার।
ঠাকুরের পূত অস্থি রক্ষা লাগি—আর
মায়ের সন্তপ্তহিয়া শান্ত করিবারে।
কিছুদিন থাকা হোক উদ্যান আগারে॥
আর্থিক সামর্থ্য তবে তাঁহাদের নাই।
তাইতো প্রবীণগণ করিছেন যা-ই।
তাহাতেই তাঁরা সবে রহিলেন চুপ।
প্রাচীনেরা চিন্তিলেন ঠিক এইরূপ॥
"বাড়ি ভাড়া মেয়াদের সমাপ্তি যেদিন।
সেদিন ত্যজিয়া এই উদ্যান বিপিন॥
ভস্মাধার নিয়া গিয়া কাঁকুড়গাছিতে
রামচন্দ্র ভকতের যোগোদ্যানটিতে॥
সমাহিত করিবেন সেই ভস্মাধার।
অতঃপর মাতা হেথা না থাকিয়া আর॥
অন্য কোন আবাসেতে যাইবেন চলি'।
একথা শ্রবণ করি' যুবকমণ্ডলী।
ছাড়িতে না চাহিলেন ঠাকুরের অস্থি।
ইহার কারণ তবে এইমত অস্তি*।
গৃহী ও সন্ন্যাসী-আদি—সব ভক্তিমান তো।
লহিয়াছিলেন আগে এমতি সিদ্ধান্ত॥
'এক খণ্ড জমি কিনে ভাগীরথী-তীরে।
পবিত্র অস্থিতেপূর্ণ তাম্র পাত্রটিরে।
সমাহিত করিবেন শাস্ত্রবিধিমতে।
তাইতো যুবকবৃন্দ অবিচল ওতে॥
একাজে লাগিবে তবে ভূরিভূরি অর্থ।
সে-কথা চিন্তিয়া নিয়া সব গৃহীভক্ত॥
ওমত সিদ্ধান্তখানি দিলেন ছাড়িয়া।
সন্ন্যাসী যুবকগণ একথা শুনিয়া॥
না করিয়া তিলমাত্র দ্বন্দ্ব-রেষারেষি।
তামার কলসী থেকে অর্ধেকেরও বেশী॥
ভস্মঅস্থি নিয়া গিয়া বলরাম-গৃহে।
পূজিতেন সেই অস্থি ভোগঅন্ন দিয়ে॥

বাকী অংশ ছিল যাহা তাম্রকলসীতে।
গৃহীরা সেটুকু নিয়া কাঁকুড়গাছিতে॥
সমাহিত করিলেন সেই যোগোদ্যানে।
যুবকেরা তবে ঐ কার্যসমাধানে॥
গৃহীগণে দানিলেন অকুণ্ঠ সাহায্য।
এইমত সমাপিত সে-অন্তিম কার্য॥
আঠারশ ছিয়াশির ভাদ্র মাসেতে।
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পুণ্য দিবসেতে॥
এই অস্থি সমাহিত ঐ যোগোদ্যানে।
জননী এসব কথা শ্রবণিয়া কানে॥
প্রখর বৈরাগ্যরাশে মন করি' ভারি।
গোলাপেরে কহিলেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি'॥
"সোনার মানুষই' এবে গেলেন চলিয়া।
কলহ করিছে এরা ছাইভস্ম নিয়া॥"
অন্তিমের দুঃখকথা হেথা সমাপন।
এবারে একটি প্রশ্ন জাগে এমতন॥
ধরাধামে আসি' সব অবতারগণ।
শকতিকে* রাখি' কেহ না ত্যজেন তন**॥
ব্যতিক্রম হেরি তবে প্রভুর বেলায়।
ইহার কারণ তবে হেন জানা যায়॥
এইমত কয়েছেন জননী আমার।
"সবার উপরে ছিল মাতৃভাব তাঁর॥
এ-ভাবের ভবে যাতে হয় প্রচারণ।
রাখিয়া গেলেন মোরে তাহারি কারণ॥
শ্রীঠাকুর যেই দিন গেলেন চলিয়া।
'আমিও ত্যজিব প্রাণ'—ভেবেছিনু ইয়া॥
শ্রীঠাকুর সে-সময়ে দেখা দিয়া মোরে।
কহিলেন মোরে হেন বাঁধি মায়াডোরে॥
"তুমি এবে যেওনাকো—তুমি যাও থাকি'।
এখনো অনেক কাজ রয়েছে যে বাকী॥
হ্যাগা তুমি কিছুই কি করিবেনা ভবে।
সকলি কি এজনার ক'রে যেতে হবে??

আছে*

*সহধর্মিনীকে **দেহ

কলিকাতাবাসীগণ আঁধারেতে প'ড়ে।
পোকার মতন সবে কিলিবিলি করে॥
তুমি কিন্তু দূর কোরো ওদের আঁধার।"
পুনঃ হেন কহিলেন প্রেমঅবতার॥
"কতটুকু হয়েছে বা এ-জনার দ্বারা।
তোমাকে করিতে হবে ঢের ঢের বাড়া॥
শুধু কি আমারি দায়, তোমারও যে দায়।"
তাপরে আপনমনে কহিলেন রায়॥
"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় ভায়॥"
ঐমত চিন্তিয়াই শ্রীপ্রভু অধরা।
জননীকে ভবে রাখি' ত্যজিলেন ধরা॥
এ কাহিনী এইখানে সমাপন ক'রে।
পরের কাহিনী পুনঃ গাহি ব্যথাভরে॥
মাতা এবে যাইবেন কাশীপুর ছাড়ি'।
ভক্তবর বলরাম অনুরাগে ভারি॥
শ্রীমাতাকে চাহিলেন নিজগৃহে নিতে।
তাই মা সারদাসতী ব্যথাভরা চিতে॥
ভাদরের ষষ্ঠদিনে মধ্যাহ্নের পরে।
চলিয়া গেলেন ঐ ভকতের ঘরে॥
তিনি এবে অসহায়—কেহ পাশে নাই।
একথা চিন্তিয়া তিনি কাতর সদাই॥
তারি সাথে ঠাকুরের অদর্শন-জ্বালা
অস্থির করিল তাঁর হৃদয় পেয়ালা॥
এমতি শোকার্ত ভবে সদা-অহরহ।
হেরিতেন ঠাকুরের চিন্ময় বিগ্রহ।
তারি সাথে সন্তানের 'মা' ডাক শুনিয়া
যদিও কিছুটা শান্তি নিলেন লভিয়া॥
তথাপি এ শোক কভু ভুলিবার নহে।
এ শোক সতত তাঁকে পলে পলে দহে॥
এমতি চিন্তিল তাই ভকত সকল।
এই স্থান ঠাকুরের ব্যক্তলীলা স্থল॥

যে-স্মৃতি জড়ায়ে আছে এ-লীলার স্থানে।
সেই স্মৃতি নিশিদিন হেরিলে নয়ানে॥
মায়ের তাপিত হিয়া হইবে না শান্ত।
তাই তিনি এ সময়ে ত্যজিয়া এখান তো।
কিছুদিন রন যদি কোনো পুণ্যতীর্থে।
সোয়াস্তি আসিবে তবে দুঃখভরা চিত্তে॥
ভগবান যুগে যুগে জীবের কল্যাণে।
নানারূপে আবির্ভূত নানাবিধ স্থানে॥
সে-সকল স্থান আজি তীর্থে পরিণত।
তাইতো সেখানে গিয়া নানান ভকত॥
তাঁর সেই পুণ্যস্মৃতি নয়নে হেরিয়া।
প্রশান্ত করিয়া লয় তাপদগ্ধ হিয়া॥
জননীও গেলে তাই পুণ্যতীর্থ নীড়ে।
হয়ত কিছুটা শান্তি পাইবেন ফিরে॥
উহা যবে চিন্তিলেন সব গুরুভ্রাতা।
সম্মতি দিলেন তাতে শ্রীসারদা মাতা॥
আটদিন থাকি' এই বলরাম-বাসে।
পনেরই তারিখেতে ভরাভাদ্র মাসে॥
মা সারদা চলিলেন মধু বৃন্দাবনে।
কিছু কিছু ভকতেরা গেল তাঁর সনে॥
ভকত যোগীন, লাটু, শ্রীম-এর দার।
কালী ও গোলাপ মাতা লক্ষ্মীদেবী আর
জননীকে সেবা দিতে একনিষ্ঠচিত্তে।
চলিলেন তাঁর সনে ঐ পুণ্যতীর্থে॥
অহেতুকী করুণার মুগ্ধ প্রেরণায়।
প্রেমময় ঠাকুরের পরিচালনায়॥
'অমৃত জীবন কথা' সমাপ্ত করিয়া।
এই পুণ্য 'ভাগবত' নিতেছি নমিয়া॥
তারপরে নমিতেছি 'ভক্ত' সবাকারে।
সর্বশেষে প্রণমিয়া 'প্রেমঅবতারে'॥
তাঁহার কৃপার সুখে থাকি' ভরপুর।
কৃতার্থ রহিল এই হঠাৎঠাকুর॥

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনুষ্যভাব

ভগবান রামকৃষ্ণে কেন এত মানে।
যাওয়া যদি যায় এর কারণ সন্ধানে ॥
বিবিধ কারণ যাহা খুঁজে পাওয়া যায়।
সে-সকল গাহি এবে পুঁথির পাতায় ॥
অপূর্ব বিভূতি-যোগ যা ছিল তাঁহার।
কিছু লোক হ'য়ে তাতে বিস্মিত অপার ॥
তাঁহার শরণ নিতে আকর্ষিত হন।
ইহাই হইল তাই একটি কারণ ॥
কাহারো কাহারো মনে এ-চিন্তা ঝলসে।
দুরারোগ্য ব্যাধি সারে প্রভুর পরশে ॥
এ কারণে তারা সবে নাম লয় তাঁর।
কেহ কেহ লক্ষ্য করে এমত আবার ॥
যখনি যা কহিতেন প্রভু প্রেমময়।
কভু তাহা হইত না বিফলতাময় ॥
"রাজদ্বারে পাইল যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ।
সে-পাপীরে কৃপা করি' প্রভু পরমেশ ॥
ফিরাইয়া আনিলেন মৃত্যুকোল থেকে।
বহুজন বিমোহিত ও-সকল দেখে ॥
কেহ কেহ এ-কারণে রাখে তাঁতে ভক্তি।
তাঁহার ভিতরে ছিল এতখানি শক্তি ॥
মানবদেহের যেই স্থূল আবরণ।
ইচ্ছামত ভেদি'* তাহা প্রভু প্রাণধন ॥
লোকের মনের চিন্তা, প্রবৃত্তি, গঠন।
বুঝে নিতে পারিতেন যখন তখন ॥
কোমল পরশে কভু প্রভু প্রেমাদিত্য।
নির্মল প্রশান্ত করি' ভকতের চিত্ত ॥
করাইতে পারিতেন ইষ্টদরশন।
নির্বিকল্প সমাধিও দিতেন কখন ॥
ও-সব লভিতে ইচ্ছা যাহাদের আছে।
প্রভুকে মানিয়া তারা কৃপা তাঁর যাচে ॥

কেহ কেহ পুনরায় এইমত কন।
"কেন যে তাঁহারে মানি—জানিনা কারণ ॥
প্রেমের আদর্শ তাঁর যেন অত্যলান্ত।
পাপিষ্ঠ-পাষাণও তাতে পায় পরিত্রাণ তো ॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার তাঁর যেন অফুরন্ত।
পুরাণাদি বেদও তার পায়নাকো অন্ত ॥
আঁখি মোর ঝলসায় তাঁহার প্রভায়।
বুঝিতে-সুঝিতে কিছু পারিনাকো তাঁয় ॥
তাঁহার প্রেমেতে মন বাঁধা পড়িয়াছে।
ফিরালেও সেই মন ফিরিয়া না আসে ॥
মনেরে বুঝাতে গিয়া বুঝানো না যায়।
যুকতি ও জ্ঞান যায় ভাসিয়া কোথায় ॥"
তাইতো বিবেকানন্দ জ্ঞানী মহামতি।
কহিলেন এইমত শ্রীপ্রভুর প্রতি ॥
"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে,
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে!
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি-আদি যত
জপতপ সাধন ভজন।
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে।
আছে মাত্র জানাজানি আশ—তাও কর পার ॥"
একথা বুঝিতে তবে কষ্ট হয় নাযে।
অলৌকিক যাহা কিছু শ্রীপ্রভুতে রাজে ॥
তাহাতেই মুগ্ধ হয় অনেকের মন।
তাইতো তাহারা লয় প্রভুর শরণ ॥
এ-শরণে রহিয়াছে সকাম ভকতি।
ইহা নাহি চাহিতেন প্রভু প্রাণপতি ॥
ইহাতে ভকত হয় অতি স্বার্থপর।
অহংকার আসে আর মনের ভিতর ॥
বালকের সম তাঁর সরলতা ত্যাগ।
মার প'রে নির্ভরতা সত্যে অনুরাগ ॥

* ভেদ করিয়া

এ সকল বস্তু কভু অলৌকিক নহে।
মনুষ্যভাবের মাঝে সদা উহা রহে ॥
ত্যাগের মূরতি এই প্রভু ভগবান।
সততই করিতেন ত্যাগশিক্ষাদান ॥
তাইতো গেলেন তিনি এই গান গেয়ে।
"ত্যাগধর্ম সদা বড় সমাধির চেয়ে ॥"
শ্রীপ্রভুর ত্যাগশিক্ষা করিতে গ্রহণ।
তাঁহাকে মনুষ্যরূপে করিব চিন্তন ॥
অলৌকিক শক্তি-আদি ছিল তাঁর যাহা।
মোদের সম্ভব নহে লভিবারে তাহা ॥
তবে তাঁর ছিল যেই মানুষের ভাব।
প্রয়াস করিলে, তাহা হ'তে পারে লাভ ॥
ভকতি যথার্থরূপে অনুষ্ঠিত হ'লে।
ভকতকে উপাস্যের তুল্য ক'রে তোলে ॥
অন্ততঃ ক্ষণিক তরে সেইমত হয়।
ধরমের পুস্তকেও ইহা লেখা রয় ॥
ক্রুশবিদ্ধ শ্রীঈশার ধ্যান ক'রে ক'রে।
ভকত গেলেন যবে সমাধির ঘরে ॥
ভকতের অঙ্গ থেকে বাহিরিল রক্ত।
আবার এমত আছে বিস্ময়িত তথ্য।
রাধার বিরহ-কথা পশিলে শ্রবণে।
মহাপ্রভু এত দুঃখ পাইতেন মনে ॥
কভুও বা তীব্রদাহ গায়েতে উদিত।
কভুও বা মৃতবৎ—চেতনারহিত ॥
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি দরশন করি।
ভকত নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বহুকাল ধরি' ॥
বসিয়াছিলেন সেই মূরতির কাছে।
এ-কাহিনী অনেকের বেশ জানা আছে ॥
ভক্তদাস তাই হেথা এইমত গায়।
প্রভুর সেবক হ'তে যারা যারা চায় ॥
তাহারা এমত লক্ষ্য রাখিবে সদাই।
ঠাকুরের আচরণ আছিল যাহাই ॥
কিছু কিছু এ জীবনে লভিতে তা হবে।
যথার্থ ভকত তাঁর হওয়া যাবে তবে ॥
একথা বলিতে কভু দ্বিধা নাহি রয়।
একের মতন কভু অন্যে নাহি হয় ॥
তবুও এমত কথা সত্য অতিশয়।
একি ছাঁচে ঢালা যেই দ্রব্য সমুদয় ॥
বিশেষ সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মাঝে।
ধরমক্ষেত্রেও তাই ইহা বলা সাজে ॥
মহান পুরুষ যাঁরা আসেন ভবেতে।
তাঁহাদের ভাব ঢালা বিভিন্ন ছাঁচেতে ॥
তাঁহাদের শিষ্যগণও ঐ ছাঁচে প'ড়ে।
গুরুর ভাবেতে লয় মনখানি গ'ড়ে ॥
এইমত গুরু থেকে শিষ্য-মাঝে গিয়া।
সবগুলি ভাব থাকে অমৃত হইয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য আর।
শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ যত অবতার।
তাঁদের জীবনী হেরি' এ-জ্ঞান উদয়।
সকল মনুষ্যভাবই অবতারে রয় ॥
অবতার-জীবনেও মোদেরি সমান।
হর্ষ, দুঃখ, সুখ, ব্যাধি, শোক বিদ্যমান ॥
এমত আমরা সবে হেরি অবিরল।
মোদের রয়েছে যেই প্রবৃত্তি সকল ॥
দেবাসুর যুদ্ধ চলে তাহাদের মাঝে।
অবতারগণেতেও সেই যুদ্ধ রাজে ॥
বালক, কঠোরভাব—দুইয়ের মিলন।
শ্রীপ্রভুর মাঝে মোরা হেরি অনুক্ষণ ॥
পঞ্চমবর্ষীয় ছেলে কখনো বা প্রভু।
বজ্রের সমান তিনি সুকঠিন কভু ॥
বালকের ভাব যাহা ছিল তাঁর মাঝে।
ধরামাঝে ইহা বড় দেখা যায় নাযে ॥
শুধুমাত্র এই ভাব হেরি' আঁখিপটে।
ভকতেরা আসি' সবে প্রভুর নিকটে ॥

ক'য়ে দিত তাহাদের সব কিছু কথা।
তাঁহারও ছিলনা কভু কোনও গোপনতা ॥
এ-ভাব ধরিয়া তাই প্রভু প্রাণধন।
হইলেন ভকতের আপনার জন ॥
কত কত গুণ আরো হেরি তাঁর মাঝে।
অলৌকিক বলা তাকে কভু নাহি সাজে ॥
পরিধেয় বাস, শয্যা, নিজ তনু আর।
সদা তিনি রাখিতেন বেশ পরিষ্কার ॥
যে-দ্রব্য থাকিত যেথা—রাখিতেন সেথা।
অন্যকেও শিখাতেন ঐমত কেতা* ॥
কেহ যদি না করিত সে-রীতি পালন।
অপ্রসন্ন হইতেন ভকতরঞ্জন ॥
প্রভু যবে যাইতেন কাহারো কুটীরে।
কিংবা যবে সেথা থেকে আসিতেন ফিরে ॥
গামছা, বেটুয়া তাঁর আছে কিনা সাথে।
দেখিয়া নিতেন তাহা যাত্রার বেলাতে ॥
যে সময়ে যেই কাজ করিবার কথা।
তখনি তা করিতেন—না করি' অন্যথা ॥
করিতেন ইহা পুনঃ প্রেমিক পুরোধা।
কথার সত্যতা রেখে চলিতেন সদা ॥
কারো কাছ থেকে কিছু লইবেন প্রভু।
ইহা যদি সে-জনারে কহিতেন কভু ॥
'যেই কথা সেই কাজ'—ইহা মনে রেখে।
সেই দ্রব্য লইতেন তারি কাছ থেকে ॥
অপরের কাছ থেকে নিলে সে-জিনিস।
'সত্যভঙ্গ' অপবাদে থাকে যেই বিষ ॥
সে-বিষ দহিত তাঁকে দিবানিশীথিনী**।
কথার সত্যতা তাই রাখিতেন তিনি ॥
দীর্ঘকাল অসুবিধা হইলেও তায়।
তবু তিনি থাকিতেন তারি প্রতীক্ষায় ॥
ছিন্ন জুতা, ছিন্ন ছাতা, সছিদ্র বসন।
ব্যভার করিত যদি কভু কোনোজন ॥

তাহাকে দিতেন তিনি উপদেশ হেন।
নূতন করিয়া উহা কিনে নেয় যেন ॥
সে যদি পড়িত তাতে অক্ষম হইয়া।
ঠাকুরই দিতেন তার ব্যবস্থা করিয়া ॥
কেন বা দিতেন তিনি ঐ উপদেশ।
এ বিষয়ে কহিতেন প্রভু পরমেশ ॥
"কেহ যদি ঐ দ্রব্য ব্যবহার করে।
হতচ্ছিরি, লক্ষ্মীছাড়া হইয়া সে পড়ে ॥
'অহংকার এসে যায়'—ইহা ভাবি' প্রভু।
'আমি' ও 'আমার'—ইহা না কহিয়া কভু ॥
কহিতেন 'এখানের' অথবা 'ইঁহার'।
আশ্চর্য বিষয় ছিল এমত আবার ॥
সকল ভকতগণই ভাবিতেন হেন।
"সবাকার চেয়ে প্রভু আমাকেই যেন ॥
দিতেছেন বেশী স্নেহ বেশী ভালবাসা ॥"
ও-চিন্তা সবার মনে কেন বাঁধে বাসা ॥
ইহার কারণ তবে এইমত রয় ॥
অধ্যাত্মে উন্নতি যাতে সবাকার হয় ॥
তাহারি লাগিয়া মোর প্রভু প্রাণরত্ন।
সবাকার লইতেন সুসমান যত্ন ॥
পুনঃ হেন করিতেন প্রভু গুণময়।
সুখ দুঃখ যাহা কিছু ভকতের রয়।
অনুক্ষণ লইতেন তাহার সন্ধান।
ভকতের প্রতি তাঁর ছিল অত টান ॥
সবারে যতন ক'রে প্রভু ভগবান।
মনুষ্যভাবের শিক্ষা করিতেন দান ॥
তাই হেন কহিতেন প্রেম অবতার।
"চক্ষু, কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি যা আছে তোমার ॥
সেসব ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপেতে ॥
প্রয়োগ করিবে তুমি সকল কাজেতে ॥
আবার বিচারবুদ্ধি আছে তব যাহা।
প্রতিটি করমে তুমি লাগাইবে তাহা।

* রীতি ** দিবারাত্র

বস্তুর ভিতরে যেই গুণাগুণ রয়।
বিচারবুদ্ধিতে তাহা প্রকাশিত হয় ॥
পদার্থের গুণাগুণ খুঁজে পায় যদি।
তিয়াগের পানে তবে ছোটে মন-নদী ॥
ভক্ত হবে তাই ব'লে বোকা হবে কেন ?
একদেশী বুদ্ধিমানও হইও না যেন ॥
একদেশী বুদ্ধি মানে একঘেয়ে ভাব।
ইহাতে না হয় সদা প্রসন্নতা লাভ ॥"
এমতি কহিয়া পুনঃ কন গুণময়।
"এখানের' ভাব কভু একঘেয়ে নয় ॥
ঝোলে ও অম্বলে খাব, খাব আমি ঝালও।
একঘেয়ে ভাব মোর লাগেনাকো ভালো ॥"
বক্ষমাঝে মধু ল'য়ে ফুটিয়াছে ফুল।
মধুপান-লোভে অলি হইয়া আকুল ॥
অদূরে সুদূরে থেকে আসিতেছে ধেয়ে।
কুসুমও তাহার মধু বিলাইছে স্নেহে ॥
ধর্মভাব আছে যাহা এ মহাভারতে।
কুসংস্কার বলি' তাহা খ্যাত এ জগতে ॥
সে-ধর্ম লভিয়া নিয়া রামকৃষ্ণ বঁধু*।
জগতেরে দানিলেন যেই ধর্মমধু ॥
তাহার অমৃতস্বাদ এ জগতখানি।
ইতিপূর্বে আর কভু পায় নাই জানি ॥
ধরামাঝে আসি' মোর প্রভু প্রাণপতি।
শিষ্যদেরে দানিলেন যে-ধর্মশকতি ॥
সে-মহান শকতির প্রবল উচ্ছ্বাসে।
এ বিংশ শতকেও জীবগণ ভাসে ॥
যেই যুগ উদ্ভাসিত বিজ্ঞান ছটায়।
সে-যুগেও এ শকতি নিজ মহিমায় ॥
আজিও র'য়েছে যেন সম দীপ্তিমান।
বিজ্ঞান-আলোকে তাহা হয়নিকো ম্লান ॥
যেমতি শীতল বায়ু ধীরেতে বহিয়া।
পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে গমন করিয়া ॥
নানাবিধ কুসুমের গন্ধ সুষমায়।
আপনাতে আপনি-ই পূর্ণ হ'য়ে যায় ॥
মনুষ্যজীবনও ঠিক তেমন করিয়া।
সত্য থেকে সত্যান্তরে ক্রমেতে পশিয়া ॥
অদ্বৈত সত্যের সেই নিত্য কোকনদে*।
পঁহুছিতে চলিয়াছে অতি ধীরপদে ॥
অবশেষে ঐ সত্য লাভ ক'রে নিয়া।
অধ্যাত্ম জীবন নিবে সম্পূর্ণ করিয়া ॥
সেদিন এ বসুধার দীন জীবকুল।
বুঝিতে সক্ষম হবে আপনার ভুল ॥
ধরমের হানাহানি দ্বেষাদ্বেষি আর।
সেইদিন থাকিবে না ধরার মাঝার ॥
'অবাঙমনসোগোচর' যেই মহাসত্য।
সর্ব ধরমের যাহা শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব ॥
অনন্ত, অপার সেই একি বস্তু, নাম।
বোধে বোধ করি' সবে হবে পূর্ণকাম ॥
এই যে অভয়বাণী শোনা গেল যাহা।
'রামকৃষ্ণ বাণী'রূপে ভবে এল তাহা ॥
'যত মত তত পথ' নহে শুধু বাণী।
চরম সত্যের ইহা সেই দীপখানি ॥
একদা হইবে যাহা সবাতে প্রকাশ।
মহামিলনের ইহা অপূর্ব আশ্বাস ॥
এ-বাণী স্মরিতে গিয়া এ-চিন্তা উদয়।
রামকৃষ্ণ তরে যেই সিংহাসন রয় ॥
কতখানি উচ্চস্থানে তাহা প্রতিষ্ঠিত।
এ-দাসের কাছে তাহা পুরা অবিদিত ॥
ধরার মাঝারে আসি' পতিতপাবন।
করিলেন যে-লীলার শুভ উদ্বোধন ॥
স্বামীজীর মাঝে শুধু মুখবন্ধ তার **
প্রথমে হেরিল সবে ধরার মাঝার ॥
মনুষ্যভাবের কথা হ'ল সমাপন।
জয় জয় রামকৃষ্ণ কহ সর্বজন ॥

প্রার্থনা

ফিরে এসো

হে রামকৃষ্ণ ! কৃপাবারিক*
এসো হে ফিরে।
তোমা না হেরিয়া পিষ্ট এ হিয়া
ব্যথার ভীড়ে ॥
তোমায় স্মরিয়া ওগো মরমিয়া
কাঁদিছে সকলি আজি।
কাঁদিছে আকাশ কাঁদিছে বাতাস
কাঁদিছে বৃক্ষরাজি ॥
পেঁচকের ডাকে নিশুতি নিশাতে
বিহগ কূজনে সন্ধ্যা প্রভাতে
তব স্মৃতি-বীণ বাজে নিশিদিন
করুণ মীড়ে[১] ॥
এসো হে প্রেমিক এসো কারুণিক
এসো হে ফিরে ॥
ভাগীরথীতটে আজও তরুবটে
তোমার মন্ত্র গাঁথা।
হনুমান কপি** তব নাম জপি'
এখনও নোয়ায় মাথা ॥
তব সুমধুর গীত নাহি শুনি'
বিরহবিধুরা পূত সুরধুনী
বড় ব্যথা বাজে হেরি এই সাজে
জাহ্নবীরে।
ওগো প্রাণময় তুমি এ সময়
এসো হে ফিরে ॥
আজও হেথা রয় সেই দেবালয়
যেন তা পূজারীহীন।
আসি' মন্দিরে জাগাও দেবীরে
বাজায়ে ভকতি বীণ ॥
কলুষেতে ভরা ভাগীরথী তীর
অবিশ্বাসীর হেথা সদা ভীড়

ছন্নছাড়ার সদা অধিকার
বটের নীড়ে।
তাই এ প্রেমিক ওগো প্রাণাধিক
এসো হে ফিরে ॥
আছে যত মত তত আছে পথ
দিয়েছিলে যেই বাণী।
আজও মানে নাই এ বাণী সবাই
তাই করে হানাহানি ॥
জাতিতে বর্ণে আজও ব্যবধান
আজিও হয়নি তার অবসান
ভাঙ্গো এসে বীর ধরম জাতির
প্রাচীরটিরে ॥
এসো হে প্রেমিক মম প্রাণাধিক
এসো হে ফিরে ॥
আজও দিবাযামি হেরিতেছি আমি
শূন্যতা তব ঘরে ॥
যেন মধুবীণা বীণকারহীনা
প'ড়ে আছে অনাদরে ॥
উত্তাল নাচে নাচিয়া নাচিয়া
মধুর কণ্ঠে সুর জুড়ে দিয়া
গাহেনাকো কেহ তাই ভাসে গেহ
বিরহ নীরে।
এসো হে প্রেমিক মম প্রাণাধিক
এসো হে ফিরে ॥
তব পথপানে চাহিয়া চাহিয়া
তব গান মুখে গাহিয়া গাহিয়া
দিবা বিভাবরী বাহি দেহ-তরী
জীবন নীরে।
প্রার্থনা তাই পায়ে দাও ঠাঁই
এ অকূতীরে।
হে রামকৃষ্ণ ! প্রেমবারিক
এসো হে ফিরে ॥

* যিনি কৃপা বর্ষণ করেন ** বানর

সমাপ্ত

(১) ইহা সঙ্গীতের একটি অলঙ্কার